Note 1.—Number of emergent proc

Note 2.—Processes received from

d Orders, Volume I.)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া

মাঘ, ১৩২৮

মূল্য ২৲ টাকা মাত্র

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রিণ্টার — শ্রীবিহারীলাল নাথ,
এমারেল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
৯, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাতা।

উপহার

≽ উৎসর্গ ≼

'নমিতা' লিখিবার সময়—যাঁহার—
ক্ষমা-ধৈর্য্যে তেজস্বী, উদার-সমপ্রাণতা পূর্ণ
সুমহান্ চরিত্র-গৌরব
এবং
শিশুর মত সরল-কোমল, সুগভীর স্নেহশীল
শান্ত-আনন্দময় হৃদয়ের পুণ্যস্মৃতি—
আমার
সব চেয়ে বেশী করিয়া মনে পড়িয়াছিল
আমার সেই স্বর্গগত পিতৃদেব
লব্ধ-প্রতিষ্ঠ চিকিৎসক
৺কুঞ্জবিহারী নন্দী, এল্, এম্, এস্
মহোদয়ের শ্রীচরণোদ্দেশে
এই দুঃখ-ভগ্ন-হৃদয়ের বেদনা-অর্ঘ্য
নতশিরে নিবেদন করিলাম।

ইতি—
আশীর্ব্বাদ-প্রার্থিনী—
"কক্‌শেস্-বাজারের-স্মৃতি"
—দীন-আত্মা কন্যা।

নমিতা

১

বসন্তের সায়াহ্ন; অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের স্তিমিতস্মিত জ্যোতিটুকু তখনও গাছপালার উপরে জাগিতেছিল। লঘু-নেশার আবেশ-মত্ত মাতালের মত বাতাস টলিতে টলিতে লতাপাতার বুক ঘেঁসিয়া পুলকের শিহরণ উৎপন্ন করিয়া যাইতেছিল। আকাশের কোলে বিচিত্র বর্ণের রঙিন মেঘের স্ফূর্ত্তিময় লুকোচুরি-খেলা চলিতেছিল। বিশ্ব-প্রকৃতি যেন মধুর অবসাদে স্তব্ধ—তন্ময় হইয়া ঝিমাইতেছিলেন।

মধ্য প্রদেশের...সহরটিকে আমরা করমগঞ্জ নামে অভিহিত করিব। করমগঞ্জ-সহরের অপেক্ষাকৃত বসতিবিরল স্থানে...চিকিৎসালয়টি স্থাপিত। চিকিৎসালয়টি আয়তনেও প্রকাণ্ড এবং উহার সম্মানও যথেষ্ট, কারণ এখানে 'ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ব্বিস্'-উপাধিধারী একজন ইংরাজ ডাক্তারের অধীনে দুইজন এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট্ সার্জ্জন এবং একজন পরীক্ষোত্তীর্ণা ইংরাজমহিলা ধাত্রীর কাজ করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত দুইজন দেশীয় শুশ্রূষা-কারিণী ও পরীক্ষোত্তীর্ণ ঔষধ-প্রস্তুত-কারক এবং অপরাপর ভৃত্যবর্গও যথারীতি আছে।

বৈকালের কর্ত্তব্য-সম্পাদনার্থ বড় ডাক্তার বা ছোট ডাক্তারদ্বয়ের কেহই তখনও আসেন নাই। কম্পাউণ্ডারগণের মধ্যে প্রধান কম্পাউণ্ডার

—সুরসুন্দর তেওয়ারী সেই মাত্র আসিয়া হাঁসপাতালে পৌঁছিয়াছে, অন্য কেহ আসিয়া পৌঁছে নাই।

সুরসুন্দর তেওয়ারী হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ, বয়স—চব্বিশ পঁচিশের বেশী নহে। চেহারা একহারা শীর্ণ; অতিরিক্ত শ্রমশীলতা এবং উপযুক্ত আহারাভাবের জন্যই বোধ হয় দেহ যৌবনোচিত-পুষ্টি-হীন। বর্ণ—রৌদ্র-দগ্ধ অনুজ্জ্বল গৌর। মাথার চুলগুলি স্বভাব-কুঞ্চিত ঘনকৃষ্ণ, কিন্তু অযত্ন-বিশৃঙ্খল; মুখশ্রী মনোহর, ললাটে বুদ্ধিমত্তা, নয়নে করুণা, এবং অধরে সরলতার চিহ্নসমাবেশে মুখে পুরুষোচিত স্থৈর্য্য ও দৃঢ়তা ফুটিয়া উঠিতেছে। পরিধানে হিন্দুস্থানি-ধরণে-পরিহিত আধময়লা ধুতি, গায়ে একটি ডোরা-কাটা কোট, পায়ে সদ্যঃখড়ি-সংস্কৃত সাদা ক্যাম্বিশের জুতা, মাথায় একটি গাঢ় নীল-রঙের ছোট টুপী বাঁকা করিয়া বসানো।

বাগানের ছোট রাস্তার ভিতর দিয়া ঘুরিয়া আসিয়া সুরসুন্দর হাঁসপাতালের সাম্‌নের সিঁড়িতে উঠিতেছে—দেখিল একটি আট নয় বৎসরের সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট বালক বারান্দার সিঁড়ির রেলিং ধরিয়া কৌতূহল-পূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। বালকের পরিধানে ফরসা পাঞ্জাবী এবং একখানি কালা-পেড়ে পরিষ্কার ধুতি, পায়ে চটি জুতা। সুরসুন্দর এখানকার কাহাকেও চিনিত না, কারণ সে আজ কয়দিন মাত্র এখানে বদলী হইয়া আসিয়াছে। অনুমানে বুঝিল বালক বাঙালী ডাক্তারবাবুদের কেহ হইবে; সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে সস্মিত-নয়নে বালকের পানে চাহিয়া সুরসুন্দর জিজ্ঞাসা করিল—"কা'কে খুঁজ্‌ছ খোকা?"

বালক তাহার অযাচিত আপ্যায়নে বিস্মিত হইয়া নীরবে দুই মুহূর্ত্ত তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল, তার পর বলিল, "সমুদ্রপ্রসাদ সিংকে খুজ্‌চি।"

সুরসুন্দর জিজ্ঞাসা করিল, "কম্পাউণ্ডার সমুদ্রপ্রসাদ ?"

"হাঁ, আপনি তাকে চেনেন ?"

"চিনি, কিন্তু সে এখনও আসে নি।"

"আসে নি ?"—বালক ওষ্ঠের উপর তর্জ্জনী স্থাপন করিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধভাবে সুরসুন্দরকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল। তার পর আগ্রহপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা, আপনিই কি হেড্ কম্পাউণ্ডার শিউশরণের জায়গায় এসেছেন ?"

ঈষৎ হাসিয়া সুরসুন্দর বলিল, "হাঁ খোকা, আমি শিউশরণের জায়গায় এসেছি ; তোমার সঙ্গে শিউশরণের আলাপ ছিল ?"

অপ্রসন্নভাবে সজোরে মাথা নাড়িয়া বালক বলিল, "না তিনি আমাদের কারুর সঙ্গে কথা কইতেন না।"

সুরসুন্দর বালকের প্রবল মস্তকান্দোলনভঙ্গী দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না, নিকটে আসিয়া সস্নেহে বালকের কচিকোমল মোটা মোটা হাত দুইটি মুঠাইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি খোকা ?"

"আমার নাম শ্রীসুশীল কুমার মিত্র,—আচ্ছা আমার দিদি মিস্ নমিতা মিত্রকে দেখেছেন তো ?—" বালক সাগ্রহ দৃষ্টিতে সুরসুন্দরের পানে চাহিল।—

"নমিতা মিত্র ?—কই, নাম শুনেছি, মনে হচ্ছে না ত ?"

"আপনাদের ফিমেল ওয়ার্ডের নার্শ ?"

"ওহ্, তা হবে খোকা, আমি ত এখনও এখানে কাউকে চিনি না, —মোটে তিন দিন এখানে এসেছি, কাজকর্ম্ম নিয়ে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকি...।

বালকের মুখের উদ্বেগ-চিহ্ন মিলাইয়া গেল, আশ্বস্তভাবে সে বলিল,

"মোটে তিন দিন? অ!—তাই বলুন—"; যেন এতক্ষণ সে সুর-সুন্দরের এই অজ্ঞতার মধ্যে আর একটা কোন কিছু দুশ্চিন্তা-জনক বিষয়ের সন্ধান পাইয়াছিল! হাসি-মুখে বলিল, "আচ্ছা, আপনি আমাদের বাড়ী কোথায় জানেন?"

সুরসুন্দর হাসিয়া মাথা নাড়িল। যাহার নাম পর্য্যন্ত সে অজ্ঞাত, তাহার ধাম জ্ঞাত হওয়া তাহার পক্ষে কতদূর সম্ভবপর, সে হিসাব, বালকের নিকট অনাবশ্যক বোধে, চাহিল না; প্রসঙ্গটা উল্টাইয়া লইয়া বলিল, "দেখ খোকা, দেশে ঠিক তোমার মত এত বড় আমার একটি ছোট ভাই আছে।"

বালক তৎক্ষণাৎ মাথা তুলিয়া সুধাইল, "তার নাম কি?"

"তার নাম—প্রেমসুন্দর।"

"প্রেমসুন্দর।"—বালক ক্ষুণ্ণভাবে দৃষ্টি নত করিল; বোধ হয়, তাহার আশা ছিল যে আকৃতিগত সাদৃশ্যের সহিত নামগত সাদৃশ্যও অবশ্যম্ভাবী হইবে। তাহাকে দমিয়া যাইতে দেখিয়া সুরসুন্দর তাহার উৎসাহ পুনরুদ্দীপ্ত করিয়া তুলিবার জন্য বলিল, "আচ্ছা খোকা, তুমি ফুল ভালবাস?—নিশ্চয় ভালবাস কি বল?"

প্রশ্নটার অন্তরালে অনেকখানি মিনতি-ভরা অনুরোধের সুর যেন ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। বালক যদিও তখন ফুলের জন্য লেশমাত্র উৎসুক ছিল না, তথাপি সুরসুন্দরের কথায় তৎক্ষণাৎ আহগ্রান্বিত হইয়া বলিল, "ফুল!—হাঁ ফুল আমরা সবাই খুব ভালবাসি। গোলাপ ফুল তো?—"

একটু নিরুৎসাহভাবে সুরসুন্দর বলিল, "গোলাপ ফুল তো নয় খোকা, কামিনী ফুল; কামিনী ফুল বোধ হয় তুমি ভালবাস না?"

সুশীল সাগ্রহে বলিল, "হ্যাঁ তাও ভালবাসি।"

সুরসুন্দর নিজের মাথাটি বাঁ দিকে হেলাইয়া সুকৌশলে টুপিটা

ধীরে ধীরে খুলিয়া লইল। সুশীলের সম্মুখে টুপিটা নামাইয়া ধরিয়া বলিল, "নাও সুশীলবাবু,"—

সুশীল দেখিল টুপির অভ্যন্তরভাগে কতকগুলি সদ্যঃপ্রস্ফুটিত সুগন্ধ-বিস্তারী কামিনী ফুল রহিয়াছে! সে খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল, "বাঃ, আপনি তো বেশ মজা করেছেন, ফুল শুদ্ধ টুপিটা মাথায় পরে আছেন!—আচ্ছা দিন্ না, আমি একবার টুপিটা পরি।"

"পর"—সুরসুন্দর সহাস্যমুখে বালকের অনুজ্ঞা পালন করিল। টুপিটা তাহার মাথায় পরাইয়া দিল। বালক পরম প্রীত হইয়া দুই হাতে নিজের টুপি-পরা মাথাটার চারিদিকে একবার হাত বুলাইয়া দেখিল; সাগ্রহে বলিল, "কেমন দেখাচ্ছে বলুন দেখি?"

"বেশ দেখাচ্ছে সুশীলবাবু,—চমৎকার দেখাচ্ছে; এখানে আয়না নেই, না হলে—"

সকৌতুকে হাসিয়া সুশীল বলিল, "তবে আর কি, আমি তা হলে টুপিটা নিই,—আপনি আর এ নিয়ে কি কর্‌বেন?"

"কিছু না, স্বচ্ছন্দে নাও!—" সুরসুন্দর বালকের অসঙ্কোচ সরলতায় অত্যন্ত প্রীত হইয়া সস্নেহে তাহার ললাট চুম্বন করিল।

ঠিক সেই সময়ে সম্মুখের ফটকের রাস্তায় হাঁসপাতালের ফিমেল্ ওয়ার্ডের মিড্‌ওয়াইফ্ প্রৌঢ়া মিস্ স্মিথ্ এবং একজন শুশ্রূষাকারিণী সুন্দরী যুবতীকে দেখিতে পাওয়া গেল। সুরসুন্দর মিস্ স্মিথকে চিনিত, কিন্তু যুবতীকে চিনিত না, চিনিবার আগ্রহও ছিল না। তাড়াতাড়ি সিঁড়ির পথ ছাড়িয়া কম্পাউণ্ডারদিগের গৃহের উদ্দেশে অগ্রসর হইল।

পিছন হইতে সুশীল বলিল, "আপনার টুপিটা—"

চলিতে চলিতে মুখ ফিরাইয়া সুরসুন্দর বলিল, "ফুলগুলো যে ওতেই আছে, ওটা তুমি—"

"না—না"—বলিতে বলিতে সুশীল ঘাড় কাৎ করিয়া সুরসুন্দরের মত সতর্ক-কৌশলে টুপিটা খুলিতে গেল—টুপি খুলিল বটে, কিন্তু ফুলগুলো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল! অপ্রস্তুত হইয়া মলিনমুখে সুশীল বলিল, "যাঃ! ফুলগুলো যে সব ধূলোয় ছড়িয়ে গেল!"

মমতাপ্রবণহৃদয় সুরসুন্দর তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল। সান্ত্বনা-কোমল-কণ্ঠে বলিল, "দাঁড়াও সুশীলবাবু, আমি কুড়িয়ে দিচ্ছি—ধূলো লাগ্‌তে দেবো না—"

সুরসুন্দর ফিরিয়া আসিয়া বাঁ পায়ের হাঁটু ভূমে পাতিয়া,—বসিয়া পড়িয়া ফুল কুড়াইতে লাগিল। সুশীল একটু ইতস্ততঃ করিয়া কি করা উচিত ভাবিয়া লইল। তাহার পর হাতের টুপিটা মাথায় চড়াইয়া—নিজের হাত দুইখানি খালি করিল এবং সুরসুন্দরের পাশে বসিয়া সেও ফুল কুড়াইতে আরম্ভ করিল।

মহিলাদ্বয় কথা কহিতে কহিতে আসিতেছিলেন, ইহাদের দিকে অত লক্ষ্য করেন নাই। কাছাকাছি আসিয়া মিস্ স্মিথের দৃষ্টি ইহাদের উপর পড়িল। সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে কৌতুকোজ্জ্বল মুখে সহাস্যে তিনি বলিলেন, "একি হচ্ছে এদের?—বাঃ, ফুল কুড়োনো হচ্ছে!"

"হাঁ—ফুলগুলো পড়ে গেছে, তাই"—সুশীল মুখ ফিরাইয়া জবাব দিল। সুরসুন্দর কোন উত্তর দিল-না, নতমুখে ফুল কুড়াইয়া সুশীলের পাঞ্জাবীর পকেটে ঢালিয়া দিল। মিস্ স্মিথ্ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ছোট মিত্র, তুমি বোধ হয় ফুলগুলো আমায় দেবার জন্যে সংগ্রহ কর্‌ছ?"

"নিন্ না—নিন্—" বালক তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সাগ্রহে পকেটে হাত পূরিয়া মুঠা ভরিয়া ফুল লইয়া মিস্ স্মিথের সম্মুখে হাত বাড়াইয়া দিল। মিস্ স্মিথ্ পার্শ্ববর্ত্তিনী সঙ্গিনীর পানে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "সপ্রতিভ বালকের বদান্যতা দেখ্‌ছ নমিতা!"

নমিতা!—ইনিই সুশীলের দিদি!—সুরসুন্দরের ফুল কুড়ানো মুহূর্ত্তের জন্য স্থগিত হইল। এতক্ষণ মিস্ স্মিথের সঙ্গিনীর জন্য সে লেশ-মাত্র কৌতূহল অনুভব করে নাই। কিন্তু এইবার আর পারিল না,—ঘাড় ফিরাইয়া উৎসুকদৃষ্টিতে চাহিল—কিন্তু মুহূর্ত্তে তাহার নয়নযুগল বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল!—ইনি নমিতা!

নমিতা ললিত-লাবণ্যগঠিতা—স্নিগ্ধ-তরুণিমার জীবন্ত চিত্র! তাহার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া এমনই একটা কোমল কমনীয়তা আবেশের মত জড়াইয়া রহিয়াছে যে, সহসা তাহাকে দেখিলে নয়ন-মন আনন্দে মুগ্ধ হইয়া পড়ে! সুরসুন্দর মুহূর্ত্তের জন্য আত্মবিস্মৃত হইল এবং আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিল—ইনি এত সুন্দরী!

নমিতার বয়স উনিশ কি কুড়ি বৎসর হইবে। শরীরের গঠন একটু লম্বা, দোহারা—বেশ শোভন রমণীয় শ্রী-ব্যঞ্জক, চক্ষু দুইটি বড় বড়, নাসিকা সূক্ষ্ম সুন্দর; মুখভাবে নির্ভীকতা, দৃঢ়তা এবং কোমলতার চমৎকার সমন্বয়!—সৌন্দর্য্য বিকশিত। মাথার চুলগুলি কপালের উপর নামাইয়া পিছনে এলো-খোঁপা-বাঁধা। তাহার উপর 'ভেলের' আচ্ছাদন। পরিধানে একটি সেমিজ ও লেশের সম্পর্কবর্জ্জিত সাদা-সিধা ধরণের জ্যাকেট। সরু-পাড় কাপড়খানি বঙ্গ-মহিলাগণের ন্যায় বেশ সুবিন্যস্ত-ভাবে পরিহিত। পায়ে জুতা-মোজা।

সুরসুন্দর দেখিল তাহাদের ফুল-কুড়ানোর কৌতুক-দৃশ্য দেখিয়া নমিতা নিঃশব্দে হাসিতেছে!—সুরসুন্দর আর ফুল কুড়াইল না, উঠিয়া পড়িল। হাতের ফুলগুলো সুশীলের হাতে দিয়া, পাশে স্তম্ভ-গাত্রে ঠেস্ দিয়া সে দাঁড়াইল। চলিয়া যাইবার পথ ছিল না, কারণ মহিলাদ্বয় সুশীলের সহিত গমন-পথের উপর দাঁড়াইয়াছিলেন।

সুশীল তখন মিস্ স্মিথকে ফুল লইবার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে-

ছিল। মিস্ স্মিথ্ হাসিয়া বলিলেন, "তুমি ফুল নিয়ে খেলা করগে বাবা, আমি এখন নিয়ে কেন মিছেমিছি নষ্ট করব......"

বালক সকৌতুকে হাসিয়া বলিল, "কিন্তু ম্যাডাম্, আমি যে এখুনি সত্যি-সত্যি নষ্ট করে ফেলব!—আচ্ছা, অন্ততঃ দুটো নিন্—"

"আচ্ছা, তাই দাও বাবা"—মিস্ স্মিথ্ গোটাকতক ফুল তুলিয়া লইলেন। নমিতা বিস্ময়-কোমল-কণ্ঠে বলিল, "সুশীল, ও টুপিটা কার?"

"এটা এঁর টুপি—" সুশীল চট্ করিয়া মাথা হইতে টুপিটা খুলিয়া সুরসুন্দরের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, "এই নিন্।"

সুরসুন্দর বিষণ্ণভাবে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। টুপি লইল না, কিন্তু মহিলাদ্বয়ের সম্মুখে বালককে স্পষ্টাক্ষরে কোনো অনুরোধও করিতে পারিল না। তাহার মনোভাব বুঝিয়া তীক্ষ্ণবুদ্ধি বালক হাসিমুখে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না—না, আমায় মাপ করুন, আমি ঠাট্টা করে তখন বলেছিলুম......আপনার টুপি নিন্।"

এইবার নমিতার দৃষ্টি খুলিল। ব্যাপারটা বোধগম্য হইল। চঞ্চল বালক রঙীন টুপিটির জন্য যে, ইতঃপূর্ব্বে ভদ্রলোকের কাছে কোনো-রূপ লুব্ধতা প্রকাশ করিয়াছে, সে-সম্বন্ধে তাহার আর লেশমাত্র সন্দেহ রহিল না। নমিতা তৎক্ষণাৎ নিজে অগ্রসর হইয়া সুশীলের হাত হইতে টুপিটি লইয়া সুরসুন্দরের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল, এবং স্বভাবসুন্দর সৌজন্যে বলিল, "না,—আপনার টুপি—"

যুবতীর আচরণে সহসা সন্ত্রস্তভাবে সুরসুন্দর দুই হাত পাতিল; আর 'না' বলিবার অবকাশ পাইল না।

অপরিচিত যুবকের হাতের উপর টুপিটা নামাইয়া দিতে লজ্জারক্ত-মুখী নমিতার হাতখানি ঈষৎ কাঁপিল! আত্মগোপন-জন্য ত্রস্তভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সে মিস্ স্মিথের উদ্দেশে বলিল, "আসুন আমরা যাই।"

তাহার এই বিড়ম্বনাপূর্ণ গোপন চেষ্টাটুকু মিস্ স্মিথের দৃষ্টি এড়াইল না। তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "চল।"

পথ খালি পাইয়া মহিলাদ্বয়ের উদ্দেশে যথারীতি অভিবাদন জ্ঞাপন করিয়া সুরসুন্দর একটু ত্রস্তচরণে চলিয়া গেল। সুশীল পিছন হইতে তাহাকে অনুরোধ করিল, যেন সমুদ্রপ্রসাদ আসিলে সুশীলের আগমন-সংবাদ তাহাকে জানান হয়। চলিতে চলিতে সুরসুন্দর মাথা নাড়িয়া তাহার অনুরোধ-রক্ষার সম্মতি জানাইল, কিন্তু আর ফিরিয়া চাহিল না।

সুশীলকে বাড়ীর উদ্দেশে পাঠাইয়া নমিতা মিস্ স্মিথের সহিত ফিমেল্-ওয়ার্ডের দিকে অগ্রসর হইল। তাহারা বারান্দা পার হইয়া চলিয়াছে, বামে সারি সারি রোগীদিগের কক্ষ। চলিতে চলিতে একটা গৃহাভ্যন্তরে দৃষ্টি পড়িতেই নমিতা সহসা থম্‌কাইয়া দাঁড়াইল! উদ্বেগ-পূর্ণকণ্ঠে বলিল, "ম্যাডাম্ এই রোগীটি যাতনায় বড় ছট্‌ফট্ কর্‌চে, বুকের ব্যাণ্ডেজটা খুলে গেছে—একবার দাঁড়ান—।"

মিস্ স্মিথের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে পাশের কক্ষে ঢুকিল! মিস্ স্মিথও তাহার পশ্চাৎ চলিলেন। সে ঘরে দুইজন ছাড়া আর রোগী ছিল না। পীড়িতদ্বয়ের প্রথম ব্যক্তি জ্বরে অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িয়া-ছিল, অপর ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে ছিল।

করুণা-বিগলিত-হৃদয়া নমিতা তাড়াতাড়ি আসিয়া রোগীটিকে ধরিয়া বিছানার উপর ভাল করিয়া শোয়াইল। বুকের বন্ধনী শিথিল হইয়া পেটের উপর নামিয়া গিয়াছিল, সেটা সরাইয়া যথাস্থানে তুলিয়া দিল, তাহার শুষ্ক জিহ্বায় দুই চাম্‌চে জল ঢালিয়া দিল,—সহানুভূতিপূর্ণকণ্ঠে তাহাকে দুই চারিটা সান্ত্বনার কথা শুনাইয়া সযত্নে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। রোগী তৃপ্ত হইয়া আরামে আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"আঃ!"

মিস্ স্মিথ্ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন। তিনি নমিতার কার্য্যাবলীতে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই; তিনি শুধু বিস্ময়ে নির্ব্বাক্‌ভাবে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন—নমিতার সে সময়ের সেই করুণাপ্লুত বদনের অপূর্ব্ব স্নেহময়ী মাধুরী—শোভা! মিস্ স্মিথ্ অবাক্ হইয়া ভাবিতেছিলেন, 'এ সেই নমিতা, যে নমিতা অপরিচিত ব্যক্তির সহিত মুখ তুলিয়া একটা কথা কহিতে লজ্জায় লাল হইয়া উঠে, হাতে হাতে কোনো জিনিস দিতে এখনও সঙ্কোচে থতমত খায়, এ সেই নমিতা!—কি আশ্চর্য্য! এ যে এখন নিঃসম্পর্কীয় আর্ত্তের সেবায় সম্পূর্ণ মুক্ত অসঙ্কোচ, ঐকান্তিক আগ্রহপরায়ণা—করুণাময়ী জননী, স্নেহময়ী কন্যা!' সজলনয়নে মিস্ স্মিথ্ ডাকিলেন, "নমিতা।"

আরাম পাইয়া রোগীর তখন একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। নমিতা মিস্ স্মিথের আহ্বানে সন্তর্পণে নিঃশব্দে তাহার শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল এবং ধীরপদে মিস্ স্মিথের সহিত কক্ষের বাহিরে আসিল।

উভয়ে ফিমেল্-ওয়ার্ডের দিকে চলিলেন। মিস্ স্মিথ্ চলিতে চলিতে বলিলেন, "আচ্ছা নমিতা, নার্শের কাজ কি তোমার বড় ভাল লাগে?"

নমিতা উত্তর দিল, "হাঁ, ম্যাডাম্, বড় ভাল লাগে, সেই জন্যে আমি ইচ্ছে করেই এ কাজে এসেছি—শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিই নি,—"

মিস্ স্মিথ্ আর কিছু বলিলেন না। উভয়ে নীরবে চলিতে লাগিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সহসা একটু আবেগের সহিত নমিতা বলিয়া উঠিল, "ম্যাডাম্, যে-কোনো পীড়িতের বিছানার পাশে গিয়া দাঁড়ালে, আমার বাবার শেষ জীবনের সেই রোগাচ্ছন্ন বেদনাময় মূর্ত্তিটা মনে পড়ে যায়! আমি প্রত্যেক পীড়িতের মধ্যে আমার পিতার সেই পবিত্র সত্তা অনুভব করি; আর নিজের কথা ভুলে যাই। তখন এদের

যন্ত্রণা একটুকু উপশমের জন্য আমার প্রাণ এত আকুল হ'য়ে উঠে যে··· ······।" নমিতার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল, সে আর বলিতে পারিল না।

মিস্ স্মিথ্ করুণা-সজলনয়নে একবার নমিতার মুখপানে ফিরিয়া চাহিলেন, তার পর নিঃশব্দে রুমালে অশ্রুকণা মোচন করিয়া নীরবে যেমন চলিতেছিলেন, তেমনই চলিলেন। আর কোনও কথা কহিলেন না।

২

নমিতার পিতা, স্বর্গীয় যাদবচন্দ্র মিত্র, মহাশয় লোক ছিলেন। তিনি স্বল্প-কাল-ব্যাপী কর্ম্মজীবনের অঙ্কে তেমন কিছু মহদনুষ্ঠানের চিহ্ন আঁকিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার চরিত্রের দৃঢ় সত্যনিষ্ঠা, অকপট সরলতা ও উদার সহৃদয়তার কথা স্মরণ করিয়া এখনও, আত্মীয়-স্বজনের কথা দূরে থাকুক, অনেক নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তিও তাঁহার নামে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন না।

নিজের অদম্য অধ্যবসায়বলে, নিঃসহায় নির্ব্বান্ধব যাদবচন্দ্র যৌবনে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। সেই সময় তিনি বিবাহ করেন। বিবাহের কিছু দিন পরেই তিনি মহাত্মা রামমোহন রায় প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

ধীর বিবেচনা-শক্তি, তীক্ষ্ণ মেধা এবং অগাধ সত্যনিষ্ঠার বলে তিনি আধ্যাত্মিক জীবনের যথেষ্ট উন্নতি বিধান করিলেও ব্যবসায়ে আশানুরূপ কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু সেই অকৃতকার্য্যতা তাঁহার

জীবনে যে শান্তি, যে সন্তোষ বহন করিয়া আনিয়াছিল, তাহাতেই তিনি আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেন।

যথাক্রমে তাঁহার তিন পুত্র ও দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। জ্যেষ্ঠ পুত্র অনিলের অপেক্ষা কন্যা নমিতা দুই বৎসরের ছোট; নমিতার পর বিমল ও অপর কন্যা সমিতা জন্মগ্রহণ করে। সমিতার জন্মের প্রায় পাঁচ বৎসর পরে সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র সুশীলকুমার ভূমিষ্ঠ হয়।

পুত্রকন্যাগুলিকে যথোপযুক্তরূপে শিক্ষা দিতে তিনি একটুকুও চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই, তিনি তাহাদের শিক্ষার ভার বিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই; নিজেও সর্ব্বদা শিক্ষকের যত্ন, পিতার স্নেহ, বন্ধুর সহৃদয়তা ও পরীক্ষকের তীক্ষ্ণ বিচারনৈপুণ্যে তাহাদের চরিত্রগঠনে ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহার শিক্ষাগুণে সন্তানগণ বুঝিয়াছিল যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু আত্মাভিমান নহে, শিক্ষা জীবনের উন্নতলক্ষ্যে অগ্রসর হইবার পন্থামাত্র।

যে বৎসর নমিতা এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, সেই বৎসর অনিলও ফার্ষ্ট আর্ট পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া পিতার নির্দেশক্রমে চিনা মাটীর কাজ ও অপরাপর প্রয়োজনীয় শিল্পবিদ্যা শিক্ষার্থ বিদেশে গমন করে। পিতা কন্যার মানসিক গতিপ্রবণতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, তাহাকে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার্থে কলিকাতা ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন।

যাদববাবু সমস্ত জীবনের উপার্জ্জনের ফলে কলিকাতায় একখানি বাড়ী ও কয়েক সহস্র মুদ্রা ভিন্ন আর বেশী কিছুই সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। পুত্র অনিল যখন বিদেশে যায়, তখন তিনি তাঁহার সমুদয় সঞ্চিত অর্থের একটী কপর্দ্দকমাত্র অবশিষ্ট না রাখিয়া সমস্ত অনিলের হাতে তুলিয়া দেন। তাঁহার এই দুঃসাহসিকতায় অনেকেই দুঃখিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি পূর্ব্বাপর ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া চলিতেছিলেন, কোন

প্রতিকূল ঘটনাতেই বিচলিত হন নাই, তাই বন্ধুবর্গের হিতৈষী মন্তব্যে ধন্যবাদ দান করিলেন, কিন্তু নিজের সঙ্কল্প-অনুযায়ী কার্য্য করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন না।

নির্ব্বিঘ্নে একটী বৎসর কাটিয়া গেল। নমিতা ক্যাম্বেলে প্রথম-বার্ষিক-শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। কিন্তু সেই সময় সহসা জ্বর-বিকারে আক্রান্ত হইয়া পিতা ইহধাম ত্যাগ করিলেন,—সংসারটা আকস্মিক মেরুদণ্ড ভ্রষ্ট প্রাণীর মত অবলম্বন-হীন রূপে ভয়াবহ অবস্থান্তরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল, নমিতার পড়া-শুনা বন্ধ হইল।

পিতা মৃত, অভিভাবক ভ্রাতা বিদেশগত; ছোট ছোট ভাই ভগ্নীর প্রতিপালন, এবং বিধবা জননী ও নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের ভার গ্রহণের দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। এরূপ অবস্থায় পড়িলে অন্যে কি করিত বলা যায় না, কিন্তু নমিতা ধৈর্য্যচ্যুত হইল না। শিক্ষালোকের সাহায্যে সে বিশ্ব-সংসারের যতটুকু চেহারা দেখিতে পাইয়াছিল তাহাতে বুঝিয়াছিল যে, সংসারে অসুবিধা চিরদিনই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে, এবং থাকিবেও,—কিন্তু অসুবিধা নিবারণের উপায়ও ভগবান্ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে দিয়াছেন। মানুষের কর্ত্তব্য, শুধু উপযুক্ত ক্ষেত্রে শক্তির সদ্ব্যবহার করা। নমিতা সত্বর কোন একটা উপার্জ্জন-পন্থা আবিষ্কারে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। বিদেশগত অনিলকে সাংসারিক দুর্ঘটনার বিষয় সমস্ত জানাইয়া বা প্রশ্ন-পরামর্শের দ্বারা উৎকণ্ঠিত করিয়া তোলার কিছুই আবশ্যক বিবেচনা করিল না, দিবারাত্র শুধু নিজের কর্ত্তব্য-সাধন করিতে লাগিল।

চেষ্টার ফলে শীঘ্রই দুই চারিটা শিক্ষয়িত্রীর কাজ জুটিল, কিন্তু নমিতা দেখিল সেরূপ অল্প বেতনে কলিকাতায় সংসার-খরচ চালান দুঃসাধ্য,—তাহা ছাড়া ভাবিয়া দেখিল, যখন পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্থ আহরণ করিতেই হইবে, তখন যথাসাধ্য তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা উচিত—নিজের দিক-

গিয়া সেখানে সুখ সুবিধাটাকে বড় করিয়া দেখিলে চলিবে না। নমিতা ক্যাম্বেলের কর্তৃপক্ষকে ধরিয়া দার্জ্জিলিঙের নিকটবর্ত্তী কোন এক সহরের হাঁসপাতালে শুশ্রূষাকারিণীর কাজ গ্রহণ করিয়া সেইখানে চলিয়া গেল; বিমল, সমিতা ও সুশীল কলিকাতায় মাতার কাছে রহিল।

তাহার পর যথাক্রমে হিতৈষী বন্ধুবান্ধবের পত্রে ও নমিতার পত্রে বিদেশবাসী অনিল একে একে সমস্ত সংবাদ শুনিতে পাইল। সংবাদ-সকল শুনিয়া সে প্রথম প্রথম দেশে ফিরিবার জন্য বড়ই উতলা হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু শেষে নমিতার পরামর্শানুসারে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া শান্ত হইল। আরব্ধ শিক্ষাটাকে ত্যাগ করা যেমন সহজ, তেমনই নিষ্ফল,—কিন্তু ইহাকে চোখ কাণ বুজিয়া সমাপ্ত করিয়া তোলা যতই কঠিন হউক না কেন, ইহা ভবিষ্যতের পক্ষে যে যথেষ্ট সুফলজনক তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। অনিল চোখ কাণ বুজিয়া খাটিতে লাগিল। কনিষ্ঠ ভগিনী হইলে কি হইবে, নমিতাকে সে নিজের অপেক্ষা অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিত, পূর্ব্বাপর তাহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করিত,—এখন অভাবের মুখে তাহার স্বেচ্ছা-স্বীকৃত-গুরু-দায়িত্ব-বহন-ক্ষমতাকেও অনিল অগ্রাহ্য করিতে পারিল না; বিশেষতঃ নমিতা যখন লিখিল—"পিতা যেমন উচ্চ-উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া, ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া তোমাকে বিদেশে শিক্ষালাভার্থ পাঠাইয়াছিলেন, তেমনই আমরাও প্রাণ-পূর্ণ নিষ্ঠায় ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া, ঐকান্তিক চেষ্টায়, তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে যত্ন করিব; যদি শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া তাঁহার পরলোকগত আত্মার একটুকুও সন্তোষ বিধান করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের সন্তানত্ব সার্থক বলিয়া জানিব, এবং জীবনকে ধন্য জ্ঞান করিব;"—তখন অনিল নয়নের অশ্রুর সহিত অন্তরের সমস্ত দ্বন্দ্ব সংশয় মুছিয়া, ঘন-কম্পিত-

হস্তে তিন ছত্রে সমাপ্ত করিয়া নমিতাকে একখানি পত্র লিখিয়া, নিজের কাজে মন দিল ; এবং নমিতাও সেই পত্র পাইয়া আশ্বস্তচিত্তে জগদীশ্বরকে প্রণাম করিল।

কিছুদিন নির্ব্বিঘ্নে কাটিল। তাহার পর নিজের চেষ্টায় ও কর্ত্তৃপক্ষের অনুগ্রহে নমিতা যে হাঁসপাতালে কাজ করিতেছিল তথা হইতে বদলী হইয়া করমগঞ্জের হাঁসপাতালে আসিল। এখানে সকল বিষয়ের সুবিধা দেখিয়া, সে কলিকাতার বাড়ীখানি ভাড়া দিয়া, মাতা ও ভাই ভগ্নীগণকে এখানে লইয়া আসিল এবং বিমলকে স্থানীয় হাইস্কুলে ও সমিতাকে বালিকাবিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিল। আর্থিক অসচ্ছলতা প্রযুক্ত সুশীলের পড়ার জন্য গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিতে পারিল না, আপাততঃ সে ভার নিজের স্কন্ধেই লইল—নিজের খুব বেশী কাজ পড়িলে বিমলের উপর সুশীলের তত্ত্বাবধানের ভার দিত ; কখনও কখনও সমিতারও যে, সে কাজে ডাক পড়িত না, এমন নহে,—কিন্তু কাজটা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া উঠিত একমাত্র নমিতারই হস্তে। সুশীলকে বাগাইয়া চালান অপরে তেমন সুবিধা-জনক ব্যাপার মনে করিত না।

কলিকাতার বাড়ী-ভাড়ায় এবং নিজের উপার্জ্জনে এখন সংসারের অবস্থা অনেকটা সচ্ছল হইল ; অধীনস্থ কর্ম্মিগণের উপর নিয়ত করুণাময়ী মিস্ স্মিথের যত্ন থাকায় নমিতার বাহিরেও কিছু কিছু উপার্জ্জন হইতে লাগিল। মিস্ স্মিথ্ তাঁহার অপর শুশ্রূষাকারিণী—খৃষ্টান যুবতী মিসেস্ দত্ত ও মিস্ চার্ম্মিয়ানকেও স্নেহ করিতেন, কিন্তু স্বভাবমাধুর্য্য এবং কার্য্যনৈপুণ্য হেতু নমিতাকেই বেশী ভালবাসিতেন। অল্প দিনের পরিচয় হইলেও নমিতা মিস্ স্মিথের অনেকখানি হৃদয় অধিকার করিয়া লইয়াছিল। আর নমিতাও যে কার্য্যব্যপদেশে তাঁহাকে শুধু অন্য পাঁচ জনের মত শ্রদ্ধা সম্মান দেখাইয়া চলিত—এমন নহে, তাঁহার হৃদয়ের ঔদার্য্যকে নমিতা অন্তরের-

সহিত ভক্তি করিত এবং এই বিদেশে তাঁহাকে শুভাকাঙ্ক্ষিণী সর্ব্বশ্রেষ্ঠা অভিভাবিকা বলিয়া মনে করিত।

মিস্ স্মিথ্ ইংরেজকন্যা, সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা। কি কারণে বলা যায় না, আযৌবন বিবাহের প্রতি তাঁহার গভীর ঔদাসীন্য প্রযুক্ত তিনি চির-কুমারী। মৃতা সহোদরার একটি পুত্রকে লালনপালন করিয়াছিলেন, তাহাকে যথাসময়ে লেখাপড়াও শিখাইয়াছিলেন; সে এখন সিবিলিয়ান হইয়া ভারতের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সেই তাঁহার একমাত্র আত্মীয়। মিস্ স্মিথের ধাত্রীবিদ্যায় হাত-যশ ছিল, তজ্জন্য তাঁহার সরকারী উপার্জ্জনের তুলনায় বে-সরকারী উপার্জ্জন দ্বিগুণ হইত। দরিদ্রের প্রতি করুণা-প্রবণ-হৃদয়া এই নারীর দানশীলতাও যথেষ্ট ছিল—মিস্ স্মিথ্ অর্থের সদ্ব্যয় কিরূপে করিতে হয়, তাহা জানিতেন। কেহ কোন দিন তাঁহাকে অর্থ ভোগ-যোগ্য আত্মীয়ের জন্য আক্ষেপ করিতে শুনে নাই, বরং অনেকে সম-বেদনার স্বরে তাঁহার সমক্ষে সে প্রসঙ্গ তুলিয়া শেষে লজ্জা ও বিস্ময়ের সহিত নিরুত্তর হইতে বাধ্য হইত। মিস্ স্মিথ্ বলিতেন, "পৃথিবীতে যিনি আমায় যতটুকু সাহায্যের সুযোগ দেন, আমি তাঁহার কাছে ততটুকু কৃতজ্ঞ; আমার ধনের যোগ্যাধিকারী,—পৃথিবীর প্রত্যেক অযোগ্য, উপায়হীন, দরিদ্র ব্যক্তি; আর আমার সন্তান ?"—মিস্ স্মিথ্ হাসিয়া সে হিসাবের কথাটা সমাপ্ত করিতেন, প্রতিপক্ষ এইখানেই পরাভব মানিত।

৩

পূর্ব্বদিন রাত্রে মিস্ স্মিথের সহিত একটা 'কলে' গিয়া, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া, নমিতা যখন বাড়ী ফিরিল, তখন বেলা সাড়ে দশটা। গত রাত্রে সাড়ে এগারটার সময় 'ডাক' পাইয়া মিস্ স্মিথ্ নমিতাকে হাঁসপাতাল

হইতেই লইয়া চলিয়া যান। আহ্বানকারী ভদ্রলোকটী স্থানীয় জজ কোর্টের উচ্চপদস্থ গণ্য মান্য ব্যক্তি। তাঁহার কন্যাকে প্রসব করাইয়া মিস্ স্মিথ্ রাত্রি একটার সময় ফিরিয়া আসেন, কিন্তু অল্পবয়স্কা প্রসূতি প্রসবের পর বারম্বার মূর্চ্ছিত হওয়াতে নমিতা সারারাত্রি শুশ্রূষার জন্য সেখানে থাকে। সকালে মিস্ স্মিথ্ গিয়াছিলেন, রোগিণী তখন অনেকটা ভাল; মিস্ স্মিথ্ বলিলেন, "এখনও নমিতাকে সেখানে কয় দিন যাওয়া আসা করিতে হইবে; কারণ শিশুটী অত্যন্ত ক্ষীণ এবং রোগিণীরও পরিচর্য্যা আবশ্যক।"

ক্লান্তদেহে অনিদ্রা-শুষ্ক-মুখে নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে নমিতা আসিয়া বাড়ী ঢুকিল। বাহিরের 'চলন' ঘরের চৌকাঠ পার হইয়াই—নমিতা অবাক্ হইয়া দাঁড়াইল! দেখিল, সুশীল এক চড়ুই পাখীর পায়ে মোটা 'টোয়াইন্' সূতা মজবুত করিয়া বাঁধিয়া, তাহাকে উড়াইয়া উড়াইয়া মহা উল্লাসে খেলা করিতেছে। পাখীটা প্রাণপণ-শক্তিতে উড়িবার চেষ্টায় ব্যর্থপ্রয়াস হইয়া ঘন ঘন পড়িয়া হাঁপাইতেছে, আবার ডানা ঝট্পট্ করিয়া উড়িয়া যাইতেছে,—বন্ধন-রজ্জুতে আটকাইয়া, পুনশ্চ থরথর-কম্পিত দেহে মেঝেয় লুটাইয়া ধড়্ফড়্ করিতেছে;—আর বালক ভৃত্য রামশঙ্কর কতকগুলা জবাফুল একটা সূতায় গুচ্ছবদ্ধ করিয়া—ভয়-কাতর পাখীটার সম্মুখে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী সহকারে সার্কাসের জকারের মত নাচিতেছে! তাহার নৃত্য-নৈপুণ্যের বিচিত্র কৌশলে সুশীল এবং যুবক পাচক গৌরী পাঁড়ে মুখে হাত চাপা দিয়া প্রবল হাস্যাবেগে অধীর হইয়া উঠিয়াছে!

নমিতাকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া, রামশঙ্কর গোয়ালার অদ্ভুত নৃত্য-লীলা অকস্মাৎ সমাপ্ত হইয়া গেল। সুশীলও তাড়াতাড়ি পাখীটাকে মুঠায় পুরিল, গৌরী পাঁড়ের হাস্যোচ্ছ্বাস বন্ধ হইল, তাহাদের স্ফূর্ত্তি-

কৌতুকের ত্রস্ত-বিবর্ত্তন ভঙ্গীটা এমনই তীব্র হাস্যোদ্দীপক হইয়া উঠিল যে, নমিতাও আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, তাড়াতাড়ি দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া—সামলাইয়া লইয়া বলিল, "এই পাখী নিয়ে খেলা হচ্ছে! আজ বুঝি আপনার পড়াশুনা মোটেই হয় নি?"

অবশ্য এ স্থলে প্রজল্পিত 'আপনার' সর্ব্বনামটী শ্রদ্ধা ভক্তির গুরুত্ব নিবন্ধন বা সবিনয় শিষ্টতার অনুরোধে প্রযুক্ত হয় নাই,—ইহার গূঢ়ার্থ সম্পূর্ণ অন্যরূপ! সুশীল বুঝিল। সে ছুতা পাইয়া কষ্টরুদ্ধ হাস্যবেগ তৎক্ষণাৎ সোচ্ছ্বাসে মুক্ত করিয়া দিয়া, খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল, "সে হয়ে গেছে মেজদার কাছে, মেজদা তোমায় খুঁজতে গেছে, তোমার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে?"

ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত নমিতা বলিল, "আমার সঙ্গে? কই না ত! সে কি আজ স্কুল যায় নি?"

"স্কুল! হা-হা-হা-হা! আজ যে রোব্বার দিদি!"

অপ্রতিভ হইয়া নমিতা সুশীলের দিক হইতে দৃষ্টি তুলিয়া লইল, চপলপ্রকৃতি বালক এখনই হয়ত তাহাকে আবার হাসাইয়া ফেলিবে! সে মুখ ফিরাইয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

নমিতার সম্মুখে অপ্রস্তুত হইয়া, ভৃত্য ও পাচক এতক্ষণ পলাইবার ছুতা খুঁজিয়া ইতস্ততঃ করিতেছিল। নমিতাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া দ্বারপার্শ্ববর্ত্তী পাঁড়ে ঠাকুর নিতান্ত নিরীহ আকৃতির কূর্ম্ম-অবতারের মত গলা বাড়াইয়া মিটিমিটি চক্ষে চাহিয়া বলিল, "আপ্‌কো চা-পানি বইল', হোনে দেগা দিদিমায়?"

নমিতার পক্ষে 'দিদিমায়' সংজ্ঞাটুকু ঠিক ন্যায়ের যুক্তিসিদ্ধ না হইলেও কেহ কোন দিন সে কথা লইয়া তর্ক করে নাই, কারণ ইহা ভৃত্যগণের স্বেচ্ছা-দত্ত উপাধি। ভৃত্যেরা নমিতাকে শুধু 'মা' বলিয়া ডাকিতে

পারিত না, কারণ নমিতার মাতা-রূপিণী 'মায়-জী' বাড়ীতে বর্ত্তমান, অথচ তাহাকে শুধু 'দিদি' বলিয়া ডাকিতেও বোধ হয় ইহাদের মুখে বাধিয়া যাইত; তাই ইহারা উভয় সম্বোধন সংযোগে এই পছন্দসই অভিধানটি বাহাল করিয়াছে।

পাঁড়ে ঠাকুরের প্রশ্নের উত্তরে পুনশ্চ প্রশ্ন করিয়া নমিতা জানিল যে, ঠাকুরের সমস্ত রন্ধন শেষ হইয়া গিয়াছে এবং এখনও উনানে যথেষ্ট আগুন আছে। নমিতা বলিয়া দিল যে, চায়ের জল যেন অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে প্রস্তুত করা হয়, কারণ আগে সে স্নান করিবে।

গৌরী পাঁড়ে আর সেখানে অপেক্ষা করা সুবিধাজনক নহে বিবেচনা করিয়া, ধীরে ধীরে পাশ কাটাইয়া অগ্রসর হইল; রামশঙ্করও কষ্ট-সৃজিত 'ভাল-মানুষী'-ভরা মুখে ধীরে ধীরে তাহার অনুবর্ত্তী হইতেছিল, কিন্তু সেই সময় নমিতা সুশীলের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, পাখীটার ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধেছ, ওটাকে মেরে ফেল্‌বার জন্যে বুঝি? ওটা ধর্‌লে কে?"

সুশীল তিরস্কার সম্ভাবনা বুঝিয়া তাড়াতাড়ি নিজের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিতে মনোযোগী হইল। সে নমিতাকে জানাইল যে ইতিপূর্ব্বে পাখীটাকে করায়ত্ত করিবার দুরভিসন্ধি তাহার মস্তিষ্কে আদৌ উদ্ভূত হয় নাই, কেবল গৌরী পাঁড়ে ও রামশঙ্কর দুই জনে তাহাকে পাখী লইয়া খেলাইবার সঙ্কল্পে প্রবুদ্ধ করিয়াছে মাত্র, এবং উহারাই দুইজনে পাখীটাকে যে রান্নাঘরের ভিতরে ধরিয়াছে—সে কথা বলিতেও ভুলিল না।

গৌরী পাঁড়ে ততক্ষণে চৌকাঠের বাহিরে গিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিল, কিন্তু রামশঙ্কর তখনও গৃহের বাহির হইতে পারে নাই; সুশীলের কথায় সে প্রমাদ গণিল। কৌশলে ফাঁড়া কাটাইবার জন্য সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বিনয়াবনত দৃষ্টিতে চাহিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "জী আপকো আস্‌নান্‌-কি পানি তিনো টব্‌ উঠায় গা?"

তাহার ধূর্ত্ততা দেখিয়া নমিতা ঈষৎ হাসিল। সস্মিত-দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "তিনো টব নেই বাবা, দুনো টব যে হোগা,—"

রামশঙ্কর অধিকতর শান্তশিষ্টভাবে মাথা নত করিয়া বলিল, "মগর্ খোঁখা বাবু যো আপকো বাস্তে আবিতক আস্নান্ কিয়া নেই।"

নমিতা সুশীলার দিকে চাহিয়া বলিল, "চান্ করিস্ নি কেন রে?"

সুশীল বিপদে পড়িল। ইহাদের সকল ভাই বোনেরই সকালে স্নান করা অভ্যাস। সুশীলকে স্নানের সময় নমিতা সাহায্য করিত, অপরের সাহায্যে সুশীলের মনঃপূত হইত না। ক্বচিৎ নমিতার কাজের বেশী ভিড় পড়িলে তাহাকে ছোটদিদির হাতে পড়িতে হইত, সেটাও অবশ্য নমিতার নির্দ্দেশক্রমে; আজও অবশ্য স্নানের সময় 'ছোটদিদি' তাহাকে ডাকাডাকি করিয়াছিল, কিন্তু সে সময় সদ্য-ধৃত পাখীটা লইয়া সুশীল ঘোরতর ব্যস্ত থাকায় তাহার আহ্বানে কর্ণপাত করে নাই। এখন নমিতার 'কেন' প্রশ্নের উত্তরে রামশঙ্করের কথিত 'আপ্কো বাস্তে' উত্তরটা প্রয়োগই সে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ বিবেচনা করিল; চক্ষুর্দ্বয় যথাসাধ্য বিস্ফারিত করিয়া, ঢোক গিলিয়া বলিল, "এই তুমি আসনি কিনা—তাই। যাও শঙ্কর, দিদিমায় কি সাত হামারাভি আস্নান্ কি পানি উঠায় দেও।"

শঙ্কর বিদায় হইলে নমিতা পাখীকে অনর্থক কষ্ট দিয়া, খেলার জন্য ও ভৃত্যবর্গের নিষ্ঠুর আমোদে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য, সত্য সত্যই সুশীলকে কিঞ্চিৎ ভর্ৎসনা করিল। পাখীর পায়ের বাঁধন তখনই খোলা হইল, কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টায় বহুক্ষণব্যাপী টানাটানির ফলে পা টা কিছু আহত হইয়া গিয়াছিল, বেচারী উড়িতে গিয়া পড়িয়া গেল। তাহার দুর্দ্দশায় অনুতপ্ত সুশীল তাড়াতাড়ি তাহাকে তুলিয়া সকাতরে বলিল, "একে এখন

ধামা চাপা দিয়ে রাখি দিদি, পায়ে আইডিন লাগিয়ে দেব, ব্যথা সার্‌লে কাল পরশুর মধ্যে উড়িয়ে দেব এখন, কি বল ?”

ক্ষুণ্ণভাবে নমিতা বলিল, “অগত্যা, কিন্তু আইডিন্ লাগান'র কাজটা না করাই সব চেয়ে ভাল ছিল, ছিঃ অমন করে কি কষ্ট দিতে আছে ?”— ভাইটীর বিষণ্ণ-মলিন মুখের পানে চাহিয়া নমিতা থামিল, আর বেশী বলা অনুচিত !—প্রসঙ্গটা ফিরাইয়া লইয়া সস্নেহে বলিল, “বাড়ীর ভেতর আয়।”

উভয়ে বাড়ীর মধ্যে চলিল, চলিতে চলিতে নমিতা বলিল, “হ্যাঁরে বিমল কি আমায় খুঁজতে হাঁসপাতালে গেছে ?”

সুশীল মাথা নাড়িয়া বলিল, “না, হাঁসপাতাল থেকে তুমি যে কাল মিস্ স্মিথের সঙ্গে ‘কলে’ গেছ, সে কথা ত কাল রাত্রেই তেওয়ারী কম্পাউণ্ডার বলে গেছে, তবে···”

বাধা দিয়া ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত নমিতা বলিল, “তেওয়ারী কম্পাউণ্ডার ? কই আমার সঙ্গে তো তার দেখা হয়নি, আমি তো সর্দ্দার মেথরকে বাড়ীতে খবর দিতে বলে গেছলুম।”

সুশীল বলিল, “সর্দ্দার মেথরই আস্‌ছিল, কিন্তু সে বুড়ো মানুষ, আহা কষ্ট করে আবার এতটা পথ আস্‌বে ?—তাই তেওয়ারী কম্পাউণ্ডার তাকে ফিরিয়ে দিয়ে নিজেই এসে বলে গেল, ও-লোকটি খুব ভালমানুষ কিনা ?”

পরিহাসের স্বরে নমিতা বলিল, “সত্যি নাকি ? লোকটি তাহলে তোমার মত নয় ?”

সোৎসাহে ঘাড় নাড়িয়া সুশীল বলিল, “নাঃ, মোটেই না, ও-লোকটি বেশ ভাল লোক,—ও এসে কাল কাকে ডাক্‌লে জান ? আমাকে ! —আমাকেই চেনে কি না ! তারপর মেজদা বেরিয়ে যেতে সব বল্‌লে ; আজ আমরা এতক্ষণ তোমার জন্য অপেক্ষা করলুম, মা ভাবছিলেন

কি না—তাই মেজদা মিস্ স্মিথের কুঠীতে তোমার খবর আন্‌তে গেল।”

উভয়ে আসিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল; সম্মুখে রৌদ্রালোক-ঝলসিত, ঝর্‌ঝরে পরিষ্কার মাটীর উঠান, উঠানের ও-পাশে টালির ছাদযুক্ত বারেন্দা ও সারি সারি কয়খানি একতলা ঘর, বামদিকে কূপযুক্ত প্রাচীর-ঘেরা স্নানাগার। অন্য দিকে খড়ের ছাওয়া রান্নাঘর; তাহার পাশে সুশীলের সযত্ন-পালিত ছাগলের একটি ক্ষুদ্র চালাঘর। চালাঘরের খোয়া-পিটান মেঝের উপর বসিয়া ছাগমাতা দুইটি সদ্যোজাত শাবক লইয়া,—টাট্‌কা ডাল-ভাঙ্গা কতকগুলা পাতা ঘন ঘন চোয়াল নাড়িয়া সাগ্রহে চর্ব্বণ করিতেছিল। বৎস দুইটি ইতস্ততঃ লাফাইয়া খেলা করিতেছিল।

উঠানে রৌদ্রে বসিয়া নমিতার জননী পাথরের খোরায় কাসুন্দীর আচারে সরিষাগুঁড়া মাখাইতেছিলেন; রোগে, শোকে মানুষটি যেন অকাল-বার্দ্ধক্যে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন, সমস্ত শরীরের মাংস শ্লথ ও কুঞ্চিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু রংটুকু পাকা আমের মত টুক্ টুক্ করিতেছে। সর্ব্বাবয়বে যেন শান্ত সহিষ্ণুতার জ্যোতি ফুটিয়া বাহির হইতেছে, মানুষটিকে দেখিলেই সহসা মনে করুণা-মিশ্রিত ভক্তির উদয় হয়। মাথার চুলগুলি প্রায় সব উঠিয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট কয়গাছি পাকিয়া সাদা হইয়া গিয়াছে। সুশীলের আপত্তিতে এই অনর্থক জঞ্জাল তিনি এখনও মাথায় বহিতেছেন, ছাঁটিয়া ফেলিতে পারেন নাই। সময় সময় চুলগুলা লইয়া অত্যন্ত বিরক্তি ধরিলেও ছেলে মেয়েদের দুঃখ অসন্তোষের ভয়ে, এ দুর্ভোগ নীরবে সহ্য করিয়া চলিতেছেন। পরিচ্ছদাদির মধ্যে সাদা থান ছাড়া তিনি আর কিছুই ব্যবহার করিতেন না। অঙ্গে কোন আভরণ নাই।

বারেন্দায় বসিয়া সুন্দরী কিশোরী নমিতা পিঠের উপর সদ্যঃস্নাত

কৃষ্ণ-চিক্কণ কেশরাশি এলাইয়া দিয়া—আচারের জন্য হামান-দিস্তায় হলুদ কুটিতেছিল। সমিতার আকৃতি, গঠন ঠিক নমিতারই মত,—তবে বয়ো-গুন-সিদ্ধ প্রকৃতির চপল-কৌতূহল-পরায়ণতা ও অস্থিরচাঞ্চল্য এখনও স্বভাবে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান, নমিতার সহিত তাহার পার্থক্য এইখানেই—আকাশ, পাতাল।

সমিতার পরিধানে একখানি সাড়ী ও একটি সেমিজ, হাতে দুইগাছি সোণার তেতারের রুলী, একছড়া সরু ছেলা-গোট-হার, কাণে দুইটি ফুল। ফুল দুইটি ও হারছড়াটী পূর্ব্বে নমিতা ব্যবহার করিত, এখন অনাবশ্যক বোধে তাহা সমিতাকে দান করিয়াছে, নমিতার হাতে এখন শুধু তিন গাছি করিয়া সরু সোণার চুড়ি ছাড়া আর কিছুই নাই।

সমিতার পাশে বসিয়া তাহাদের পুরাতন দাসী কুর্ম্মি-রমণী লছ্মীর-মা তাহার চুলগুলা কুলাইয়া দিতেছিল; সমিতা একমনে হলুদ গুঁড়াইতেছিল,—নমিতার পদশব্দে তিনজনেই মুখ ফিরাইয়া চাহিল; সঙ্গে সঙ্গে সুশীলকুমার চীৎকার শব্দে জানাইল, "দিদি এসেছে মা।"

মাতা আগমনশীলা কন্যার রৌদ্রতাপরক্ত শুষ্ক ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া বেদনাপীড়িত কণ্ঠে বলিলেন—"কাল রাত্রে কিছু খাওয়া হয় নি বুঝি?"

"না, সেই সন্ধ্যে বেলায় চা খেয়ে বেরিয়েছিলুম—" বলিতে বলিতে নমিতা আসিয়া উঠানে মাতার কাছে দাঁড়াইল, সহসা মাতার ক্লেশ-ব্যঞ্জক মুখভাব অবলোকন করিয়া ত্রস্তে আত্ম-সম্বরণ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "খেলে নিশ্চয়ই অসুখ কর্‌ত, কাল সমস্ত রাত জাগ্‌তে হয়েছে। ভাগ্যে খাওয়ার আগে ডাকটা এসেছিল!"

মাতা কিন্তু এ কথায় বিশেষ সান্ত্বনা লাভ করিলেন না, ধীরে একটি নিঃশ্বাস ফেলিলেন। লছ্মীর মা বলিল, "উঠে আয়, উঠে আয় দিদি, বড় রোদের তাত, ছায়ায় আয়।"

কাপড়ের আঁচলে মুখের ঘাম মুছিয়া নমিতা বলিল, "মা'ও বড্ড ঘেমেছেন যে, রোদ থেকে উঠে চলুন।"

মাতা হাত ধুইয়া আসিয়া দালানে উঠিলেন, দেওয়ালের গায়ে ঠেস্ দিয়া বসিয়া অল্প অল্প হাঁপাইতে লাগিলেন, স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে ইঁহার হাঁপানির ব্যায়রাম ধরিয়াছে, সময় সময় ব্যাধির ঝোঁক খুবই বাড়িয়া উঠে; অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্ত হইয়া পড়েন, ব্যাধি-সংঘাতে তাঁহার শরীর দিনে দিনে বড়ই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে, কাজের মানুষ চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না, সংসারের দুই একটা কাজ যাহা করেন, তাহাতেই শ্রান্ত হইয়া পড়েন। লছমীর-মা অনেক দিনের পুরাণ লোক, দেখিয়া শুনিয়া সংসারের শৃঙ্খলা বিধানে তাহার বুদ্ধি বেশ পাকিয়াছে, সেই এখন গৃহিণীপণা করে। ছেলেদের নিজে হাতে মানুষ করিয়াছিল বলিয়া যত না হউক,—লছমীর-মা নিজে লোকটা বেশ মানুষের মত মানুষ ছিল বলিয়া ছেলে মেয়েরা তাহাকে বাধ্য হইয়া মানিয়া চলিত। অনেক দিন বাংলা দেশে বাস করিবার জন্য লছমীর-মার চালচলন কথাবার্ত্তা সব বাংলা দেশের মত হইয়া গিয়াছে; কেবল জাতীয় পরিচ্ছদ পরিধানের বিশেষত্বটুকু সে ছাড়ে নাই; তবে এ কথা শতবার স্বীকার্য্য যে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় তাহার কোথাও ত্রুটি ছিল না।

মাতাকে বসিয়া হাঁপাইতে দেখিয়া নমিতা নিজের গায়ের জ্যাকেট ও মাথার 'ভেলের' আচ্ছাদন খুলিয়া মাতার কাছে,—একটু স্বতন্ত্র ভাবে আসিয়া উপবেশন করিল,—নিকটে একখানা তালপাতার পাখা পড়িয়াছিল, সেইটা তুলিয়া জননীকে বাতাস করিতে এবং বিনা প্রশ্নে স্বয়ং ভূমিকা ফাঁদিয়া গত কল্য রাত্রের ঘটনাবলীর আদ্যোপান্ত বর্ণনা আরম্ভ করিল। নমিতা যখন শুনিল যে প্রসূতি তাহারই সমবয়স্কা ও দৈর্ঘ্যে প্রস্থে প্রায় তাহারই সমকক্ষ একটি বালিকা মাত্র, এবং শিশুও

একটি বারো-আনা দামের কাঁচের পুতুলের মত ক্ষুদ্র ও ক্ষীণাকার হইয়াছে,—তখন কৌতুক ও উদ্বেগের যুগপৎ সংঘাতে তাহার হামান-দিস্তার শব্দ বন্ধ হইয়া আসিল, তৎক্ষণাৎ মনে মনে নিজের কোলে, বই শ্লেটের বোঝার পরিবর্তে একটি কচি শিশুর আবির্ভাব কল্পনা করিয়া তাহার যেমনই অসহিষ্ণুতা বোধ হইল, তেমনই হাসি পাইল ; মুখে কাপড় চাপা দিয়া অকারণ চপলতায় খক্ খক্ করিয়া খানিক হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ দিদি, ছেলেটাকে দেখে তার মা কি বল্‌ছে ?"

নমিতা সহাস্যে বলিল, "কি আর বল্‌বে ?"

সমবেদনা-পূর্ণ কণ্ঠে সমিতা বলিল, "আহা বেচারীর বোধ হয় খুব ভয় হয়েছে না ?"

"ভয় কেন ?"

"আহা অতটুকু ছেলেকে কি করে বাঁচিয়ে রাখ্‌বে ?"

নমিতা একটু হাসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না, করুণ বিষাদ-ছায়ায় সহসা তাহার মুখমণ্ডল ভরিয়া উঠিল, সে দৃষ্টি নত করিল, কোন কথা কহিল না—নীরবে পাখা ঘুরাইতে লাগিল।

গত কল্য এই ক্ষীণজীবী শিশুটিকে দেখিয়া অবধি ঠিক এইরূপ ধরণের অনেক প্রশ্নই তাহার মনে উদয় হইয়াছিল, কিন্তু নিষ্ফল তর্ক বুঝিয়া কোন কথা উত্থাপন করে নাই, আজ প্রাতঃকালে কথা প্রসঙ্গে মিস্ স্মিথ্ বালিকার অকাল-মাতৃত্ব সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলায়, প্রসূতির জননী যে উত্তর দান করেন, তাহাতে নমিতা শুদ্ধ স্তব্ধ চমৎকৃত হইয়াছে, শুনিল—এই বালিকার বড় জা'য়ের খুব অল্প বয়সে বিবাহ হইয়াছিল, স্বাস্থ্যও ভাল ছিল না,—সম্ভবতঃ সেই জন্যই সন্তান জন্মিতে কয়েক বৎসর দেরী হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার শাশুড়ীঠাকুরাণী পুত্রের পুনশ্চ বিবাহ দেন, এই অজুহাতে যে তাঁহার পুত্র একশত টাকা মাহিনার চাকরী করে,

এবং পৈত্রিক জমীজমাও কয়েক বিঘা আছে, সুতরাং সন্তান ব্যতীত এ সম্পত্তি ভোগ করিবে কে ?—অতঃপর দুই পত্নীর গর্ভে যথাক্রমে ছয় কন্যা ও তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে, ফলে সংসারে এমনই অনাটন ও অশান্তি বাড়িয়া উঠে যে, তাহার সংঘাতে গোষ্ঠী শুদ্ধ অস্থির ; শেষে প্রথমা স্ত্রী আত্মহত্যা করিয়া মরে, এবং অপর সকলের সুখ স্বস্তির সীমাও যত উর্দ্ধে উঠিয়াছিল তাহা সহজানুমেয়। এখন ছেলেদের পড়া ও মেয়েদের বিবাহের তাড়ায় সেই একশত টাকার মাহিনাওয়ালা ভদ্র-লোকটি রেলের লাইনে মাথা দেওয়া কর্ত্তব্য কি না তাহাই ভাবিতে-ছেন। সুতরাং এ হেন সংসারের বধূ হইয়া পূজনীয়া শাশুড়ী ঠাকুরাণীর খুসীর উপর যথাসম্ভব সত্বর যে সন্তানের জননী হওয়া একান্ত নিরাপদ ব্যাপার সে সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই, তাহাতে হউক সন্তানের শারীরিক মানসিক অপুষ্টতা, আর না থাকুক্ সে জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া! ——তাহার জন্য অপর্য্যাপ্ত দুঃখ আছে তো, সেই যথেষ্ট—চিন্তার প্রয়োজন নাই! যাহা কিছু চেষ্টা ও চিন্তা তাহা থাকুক অন্য বিষয়ের উপর—সকাল সকাল মাতা হাওয়াটা চাই-ই।

নমিতাকে নিরুত্তর দেখিয়া লছমীর মা সাংসারিক বিষয়ের কথা পাড়িল ; নমিতাও চিন্তা ছাড়িয়া মাতার সহিত পরামর্শ করিতে মনো-নিবেশ করিল, তিন জনে কথাবার্ত্তা চলিতেছে, ইতিমধ্যে সুশীল পাখীটাকে কিছু চাল ও জলসহ চক্ষুর অন্তরালে কোন নিভৃত অংশে বিশ্রাম করিতে দিয়া আসিয়া—নমিতার পিঠে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইল, এবং অদূরবর্ত্তিনী সমিতার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা ছোড়্দি বল দেখি চড়াই পাখী কোন্ 'নাউন্' (Noun) ?" উত্তর দানে অনিচ্ছুক ছোড়্দি বলিল—"জানিনে যা।" "আচ্ছা বল দেখি! কোন্ 'জেণ্ডার্' Gender" ——"তুই বল্ দেখি ?" এবার ছোড়্দি সোৎসাহে পরীক্ষকের আসন

গ্রহণ করিল, কারণ সুশীলকে এই প্রশ্নে ঠকানটা খুব সহজ কি না?— চক্ষু দুইটা সাধ্যমত গাম্ভীর্য্যে শানাইয়া লইয়া পুনশ্চ বলিল, "তুই যদি বল্‌তে পারিস্——"

"আহা আমি যেন জানিনে—ওত নিউটার্ জেণ্ডার্ (Neuter-Gender)"

সমিতা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে হাসিয়া ফেলিল, তাহার পর অবজ্ঞা-পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "হুঁ, মেজদা আমায় একজামিন করে বলে উনিও আমায় একজামিন কর্ব্বেন, দৌড় কত!—তবু যদি গ্রামার জিনিসটা কি তা জান্‌তিস্!"—বিজয়-গর্ব্বদৃপ্ত সমিতার হামানদিস্তার শব্দ উৎসাহ-ভরে উচ্চে আরোহণ করিল।

সুশীলের মুখ ম্লান হইয়া গেল; ছোড়্‌দির শব্দ-জ্ঞানের অভিজ্ঞতা পরীক্ষার স্পৃহাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিতের মত নিবৃত্ত হইল, সে নমিতাকে ঠেলা দিয়া বলিল, "দিদি চান্ কর্ব্বে চল।"

নমিতা কথা কহিতে কহিতে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "যাচ্চি দাঁড়া—"

মাতা বলিলেন, "চান্ করবি এখন বাবু আগে একটু জল খা—"

নমিতা বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে ফি'এর টাকা কয়টি বাহির করিয়া মাতার সম্মুখে রাখিয়া বলিল, "সারা রাত থাক্‌তে হয়েছিল বলে বারটি টাকা দিয়েছে—আমি অবিশ্যি চাইনি কিছু, মিস্ স্মিথ্-ই বলে দিলেন,...যাক্, গৌরী পাঁড়ে আর শঙ্করের কাপড় এক যোড়া করে পাওনা হয়েছে, ভাব্‌ছিলুম মাইনের টাকা থেকেই দেব, তা টাকাটা যখন পাওয়া গেল, তখন কেন বেচারাদের অনর্থক দেরী করে কষ্টে দেওয়া,—বিমলকে বলবেন আজই বৈকালে যেন কাপড় দু যোড়া ভাল দেখে এনে দেয়। আর বাকী টাকাটা খুচরো হাত-খরচের জন্যে রেখে দেবেন......"

সেই সময় পাশের ঘরের দ্বারের দিকে দৃষ্টি পড়িল, নমিতা দেখিল,

ইতিমধ্যে কখন সেখানে গিয়া, সুশীল দুই হাতে জলের গ্লাস ধরিয়া হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া ঢক্ ঢক্ করিয়া জলপান করিতেছে,—সে যে ঠিক ইচ্ছার সহিত জলপান করিতেছে এমন বোঝাইল না। সমিতা বিস্মিত হইয়া বলিল, "ও কিরে চান্ করতে যাবি, এখন জল খাচ্ছিস্ কেন, তেষ্টা পেয়েছে ?"

সুশীল গ্লাস হইতে মুখ তুলিল, বলিল, "না তেষ্টা পায়নি, মা বল্‌লেন কি না তাই—" সে আবার গ্লাসে চুমুক দিল।

তাহার কথা শুনিয়া সকলেই অবাক!—নমিতা খোস-মেজাজে উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া বলিল, "ওরে মুর্খ, মা কি তোকে জল খেতে বল্লেন; দিদিকে বলেছিলেন, বুঝ্‌তে পারিস্‌নি? তুই কি বলে থামকা অতখানি জল খেলি, ভারি বোকা!"

সুশীল অত্যন্ত দমিয়া গেল; কষ্টেস্থষ্টে এতখানি জল অনর্থক খাইয়াই তো সে ঠকিয়াছে, তাহার উপর নিজের বুদ্ধি-বৃত্তির সম্বন্ধে ছোড়্‌দির নিদারুণ অভিমত শুনিয়া ভারি ক্ষুণ্ণ হইল—হায় মাতৃ-আজ্ঞা পালনের পরিণাম এত শোচনীয়!—আস্তে আস্তে গ্লাসটি নামাইয়া রাখিয়া সুশীল আসিয়া নমিতার পাশে দাঁড়াইল, সান্ত্বনা-কোমলকণ্ঠে, হাসিমুখে নমিতা বলিল, "ভাই চল্, তোকে আগে চান্ করিয়ে দিচ্ছি;—ওরে সেলুন, বারসোপ সাবানখানা কোথায় আছে?"

সেলুন ওরফে সমিতা উত্তর দিল, "ও ঘরে তাকের ওপর আছে।"

মাতা বলিলেন, "এখনো কিছু খাস্‌নি, এতখানি বেলা হয়েছে, আজ আর নাইবা কাপড়ে সাবান দিলি—"

"না, মা, জামা সেমিজ সব ঘামে ভিজে গেছে, সারা রাত পরেছিলুম—তা ছাড়া আঁতুড়ঘরের বিছানা মাদুরে বসেছি, ও একটু সাবান দিয়ে

রগড়ে নিই, আর সুশীলের কাপড়খানিও ধূলোয় অপরিষ্কার হয়েছে, ওতে একটু সাবান দিতে হবে।"

সমিতা ফোঁস করিয়া উঠিল, "হুঁ ওকে তো আর নিজে হাতে সাবান দিয়ে কাপড় পরিষ্কার কর্‌তে হয় না—তাই অত ধূলো ঘাঁটার 'বিত্তেব' বেড়েছে, ওকে দিনকতক নিজে হাতে আমাদের মত সাবান দিয়ে কাপড় কাচাও দেখি,—দেখ্‌বে ওর ধূলো ঘাঁটার ধূম একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে!"

সুশীল ক্ষোভ এবং অভিমানপূর্ণ দৃষ্টিতে সমিতার দিকে চাহিয়া রহিল, কোন কথা বলিল না। নমিতা হাসিতে হাসিতে তাহাকে কাছে টানিয়া লইল। লছমীর-মা বলিল, "নমিদিদি, কাপড়ে সাবান দিয়ে রেখে দাও, আমি এর পর কেচে দেব।"

নমিতা মাথা নাড়িয়া বলিল, "কোন দরকার নাই, আমি এখনি কেচে নেব, কতক্ষণ আর দেরী হবে,—" সে হাই তুলিয়া আলস্য ভাঙ্গিল। সহসা বাম হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে চাপ পড়াতে বেদনা বোধ হইল, হাতটা নামাইয়া দেখিল আঙ্গুলে ফোস্কা পড়িয়া গিয়াছে, মনে পড়িল কাল সারা রাত্রি পাখা চালাইতে হইয়াছিল, ফোস্কাটি সেই সংঘর্ষণেই উদ্ভূত হইয়াছে!—কিন্তু কি আশ্চর্য্য, ফোস্কাটা যে উঠিয়াছে তাহা সে এতক্ষণ মোটেই লক্ষ্য করে নাই, আঙ্গুলটা জ্বালা করিতেছিল তাহা মাঝে মাঝে টের পাইয়াছিল ঐ পর্য্যন্ত—ফোস্কার কথা আদৌ আন্দাজ করে নাই।

নমিতা আঙ্গুলটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতেছে; দেখিয়া সুশীলও সেই দিকে চাহিল, সবিস্ময়ে বলিল, "ওমা, দিদির হাতটা কি পুড়ে গেছে? ফোস্কা উঠেছে!"

নমিতা মৃদু হাসিয়া বলিল, "না পুড়ে যাওয়ার জন্যে নয়, পাখার

বাটের ঘেঁসে ফোস্কা উঠেছে,—আমারই বুদ্ধির ভুল, অনেকক্ষণ এক হাতে পাখা চালিয়েছিলুম যে !”

সমিতা বিরক্ত হইয়া বলিল, “তাদের বাড়ীতে কি আর লোক ছিল না ?—তুমি অতক্ষণ পাখা কর্‌লে কেন ?”

নমিতা হাসিল, “ওরে কাজের সময় কি অত দুঃখ কষ্টের মাপ জোক মনে রাখ্‌লে চলে ? কত ফোস্কা কাল-শিরে হাতে, পায়ে ওঠে তার ঠিক কি ! এদের এখানে দুজন হিন্দুস্থানি দাই ছিল,—কিন্তু তারা আগের দিন থেকে রাত জেগে একেবারে ঘুমে আধমরা হয়ে পড়েছিল, বুড়ো মানুষদের আর উঠিয়ে দুঃখ দিতে ইচ্ছে হোল না, নিজেই ছোট খাট কাজগুলো সব কর্‌লুম্—যাক্ তুই সাবানখানা দিবি আয় দেখি···।”

নমিতা উঠিয়া পড়িল।

৪

বৈকালের সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছিল ; পড়ন্ত রৌদ্রের ঝাঁজে তখন চারিদিকে আগুন ছুটিতেছিল। বাতাস তাপ-ভারে অবসাদ-গ্রস্ত হইয়া মন্থরগতিতে চলিতেছিল ; সূর্য্য-তাতে ঝল্‌সিয়া পীতাভ মূর্ত্তি, বৃক্ষলতা এখন বেলা অবসানের স্নিগ্ধ ছায়ায়, শ্যামচ্ছটা মেলিয়া ক্লান্তি আবেশে স্তব্ধ হইয়াছিল। সন্ধ্যার তখনও দেরী আছে।

নমিতা দ্রুতপদে হাঁসপাতালের দিকে চলিয়াছিল ; আজ সে অন্য দিনের মত মিস্ স্মিথের সঙ্গে আসিতে পারে নাই,—মিস্ স্মিথ্ কোথায় তখন কলে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। একা আসিতে হইতেছিল বলিয়া—নমিতা যথাসম্ভব শীঘ্র পথটুকু অতিক্রম করিয়া যাইবার জন্যই ব্যস্তপদে চলিয়াছিল।

হাঁসপাতালের মোড় ফিরিয়া দেখিল—ফটকের সম্মুখে পথের উপর এ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন প্রমথবাবুর গাড়ী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তিনি বোধ হয় এইমাত্র কোন স্থান হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন,—এখনও হাঁসপাতালে ঢোকেন নাই, ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক লিচুওয়ালার সহিত লিচুর দর কসাকসি করিতেছেন। লিচুওয়ালা তাহার প্রকাণ্ড বাজরা-ভরা লিচু লইয়া ফটকের ধারে বসিয়াছিল, পথের ওপাশে ডাক্তারের গাড়ী, এবং পথের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়াছিলেন, স্বয়ং ডাক্তার। সেখানে আরও জন কয়েক লোক দাঁড়াইয়াছিল, অবশ্য লিচুর আস্বাদ পরীক্ষার জন্য নহে, ক্রয় বিক্রয় দেখিবার জন্য।—নমিতা বুঝিল সিবিল সার্জ্জন বুড়া নরম্যান সাহেব তখনও আসিয়া পৌছেন নাই।

নমিতার চরণ-গতি সংযত হইয়া আসিল। নতমুখে অনাবশ্যক আগ্রহে মাথার ভেলের আচ্ছাদন টানিয়া—সরাইয়া ঠিক করিয়া লইতে মনোযোগ দিল,—হাঁসপাতালের ফটক তাহার নিকট হইতে তখনও দুই রশি পথ দূরে, তথাপি সে খুব ধীরপদে চলিল; অভিপ্রায়, ফটকের নিকট পৌছিবার পূর্ব্বে ডাক্তারবাবুর লিচুক্রয় পর্ব্বটা সমাধা হইয়া যাউক।

ডাক্তার প্রমথবাবুর বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বৎসর; একহারা, খুব লম্বা, রং ফরসা; দাড়ি গোঁফ সযত্নে ক্ষৌর-নির্ম্মূলিত; মুখ চোখের আকার মন্দ নহে, তবে কপাল কিঞ্চিৎ নীচু এবং নাসিকার গঠন অত্যগ্র-তীক্ষ্ণ বলিয়া কিছু বিসদৃশ দেখায়, মাথার সম্মুখভাগে ছোটখাট একটু টাক, তাহাও ব্রাস-মার্জ্জিত বিরল কেশের, মুমূর্ষু আকৃতির টেরিতে সজ্জিত এবং সচরাচর হ্যাটের আবরণে আত্মগোপন করিয়া থাকে। প্রমথবাবুর চাল-চলন ব্যক্তি-বিশেষের নিকট কেতা-দুরস্ত, তাচ্ছল্য ও দাম্ভিকতা-পূর্ণ হইলেও স্বভাবতঃ অন্যরূপ; কথাবার্ত্তা উচ্চারণের ভঙ্গী

অতি দ্রুত এবং অস্পষ্ট। বন্ধুগণ বলিতেন প্রমথ মিত্রের কথা রুষের কশাক সৈন্যের শত্রু-আক্রমণের মত তীব্র হুড়াহুড়ি আস্ফালন মাত্র!—অর্থ বোঝা দুষ্কর, কিন্তু আওয়াজ শুনিলে ভয় হয়।

চলিতে চলিতে নমিতা দেখিল ওদিকের পথ হইতে একজন যুবতী বাঙ্গালী-দাসী দুগ্ধের পাত্র হাতে ও একটি শিশুকে কোলে লইয়া এই দিকে আসিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু ডাক্তারবাবু এমন ভাবে মধ্য-পথে দাঁড়াইয়াছেন যে, সে সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্য দিয়া স্বচ্ছন্দে আসা দুঃসাধ্য, কেননা, পথের অন্য পাশে তাঁহার গাড়ী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, এবং মক্ষিকা-দংশনে বিরক্ত ঘোটকটি, অধীরভাবে পদচতুষ্টয় আস্ফালন সহ সঘন লাঙ্গুলান্দোলনে নৃত্য করিতেছে, রমণী ঘোড়ার পাশ ঘেঁসিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে—কিন্তু পারিতেছে না, শঙ্কাবশতঃ বার বার পিছু হটিয়া যাইতেছে। রমণীর মাথায়,—কপাল-ঢাকা ঘোমটা, দৃষ্টি সঙ্কোচ-নত, সে অসহায়ভাবে পিছু হটিয়া ইতস্ততঃ করিতেছে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কাহাকেও কোন কথা বলিতে পারিতেছে না।

দণ্ডায়মান লোকগুলি মূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রমণীর বিড়ম্বনা লক্ষ্য করিতেছে, কিন্তু কেহই সাহস করিয়া ডাক্তারবাবুকে সরিয়া দাঁড়াইবার কথা বলিতে পারিতেছে না; ডাক্তারবাবু বক্র-চকিত কটাক্ষে দুই চারি বার রমণীর দিকে চাহিলেন, কিন্তু তাহাকে পথ দিবার কোন লক্ষণই দেখাইলেন না—দ্বিগুণ মনোযোগের সহিত ফলওয়ালার সহিত কথা কাটাকাটি করিতে লাগিলেন..."ইস্‌মে নেই দেওগে? কাঁহে নেই দেওগে? কাঁহে নেই দেওগে?—কেৎনে কোড়ি? শও কেৎনে বোল?—ছ্যা' আনেমে তব্ কাঁহে নেই হোগা..." অনর্গল তিনি দ্রুত স্বরে বকিয়া যাইতেছেন।

নমিতার বড় অসহিষ্ণুতা বোধ হইল; সেখানে যতগুলি লোক

দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা যে সকলেই মূর্খ বা ইতর-শ্রেণীর লোক, এমত বুঝাইল না, একজন ভদ্রবেশধারী ব্যক্তিও সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন —এইরূপ মনে হইল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য একজন একটু সরিয়া দাঁড়াইলে যে শিশু-ক্রোড়ে রমণীটি পথ পাইয়া বাঁচে, তাহাতে কাহারও দৃক্‌পাত নাই!—ধন্যবাদ এই লোকগুলির বুদ্ধিকে, আর নমস্কার ঐ শিক্ষিত ভদ্রসন্তান প্রমথবাবুর কাণ্ড-জ্ঞানকে!—নমিতা ঈষৎ ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া, দ্রুতপদে চলিল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে হাঁসপাতালের ফটকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া দণ্ডায়মান লোকগুলির পাশ কাটাইয়া আসিয়া একটি লোক ডাক্তার-বাবুর পাশে দাঁড়াইল, রমণীকে লক্ষ্য করিয়া বেশ শিষ্ট ভদ্রতা-পূর্ণ মুখে ডাক্তারবাবুকে সংক্ষেপে কি দুইটি কথা বলিল—বোধ হইল পথ ছাড়িয়া দিবার অনুরোধ।

ডাক্তারবাবু যেন বুঝিতে পারেন নাই, ঠিক এমনই ভাবে চাহিয়া ভ্রূ-যুগল উগ্র কুঞ্চিত করিয়া তীব্রস্বরে বলিলেন, "কি?"

তাঁহার কণ্ঠস্বর এবং গ্রীবা উত্তোলনের উদ্ধত ভঙ্গীতে মনে হইল, তিনি এখনই বুঝি তাহাকে চড়াইয়া দিবেন, সে এমনই কোন অমার্জ্জনীয় দুষ্কার্য্য করিয়াছে!—কিন্তু লোকটা তাহাতে কিছুমাত্র দমিল না, শুধু কণ্ঠস্বর উচ্চে তুলিয়া, পূর্ব্ব কথা পুনরুচ্চারণ করিল মাত্র, সে স্বরে সবিনয় নিবেদনের চিহ্নটা যত থাক্ না থাক্—একটা শোভনসঙ্গত ওজস্বী ভাব বেশ পরিষ্কাররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল; কতকটা আদেশের ভঙ্গীতে!

নমিতা সন্তোষপূর্ণ দৃষ্টিতে লোকটার মুখপানে চাহিয়া সহসা বিস্ময়ে [illegible] হইয়া দাঁড়াইল—লোকটা হাঁসপাতালের কম্পাউণ্ডার সুরসুন্দর তেওয়ারী!—বাঃ, এই মৃদু-কোমল প্রকৃতির লোকটার কর্ত্তব্য-জ্ঞান এমন নির্ভীক! আশ্চর্য্য বটে। এ লোকটি যে এমন অসঙ্কোচে কোন

'খাতির নদারতের' খাতির জমাইতে পারে, তাহা ইহাকে দেখিলে মনে হইত না!

সুরসুন্দরের কথায় এবার ডাক্তার আর দ্বিরুক্তি করিলেন না, অপ্রসন্ন মুখে চঞ্চলচকিত নয়নে একবার রমণীর দিকে ফিরিয়া চাহিলেন, যেন এতক্ষণ তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি কোন কিছুই জানিতেন না, এই তাহাকে দেখিলেন! তিনি একটু অবজ্ঞার সহিত-ই পিছন ফিরিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। রমণী সসঙ্কোচে তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল।

সুরসুন্দর একটি কথা না বলিয়া তখনই ধীরে ধীরে হাঁসপাতালের ভিতর চলিয়া গেল; ডাক্তারবাবুও দর দামের সম্বন্ধে একটা হেস্ত নেস্ত ঠিক করিয়া—লিচুওয়ালাকে একজন কুলীর সহিত নিজের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন, তাহার পর নিকটস্থ ভদ্রলোকটির সহিত দুই চারিটি কথা কহিয়া তাঁহাকে বিদায় দিয়া তিনি ফটকের মধ্যে ঢুকিতে উদ্যত হইতেছিলেন এমন সময় নিকট-সমাগতা নমিতার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই একবার দাঁড়াইলেন, সৌজন্যের মর্য্যাদা বজায় রাখিতে গম্ভীর মুখে,মাথার হ্যাট্‌টা ডান হাতে একটু উঁচু করিয়া তুলিয়া পুনশ্চ সেটা পূর্ব্বের মত মাথায় বসাইলেন। নমিতা ত্রস্তসংক্ষিপ্ত নমস্কারে নিজের কর্ত্তব্য সমাধা করিল—কিন্তু ডাক্তারের শিষ্টাচারে তাহার অন্তরে একটা ঘৃণাব্যঞ্জক শ্লেষের কশাঘাত বাজিল,—ছিঃ, ইনিই কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে আর একজন পথিক রমণীর প্রতি সেই অদ্ভুত শিষ্টাচার আচরণ করিয়াছেন না?—অথচ ইনিই নমিতার স্বদেশী, স্বজাতি,—অগ্রজের মত মাননীয় ব্যক্তি, ইঁহার এতদূর......ধিক্, না না, ইনি মাত্রা ওজন করিয়া নমিতার প্রতি যে সম্মানটুকু বিজ্ঞাপন করিলেন, তাহাই নমিতার প্রকৃত অপমান। পথের ঐ রমণীর প্রতি তিনি যে অবজ্ঞা-সূচক আচরণটি

স্বচ্ছন্দচিত্তে সম্পাদন করিয়াছেন—সেইটুকুই ইহার আন্তরিক সৌজন্যের নির্ঘাৎ সত্য মূর্ত্তি!—হউক সে ইতর, দরিদ্র দাসী, না থাকুক তাহার শিক্ষা সভ্যতার কোন বর্ণজ্ঞান,—কিন্তু তাহা বলিয়া এই অভিজাত সম্প্রদায়ের শিক্ষা-উদ্ধত প্রভুদের খুসীর উপর, যত্র তত্র অসুবিধা উৎপীড়ন ভোগের জন্য সে যে একান্তই বাধ্য, এ কথা তো কেহ বলিতে পারে না, তবে! চুলোয় যাউক এই নিস্ফল চিত্তদাহ! ইঁহাদের খুসীর জয় জয়কার হউক!—নমিতা মাথা নোয়াইয়া ফটকের মধ্যে ঢুকিল; পাছে ডাক্তার-বাবুর সহিত চলিতে হয় বলিয়া সে সম্মুখের পথে অগ্রসর হইল না, ডানদিকে বাঁকিয়া বাগানের সরু ফুটপাথ্ ধরিয়া ফিমেল ওয়ার্ডের দিকে চলিল। এ পথ দিয়া যাইলে একটু ঘুর হয় কিন্তু;—

নমিতাকে বাগানের পথ ধরিতে দেখিয়া ডাক্তারবাবু বোধ হয় কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন, কারণ নমিতা সঙ্গে আসিবে মনে করিয়া তিনি একটু আস্তে হাঁটিয়া চলিতেছিলেন; নমিতা বাগানের পথে কয়েক পদ অগ্রসর হইলে, ডাক্তারবাবু দাঁড়াইলেন ও একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "ম্যাডাম্, মিস্ স্মিথের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?"

নমিতা দাঁড়াইল, মুখ ফিরাইয়া, মাথা নাড়িয়া জানাইল 'না'!

ডাক্তার পুনশ্চ বলিলেন, "তিনি দূরে কোথায় একটা কলে গেছেন, আজ আমার ওপর ফিমেল ওয়ার্ডের চার্জ দিয়েছেন।"

নমিতাও পুনরায় মস্তকান্দোলনে জানাইল—'উত্তম'।

ডাক্তার জানিতেন নমিতা মিত্র স্বভাবতঃ স্বল্পভাষী, যেখানে মস্তক-সঞ্চালনে কাজ চলে সেখানে জিহ্বা-সঞ্চালনে সে অনিচ্ছুক। গাম্ভীর্য্য বা অপ্রসন্নতার আড়ম্বর না থাকিলেও এই সুন্দরী তরুণীর স্বভাবের মধ্যে এমন একটা স্নিগ্ধ-সংযতভাব দৃঢ়রূপে বিদ্যমান ছিল, যাহাকে ঠেলিয়া ইঁহার সহিত ইচ্ছামত আলাপ জমাইতে একান্তই কুণ্ঠা বোধ হয়।

ডাক্তার আর কোন কথা না বলিয়া, ডান-হাত পকেটে পূরিয়া বাম-হাতে ওভার কোটের বোতাম ঘুরাইতেঘুরাইতে, গম্ভীরমুখে, দম্ভলাঞ্ছিত পাদক্ষেপে—চলনের তালে তালে শিট্‌কান ঘাড় শুদ্ধ মাথাটা কাঁপাইয়া—সম্মুখের পথে অগ্রসর হইলেন। আর নমিতা নতশিরে ওষ্ঠের উপর তর্জ্জনী স্থাপন করিয়া, অন্যমনস্কভাবে নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে ফিমেল-ওয়ার্ডে আসিয়া উপস্থিত হইল।

দ্বিতলের সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে শুনিল, পাশের ঘরে তাহার অন্যতম সহযোগী-শুশ্রূষাকারিণী মিসেস্ দত্ত, ওরফে চপলা দত্ত মহোদয়া উগ্র বিরক্তিতে কাহাকে ধমকাইতেছেন, "চুপ কর, চুপ কর, অত অ-ত্রাহি হ'লে গবর্ণমেণ্টের হাঁসপাতালে আস্‌তে নেই, নিজের বাপের ভিটেয় বসে সেবা খেতে হয়।"

তিরস্কৃত ব্যক্তি ক্ষীণ-কাতরোক্তি-সহকারে গেঙ্‌য়াইয়া গেঙ্‌য়াইয়া উত্তর দিল, "আহা মা, তা' হ'লে কি তোমাদের দুঃখ দিতে আসি? থাক্‌লে আজ আমার জোয়ান জোয়ান তিন ব্যাটা, আহ্—আল্লা!—" তাহার কণ্ঠস্বর বাষ্পাবেগে রুদ্ধ হইয়া গেল!

নমিতা মুহূর্ত্তের জন্য থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর নিঃশব্দে একটা ব্যথিত নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীর-পদে সেই কক্ষের উদ্দেশে অগ্রসর হইল।

৫

কক্ষের দ্বার-সম্মুখে আসিয়া নমিতা আবার দাঁড়াইল ও ইতস্ততঃ করিতে লাগিল—এখনও 'ডিউটি' পড়িতে খানিকটা সময় বাকী আছে, এমন সময় আপনা হইতে গিয়া রোগীকে কোন কিছু সাহায্য করিবার জন্য মিসেস্ দত্তের কাছে কি বলা যায়?

প্রত্যেকেই তাহার কর্ত্তব্য-পালনে যথারীতি বাধ্য, ইহা ত নীতি-সঙ্গত যুক্তি; কিন্তু এই বাধ্যতার মধ্যে তাচ্ছিল্য বা অনিচ্ছা-মূলক ঝড়ের ঝাপ্‌টা আসিয়া পড়িলেই শান্তিভঙ্গের উৎকণ্ঠা জাগিয়া উঠে। তাই নমিতা অন্তরের মধ্যে একটা বিদ্রোহিতার ঈষদুন্মেষ অনুভব করিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল;—না না, কক্ষস্থ ঐ ক্লিষ্টের করুণ কাতরোক্তি তাহার বুকের মাঝে ঘা দিয়া বিপ্লবের সুরঝঙ্কার উৎপাদন করিতে চাহিতেছে। না, এখন উহার সান্নিধ্যে অগ্রসর হওয়া তাহার পক্ষে সমীচীন নহে; হয় ত অন্যের পক্ষেও তাহা নিরবচ্ছিন্ন-আরামদায়ক ব্যাপার হইবে না, থাক্।

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নমিতা ধীরে ধীরে ফিরিয়া চলিল। দ্বিতলের বারান্দার প্রান্তে দুইখানা চেয়ার পাতা ছিল, একখানা চেয়ার লইয়া সে 'রেলিং'এর গা ঘেঁসিয়া বাগানের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিল ও উদাস-নয়নে বাগানের দিকে চাহিয়া নীরবে নানা-কথা ভাবিতে লাগিল।

সন্ধ্যার স্নিগ্ধ শ্যামচ্ছায়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছিল, বাগানে হরেক রকমের গাছের সবুজ পাতার হরেক রঙের ফিকা গাঢ়ত্ব, তখন সন্ধ্যার কোমল ম্লানালোকে সমস্ত বর্ণ-পার্থক্য ঘুচাইয়া, গভীর সৌহৃদ্যে এক রাঙা-শ্যামলতার স্মিত-মনোহর বেশে হাসিতেছিল! আকাশের তিন দিকে অনুজ্জ্বল নীলিমার বুকে দুই-একখানা ভাঙ্গা কাল মেঘ মৃদুগতিতে উড়িয়া যাইতেছিল। পশ্চিমাকাশে কে যেন দীপশিখার ঔজ্জ্বল্যে সিন্দূরের রক্তিমা ছড়াইয়া অপূর্ব্ব বর্ণ-বৈচিত্র্যের সুন্দর শিল্প রচনা করিয়াছিল; পশ্চিমের শ্রেণীবদ্ধ বড় আমগাছগুলির পাতার ফাঁক হইতে সে বর্ণসুষমা বড় চমৎকার দেখাইতেছিল! নমিতা সেই দিকে চাহিয়া মৃদুভাবে একটি সিঃশ্বাস ফেলিল। ধন্য শিল্পী! একই সময়ে একই আকাশের বুকে, কত বর্ণ-বৈচিত্র্য কি সুন্দর নির্ব্বিরোধিতায় ফুটিয়াছে!—

কিন্তু নমিতা ভাবিতেছে কি? ক্ষমা-দ্বারা বিরোধকে জয় করিয়া চলিতে হইবে। হাঁ, সে তাহাই করিবে। এই সাধনাই সে জীবনের জন্য বরণ করিয়া লইয়াছে। কিন্তু বিরোধের প্রাবল্যের সহিত সম্মুখ-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এখনও তাহার ক্ষমা যোগ্য-শক্তি লাভ করে নাই। তা না করুক, কিন্তু সে হতাশ হয় নাই। ইচ্ছাশক্তির অসাধ্য কাজ কি হৃদয়ের মধ্যে থাকিতে পারে?—না।

পায়ে পায়ে আঘাত খাইয়া সে ত প্রতিমুহূর্ত্তেই সমস্ত সত্য-মিথ্যাকে তীব্রভাবে অনুভব করিতেছে! সে ত সব বুঝিতেছে! এই একটা ক্ষুদ্র ঘটনা লইয়া দেখা যাক্ না,—মিস্ স্মিথ্ তাহাকে একটু বেশী স্নেহ করেন বলিয়া মিসেস্ দত্ত মহোদয়া অকারণে তাঁহার উপর অপ্রসন্ন। হায় রে সংসার! এখানে অযাচিত স্নেহও জ্বালাজনক ঈর্ষার উদ্দীপক! বড় দুঃখে নমিতার হাসি পাইল, ব্যথিতভাবে নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে কপালের ঘাম মুছিল।

তা হউক, ইহার জন্য নমিতা ক্লিষ্ট নয়; ক্লিষ্ট হয় সে অন্য কারণে। এই প্রচ্ছন্ন বিড়ম্বনাটুকু মাঝখানে আড়াল পড়াতে কার্য্যক্ষেত্রে তাহাকে সময় সময় বড় বিব্রত হইতে হয়। দত্তজায়ার নিকট কোন সাহায্য গ্রহণ করিতে বা স্বেচ্ছায় সমাদরে তাঁহার কর্ত্তব্যের কোন অংশ নিজের ঘাড়ে টানিয়া সানন্দে বহন করিতে নমিতার ভয় হয়। বরং বিদেশিনী হইলেও হাঁসপাতালে মিস্ চার্ম্মিয়ানের সঙ্গে আন্তরিক সরলতায় এরূপ আনন্দের আদান-প্রদানে তাহার দ্বিধা বোধ হইত না। আহা! দত্তজায়া যদি একটুখানি—। সে কথা যাক্, সে বিচার ব্যবস্থার অধিকার তাহার নাই। সে অকপটপ্রাণে শুধু নিজের কর্ত্তব্যটুকু পালন করিয়া যাইবে, তারপর যাহা হয় হইবে, আর যাহা হয় হউক। কিন্তু সর্ব্বান্তঃকরণে সে দত্তজায়াকে চিরদিন নিজের জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মত সম্মান করিতে বাধ্য।

"অহোঁ বাপ্, ওঃ—"—এই আকস্মিক ত্রস্ত আর্ত্তস্বর দূরে ধ্বনিত হইল; নমিতা চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রেলিংএর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া স্বর-লক্ষ্যে চাহিয়া দেখিল, নীচে বারেন্দার প্রান্তে কল-ঘরের পাশে পথের উপর যন্ত্রপাতি-সমেত গুরুভার 'ষ্টেরেলাইজ্ বক্স'-ঘাড়ে বৃদ্ধ সদ্দার-কুলি ছট্টু যন্ত্রণাব্যঞ্জক-মুখে ন্যুব্জভাবে দাঁড়াইয়া ঐ কাতরতা-সূচক ধ্বনি করিতেছে! বোধ হয়, তাহার পায়ে কিছু লাগিয়াছে। মাথার ভারি বাক্সটা সে নামাইতেও পারিতেছে না, অথচ পায়ের কোন কিছু সাহায্য-ব্যবস্থার উপায়ও নাই। নিকটে কেহই ছিল না, নমিতা ব্যস্তভাবে চারিদিকে চাহিল—"তাই ত কেউ যে নাই—।"

ঠিক এই সময়ে দ্রুতপদে কল-ঘরের-ভিতর হইতে দুইজন লোক বাহির হইয়া আসিল। সন্ধ্যার ছায়ায় তাহাদিগের মুখ অস্পষ্ট হইয়া আসিলেও নমিতা কণ্ঠস্বরে বুঝিল যে, অগ্রবর্ত্তী ব্যক্তি—সেই কম্পাউণ্ডার তেওয়ারী। নমিতার উদ্বেগ মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্হিত হইল। তাহার মনে হইল যেন বৃদ্ধ ছট্টুর জন্য আর কাহাকেও কিছু ভাবিতে হইবে না, তাহার সব যন্ত্রণার উপশম হইয়া গিয়াছে।

আশ্বস্তভাবে সে চেয়ারে আবার বসিয়া পড়িল এবং রঙ্গমঞ্চের অভিনয়-দর্শনোৎসুক দর্শকের মত নির্ভাবনা-প্রসন্ন-মুখে ও সস্মিত নয়নে চাহিয়া রহিল। তাহার পর সে দেখিল—সুরসুন্দর আসিয়া একটিও কথা না বলিয়া বৃদ্ধের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল ও সযত্নে তাহার পায়ে হাত দিয়া কি যেন কিছু একটা টানিয়া তুলিল। তাহার বোধ হইল যেন সেটা কাঁটা। বৃদ্ধ ছট্টু আরাম পাইয়া বলিল, "আঃ! জীতা রও, বাপ্।"

মাথা হইতে তাড়াতাড়ি ষ্টেরেলাইজ্ বক্স নামাইয়া বৃদ্ধ তেওয়ারীকে প্রণাম করিল, তেওয়ারী যে ব্রাহ্মণ। তেওয়ারী একটু বিব্রত হইয়া

তাড়াতাড়ি বৃদ্ধের হাত তুলিল, ও বৃদ্ধের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ কুণ্ঠাটুকু সংশোধন করিবার জন্য কোমলকণ্ঠে কি কতক-গুলা কথা বলিল। তাহার একটা কথা নমিতার কাণে গেল—…"হাম্ তোমরা লেড়্কাক মাফিক্ ছট্টু! চলা যাও বাবা।" ছট্টু গেল কি না সুরসুন্দর দাঁড়াইয়া তাহা দেখিল না; তাড়াতাড়ি অর্দ্ধধৌত গ্যালিপট হাতে লইয়া কল-ঘরে ধুইতে গেল। সুর-সুন্দরের সঙ্গীটি এতক্ষণ নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়াছিল। সুরসুন্দর বিনাবাক্যে আসিয়া কাজটি সমাধা করিয়া বিনাড়ম্বরে সরিয়া যায় দেখিয়া সে সপরিহাসে বলিল, "হো তেওয়ারী জী, বুঢ্ঢাকো কোঢ়ি (কুষ্ঠগ্রস্ত) বানাও গে?"

কণ্ঠস্বরে নমিতা বুঝিল, এ ব্যক্তি তাহাদের হাঁসপাতালের—সেই ছেলেমানুষের মত রঙ্গ-কৌতুক-প্রিয় সরলহৃদয় কম্পাউণ্ডার—সমুদ্রপ্রসাদ সিংহ। সমুদ্রের কথার উত্তরে শুনিতে পাওয়া গেল, কল-ঘরের ভিতর হইতে সুরসুন্দর রহস্য-স্মিত-কণ্ঠে কি যেন উত্তর দিতেছে। কথাগুলি বুঝা গেল না, কিন্তু তাহার সেই কথায় সমুদ্রপ্রসাদ যেন নব্যোদ্যমে যো পাইয়া বসিল ও দ্রুত-উচ্চারিত ভাষায় উৎসাহিত-কণ্ঠে ছট্টুকে প্রচ্ছন্ন-কৌতুকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, ব্রাহ্মণ-সন্তান হইয়া সুরসুন্দর যে কণ্টকোৎপাটন-অছিলায় তাহার পায়ে হাত দিয়াছে সে শুধু নিরীহ বেচারীর পা-দুইটিতে বুড়া বয়সে গলিত কুষ্ঠ ধরাইবার জন্য। অতএব সত্বরই সুরসুন্দরের শাস্তিবিধানে মনোযোগ দেওয়া ছট্টুর পক্ষে অবশ্য-কর্ত্তব্য, নচেৎ তাহার দুঃখ-ভোগ অনিবার্য্য।

সমুদ্রপ্রসাদকে হাঁসপাতালের সকলেই ভাল রকম চিনিত; সুতরাং বৃদ্ধ ছট্টু তাহার সহৃদয়তাপূর্ণ সুযুক্তির উত্তরে শুধু একটু হাসিয়া কম্পিত ওষ্ঠে কৃতজ্ঞ-স্বরে সুরসুন্দরের জন্য ভগবানের দয়া ভিক্ষা করিয়া চলিয়া গেল। সমুদ্রও কপট হতাশা-প্রকাশে আপন-মনে কাল-ধর্ম্মের বিকৃতি সম্বন্ধে নানা মন্তব্য আলোচনা করিতে করিতে কল-ঘরে ঢুকিল।

ঘটনাটা ছোট—অতি ছোট। অন্য সময় হইলে নমিতা এ ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়া দূরে থাক্‌, হয় ত, দৃক্‌পাতও করিত না। কিন্তু আজ সে তাহা পারিল না, গভীর আনন্দে স্তব্ধভাবে বসিয়া বিস্ময়োজ্জ্বল-নয়নে সে সমস্ত দৃশ্য দেখিয়া লইল। ব্যাপারটা লইয়া কোন কিছুর সহিত তুলনায় সমালোচনা করিতে, বা ইহার কোন অংশের বিচার-বিশ্লেষণ করিতে তাহার সাহস হইল না। সে শুধু নিভৃত প্রীতিস্পন্দিত হৃদয়ের প্রত্যেক স্পন্দন-তরঙ্গের মধ্যে একটি নিবিড় শ্রদ্ধাস্পর্শ বারংবার অনুভব করিয়া তৃপ্ত হইল। আহা,—কে বলে রে এ রোগি-নিবাসে শুধু মৃত্যু-দূতের আগমন-পদ-শব্দই অহোরাত্র অস্বস্তিকর ভীষণতায় ধ্বনিত হইতেছে? না—না, এখনও এখানে হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের ঘনিষ্ঠ সমবেদনার সন্ধিযোগ বাঁচাইয়া রাখিতে, জীবনের দূতও—আছে! দুঃখের বিষয়টা যতই বেশী হউক, কিন্তু সুখের বিষয়টা যে যৎকিঞ্চিৎ আছে, ইহাই অপরিসীম সৌভাগ্য!

পথে আসিবার সময়, অল্পক্ষণ পূর্ব্বে দৃষ্ট ঘটনাগুলি একে একে নমিতার মনে পড়িয়া গেল। অনেকগুলি অচিন্ত্যপূর্ব্ব কৌতূহল তাহার মনের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি দিয়া জাগিয়া উঠিল। সে কয়েক-মুহূর্ত্ত স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল ও তাহার পর সহসা মনে পড়িয়া গেল যে, তাহার ডিউটির নির্দ্দিষ্ট সময়ের আর বেশী দেরী নাই। তখন সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল এবং সিঁড়ির পাশে, যে ঘরখানায় ঢুকিতে গিয়া তখন ফিরিয়া আসিয়াছিল, সেই কক্ষেই গিয়া প্রথমে ঢুকিল।

নমিতা দেখিল, আজ কয়দিন হইতে সেখানে যে দুইজন রোগী ছিল, তাহার উপর এখন আর একজন নূতন বাড়িয়াছে। সেই নূতন রোগীর শয্যাপার্শ্বেই খোলা জানালার কাছে চেয়ারে বসিয়া দত্তজায়া গম্ভীর অপ্রসন্ন মুখে কি-একখানা বইয়ের পাতা উল্টাইতেছেন,—পড়েন নাই।

দত্তজায়ার বয়স অন্যূন চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর। তাঁহার আকার কিছু খর্ব্ব এবং স্থূল; রংটা আধময়লা, মুখ-চোখ মন্দ নয়। কপাল অত্যন্ত নীচু এবং চক্ষু দুইটি কিছু ছোট বলিয়া মুখশ্রী তেমন বুদ্ধিমত্তা ও সরলতার পরিচায়ক নহে। দৃষ্টি-ভঙ্গিতে একটা অকারণ ক্রূরতার জ্বালা অহরহঃ যেন ফুটিয়া উঠিতেছে। তাঁহার চেহারা দেখিয়া তাঁহাকে ভক্তি-সম্ভ্রম করিতে পারুক আর না পারুক—তাঁহার দৃষ্টি দেখিয়া অনেকে যে ভয়ে সঙ্কুচিত হইতে বাধ্য হয়, তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়।

নমিতা ঘরে ঢুকিলে তিনি বই হইতে চোখ তুলিয়া একবার চাহিলেন, কিন্তু কোন কথা কহিলেন না। এরূপ স্থলে পরিচিত-সম্ভাষণে সংক্ষিপ্ত শির-কম্পনে উর্দ্ধে উঠিতে তিনি সচরাচর বড় একটা ইচ্ছুক হইতেন না। নমিতা তাহা জানিত, তাই সেও কোন কথা না কহিয়া, মাথা নোয়াইয়া দৃষ্টি ফিরাইল ও পুরাতন রোগীদের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া নূতন রোগীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

দত্তজায়ার নিকট অনতিকালপূর্ব্বে তিরস্কৃত হইয়াই হউক, অথবা যে কোন কারণেই হউক, সেই শয্যাশায়ী রোগীটি তখন মুদ্রিত-নয়নে যথাসাধ্য আত্ম-সংবরণের চেষ্টায় মৃদু মৃদু কাতরোক্তি করিতেছিল। পাশে খোলা জানালার ভিতর দিয়া সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোক রোগীর মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল! নমিতা তাহার মুখপানে চাহিয়া সহসা সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—"একি মক্‌বুলের মা, তোমার এমন অসুখ করেছে? —কই কেউ তো এ কথা বলে নি?—" নমিতা শয্যার উপর বসিয়া পড়িয়া তাহার ললাটে হস্তার্পণ করিল এবং কোমল-স্বরে পুনশ্চ বলিল, "তোমার কি অসুখ করেছে, মক্‌বুলের মা?"

রোগযন্ত্রণাচ্ছন্ন বৃদ্ধা মুসলমান রমণীর প্রাণে সে সুকোমল সহানুভূতির স্পর্শ বুঝি, বড় বেশী জোরে আঘাত করিল, তাই বৃদ্ধা কাঁদিয়া ফেলিল।

দত্তজায়া ব্যাপার দেখিয়া ঈষৎ বিচলিত হইলেন ও ভ্রূকুঞ্চিত দৃষ্টি তুলিয়া অস্ফুটস্বরে নমিতাকে প্রশ্ন করিলেন, "একে চেন কি?"—প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার দৃষ্টিকোণে একটু কৌতূহল-মিশ্রিত ব্যঙ্গের বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

নমিতা সেটুকু লক্ষ্য করিল। কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হইয়া সে পরিষ্কার কণ্ঠে উত্তর দিল, "হ্যাঁ চিনি—"

"কি রকম?—"

মনের অনিচ্ছা দমন করিয়া নমিতা কহিল, "এই মক্‌বুলের মা আমাদের বাড়ীতে গামছা-টামছা মাঝে মাঝে বিক্রী করতে যায়, সেই সূত্রে চিনেছি। বড় গরীব এরা—।"

"ওঃ"। নিষ্করুণ তাচ্ছিল্যে ভ্রূভঙ্গী করিয়া দত্তজায়া চক্ষু ফিরাইলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে ছাপার হরপ তখন দেখা যাইতেছিল কি-না—তিনিই জানেন; কিন্তু তথাপি তিনি বইখানার উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন।

রোরুদ্যমানা বৃদ্ধাকে সংক্ষেপে সান্ত্বনা দিয়া নমিতা একে একে প্রশ্ন করিয়া শুনিল যে, তাহার আজ সাতদিন সর্দ্দি, কাশী ও জ্বর হইয়াছে। বৃদ্ধার অল্পবয়স্কা বিধবা পুত্রবধূদ্বয় যথাসাধ্য যত্ন ও শুশ্রূষা করিয়াছিল বটে, কিন্তু চিকিৎসার খরচ যোগাইয়া ওঠা তাহাদের সাধ্যাতীত; তাই বৃদ্ধা স্বেচ্ছায় সাধারণ চিকিৎসালয়ে চলিয়া আসিয়াছে।

ভৃত্যগণ কক্ষে আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল। নমিতা বসিয়া বৃদ্ধার সহিত কথা কহিতেছে, এমন সময় সিঁড়িতে ভারি জুতার মশ্‌ মশ্‌ শব্দ হইল। নমিতা কথা বন্ধ রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, দত্তজায়াও বইখানা মুড়িয়া চেয়ারের পাশে রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

দ্বারের কাছাকাছি আসিয়া টুপি খুলিয়া ডাক্তারবাবু কক্ষে ঢুকিলেন, এবং চঞ্চল-চকিত-নয়নে গৃহস্থ প্রাণীগুলির উপর একবার দৃষ্টি বুলাইয়া

লইয়া, স্বভাবসিদ্ধ দ্রুত-উচ্চারিত স্বরে বলিলেন, "ডাক্তার-সাহেব পার্টিতে গেছেন, আজ আর আস্‌বেন না। সত্যবাবুকে ও ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দিয়ে এলুম। আপনাদের এখানে আজ একজন নতুন লোক এসেছে?"

"এই যে এই 'বেডে'—" দত্তজায়া অঙ্গুলিনির্দ্দেশে বৃদ্ধার বিছানা দেখাইয়া দিলেন।

ডাক্তারবাবু পকেট হইতে ষ্টিথোস্‌কোপ্ (Stetho-scope) বাহির করিতে করিতে রোগীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভোগাবে দেখ্‌ছি?"

তিনি বসিয়া রোগীকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন ও রোগসম্বন্ধীয় আবশ্যক প্রশ্নাদি করিয়া শুশ্রূষা-সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়ের উপদেশ দিয়া তাহার নিকট হইতে উঠিবার উদ্যোগ করিলেন। সহসা দত্তজায়ার সেই বইখানার উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল; ফস্ করিয়া সেটা চেয়ারের উপর হইতে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "একি কোন নভেল নাকি? আপ্‌নি পড়্‌ছিলেন? না, এ যে কর্ম্মযোগ। স্বামী বিবেকানন্দ! এ বই মিস্ মিত্রের বুঝি?"

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নমিতার দিকে চাহিলে নমিতা মাথা নাড়িল; দত্তজায়া গম্ভীর-মুখে বলিলেন, "না, ওটা আমিই আপনার ভায়ের কাছে চেয়ে নিয়েছি। আমি ভেবেছিলুম্ ওটা ইংরাজি নভেল, তাই পড়্‌বার জন্যে।"

"নির্ম্মলের কাছ্ থেকে? হুঁ"—এই কথা বলিয়া অবজ্ঞাভরে চুম্‌কুড়ি দিয়া ডাক্তারবাবু পুনরায় বলিলেন, "ওর ঐ সব বুজরুকিই তো আছে; বি, এ, পাশ কর্‌তে চল্লো, কিন্তু বুদ্ধি যদি এক বিন্দু—হুঁ! আচ্ছা, বিবেকানন্দের লেখা আপনার কেমন লাগে?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দত্তজায়া বলিলেন, "এমন কিছু glorious (যশস্কর)

ব্যাপার তো দেখ্‌লুম্ না। সবটা অবিশ্যি পড়িনি। আমার ভাল লাগ্‌ল না।"

ব্যঙ্গ-ভরে হাসিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন, "এ লোকটার নাম শুন্‌লে আমার তো হাসি পায়। কল্‌কাতায় যখন সতীশ-দা'র সঙ্গে ইনি কলেজে পড়্‌তেন্, তখন আরে বাপ্, কি স্ফূর্ত্তিবাজ লোকই ছিলেন,—এখন স্বামী বিবেকানন্দ!—হুঁ, ইনি সেই দত্ত!"—ডাক্তারবাবু বইখানা বাম হাতে ধরিয়া ডান হাতে তাহার মাঝখান হইতে পাতাগুলা খস্ খস্ করিয়া উল্টাইয়া যাইতে লাগিলেন। ছাপার হরপের বাহার ও কাগজের পাতার সংখ্যা ছাড়া তিনি যে পুস্তকের মধ্যে আর কিছু দেখিতেছেন না, ইহা স্পষ্টই বুঝা গেল।

দত্তজায়া আনন্দের সহিত হাসিয়া বলিলেন, "আপনারও তা হ'লে এঁর ওপর Respectability (শ্রদ্ধা-ব্যঞ্জক ভাব) নেই?"

"কিছু না। আমি ত এঁর লেখা কখনো পড়িনি! তবে হাঁ, লোকের মুখে শুন্‌তে পাই যে, লোকটা 'maxim-monger' (বচন-ব্যবসায়ী) র অনুপযুক্ত ছিল না। আমেরিকা ট্যামেরিকা ঘুরে এসেছিল, ইংরিজিটা বেশ চমৎকার জান্‌ত।"

নমিতা সজোরে অধর দংশন করিয়া মুখ ফিরাইল। হায়! স্বর্গীয় স্বামী বিবেকানন্দ! তোমার সম্মানের মর্য্যাদা আজ এখানে শব্দশাস্ত্রের স্কন্ধে ভর দিয়া রক্ষা পাইল। তবু ভাল। মানুষের বুদ্ধি বিচক্ষণতা কি তীক্ষ্ণ! কি নিরঙ্কুশ দীপ্তিমান্ গো!

ডাক্তার বলিতে লাগিলেন, "লোকটার আর কিছু থাক্—না থাক্, মাথা ছিল। শুন্‌তে পাই না-কি, সে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনেক Perplexing (জটিল) বিষয়ের বেশ পরিষ্কার মীমাংসা করেছিল। আরে একি!—"এটা Present (উপহার) বই!"—

ডাক্তারের হস্ত ও রসনা-সঞ্চালন যুগপৎ স্থগিত হইল। মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা খুলিয়া স্তব্ধভাবে বিস্ময়-কুঞ্চিত-নয়নে চাহিয়া রহিলেন ও নীরবে কি পড়িতে লাগিলেন,—কোন কথা কহিলেন না।

"কই আমি ত কিছু লক্ষ্য করি নি। আমি মনে করেছি, এটা নির্ম্মলবাবুর নিজের কেনা বই। দেখি, কি লিখ্‌ছে! কে উপহার দিচ্ছে?"—দত্তজায়া কৌতূহলপূর্ণ-নয়নে উচু হইয়া লেখাটা দেখিবার চেষ্টা করিলেন।

"Donor হচ্ছেন—আমাদের W. H. Smith। কাল্‌কের তারিখে Present করা হয়েছে, দেখুন।"—ডাক্তার গম্ভীর-মুখে বইখানা নামাইয়া দত্তজায়ার সম্মুখে ধরিলেন। নমিতাও আত্ম-দমন করিতে পারিল না; তাহার স্নেহময়ী মাতৃরূপিণী মিস্ স্মিথ্ ইহা ডাক্তারবাবুর ভাইকে উপহার দিয়াছেন। আহা, সে দত্তজায়ার পাশে ঝুঁকিয়া লেখাটা পড়িবার চেষ্টা করিল। লেখার উপর দৃষ্টি পড়িতে সে চমকিয়া উঠিল! একি, না! এ ত ডাক্তারবাবুর ভাইকে নয়—এ যে—।

অভাবনীয় বিস্ময়ের আতিশয্যে নমিতার সুন্দর মুখমণ্ডল লাল হইয়া উঠিল; সে রুদ্ধশ্বাসে স্তব্ধ-দৃষ্টিতে দেখিল যে পুস্তকের পাতার উপর মিস্ স্মিথের হাতের টানা লেখায় বক্র-কম্পিত অক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে:—

Presented to my darling

Sooro Soondar Tewary.

——W. H. Smith.

(অর্থাৎ—স্নেহাস্পদ সুরসুন্দর তেওয়ারীকে উপহার দিলাম।—ডব্‌লিউ এইচ্ স্মিথ্)।

নমিতার হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইয়া উঠিল।—কি আনন্দ, কি

আনন্দ! তাহা হইলে ত তাহার দৃষ্টি প্রতারিত হয় নাই, অনুমান মিথ্যা হয় নাই। সে ত ঠিকই বুঝিয়াছে যে এই কম্পাউণ্ডারটি যথার্থই কাজের লোক। সে ত ইতোমধ্যে মিস্ স্মিথের গুণগ্রাহি-হৃদয়ের মধ্যে নিঃশব্দে একটি স্নেহের আসন দখল করিয়া বসিয়াছে! আশ্চর্য্য – বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়! কিন্তু তদপেক্ষা বড়ই আনন্দের সংবাদ।

সহসা দত্তজায়ার কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া নমিতা মুখ তুলিয়া চাহিল; দেখিল—তিনি প্রবল ঔদাস্যে নীচেকার ঠোঁট দিয়া উপরের ঠোঁট্‌টা ঠেলিয়া বলিতেছেন, "ওঃ বাপ্‌রে, কম্পাউণ্ডার সুরসুন্দরকে!—আমি বলি, আপ্‌নার ভাই—নির্ম্মলবাবুকে দিয়েছেন!"

"হুঁ, মিস্ স্মিথের যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নেই!" এই বলিয়া ঘোরতর তাচ্ছিল্যের সহিত ডাক্তারবাবু বইখানা চেয়ারের উপর ফেলিয়া দিলেন, যেন সেটা এতক্ষণের পর সত্য-সত্যই সম্পূর্ণ অস্পৃশ্য হইয়া উঠিয়াছে। দত্তজায়া একটু কুণ্ঠিতভাবে, যেন কৈফিয়তের সুরে, আপন মনেই বলিলেন, "আমি মোটেই জানতুম্ না যে, ওটা সুরসুন্দর তেওয়ারীর বই। আমি ভেবেছিলাম, এ বুঝি নির্ম্মলবাবুর।"

ডাক্তারবাবু কোন কথা কহিলেন না এবং সেখানে আর অধিক বিলম্ব না করিয়া রোগীদের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণের ব্যবস্থায় মনোনিবেশ করিলেন। নমিতাও নিজের কর্ত্তব্য-পালনে উদ্যোগিনী হইল। দত্ত-জায়ার মুখখানা অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইয়া গিয়াছিল, তিনি সংক্ষেপে রোগী-দের সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় কথাগুলি বলিবার জন্য ডাক্তারবাবুর প্রশ্নের অপেক্ষায় নীরব রহিলেন,—আর একটুও অনাবশ্যক কথা কহিলেন না।

ডাক্তারবাবু এবার খুব গম্ভীর ও সংযত চালের উপর রোগীদের প্রতি সমুদয় কর্ত্তব্য সমাপন করিলেন। তাহার পর প্রত্যেকের সম্বন্ধে যথাযথ উপদেশ দিয়া তিনি প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ লিখিতে যাইবার উদ্যোগ

করিতেছেন, এমন সময় একজন কুলী আসিয়া অভিবাদন করিয়া বলিল, "হুঁজুর, ছোটাবাবু মুলাকাৎ মাঙ্ তা।"

ছোটবাবু, অর্থাৎ ডাক্তারবাবুর খুল্লতাতপুত্র—নির্ম্মলচন্দ্র। ডাক্তার-বাবু হাঁসপাতালের কাছে সরকারী বাড়ীতে থাকেন,—ছোটখাট প্রয়োজনে প্রায়শঃ হাঁসপাতালে তাঁহার নিকট বাড়ীর লোকেরা আসিত। ডাক্তারবাবু বলিলেন,—"বোলাও বাবুকো হিঁয়া।"

নূতন রোগীটিকে আর একবার ভাল করিয়া দেখিবার জন্য ডাক্তার বাবু পূর্ব্বোক্ত কক্ষে আসিয়া ঢুকিলেন। তিনি রোগীর ধমনীর গতি পরীক্ষা করিতেছেন, এমন সময় কুলীর সহিত একটি সুন্দর তরুণ যুবা ঘরে ঢুকিল। তাহার বয়স একুশ বাইশের বেশী নহে, চেহারা দোহারা, মুখখানিতে সুশ্রী-সৌন্দর্য্যের সহিত মানসিক সরলতা ও বুদ্ধিমত্তার চিহ্ন ফুটিয়া রহিয়াছে। তাহার পায়ে চটি, গায়ে বুক-খোলা কোট্; চুলগুলি ক্রুস-মার্জ্জনায় ভদ্রভাবে সজ্জিত।

নমিতা বুঝিল ইনিই ডাক্তারবাবুর ভাই নির্ম্মলবাবু; সে ইতঃপূর্ব্বে নির্ম্মলকে কখনও দেখে নাই, আজ প্রথম দেখিল। নির্ম্মল কলিকাতার মেসে থাকিয়া কলেজে পড়ে; এইবার বি, এ, পরীক্ষা দিয়া, মাতাকে লইয়া কয়দিন হইল করমগঞ্জে বেড়াইতে আসিয়াছে। নমিতা ইহাই শুনিয়াছিল, ইহার বেশী আর কিছু জানিত না।

নির্ম্মল ঘরে ঢুকিয়া মহিলাদের উদ্দেশ্যে নমস্কার করিয়া, দাদার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল; পকেট হইতে একখানি টেলিগ্রাম বাহির করিয়া দাদার হাতে দিয়া বলিল, "বৌদির দাদা টেলিগ্রাম করেছেন, আজ রাত্রে সাড়ে দশটার গাড়ীতে তাঁরা আস্‌বেন, ষ্টেশনে সেই সময়—।"

"সে রাস্কেলের যদি এতটুকু সেন্স আছে!" দারুণ বিরক্তিতে অসহিষ্ণু হইয়া ডাক্তারবাবু রোগীর হাত ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন,

"আমার ঢের কাজ আছে, অত রাত্রে ষ্টেশন যাওয়া আমার পোষাবে না; —তুই পার্‌বি ?"

দাদার উদ্ধত ভঙ্গিতে ভাই যেন একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল, দাদার প্রস্তাবে মুহূর্ত্তমাত্র দ্বিধা না করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "তা পার্‌ব না কেন ?"

"বেশ, তাই যাস্‌, ঘরের গাড়ী কিন্তু পাবি না। বেহারাকে বলে দে, একখানা ভাড়াটে গাড়ী যেন বলে রাখে।"

"যে আজ্ঞে—।" নির্ম্মল তখনই প্রস্থানোদ্যত হইল; সহসা কি ভাবিয়া দত্তজায়া ডাকিলেন, "নির্ম্মলবাবু—।"

নির্ম্মল ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আজ্ঞে।"

দত্তজায়া বইখানা তুলিয়া বলিলেন, "এ বইখানা স্থরসুন্দর তেওয়ারীর ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

"কই আপ্‌নি তো, তা আমায় বলেন নি—।" কথাটার মধ্যে যেন একটা প্রচ্ছন্ন তিরস্কারের স্থর বাজিয়া উঠিল। নির্ম্মল সহসা দত্তজায়ার কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না, তাহার কি যেন গোলমাল ঠেকিল; দুই মুহূর্ত্ত নীরবে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "কার বই আপ্‌নি তো জিজ্ঞাসা করেন নি, পড়্‌তে চাইলেন তাই দিয়েছিলুম্‌ —কেন ?"

দত্তজায়া একটু অপ্রতিভ হইলেন; তাঁহার মনের অসন্তোষ মুখের কথায় যে রূঢ় আকারে প্রকটিত হয়, ইহা বোধ হয় তাঁহার ইচ্ছা ছিল না; অসাবধানে কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছেন। নির্ম্মলের শেষ কথায় বিচলিত হইয়া তাড়াতাড়ি পূর্ব্বত্রুটি সংশোধনের জন্য বলিলেন—"না, আর কিছুর জন্যে নয়—যার তার বই নিয়ে পড়া আমি পছন্দ করি

না, তাই বল্‌ছি। আচ্ছা, মিস্ স্মিথ্ এটা সুরসুন্দরকে কেন দিয়েছেন?"

"ও এ-সব পড়্‌তে বড্ড ভালবাসে শুনে স্মিথ্ খুসী হয়ে উপহার দিয়েছেন।"

ডাক্তার গম্ভীরমুখে বলিলেন, "তেওয়ারী এ সব লেখা পড়্‌তে পারে?"

নির্ম্মল সরলভাবে বলিল, "পারে বই কি—"

ডাক্তার এবার স্পষ্ট শ্লেষের বক্রহাসি ওষ্ঠে মাখাইয়া বলিলেন, "পড়ে তো, বুঝ্‌তে কিছু পারে?"

অসহিষ্ণুভাবে কি-একটা কথা বলিতে উদ্যত হইয়া নির্ম্মল থামিল, একটু ইতস্ততঃ করিয়া কুণ্ঠিতভাবে কহিল, "ও খুব চমৎকার হিন্দি আর ইংরেজী জানে; এখনও রাত্ জেগে পড়াশুনার চর্চ্চা করে—শুধু ওষুধ ঘেঁটে দিন কাটায় না।"

দত্তজায়ার অধর-প্রান্তে গূঢ় বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়া উঠিল; দন্তে অধর দংশন করিয়া সেটুকু চাপিবার চেষ্টা কর্ম্মযোগের তৃতীয় অধ্যায়ের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিলেন, "আমাদের নির্ম্মলবাবুটি কেবল ইউনিভার্সিটির কারবার নিয়েই নিশ্চিন্দি থাকেন না, অনেকের হাঁড়ির খবরও রাখেন, ইতর-ভদ্রের বাচবিচার করেন না।"

"আজ্ঞে না"।—নির্ম্মল সোজা হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। পরিষ্কার সংযত কণ্ঠে বলিল, "কিন্তু তেওয়ারীকে হীনবংশের ছেলে মনে করলে ভুল হবে। লাহোরে ওঁর বাপের এক সময় লাখ্ টাকার কারবার ছিল, এখন অবস্থার বিপাকে পড়ে সব বদ্‌লে গেছে, কম্পাউণ্ডারী করে ওঁকে ভাইয়ের পড়ার খরচ যোটাতে হচ্ছে; ওঁর ভাই কল্‌কাতায় আমাদের সঙ্গে পড়ে।"

বিস্ময়বিস্ফারিত-দৃষ্টিতে চাহিয়া দত্তজায়া বলিলেন, "—বি, এ!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, এবারে একৃজামিন দিয়ে বাড়ী গেছে।"

দত্তজায়ার হাতের বই হাতেই রহিয়া গেল, তিনি অবাক্ হইয়া স্থিরনয়নে নির্ম্মলের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন—নির্ম্মলের ভাষা যেন তাঁহার আদৌ বোধগম্য হয় নাই, ঠিক এইরূপ ভাবে চাহিয়া রহিলেন!

নির্ম্মল সসঙ্কোচে দৃষ্টি নামাইল; দাদার বিস্ময়-কুঞ্চিত দৃষ্টির পানে চাহিয়া বলিল, তা হ'লে আমি চল্লুম,—বৌদির দাদাকে কিছু বল্‌তে হবে না?"

নির্ম্মলের প্রশ্নে দাদা নিজের অবস্থার মধ্যে ফিরিয়া গিয়া আশ্রয় লইলেন; গম্ভীরমুখে টুপিটা টানিয়া মাথায় পরিবার উদ্যোগ করিয়া বলিলেন, "নাঃ, কি আর বল্‌বি? বলিস্ শুধু যে দাদার সময় হোল না বলে তিনি এসে আপনাদের সঙ্গে দেখা কর্‌তে পার্‌লেন না।"

নির্ম্মল স্বীকার-সূচক গ্রীবাসঞ্চালনপূর্ব্বক বাহির হইল, ডাক্তারবাবুও আর কোন কথা না কহিয়া গৃহত্যাগ করিলেন। দত্তজায়া পূর্ব্বস্থানে নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, বইয়ের পাতা উন্টাইয়া, স্মিথের সেই হস্তাক্ষরটুকু বাহির করিয়া অবাক্ হইয়া তাহাই দেখিতে লাগিলেন। এতক্ষণ এই কয়টা অক্ষর, যাহা তাঁহার চোখে-মুখে কঠিন ঈর্ষা ও তাচ্ছিল্যের রেখা ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, এখন সেই কয়টা অক্ষরই তাঁহার মুখে গূঢ় সঙ্কোচপূর্ণ বিস্ময়ের নূতন রং ফলাইয়া দিল। দত্তজায়া নির্ব্বাক্-ভাবে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন—তিনি ভুলিয়া গেলেন যে তাঁহার ছুটি হইয়া গিয়াছে।

নমিতা এতক্ষণ রোগীদের সেবা-সাহায্য-ব্যপদেশে ইতস্ততঃ ঘুরিতে-ছিল, প্রয়োজনমত রোগীদের যাহার যাহা কিছু আবশ্যক, নিপুণ যত্নের সহিত তাহা যোগাইতেছিল,—কিন্তু তথাপি তাহার কাণ ছিল, ইহাদের

কথাবার্ত্তার প্রত্যেক শব্দ-সংঘাতের উপর! ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে শুনিতে মধ্যে মধ্যে তাহার মুখভাবের মৃদু অবস্থান্তর যে ঘটিতেছিল না, এমন নহে; কিন্তু তথাপি সে একটিও কথা কহে নাই। বিশেষতঃ বিবেকানন্দ স্বামীর রচনার সমালোচনা শুনিতে শুনিতে তাহার মনটা একবার অত্যন্তই অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছিল, ইচ্ছা হইয়াছিল সংক্ষেপে দুই একটা কথা বলে, কিন্তু দত্তজায়া-মহাশয়ার নিষ্করুণ ললাট-কুঞ্চন এবং ডাক্তারবাবুর বক্র-চকিত দৃষ্টিচাঞ্চল্য তাহার ইচ্ছার কণ্ঠ নিষ্পেষণ করিয়া ধরিল; এ আলোচনা-প্রসঙ্গে আধখানা কথা কহিতে তাহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল;—না সে একটি শব্দও এখানে উচ্চারণ করিবে না, ইহাদের কাছে তাহার কোন কথা বলিবার নাই। ভগবান্ ইহাদের বাক্‌শক্তি দিয়াছেন, ইহারা সে শক্তির যথেষ্ট ব্যবহার করিয়া খুসী হন তো হউন, নাই বা রাখিলেন তাহার সহিত চিত্তের বিচার-শক্তির যোগ!—ক্ষুদ্রা নমিতা ইহার বিরুদ্ধে কথা কহিবার কে? না, এ ক্ষেত্রে তাহার অসহিষ্ণুতা কখনই শোভনীয় নহে, তাহার পক্ষে নিস্তব্ধতাই শ্রেয়স্কর। নমিতা মুখ ফিরাইয়া দাগ মাপিয়া ঔষধ ঢালিয়া রোগীকে খাওয়াইতে মন দিল।

নির্ম্মলের শেষ কথায় তাহার মনের ঔদাসীন্য অন্তর্হিত হইল, ইঁহাদের বিস্ময়ের সহিত তাহার চিত্তও যোগ দিতে বাধ্য হইল; কিন্তু সে যোগের সহিত সঙ্কোচ ছিল না,—ছিল শুধু একটু আনন্দ এবং অনেকখানি বেদনা! বোধ হয় নিজেদের পূর্ব্ব-সৌভাগ্য-স্মৃতির সহিত এই বর্ত্তমানে ভাগ্য-বিড়ম্বিত যুবকের অবস্থা মিলাইয়া সে ভাবটুকু উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল; কিন্তু তথাপি সে একটিও শব্দ উচ্চারণ করিল না, নীরবে আত্মদমন করিয়া রহিল।

তবু কিন্তু সুরসুন্দরের প্রতি একবার সে মনে মনে একটু অসহিষ্ণু

হইয়া উঠিয়াছিল ;—ছিঃ, এত অসতর্ক সরলতা মানুষের পক্ষে কখনই নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণের বিষয় নহে। মানিলাম,—বইখানায় গোপনের বিষয় কিছুই নাই, কিন্তু মিস্ স্মিথের ঐ যে হস্তাক্ষরটুকু—ঐ যে তাঁহার অতুলনীয় মমতা-প্রবণ হৃদয়ের অকৃত্রিম স্নেহ-নিদর্শনটুকু—উহার মূল্য কি সকলে বুঝিবে ?—না, সকলের তাহা বুঝিবার যো কি ? ওটুকুর মর্য্যাদা বুঝিবে সে,—যাহার বাহ্যেন্দ্রিয়-নিহিত অনুভবশক্তির ঊর্দ্ধে আর একটু স্বতন্ত্র শক্তি—হৃদয়-আখ্যা-অভিহিত একটা স্বতন্ত্র বস্তু যাহার অন্তরে আছে—সে বুঝিবে! সুরসুন্দরের সহিত তাহার কোন লৌকিক সম্পর্ক নাই, সুতরাং এই ব্যাপারটা লইয়া তাহার সহিত কোন কিছু বোঝাপড়া করিবার অধিকার নমিতার নাই ; তাহা না হইলে নমিতা আজ তাহার এ ত্রুটি বিচ্যুতিটুকু কখনই ক্ষমা করিত না,—বোধ হয় মুখোমুখি ঝগড়া করিতেও পশ্চাৎপদ হইত না। কেন সে এরূপ শ্রদ্ধেয় সামগ্রী অপরের ব্যঙ্গ-তাচ্ছিল্যের আয়ত্তীভূত হইবার সুযোগ দিয়াছে ? না, বিষয়-বিশেষে এত শৈথিল্য কখনই ক্ষমার্হ নয়!

"কুমারী মিত্র——!"

রোগীকে খাওয়াইবার জন্য নমিতা এরোরুটের পাত্র সাম্‌নে রাখিয়া, 'মিনিম্' গ্লাসে ফোঁটা মাপিয়া ব্র্যাণ্ডি ঢালিতেছিল, সহসা দত্তজায়ার আহ্বানে বিস্মিত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল ;—মৃদুস্বরে বলিল, "আমায় কিছু বল্‌ছেন ?"

দত্তজায়া তখনও পূর্ব্বস্থানে দাঁড়াইয়া অন্যমনস্কভাবে বইয়ের পাতা উল্টাইতেছিলেন, নমিতাকে আহ্বান করিবার সময়ও তাঁহার দৃষ্টি পুস্তকের পৃষ্ঠায় সম্বদ্ধ ছিল ; এবারও তিনি পুস্তকের উপর দৃষ্টি রাখিয়া প্রশ্ন করিলেন, "মিস্ স্মিথ্ কোথায় 'কলে' গেছেন জান ?"

"না।"

"কখন্ আস্‌বেন্ ?"

"ঠিক বল্‌তে পারি না, তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি—।"

"দেখা হয় নি ? ও—" দত্তজায়া বইখানা মুড়িয়া কক্ষ হইতে বহির্গমনের উদ্যোগ করিলেন, নমিতা ঈষৎ-কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "বইখানা আপনি আর পড়্‌বেন কি ?"

"কেন বলো দেখি"—দত্তজায়ার ভ্রূযুগল আবার কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

নমিতা অধিকতর কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "আমার দু'এক চ্যাপ্টার্ দেখ্‌বার ইচ্ছে ছিল ; যদি আপনার পড়া হয়ে গিয়ে থাকৃত, তো—"

"না, আমি এটা আর একবার ভাল করে দেখ্‌ব আজ রাত্রে ; এর পর তুমি নিও।" দত্তজায়া কক্ষ হইতে ধীরপদে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

নমিতা মুখের ঘাম মুছিতে মুছিতে, মনে মনে হাসিল ;—হায়রে মনুষ্যত্ব ! সংসারের বাজারে তোমার বাহিক সম্পদ্-গৌরবের মূল্য আছে, কিন্তু তোমার মূল্য নাই। মানুষের দৃষ্টিতে তোমার অস্তিত্বটা কিছুই নয়—কিন্তু তোমার ঐ পোষাক-পরিচ্ছদের আড়ম্বরটা পূজার জিনিষ বটে,—মানুষের দৃষ্টি শুধু খোঁজে তাহাই !—অতি সম্পদের সৌগন্ধ এত অদ্ভুত কার্য্যকরী শক্তি রাখে !

অজ্ঞাতে নমিতার বুকের ভিতর হইতে একটা বেদনা-ভারাক্রান্ত নিঃশ্বাস ধীরে নির্গত হইল।

৬

"তেওয়ারী—"

"আজ্ঞে—।" ঔষধ প্রস্তুত করিতে করিতে স্বরস্থন্দর সসম্ভ্রমে চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইল; অন্যান্য কম্পাউণ্ডারগণও তাড়াতাড়ি হাস্যবিদ্রূপ ও কথোপকথনের মাত্রা পূর্ণরূপে সংযত করিয়া গভীর মনোযোগের সহিত নিজ নিজ কর্ম্মে ব্যস্ত হইল।

অন্যতম এ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন—বৃদ্ধ সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায় ধীরপদে কক্ষে ঢুকিয়া স্বরস্থন্দরের সমীপবর্ত্তী হইলেন। সত্যবাবু বহুদিনের পুরাতন চিকিৎসক, গবর্ণমেণ্টের অধীনে চিকিৎসা-বিভাগে খাটিয়া সারা জীবনটা কাটাইয়াছেন, অবসর-গ্রহণের সময় প্রায় পূর্ণ হইয়াছে, আর কয় মাস বাকী আছে। তাঁহার চেহারা খর্ব্ব, বার্দ্ধক্য-শীর্ণ; স্বভাব শান্ত সংযত; কথাবার্ত্তায় বড় প্রিয়ভাষী।

স্বরস্থন্দরকে উঠিতে দেখিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পকেট হইতে সদ্যঃপ্রস্তুত ঔষধপূর্ণ শিশি বাহির করিয়া মৃদু-হাস্য-প্রসন্ন বদনে বলিলেন, "তেওয়ারী, এ ওষুধটা কি তুমি তৈয়ারী করেছ বাবা?"

"আজ্ঞে না, ওটা সমুদ্রপ্রসাদ তৈরী করেছে।"

"সমুদ্র? আমিও ঠিক তাই মনে করেছি।—কেমন হে, তুমি এটা তৈরী করেছ? আর্সেনিক বেশী ঢেলেছ বোধ হয়?"

স্বরস্থন্দরের পাশে স্থন্দর স্থূল চেহারার নবীন-বয়স্ক কম্পাউণ্ডার সমুদ্রপ্রসাদ সিংহ দাঁড়াইয়া ঔষধ প্রস্তুত করিতেছিল। তাহার স্বভাবটী কিছু অতিরিক্ত চঞ্চল, হাত, পা এবং রসনাটি, অহোরাত্রই অনাবশ্যক বাহাদুরিতে আস্ফালন করে বলিয়া, তাহার কাজ-কর্ম্মের মধ্যে প্রায়ই ভুল হইয়া থাকে; সেইজন্য বিষ-সংক্রান্ত ঔষধাদি তাহাকে সচরাচর প্রস্তুত

করিতে দেওয়া হইত না। পূর্ব্বে সে দুই ফোঁটার স্থলে দশ ফোঁটা ঢালার জন্য প্রায়ই ঔষধ নষ্ট করিয়া তিরস্কৃত হইত,—এখন সুরসুন্দরের কর্তৃত্বাধীনে থাকিয়া, তাহার সতর্ক দৃষ্টির সম্মুখে বসিয়া, ক্রমাগত নিজের ত্রুটি সংশোধন করিতে করিতে তাহার স্বভাব এখন সত্য-সত্যই সংশোধিত হইয়া আসিয়াছে। সুরসুন্দর তাহার কাজের উপর তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখিবার জন্য তাহাকে নিজের পাশে রাখিয়া খাটাইত, তাহার সেই পদে-পদে ভুল-ত্রুটি এমন নিঃশব্দ ক্ষমায়,—এমন অনাড়ম্বর সহজ ভাবে নীরবে স্বহস্তে সংশোধন করিয়া লইত যে, অপর কেহ সহসা সে দৃশ্য দেখিলে মনে করিত সে ভুল সে ত্রুটি বুঝি সুরসুন্দরের নিজেরই! শুধু সমুদ্রপ্রসাদের বেলায় নয়, প্রত্যেক সহযোগীর অপরাধ-দায়িত্ব সে এইরূপে নিজের স্কন্ধে টানিয়া লইয়া, নিঃশব্দে শৃঙ্খলার সহিত কার্য্য সম্পাদন করিত।

ডাক্তার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রশ্নে, সমুদ্রপ্রসাদ সজোরে মাথা নাড়িয়া নির্ভীকভাবে বলিল, "আজ্ঞে না, হেড্ কম্পাউণ্ডারজীকে জিজ্ঞাসা করুন, আমি ঠিক সমান মাপে ওযুধ ঢেলেছি, উনি দেখেছেন।"

"হ্যাঁ হে তেওয়ারী?—"

ঈষৎ ক্ষুণ্ণভাবে তেওয়ারী বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি নিজে দেখেছি বৈ কি। আপনার যদি—"

"না না, তা হ'লে আর কিছু দেখ্‌বার দরকার নেই।"—সাদরে তেওয়ারীর পিঠ ঠুকিয়া ডাক্তার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, "তুমি খুব হুঁসিয়ার লোক, সে আমি জানি। সমুদ্র অল্পদিন কাজে ঢুকেছে, ছেলেমানুষ, তাই ওকে একটু ভয় করে। আচ্ছা তেওয়ারী, এই শিশিটা নিয়ে যাও তো বাবা, 'আউট্-ডোরে' একটা হিন্দুস্থানী ছোক্‌রা দাঁড়িয়ে আছে, তাকে এটা দিয়ে বিদায় করে দিও; আর একটি বুড়ো ভদ্রলোক বসে আছেন, তাঁকে বলো যে ডাক্তারবাবু আস্‌ছেন, একটু বসুন,—।"

তেওয়ারী ঔষধের শিশি লইয়া প্রস্থান করিল; সত্যবাবু একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পকেট হইতে একটি প্রেস্‌ক্রুপ্‌সান্ বাহির করিয়া সমুদ্রপ্রসাদের হাতে দিয়া বলিলেন, "এটা চট্ করে Serve করে দাও তো বাবা।"

সমুদ্র বুঝিল, তেওয়ারীর নামের খাতিরে গতবার সে বিনাবাক্যে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে, কিন্তু এবার হাতে-কলমে পরীক্ষা; সে খুব সংযত হইয়া ধৈর্য্যের সহিত লিখিত প্রেস্‌ক্রুপ্‌সান্‌টির উপর দৃষ্টি বুলাইয়া, আলমারি হইতে ঔষধগুলি নামাইয়া টেবিলের উপর রাখিল; তারপর খুব সতর্কতার সহিত নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে ঔষধ ঢালিয়া, নিপুণতা-সহকারে অল্প সময়ের মধ্যে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া ডাক্তারবাবুর হাতে দিল। বৃদ্ধ ডাক্তারবাবু এতক্ষণ চেয়ারে বসিয়া নীরবে তাহার কার্য্য-কলাপ লক্ষ্য করিতেছিলেন,—এইবার শিশিটি হাতে লইয়া হাসি-মুখে সমুদ্রের পৃষ্ঠে মৃদু চপেটাঘাতে সন্তোষ জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, "তেওয়ারীর পাল্লায় পড়ে মানুষ হয়ে গেছ, এবার বেশ কাজ শিখেছ!"

সমুদ্রপ্রসাদ নতমুখে একটু আহ্লাদের হাসি হাসিল; একজন মধ্য-বয়স্ক কম্পাউণ্ডার বলিলেন, "হাঁ বাবু, তেওয়ারী ছেলেমানুষ হোক্, কিন্তু হেড্ কম্পাউণ্ডার বটে; নিজেও যেমন খাট্‌তে পারে, লোককেও তেমনি খাটাতে জানে,—কিন্তু কাউকে বে-খাতির নেই, অতিভদ্রলোক। হাজার হোক্ বাবু, উঁচু ঘর্‌ণা ছেলে, আজই না হয়—।"

"সুপ্রভাত ডাক্তারবাবু! মিস্ স্মিথ্ ঢুকিয়া ডাক্তারের সহিত যথা-রীতি শিষ্টাচার বিনিময় করিলেন। স্মিথের পিছনে নমিতাও আসিয়াছিল, সেও মাথা নোয়াইয়া নমস্কার করিল; স্মিথ্ বলিলেন, "আমি আপ্‌নাকে খোঁজ্‌বার জন্যে, আউট্-ডোরে গিয়েছিলুম।"

ইংরেজীতে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল, ডাক্তার সুধাইলেন, "কিছু প্রয়োজন আছে?"

তদুত্তরে স্মিথ্ বলিলেন, "একটা অস্ত্রোপচারে তাঁহাকে সাহায্য করিতে হইবে; কারণ, সে অস্ত্রোপচারটি কিছু কঠিন, তাহাতে রোগী কিছু বেশী কাহিল হইয়া পড়িয়াছে। তিনি আরও বলিলেন, তিনি ডাক্তার সাহেবকেই ডাকিবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি দশ মিনিট পূর্ব্বে একটা জরুরী ডাক পাইয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন, সেইজন্য তিনি সহকারী চিকিৎসকগণের সাহায্য পাইবার আশায় আসিয়াছেন।"

ডাক্তার কি উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, সেই সময়ে স্থরস্থন্দর কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "আউট্-ডোরে আরও নূতন কয়জন লোক আসিয়া ডাক্তারবাবুর জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ডাক্তারবাবু বলিলেন, "ম্যাডাম্, তবে একটু সবুর করুন, আমি শীঘ্র এদের বিদায় করে আস্‌ছি।"

মিস্ স্মিথ্ ঘড়ি খুলিয়া বলিলেন, "ডাক্তার মিত্র কোথায়? তিনি কি এখনও আসেন নি?—সাতটা চুয়াল্লিশ মিনিট হতে চল্ল, যুবক ডাক্তারের বুঝি এখনও নিদ্রাভঙ্গের সময় হয় নাই! আর আমাদের মত বৃদ্ধের বুঝি—"। মিস্ স্মিথ্ বিরক্তিভরে অধর দংশন করিয়া কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়া দিলেন।

সত্যবাবু বহির্গমনের উদ্যোগ করিতেছিলেন, স্মিথের কথায় ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ঈষৎ ক্ষুণ্ণভাবে বলিলেন, "এই রকমই তো দৈনিক ব্যবস্থা; কুলিকে ডাক্‌তে পাঠিয়েছিলুম, তা বলেছেন, 'পোষাক পরে যাচ্ছি বলগে'। সাহেব থাক্‌লে বকাবকি কর্‌তেন আর কি?"

"একেই বলে ইচ্ছাকৃত অবহেলা!—" স্মিথ্ অধিকতর অসন্তুষ্টভাবে বলিলেন, "ইচ্ছাকৃত অবহেলা ভিন্ন কি বল্‌ব। ব্যারিষ্টার পিয়ার্সনের বাড়ী গিয়ে তাস খেলে, গানবাজনা করে, আমোদের খাতিরে রাত্ জাগ্‌বেন, আর নিজের কর্ত্তব্যসাধনের সময় ঘুমিয়ে থাক্‌বেন! এটা তাঁর পক্ষে যতই আনন্দ বা আরামের বিষয় হোক্,—কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে চিকিৎসক বা

চিকিৎসিত কারুরই পক্ষে এটা মঙ্গলের বিষয় নয়। চিকিৎসককে চিকিৎসা-দায়িত্বের মধ্যে দেহের আরাম আর খুসীর স্বাধীনতা বিকিয়ে তবে চিকিৎসক সেজে দাঁড়াতে হয়,—এটুকু চিকিৎসকমাত্রেরই সকলের আগে মনে রাখা উচিত।”

সত্যবাবু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, “সে বিচারের অধিকার আমাদের নেই ম্যাডাম্; ডাক্তার মিত্রকে এ-সম্বন্ধে সৎপরামর্শ দিয়ে অনধিকার-চর্চ্চার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছি; ডাক্তারবাবু হিতৈষীর পরামর্শ অপমানের শ্লেষ বলে গ্রহণ করেন। দুঃখের কথা বলব কি ম্যাডাম্, আমার মত একজন বৃদ্ধ স্ব-ব্যবসায়ীকেও তিনি তাঁর উন্নতির প্রতিদ্বন্দ্বী বলে বিবেচনা করেন! কি কর্‌ব—আমার দুর্ভাগ্য!”

সর্দ্দার-কুলির যুবক পুত্র লাল্লু কতকগুলা শিশি ধুইয়া আনিয়া টেবিলের উপর এক পাশে সাজাইতেছিল, সে ইহাদের ইংরেজী কথা কিছু না বুঝিলেও, এটুকু বুঝিল যে ডাক্তার মিত্রের দেরী করিয়া আসার কথা লইয়া ইঁহারা আলোচনা করিতেছেন। ডাক্তারবাবুকে প্রত্যহ সকালে ডাকাডাকি করার ভারটা প্রায়ই তাহার উপর পড়িত;—কাজটা বিশেষ সুবিধার ছিল না; চিল্লানর অপরাধে ডাক্তারবাবুর নিকট প্রায়শঃ তর্জ্জিত হইয়া তাহার এ-কাজে বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছিল। ইঁহাদের অসন্তোষ-আন্দোলনে আজ তাহার অন্তরের সুপ্ত বিদ্বেষ মাথা তুলিয়া ফোঁস্ করিয়া উঠিল, সে আত্ম-সংবরণ করিতে পারিল না; শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া ফেলিল, “ডাক্তারবাবু ডাকাডাকি শুনেও সময়ে হাঁসপাতালে আসেন না,—শেষে সাহেব এসেছে শুন্‌লে চোরের মত চুপি চুপি মেথরদের উঠ্‌বার—সেই পেছুকার সিঁড়ি দিয়ে এসে হাঁসপাতালে হাজির হন!”

মিস্ স্মিথ্ বিরক্তিতে ভ্রূভঙ্গী করিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ডাক্তার সত্য-বাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, “সত্য না কি?”

সত্যবাবু দুঃখিতভাবে শুধু একটু হাসিলেন, কোন কথা বলিলেন না। তাঁহাকে নীরব দেখিয়া অন্তর্দ্দাহে অস্থির হইয়া লাল্লু আবার বলিয়া উঠিল,—"হোক্ গে বাবা, ও-সব শক্ত ধাপ্পা-বাজীর ছল-চাতুরী তারই স্বভাবে বরদাস্ত হয় অন্যের স্বভাবে—।" সহসা দ্বারের দিকে চাহিয়া তাহার বাক্‌শক্তি রহিত হইল; ঘর্ম্মাক্ত-বদনে, ভয়ত্রস্তচিত্তে লাল্লু তাড়াতাড়ি হেঁট হইয়া দৃষ্টি নামাইল।

যুগপৎ সকলেই ফিরিয়া চাহিলেন, সকলে দেখিলেন দ্বার-দেশে দণ্ডায়মান—স্বয়ং ডাক্তার মিত্র! ইতোমধ্যে তিনি কখন নিঃশব্দ পাদ-বিক্ষেপে সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন কেহ টের পায় নাই।

ডাক্তারের দিকে চাহিয়া অনেকেই প্রমাদ গণিল! রাত্রি জাগরণে রক্তোষ্ণতায় এবং অপক্ক-সুপ্তি-ভঙ্গের বিরক্তিতে ডাক্তার মিত্রের উগ্র লোহিত চক্ষুযুগলে দেখা গেল, কঠোর ক্রোধ পরিষ্কাররূপে দীপ্তিমান্।

মিস্ স্মিথ্ বুঝিলেন ডাক্তার মিত্র সবই শুনিয়াছেন, তাহার অজ্ঞাত ব্যাপার বড় বেশী কিছুই নাই; কিন্তু ইহাও বুঝিলেন যে, কথাগুলির জন্য তিনি অন্য কাহারও উপর অপমানের প্রতিশোধ লইতে পারুন্ আর না পারুন্, কিন্তু তাঁহার নখ-নিষ্পেষণে সংহার-যোগ্য, ক্ষুদ্রপ্রাণ লাল্লুর স্পর্দ্ধিত-ধৃষ্টতা তিনি কখনই সহজে ক্ষমা করিবেন না।

একটু স্থিরভাবে বিবেচনা করিলে প্রত্যেকেই বুঝিবেন যে এ-ব্যাপারে লাল্লুর অপেক্ষা ডাক্তারবাবুর অপরাধটাই বেশী, তিনিই তো স্বয়ং লাল্লুকে ঐ অন্যায্য স্পর্দ্ধাটুকু প্রকাশের জন্য "ন্যায্য" সুযোগ দিয়াছেন! তিনি যদি ঐ অন্যায় স্বেচ্ছাচারগুলি না করিতেন, তাহা হইলে ক্ষুদ্র ভৃত্যটার সাধ্য কি যে তাঁহার আচরণে দন্তস্ফুট করে? অবশ্য লাল্লুর জবানবন্দিতে ডাক্তার মিত্রের কার্য্য-সমালোচনা, মিস্ স্মিথের কাণেও কিছু ভাল লাগে নাই; শেষের দিক্‌টায় তিনিও সহিষ্ণুতা হারাইয়া প্রতিবাদ করিতে

উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ডাক্তার মিত্রের উপর দৃষ্টি পড়ায় তাঁহার সে মনোভাবটুকু চকিতে অন্তর্হিত হইল!—না, তাঁহাদের তরফ হইতে ইহার বিরুদ্ধে বলিবার বিষয় কিছুই নাই; যদি গায়ের জোরে রসনার সশব্দ ঝঙ্কারে রক্তচক্ষের উগ্রতা দেখাইয়া তিনি ঐ ভৃত্যটাকে নীরব হইতে বাধ্য করেন, তবে তাহা অশোভন নির্লজ্জ ঔদ্ধত্য হইবে,—তাহা শোভন সুন্দর ন্যায়-সঙ্গত ব্যবস্থা হইবে না। ডাক্তার মিত্র আসিয়াছেন, স্বকর্ণে সমস্ত শুনিয়াছেন, ভালই হইয়াছে; তিনি বুঝুন যে ন্যায়ের বিদ্রোহিতাচরণ করিলে, পিপীলিকার দংশন-যন্ত্রণাও সহ্য করিতে হয়!

গম্ভীরভাবে মুখ ফিরাইয়া প্রাভাতিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া মিস্ স্মিথ্ বলিলেন, "আপনার আস্‌তে এত দেরী হোল?"

রুক্ষ ভ্রূকুটি-বদ্ধ ললাটে প্রত্যভিনন্দন জানাইয়া ডাক্তার মিত্র সংক্ষেপে উত্তর দিলেন "হুঁ—।"

স্মিথ্ বলিলেন, "আমি খুঁজ্‌তে এসেছিলুম; ডাক্তার সাহেব 'কলে' বেরিয়ে গেছেন, সত্যবাবু আউট্-ডোরের কাজ না সেরে ছুটী পাচ্ছেন না,—ফিমেল-ওয়ার্ডে একটা শক্ত গোছের অস্ত্রোপচার আছে, আপ্‌নাকে একবার গিয়ে সাহায্য কর্‌তে হবে।"

"আচ্ছা, আমার এখানকার কাজ সেরে যাচ্ছি—" এই বলিয়া ডাক্তার মিত্র সজোরে মুখ ফিরাইয়া ক্রুদ্ধ-পাদক্ষেপে প্রস্থান করিলেন।

তাঁহার সে গতিভঙ্গীর অর্থ সকলেই বুঝিল; সত্যবাবু ক্ষুণ্ণভাবে একটু হাসিলেন। কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া স্মিথ্ সস্মিতমুখে বলিলেন, "আপ্‌নাকে তা হলে আর কষ্ট করে যেতে হবে না, ডাক্তার মিত্রই আস্‌বেন।"

স্মিথ্ বাহির হইয়া গেলেন; নমিতাও নিঃশব্দে ছায়ার ন্যায় তাঁহার

অনুবর্ত্তিনী হইল। সত্যবাবু অন্য দ্বার দিয়া আউট্‌-ডোরে চলিয়া গেলেন।

সমুদ্রপ্রসাদ এতক্ষণ প্রাণপণে রসনা সংবরণ করিয়াছিল, এইবার সে মুখ খুলিল। হেঁটমুণ্ডে কার্য্যরত লাল্লুর দাড়িতে হাত দিয়া মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া চাপা গলায় বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া সমুদ্রপ্রসাদ বলিল, "ক্যা লাল্লুজী, একদম্‌সে চুপ কাহে?"

"ছোড়্‌ দিজিয়ে সিংহজী"—এই বলিয়া মাথা সরাইয়া লইয়া, ভীতিমলিন-মুখে একটু কষ্টের হাসি আনিয়া, লাল্লু একবার দ্বারদেশে দৃষ্টিপাত করিল, তাহার পর অস্ফুটস্বরে বলিল, "আর বাবু চড়ুই পাখী হয়ে কেউটে-সাপের চক্কোরে ঠোক্কর দিয়েছি,—এইবার আমি সাবাড়্‌ হব!"

"চক্কোর কিরে? ল্যাজে বল্‌!"—এই কথা বলিয়া—সমুদ্রপ্রসাদ হাঃ-হাঃ-শব্দে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল; সকলেই সে হাসিতে যোগ দিল,—কেবল নীরব রহিল সুরসুন্দর। সকলের হাসি থামিলে, সুরসুন্দর ভৎর্সনা-ব্যঞ্জক দৃষ্টিতে সমুদ্রপ্রসাদের পানে চাহিয়া বলিল, "সমুদ্র, তোমারও এতটুকু আত্ম-মর্য্যাদা-জ্ঞান নেই? লোক হাসাতে চাও বলে কি এম্‌নি করে ওজনের ওপরই উঠ্‌তে হয়? কথা কইবে, একটু ভেবে চিন্তে কোয়ো!—"

সুরসুন্দরের কথা শেষ হইতে না হইতে গ্যাট্‌-গ্যাট্‌-শব্দে শক্ত পাদক্ষেপে ডাক্তার মিত্র কক্ষে ঢুকিলেন। কক্ষস্থ কাহারও পানে না চাহিয়া একবারে সুরসুন্দরের মুখের উপর কটাক্ষপাত করিয়া রুক্ষস্বরে ডাকিলেন, "একবার উঠে এস তেওয়ারী!"

সুরসুন্দর হাতের ঔষধের শিশি নামাইয়া রাখিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল; ডাক্তার মিত্র তাহাকে সঙ্গে লইয়া বরাবর আসিয়া বারেন্দার

প্রান্তে, নির্জ্জন চলন-ঘরটিতে উপস্থিত হইলেন, তারপর ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সামান্য একটি ভূমিকামাত্র না করিয়া, হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ হে, সত্যি করে বল ত, আমার সম্বন্ধে ওখানে ওঁরা সবাই কি কি কথা কইছিলেন ?"

সর্ব্বনাশ! এত লোক থাকিতে সুরসুন্দরকে ইহার সাক্ষ্যদান করিতে হইবে? না, সুরসুন্দরের সে কাজ নহে; সে সত্যও গোপন করিবে না, মিথ্যাও বলিবে না, তাহাতে যাহা হইবার তাহা হউক! সুরসুন্দর বিনীতভাবে বলিল, "আজ্ঞে, আমায় মাপ্ করুন।"

"বল্‌বে না, কেন? সত্যবাবুর ভয়ে?—" ডাক্তার মিত্রের কণ্ঠের স্বর ও দৃষ্টির ভঙ্গি ভীষণ হইয়া উঠিল। তীব্রস্বরে তিনি বলিলেন, "দেখো তেওয়ারী, এ কথা যার কাছ থেকেই হোক্ নিশ্চয় শুন্‌তে পাব, কিন্তু তোমার কাছ থেকে ঠিক সত্য খবরগুলো পাব বলেই, বিশ্বাস করে তোমায় জিজ্ঞাসা কর্‌ছি; সত্যবাবু আমার সম্বন্ধে কি কি বল্লেন, সমস্ত বলে যাও, কিছু লুকিও না; বল, তোমার কোন ভয় নেই।"

"আজ্ঞে, ভয়ের জন্য নয়—" অবিচলিত স্বরে সুরসুন্দর উত্তর দিল, "কিন্তু এ রকম কথা-চালাচালির ব্যাপার অত্যন্ত ঘৃণাজনক! আমায় মাপ্ কোর্ব্বেন, তবে আমায় সত্যবাদী বলে যদি আপনি বিশ্বাস করেন তো শুনুন, আমি যথার্থ বল্‌ছি সত্যবাবু আপ্‌নার বিরুদ্ধে বিশেষ কোন কথা বলেন নি।"

অধৈর্য্যভাবে ডাক্তারবাবু বলিলেন, "ও-সব বাজে কথা রাখ; তুমি আগাগোড়া সব খুলে বল।"

"ও সব তুচ্ছ ব্যাপার—"

বাধা দিয়া ক্রুদ্ধস্বরে ডাক্তারবাবু গর্জ্জন করিলেন, "তুমি বল্‌বে কি না?—"

ধীরস্বরে স্থরস্থন্দর উত্তর দিল, "আজ্ঞে না, আমায় মাপ্ করুন।"

নিষ্করুণ রোষোত্তাপ নিষ্ফলতার বক্ষে আহত হইয়া পরাজয়ের অবমাননা বহন করিয়া ফিরিয়া আসিল! অধীর উত্তেজনায় রূঢ়স্বরে ডাক্তার মিত্র বলিলেন, "আচ্ছা বেশ!—মনে রেখো, আমিও সকলকে দেখে নেব!" ডাক্তার পরমুহূর্ত্তে দ্রুতপাদক্ষেপে কক্ষের বাহিরে চলিয়া গেলেন।

স্থরস্থন্দর স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; কয়েক মুহূর্ত্ত পরে পশ্চাতে কাহার মৃদু পদশব্দ শুনিতে পাইয়া ফিরিয়া চাহিল; দেখিল হাঁসপাতালের নার্শ নমিতা মিত্র ঘাড় হেঁট করিয়া তাহার পিছন দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। চিন্তাকুল স্থরস্থন্দর হঠাৎ চমকিয়া থতমত খাইয়া গেল। সহসা মনে হইল, তাহার গোপনকৃত কি একটা অপরাধ ইহার নিকট ব্যক্ত হইয়া গিয়াছে! ত্রুটি সংশোধনের উপায় কি,—হতবুদ্ধি স্থরস্থন্দর ভাবিয়া পাইল না; অভ্যাসবশে মস্তকান্দোলন করিয়া সসম্ভ্রমে পিছু হটিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু আভ্যন্তরিক উদ্বেগ-সংঘাতে তাহার রসনা অসাড় হইয়া গিয়াছে, সে একটাও কথা কহিতে পারিল না! নার্শ চলিয়া গেলেন।

উদ্বেগের উত্তজনা ধীরে প্রশমিত হইয়া আসিল, ক্লিষ্টহৃদয়ে নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে স্থরস্থন্দর ঔষধ প্রস্তুত করিবার গৃহে আসিয়া নিজের পূর্ব্বস্থানে বসিল; সকলেই কৌতূহলপূর্ণ নেত্রে তাহার মুখপানে চাহিয়া, নানা প্রশ্ন-বর্ষণ আরম্ভ করিল,—ডাক্তারবাবু তাহাকে কেন ডাকিয়াছিলেন? কি বলিলেন ইত্যাদি। স্থরস্থন্দর শান্তমুখে সংক্ষিপ্ত উত্তরে শুধু জানাইল, "বিশেষ কিছুই নয়!"

৭

নির্দ্দিষ্ট-সময়ে কাজ শেষ হইলে, নমিতা হাঁসপাতাল হইতে বাহির হইল; বাগানের সরু ফুটপাথ পার হইয়া যখন সে ফটকের কাছে পৌঁছিয়াছে, তখন একজন লোক বাগানের মেহেদীর বেড়া ডিঙ্গাইয়া ফুট্‌পাথে উঠিয়া একটু ত্রস্তচরণে ফটকের দিকে অগ্রসর হইল।

নমিতা স্বভাব-সিদ্ধ প্রশান্ত গমনে চলিয়াছিল; সে ফটক পার হইয়া সিকি রশি পথ যাইতে না যাইতে পশ্চাদ্বর্ত্তী লোকটি আসিয়া তাহার সমীপস্থ হইল।

পদশব্দে নমিতা চাহিয়া দেখিল—সুরসুন্দর! সুরসুন্দর বটে, কিন্তু তাহার মাথায়, তখন সেই জাতীয় বিশেষত্বের সুন্দর নিদর্শন ক্ষুদ্র নীল মখমলের টুপিটি ছিল না; টুপিটা সুরসুন্দর মাথা হইতে খুলিয়া, উল্টাইয়া উচু করিয়া হাতে ধরিয়া লইয়া চলিয়াছে। টুপির অভ্যন্তরে নমিতার বোধ হইল ফুল বা অন্য কিছু রহিয়াছে। সুরসুন্দরের টুপিহীন মুখখানা অত্যন্ত নূতন ধরণের দেখাইতেছিল। কয়দিন দেখিয়া দেখিয়া তাহার টুপিযুক্ত মুখখানাই নমিতার দৃষ্টিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল,—এখন এ দ্বিপ্রহরের রৌদ্রালোকে সহসা তাহার সেই অযত্ন-বিশৃঙ্খল-কেশ-রাশি-চুম্বিত প্রশস্ত ও উন্নত ললাট,সরল সুগঠিত নাসিকা, এবং প্রশান্ত ও আয়ত চক্ষুর্দ্বয়যুক্ত উজ্জ্বল শ্যাম-সুন্দর বদনকান্তি, অত্যন্ত অদ্ভুত, নূতনত্ব-পূর্ণ দেখাইল। নমিতা বিস্মিতভাবে চাহিয়া ভাবিল, একি বিদেশী সুরসুন্দর, না তাহার স্বদেশী কোন বাঙ্গালী যুবক? কিন্তু হউক স্বদেশী, নমিতা সহসা একটা আশ্চর্য্যজনক অভাব-বেদনার সহিত মনে মনে স্বীকার করিল, এ যেন শ্রীহীন মূর্ত্তি! সুরসুন্দরের সেই টুপিযুক্ত শ্রীমান্

মুখখানাই যেন তাহার অনাবশ্যক-আড়ম্বরহীন সরল পরিচয় জ্ঞাপনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিল,—এ যেন খাপ ছাড়া পরিচয়ের ধার করা নিদর্শন!—

সুরসুন্দর একটু ব্যগ্রতার সহিত দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছে, দেখিয়া নমিতার চমক ভাঙ্গিল; মনে মনে অপ্রস্তুত হইয়া তাড়াতাড়ি দৃষ্টি ফিরাইয়া সে চলিতে আরম্ভ করিল। নিজের যা-খুসি-তাই ধরণের অদ্ভুত বৈচিত্র্য-পূর্ণ বিশৃঙ্খল চিন্তাশক্তির অসংযত 'দৌড়-ঝাঁপ' এবং অসঙ্কোচে যথেচ্ছ বিচরণ-উৎসাহের প্রাবল্য স্মরণ করিয়া মনে মনে সে নিজের উপর একটু অসন্তুষ্ট হইল। কেন, তাহার এত স্বেচ্ছাচারিতা কিসের জন্য? সে হাঁসপাতালের শুশ্রূষাকারিণী, বহির্জগতের সহিত এ সম্পর্কের উর্দ্ধে তাহার অন্য কোন দাবী-দাওয়া নাই; তবে কেন সে তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ মানুষগুলির স্বভাবগত দোষগুণের যত্র তত্র দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া নিজের মনের মধ্যে গড়িতে পিটিতে এমনভাবে উঠিয়া পড়িয়া লাগে? একি তাহার অনধিকারচর্চ্চা-ব্যাধি? এই আজ প্রাতঃকাল হইতে হাঁসপাতাল-গ্রাউণ্ডে সংঘটিত ঘটনাগুলির সহিত তো তাহার কোন সংস্রব নাই, তথাপি খামকা সেগুলার উত্তাপ-স্পর্শ নমিতার মনকে কেন এত ভারাক্রান্ত করিল, ইহার কোন সদুত্তর আছে কি? তারপর ফিমেল-ওয়ার্ডে সেই অস্ত্রোপচার-ক্রিয়ার বিপজ্জনক মুহূর্ত্তে, যখন মিস্ স্মিথ্ মুমূর্ষু রোগীর জীবনী-ক্রিয়া সতেজ করিয়া তুলিবার জন্য চর্ম্মভেদী পিচকারীর সাহায্যে ঔষধ প্রয়োগ করিতে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময়ে যখন ব্যাণ্ডেজ দিতে একটু দেরী হওয়ায় ডাক্তার মিত্র ধৈর্য্য হারাইয়া, ক্রোধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া মিস স্মিথের সমক্ষেই একজন ড্রেসারের গণ্ডে সজোরে চপেটাঘাত করেন, তখন নমিতা তো সত্য-সত্যই ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলিয়াছিল। অবশ্য মুখোমুখি কাহারও সহিত উত্তর প্রত্যুত্তর করা তাহার পোষায় না, তাই

রক্ষা ; নচেৎ ডাক্তার মিত্রের প্রতি তাহার মনের অবস্থাটা যে সে-সময় কিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা জানে শুধু সে—আর জানেন শুধু অন্তর্য্যামী !

চিন্তাস্রোতের উচ্ছলতা নমিতার অন্তঃকরণে একটু অস্বাভাবিক উত্তেজনা জাগাইয়া তুলিয়াছিল ; সে একটু বেশী ক্ষিপ্রতার সহিত চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু সুরসুন্দরের গমন-গতি তাহার দ্বিগুণ বেশী হওয়ায়, সে অবিলম্বে আসিয়া নমিতার সঙ্গ ধরিল। গতিবেগ ঈষৎ সংযত করিয়া নমিতার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিতে হাঁটিতে, কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে ইতস্ততঃ চাহিয়া সুরসুন্দর বিনীতভাবে বলিল, "অসৌজন্য ক্ষমা কর্‌বেন, যদি অনুমতি দেন তো আমি কিছু বল্‌তে ইচ্ছা করি—।"

চলিতে চলিতে ঈষৎ মুখ তুলিয়া নমিতা বলিল, "স্বচ্ছন্দে বলুন।" একটু কাশিয়া সুরসুন্দর বলিল, "চলন-ঘরে দাঁড়িয়ে ডাক্তার মিত্র আমায় যা বল্‌ছিলেন, বোধ হয়, আপনি তা শুনেছেন।"

মৃদুস্বরে নতমুখে নমিতা উত্তর দিল, "যৎকিঞ্চিৎ, কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক নয়। আপনারা ঘরে কথা কইছিলেন তা জান্‌তুম না ; আমি ঘরে ঢুক্‌তে গিয়ে, ফিরে দুয়ারের পাশে অপেক্ষা কর্‌তে বাধ্য হয়েছিলুম ; ক্ষমা কর্‌বেন।"

"না না, আপনার অসুবিধা-সংঘটনের জন্যে আমরাই অপরাধী, আমাদের ক্ষমা করুন্ ; কিন্তু ঐ সম্বন্ধে আমার একটু প্রার্থনা আছে।"

"কি বলুন—।"

সু। আশা করি, এ সম্বন্ধে তৃতীয় ব্যক্তির কাছে কিছু আলোচনা—

"না—না—না, আমায় আপ্‌নারা তত হীন প্রকৃতির মনে কর্‌বেন না—"

নমিতা আবেগভরে আরও কতকগুলা কি কথা বলিতে গিয়া ত্রস্তভাবে আত্ম-সংবরণ করিয়া লইল। সুরসুন্দর নমিতার সে আবেগ-দমন-চেষ্টাটুকুর মধ্যে একটা ঘৃণা-ব্যঞ্জক বেদনার আভাস অনুভব করিল—মুহূর্ত্তে তাহার মুখের সমস্ত কুণ্ঠিত-উদ্বিগ্নতার চিহ্ন অন্তর্হিত হইয়া পূর্ণ বিশ্বাস-নির্ভরতার নিশ্চিন্ত প্রসন্নতায় তাহার চক্ষু-দুইটী আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সেখানে আর এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করিতে বা একটা শব্দ উচ্চারণ করিতেও যেন তাহার দ্বিধা বোধ হইল; মৃদুগম্ভীর কণ্ঠে সে শুধু একটিবার বলিল, "ধন্যবাদ," তারপর সৌজন্যচ্ছন্দে মাথাটা একটু নোয়াইয়া কপালে হাত ঠেকাইয়া তাহার অভ্যস্ত দীর্ঘ ও দ্রুত-পাদক্ষেপে, সে নমিতাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল।

সুরসুন্দরের সেই প্রসন্ন সন্তোষপূর্ণ দৃষ্টি এবং আন্তরিকতাপূর্ণ ধন্যবাদ মুহূর্ত্ত-মধ্যে নমিতার সমস্ত হৃদয়টা এমন একটা নিগূঢ় আনন্দে ও সান্ত্বনায় পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত করিয়া তুলিল যে, তাহার পর যেন তাহার আর কোন কিছুরই প্রয়োজন ছিল না! সুরসুন্দর তাহা বুঝিয়াছিল কি না ঈশ্বর জানেন, কিন্তু পরক্ষণেই সে যখন বিনা-বাক্যে বিদায়-সম্ভাষণ পর্য্যন্ত না করিয়া, নমিতার সঙ্গ ত্যাগ করিল, তখন নমিতা সেই নীরবতার মধ্যে আর এক গভীর-সম্মান-নিদর্শন উপলব্ধি করিয়া মুগ্ধ হইল; নম্রমুখে সশ্রদ্ধ-নমস্কারে সেও নিঃশব্দে প্রত্যভিবাদন করিল; তারপর অগ্র-গমনেচ্ছু সুরসুন্দরকে সুযোগ-দানের অভিপ্রায়ে নিজে অত্যন্ত ধীরপাদক্ষেপে চলিতে লাগিল।

নমিতা কুড়ি হাত পথ পার হইতে না হইতে, সুরসুন্দর আশী হাত পথ অতিক্রম করিয়া বাম দিকের মোড় ফিরিয়া অন্তর্হিত হইল। নমিতাকেও সেই পথে যাইতে হইবে। নমিতা অন্যমনস্ক-ভাবে নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে খুব মন্থর-পাদক্ষেপে চলিল।

"সব এক একটি জানোয়ার আর কি!" পরিচিতকণ্ঠের হাস্যপূর্ণ এই ব্যঙ্গোক্তি-শ্রবণে, চকিতনেত্রে নমিতা মুখ ফিরাইয়া চাহিল; দেখিল পিছনের গলির ভিতর হইতে হাস্যবিকশিতমুখে উক্ত কথা-কয়টি উচ্চারণ করিতে করিতে, দত্তজায়া-মহাশয়া বাহির হইতেছেন,—তাঁহার পিছনে ভৃত্য ও জনৈকা রজক-রমণী আসিতেছে। বোধ হয়, তাহাদেরই কাহাকে লক্ষ্য করিয়া, দত্তজায়া ঐ কথা বলিলেন।

দত্তজায়ার হাসিমুখ! নমিতা ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত থমকিয়া দাঁড়াইল। বিশেষ সৌভাগ্য-যোগ না থাকিলে দত্তজায়া-মহাশয়ার হাসি কেহ দেখিতে পায় না, এইরূপ একটা প্রবাদ পারিপার্শ্বিক জন-সমাজে প্রচলিত আছে,—নমিতার মনে পড়িল। বাস্তবিক খুসী হইলে দত্তজায়া বিনা কারণে প্রচুর হাসি হাসিতে পারিতেন, কিন্তু খুসী না হইলে হাস্যরসের সহস্র কারণ বিদ্যমান সত্ত্বেও তিনি পরিপূর্ণ-ধৈর্য্যে বিকট গাম্ভীর্য্যে অটল হিমাদ্রির মত অবস্থান করিতেন! সে সময় অন্য কেহ হাসিলে, তিনি রুক্ষদৃষ্টিতে কঠোর ভ্রূভঙ্গী-দ্বারা বিরক্তি প্রকাশ করিতেন: অথচ তিনি স্বয়ং যখন—কারণে হউক, অকারণে হউক, খুসীর উপর হাসিতে ইচ্ছুক হইবেন, তখন কৃতার্থ হইয়া সকলেরই সে হাসিতে যোগদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য—এ কথা তিনি মনে মনে খুব জোরের সহিত মানিতেন। যে দুঃসাহসী ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া এ নিয়ম লঙ্ঘন করিত, দত্তজায়া-মহোদয়া তাহার উপর কখনই সন্তুষ্ট হইতেন না, এ কথা বলাই বাহুল্য। মোট কথায় তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা দুঃসহ স্বাতন্ত্র্য-বৈশিষ্ট্য তীব্র ঔদ্ধত্যে বিরাজ করিত, যাহার তাড়নায় তিনি সকল বিষয়েই নিজের অভ্রান্ত বোধ-শক্তির অখণ্ড কর্ত্তৃত্বটুকু, হিসাবে হউক, বে-হিসাবে হউক, পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিতে পারিলেই প্রসন্ন থাকিতেন; অন্যথা তাঁহার চিত্তভাবের বিলক্ষণ

বৈলক্ষণ্য পরিদৃষ্ট হইত। তাঁহার এই যথেচ্ছ স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তা দ[illegible] নিকট চিত্তস্বাধীনতারূপে প্রতীয়মান হইলেও অনেকের নিকট তাহা অসহনীয় জেদের অত্যাচার বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল ; এবং সেইজন্যই তাঁহার নিকট-সম্পর্কীয় পারিবারিক ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহার নিজের মর্ম্মান্তিক বিচ্ছেদ সংঘটিত হইয়াছিল—এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়।

কে জানে কেন, সে দিন দত্তজায়ার মনটা সে সময় নিতান্তই পঞ্চম-স্বরে বাঁধা ছিল ; তিনি পথিমধ্যে সহসা নমিতাকে দেখিতে পাইয়া অযাচিত আগ্রহে পরমসৌহৃদ্য সহকারে বলিয়া উঠিলেন, "কে, মিস্ মিত্র নাকি ? এমন সময় কোথায় গিয়েছিলে ?"

"হাঁসপাতাল থেকে আস্‌ছি—" এই বলিয়া নমিতা নমস্কার করিল।

দ। কেন এমন সময় ?

ন। একটা লিবারের পাথুরে অপারেশন কেস্ ছিল, মিস্ স্মিথ্ দেখ্‌বার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

তাচ্ছিল্যভরে ঠোঁট উল্টাইয়া দত্তজায়া বলিলেন, "অনর্থক ভূতের ব্যাগার! বেল পাক্‌লে কাকের কি ?"

ঈষৎ হাসিয়া নমিতা বলিল, "কিছু না, তবে যতটুকু ব্যাগার খেটে শিখ্‌তে পারা যায়, ততটুকুই নিজের মঙ্গল।"

দ। মঙ্গল আর ছাই ! তুমি কোন দিন কি আর একটা সামান্য সার্জ্জিক্যাল কেসে ছুরি ধর্‌তে পাবে, আশা কর ?

দত্তজায়া-মহাশয়ার কথার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন পরিহাসের শ্লেষব্যঞ্জক ভাব ফুটিয়া উঠিল। নমিতা আরক্তমুখে একটু কাশিল ;—না, আজ তাহার ছুরী ধরিবার আশার কোন চিহ্ন অবশিষ্ট নাই,—সে আশা বহুদিন পূর্ব্বে ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সহিত চুকিয়া গিয়াছে। কিন্তু একদিন,

প্রসন্ন-ভাগ্যবরে উৎসাহিত হৃদয়ে সে শিক্ষা-মন্দিরের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেদিন সেই সম্ভাবিত আশার সাফল্য-সম্বন্ধে তাহার চিত্ত-পূর্ণবিশ্বাসী ছিল বৈ কি! আজ অবশ্য সে সৌভাগ্য-কল্পনা মিথ্যার জল্পনা নৈরাশ্যে অন্ধকারাবৃত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি কাশিয়া কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া নমিতা উত্তর দিল,—"আজ্ঞে না, নিজে ছুরী ধর্‌তে পার্‌ব না বটে, কিন্তু অন্য কেউ যখন ধর্‌বেন, তখন দরকার হ'লে তাঁর যথাসাধ্য সাহায্য কর্‌বার শক্তিটুকু সংগ্রহ করে রাখা উচিত নয় কি—?"

"কিন্তু নিষ্ফল!" ইংরাজীতে দত্তজায়া উত্তর দিলেন, "ও শিক্ষার সার্থকতা কোথায় থাকবে জান? যেখানে পরিশ্রমের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নাই, সেইখানে। সংসারকে চেন না মিস্ মিত্র! শিক্ষা বিভাগের সনন্দের জোরে অভিজ্ঞতাহীন ব্যক্তি স্বচ্ছন্দে কার্য্যকরী বুদ্ধি অনভিজ্ঞতায় পার হয়ে যাবে, কিন্তু তোমার আমার মত ঠেকে-শেখা মূর্খের আশা সেখানে নেই।"

নমিতা দৃঢ়স্বরে ইংরাজীতে উত্তর দিল, "না থাকাই মঙ্গল, ক্ষমতা-বানের ক্ষমতা যোগ্যক্ষেত্রে সমাদৃত হোক্, ইহা ত সকলেরই প্রার্থনীয়!"

দ। তবে দুরাশার পেছনে, কখনও যা সম্ভবপর নয়, তার আশায় ছুট্‌ছো কেন মিস্ মিত্র।

ন। আমার নিজের উপকারের জন্যে। আমি পরিশ্রমের বিনিময়ে যেটুকু শিক্ষা অর্জ্জন কর্‌তে পারি, সেইটুকুই আমার লাভ।

"ওঃ! ওরকম লাভ লোকসানের খাতায় জমা করে রাখাই ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা। তুমি অল্পবয়স্ক, অনভিজ্ঞ, দেড় বৎসর মোটে কার্য্যক্ষেত্রে নেমেছে, তোমার সকল শিক্ষাই বাকী আছে; কিন্তু আমি প্রায় দশ বৎসর এই কাজে ঘুর্‌ছি তো, আমি দুনিয়ার লোককে ঢের বেশী রকমই চিনেছি;—ব্যাগার যতই খাটবে, তারা ততই বাহবা দেবে,

কিন্তু নগদ বিদায়ের ব্যবস্থায়, তোমার অদৃষ্টে জুটবে শুধু একটি আকারের—'শূন্য' মাত্র!" দত্তজায়া ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে একবার হাসিলেন, তারপর আবার বলিলেন, "ঐ দুঃখেই তো আমি ব্যাগার খাটা বন্ধ করেছি। যে আসে তাকেই সাফ জবাব ঝেড়ে দিই, পারিশ্রমিক দাও তো পরিশ্রম করব, না হলে অনর্থক সময় নষ্ট করতে রাজী নই। পয়সার বেলা অন্য লোক, কিন্তু বিনা পয়সায় আমি?—কি বয়ে গেছে?"

মনের অসহিষ্ণুতা দমন করিয়া নমিতা বলিল, "শিক্ষার সদ্ব্যবহার পরীক্ষার ক্ষেত্রেই সার্থক; পারিশ্রমিকের মুখ চেয়ে পরিশ্রম তো সবাই করতে চায়, কিন্তু গরীবের মুখ চাইবার জন্যে অন্ততঃ দু-একজন থাকা চাই বৈ কি।"

কথাটা দত্তজায়া-মহাশয়ার কাণে ভাল লাগিল না। তিনি অপ্রসন্ন-ভাবে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নতদৃষ্টিতে চাহিয়া, জুতার অগ্রভাগ দ্বারা রাস্তার একটা ঢিল এধারে-ওধারে ঠেলিয়া ক্রীড়াচ্ছলে গড়াইয়া দিতে লাগিলেন, —কিছু উত্তর দিলেন না। তাঁহার নিস্তব্ধতার অর্থ নমিতা বুঝিল, ঈষৎ অপ্রতিভ হইল,—ইহার কাছে কথাগুলো না বলিলেও কোন হানি হইত না। নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য ক্ষুণ্ণচিত্তে নমিতা কয়-মুহূর্ত্ত নীরব রহিল, তারপর ত্রুটি সংশোধনের জন্য নম্রভাবে ধীরে ধীরে বলিল, "আমরা তো দরিদ্র আছিই, না হয় দারিদ্র্যের মধ্যে চিরজীবন যাপনেই অভ্যস্ত থাকবো, তাতে তো কষ্ট কিছুই নেই; কিন্তু সামান্য পরিশ্রমের বিনিময়ে যদি কেবল দরিদ্রের এতটুকু দুঃখ দূর করতে পারি তো সেই আমাদের পক্ষে পরম লাভ। কি বলুন—?"

"কি বলুন?" এই কথায় দত্তজায়া বিব্রত হইয়া উঠিলেন, কি বলিবেন হঠাৎ ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না। অনিচ্ছার স্বরে বলিলেন, "তা বই কি!—"

তাঁত সংক্ষিপ্ত উত্তর ! নমিতা অধিকতর সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "অবশ্য, আমি নিজের সম্বন্ধে এ বিষয়ে কোন আশা রাখি না, আর কোন উদ্দেশ্য নিয়েও এই অনর্থক ব্যাগার খাট্‌তে ছুটি না,—তবে যেখানে সুবিধে পাই শিখ্‌তে যাই ; তার মানে হচ্ছে, আমার শিখ্‌তে ভাল লাগে—এই পর্য্যন্ত !"

কথাটা শেষ করিয়া দত্তজায়ার মুখপানে চাহিতে আর নমিতার সাহস হইল না। পাছে তাহার এই মর্ম্মগত সত্য কৈফিয়তের উত্তরে দত্তজায়া-মহোদয়া নীরব গাম্ভীর্য্যে বা স-রব প্রতিবাদে পুনশ্চ লোক-চরিত্র-সম্বন্ধে কোন অপ্রীতিকর মন্তব্য ফাঁদিয়া বসেন, এই ভয়ে নমিতা তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ উল্টাইয়া লইবার জন্য, দত্তজায়ার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী রজক-রমণীকে লক্ষ্য করিয়া ঈষৎ ব্যগ্রতার সহিত বলিল, "আজ মাসের পঁচিশে নয় ? বৈকালে কি কাপড় দিয়ে যাবে ?"

"না মা, সকালবেলা কাপড় দিয়ে এসেছি, ছোট-দিদিমা খাতায় মিলিয়ে নিয়েছেন,"—রজক-রমণী উত্তর দিল।

"বেশ, বৈকালে এসে কাপড় নিয়ে যেও।"

এতক্ষণ দত্তজায়া-মহোদয়া পাশে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিলেন বলিয়া নমিতাও দাঁড়াইয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল ; এইবার দত্তজায়াকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, তাহারাও চলিতে আরম্ভ করিল। দত্তজায়া চলিতে চলিতে গম্ভীরমুখে কয়-মুহূর্ত্ত কি ভাবিলেন, তারপর অন্যমনস্ক-ভাবে প্রশ্ন করিলেন, "তোমার ক'দিন অন্তর কাপড় কাচ্‌তে দেওয়া হয় নমিতা ?—"

"দশ দিন—"

"দশ দিন ! বাড়ীর সবাইকার বুঝি ? আর তোমার নিজের ?"

"আমারও ঐ সঙ্গে, আলাদা নয়।"

"ঐ সঙ্গে ? বাব্বা ! প্রত্যেক বারে কতগুলো করে কাপড় কর মিস্ মিত্র ? খুব বেশী নিশ্চয় ?"

তাঁহার প্রশ্নের মধ্যে একটা মাত্রাতিরিক্ত দারুণ বিস্ময়ের ভাব পরিব্যক্ত হইয়া উঠিল। দরিদ্রের অসচ্ছল সংসার-যাত্রার সামান্য উপকরণের হিসাব শুনিলে অনেক আড়ম্বরপ্রিয় বিলাসী অবস্থাপন্ন ব্যক্তির—এইরূপ বড়মানুষী ধরণের গ্যাকামিতে, নাসিকাকুঞ্চন-ব্যাধি প্রাদুর্ভূত হয়। নমিতা তাহা জানিত ; সে হাস্য দমন করিয়া বলিল, "সাধারণতঃ কাপড়-জামায় পাঁচখানার বেশী নয় !"

বিস্ফারিতচক্ষে চাহিয়া, অপরিসীম বিস্ময়ের ভঙ্গীতে দত্তজায়া বলিলেন, "মোটে পাঁচখানা ! ও বাবা বল কি ! কাপড় ময়লা হয়ে যায় না ? কিন্তু কই তোমার কাপড় তো তেমন ময়লা দেখি না ; সাবানে কাচাও বুঝি ?"

নমিতা কিছু বেশী মাত্রায় শক্ত হইয়া উঠিল ! অসঙ্কোচে বলিল, "হাঁ আমরা স্নানের সময় প্রত্যহ নিজ হাতে কাপড়ে সাবান দিই, আমার ছোট ছোট ভাই-বোনেরাও দেয়।"

হঠাৎ দত্তজায়া একটা অচিন্ত্য পরাভবের প্রচ্ছন্ন আঘাত অনুভব করিয়া স্তব্ধভাবে নমিতার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। দরিদ্র নমিতার এই অপ্রত্যাশিত দীনতা-স্বীকারের অকুণ্ঠিত স্পর্দ্ধাটুকু তাঁহার দৃষ্টিতে অত্যন্তই অদ্ভুত ঠেকিল ; মূঢ়ের মত দুই মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া, তারপর মনকে চাঙ্গা করিয়া—তীব্র অবজ্ঞামিশ্রিত স্পষ্ট বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া তিনি বলিলেন, "ওঃ, মিতব্যয় খুব ভাল, খরচ যত দিকে যত কমান যায়, ততই মঙ্গল ! তবে কিনা—।" বাকি কথাটা ব্যঙ্গ্যহাস্যের অন্তরালে উহ্য রাখিয়া, আর একটু বেশী তাচ্ছিল্যের সহিত মাথা নাড়িয়া তিনি আপন-মনেই আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—"তা হোক্ গে বাবা, আমি

ঘাটানি কর্‌তে পারি না ; দু'টাকার যায়গায় চার টাকা যায় সেও ভাল, তা বলে নিজের হাতে সাবান লাগান—বাব্বা !—" অসম্মতি-সূচক প্রবল মস্তকান্দোলন সহ তিনি ক্রূরব্যঙ্গ্যে আবার হাসিলেন। দুই মুহূর্ত্ত পরে কি ভাবিয়া হাসি থামাইলেন, স্বর বদলাইয়া মুখ তুলিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি ত তোমার নিজের কাপড়গুলো পাঁচ-ছ'দিন অন্তর ধোপার বাড়ী দিতে পার ?—তাতে আর কতই বেশী খরচ পড়ে ?"

অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ, চমৎকার সৌখীন পরামর্শ ! নমিতা মুহূর্ত্তের জন্য অসহিষ্ণু হইয়া পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করিয়া লইল ! থাক্, এক তর্‌ফা ডিক্রিই নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন হউক, অনর্থক কথা-কাটাকাটি করিয়া লাভ কি ? উঁহার বাক্যেন্দ্রিয়-বেচারী পর্য্যাপ্ত ব্যায়ামে পরিতৃপ্ত হউক, নমিতার শুধু একটু ধৈর্য্য তো ? তাহা সে সাম্‌লাইয়া লইতে পারিবে।

নমিতাকে নীরব দেখিয়া দত্তজায়া-মহোদয়া বোধ হয়, মনে মনে নিজের যুক্তিযুক্ত কথাগুলির ঔদার্য্য-সম্বন্ধে কিছু সংশয়ান্বিত হইয়া পড়িলেন ; একটু ভাবিয়া, বাক্যার্থের উদ্দেশ্যটা সুকৌশলে শুধ্‌রাইয়া লইবার অভিপ্রায়ে ধীরে-ধীরে বলিলেন, "এই ছাখো না, আমার পুরাণ ধোপা এবার পাঁচ দিনের মধ্যে কাপড় দিতে পারে নি বলে, আমি আবার তোমাদের এই ধোপাকে বেহারা দিয়ে ডাকিয়ে পাঠিয়েছিলুম,—একজন আছে, দুজন হোক্, পাঁচদিনের কাপড় তিন দিন অন্তর হেসে পার তো ; পয়সার মায়া কল্লে চল্‌বে কেন ?"

নমিতা তথাপি কোন উত্তর দিল না, নীরব রহিল ; দত্তজায়া একটু উষ্ণ হইয়া উঠিলেন, উত্তর-প্রত্যাশায় কয় মুহূর্ত্ত নীরবে পথ অতিক্রম করিয়া সহসা মুখ তুলিয়া অসহিষ্ণুভাবে বলিয়া উঠিলেন, "তুমিও নিজের

কাপড়-চোপড় সম্বন্ধে এই-রকম আলাদা বন্দোবস্ত করতে পা[illegible] কেন গোলে হরিবোল দিয়ে অনর্থক কষ্ট পাও ?”

নমিতার অধরপ্রান্তে নিঃশব্দে একটু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল! আহা কি অনুপম উপমাই প্রযুক্ত হইয়াছে! দত্তজায়ার আয়-ব্যয়ের তুলনার অনুপাতে নমিতার আয়-ব্যয়ের হিসাব যে সম্পূর্ণই বিভিন্ন! দত্তজায়া একাকিনী বিদেশে বাস করিতেছেন, নিজের জন্য খাটিতেছেন, স্বেচ্ছাধীন ব্যয়-বাহুল্যের উপর যথেচ্ছ আরাম উপভোগ করিতেছেন; তাঁহার ‘কাঁদিতে-ককাইতে’ একটা উপলক্ষ্য নাই, ‘ফার্‌থতি’ অর্থাৎ সম্বন্ধ-ত্যাগী স্বামী শ্রীযুক্ত…দত্ত-মহাশয় সব্‌রেজিষ্ট্রারী করিয়া মাসিক দেড় শত টাকা আয় ও দ্বিতীয় পক্ষের সংসার লইয়া কোন্ মুল্লুকে বাস করিতেছেন, বোধ হয়, সে সংবাদও তিনি জানেন কিনা সন্দেহ; তাহার উপর সংসার-বৈরাগ্যে ঘোরতর নির্লিপ্ততার তোড়ে অতিবড় নিরপরাধী এবং নিকট-সম্পর্কীয় আত্মীয়গণেরও সুখ-দুঃখের সংস্রব ত্যাগ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার উপার্জ্জনের অর্থগুলা নিজের জন্য ব্যয় করা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। কালে-ভদ্রে চক্ষু-লজ্জার খাতিরে চাঁদার খাতায় যাহা দান করেন, তাহার অনুল্লেখ থাকাই ভাল; সুতরাং তাঁহার আয়-ব্যয়ের তুলনায় নমিতার আয়-ব্যয়—হা ভগবান্!

কিন্তু তবুও তাঁহার উক্তির সেই “গোলে হরিবোল দেওয়ায় অনর্থক কষ্ট”—কথাটি নমিতার একটু হাস্যোদ্রেক করিল! হায়, কে এই ‘অনর্থক কষ্টের’ অতুলনীয় শান্তি-সার্থকতার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিবে? কে জানিবে সে কিসের জন্য এই নির্ম্মম দাসখতে, পরিপূর্ণ আনন্দ ও উৎসাহে কেন আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে! কে বুঝিবে যে এই সুমহান্ আর্ত্তসেবাব্রত প্রতিপালন করিতে তাহার কত আনন্দ, কত সান্ত্বনা! এই বড় সাধের অমূল্য সাধনা-শ্রমের বিনিময়ে যখন দুই হাত পাতিয়া

তাহাকে কৃপার মুঠা গ্রহণ করিতে হয়, তখন হে পরমেশ্বর! তুমি জান, কি অসহ্য বেদনাভারে তাহার বুক অবসন্ন হইয়া পড়ে! কাহার কাহার মুখ চাহিয়া সে চক্ষের জল নমিতা চক্ষের মধ্যে সংবরণ করিয়া লয়, কাহার স্মৃতি স্মরণ করিয়া দীর্ঘশ্বাস বুকের মধ্যে চাপিয়া রাখে, তাহা জানেন শুধু অন্তর্যামী; কিন্তু মানুষ সে কথা শুনিলে নিশ্চয় উপহাস করিবে, কেন না, তাহাই মানুষের পক্ষে সব চেয়ে স্বাভাবিক কাজ। তাহা হউক, তাহাতে নমিতার কোন খেদ নাই, সে ইহা শুনাইয়া কাহারও তিলার্দ্ধ শ্রদ্ধা-সহানুভূতি আকর্ষণে দুরাশান্বিতা নহে! কিন্তু আঘাত পাইলে সমস্ত সুপ্তস্মৃতি মনের মধ্যে নূতন বেদনায় বড় তীব্রভাবে ঝলসিয়া উঠে কি না, তাই একটু বেশী মাত্রায় অসহ্য বোধ হয়! দূর হউক, নিজস্ব সুখদুখের অভিমান উৎসন্ন যাউক। নমিতা তো মানুষের মুখ চাহিয়া তাহার জীবনের গতি নির্ণয় করে নাই এবং কর্ত্তব্য-সম্পাদনে ব্রতী হয় নাই যে, মানুষের মুখ-নির্গত নিষ্করুণ শব্দসংঘাতে আহত হইয়া পিছু হটিবে! তাহার অন্তরে যে লক্ষ্য নির্ণীত আছে, তাহারই উপর স্থির-বিশ্বাস রাখিয়া সে চলিয়াছে, তাহার কোন কিছুর জন্যই দুঃখ নাই, এবং ঈশ্বর করুন্ যেন শেষ পর্য্যন্ত তাহা না-ই থাকে!

নিঃশব্দে নমিতা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল; শিষ্টাচার রক্ষার জন্য রসনার একটা উত্তর চাই, তাই ধীরস্বরে বলিল, "কষ্টকে কষ্ট বলে গ্রহণ কর্‌লেই সে অনর্থক হয়ে দাঁড়ায়! একান্নবর্ত্তী পরিবারের পারিবারিক 'শান্তি-স্বচ্ছন্দতার জীবন' রক্ষা কর্‌তে হ'লে, সংসারস্থ প্রত্যেকের উচিত, —বিশেষতঃ সংসারের যে যত বেশী উচ্চস্থানীয় ব্যক্তি, তার তত বেশী পরিমাণে—নিম্নস্থানীয় ব্যক্তিগণের জন্যে স্বার্থত্যাগ করে চলা! আমি যদি আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্য একটা সামান্য বিষয়ে এ রকম

স্বার্থপরতার দৃষ্টান্ত দেখাই, তা হলে আমার ছোট ছোট ভাই-বোনেরা কি—!"

বাধা দিয়া দত্তজায়া বলিলেন, "বা, এ যে অন্যায় মনযোগানে কথা বল্‌ছ ; আমি না খেয়ে না ঘুমিয়ে, বারমাস ত্রিশদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাট্‌ব, অথচ তার বদলে আমার নিজের সুখ-স্বস্তির ব্যবস্থাটা অন্য সকলের চেয়ে কিছু বেশী হলেই অঘটন ঘটে যাবে!—"

কষ্ট সৃষ্ট-হাসির অন্তরালে একটা অসহনীয় বেদনার আর্ত্তনাদ নমিতা জোর করিয়া চাপা দিল! কিন্তু তবুও—ছিঃ! এত সঙ্কীর্ণতা, এত আত্ম-পরায়ণতা! ইহাও যে ঘরের-লোক দত্তজায়া-মহোদয়ার মুখে শুনিতে হইল, ইহা বড় মর্ম্মান্তিক দুঃখ! ধিক্, এ-কথার উত্তর! না না কিছু না! জোর করিয়া যদি কিছু বলা যায়, সে শুধু বাক্যব্যভিচার হইবে মাত্র! অতএব এখানে নীরব থাকাই সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সদুত্তর!

নমিতাকে নীরব দেখিয়া দত্তজায়া পুনশ্চ একটা দুঃসহ অসহিষ্ণুতা অনুভব করিলেন, একটু জোরের সহিত ব্যঙ্গ্যহাস্যে বলিলেন, "তোমাদের এই মেড়ুয়াবাদী ধাঁচের 'কার্পণ্য-মতবাদ' দেখ্‌লে আমার হাড় জ্বালা করে। কেন রে বাবু?—নিজে খেটে-খুটে উপার্জ্জন কর্‌ব, অথচ নিজের আরাম-সুখের বেলাতেই যত ব্যয়সঙ্কোচের হুড়োহুড়ি। এ কি অন্যায় ব্যবস্থা বল ত! এই আমাদের নির্ম্মলবাবুর কাছে আজ শুন্‌ছিলুম, আমাদের হাঁসপাতালের ঐ হেড্ কম্পাউণ্ডারটা—কিরে কি ওর নামটা. দাঁড়াও বলি—।" নাসিকা, ওষ্ঠ এবং ভ্রূ-যুগল যুগপৎ সঙ্কুচিত করিয়া তিনি বিস্মৃত বস্তুর স্মরণ-চেষ্টার ভঙ্গীতে একবার মুখখানা ঈষৎ ফিরাইলেন, তারপর পর মুহূর্ত্তেই কৃতকার্য্যতায় সঙ্কোচমুক্ত মুখখানা সবেগে ঘুরাইয়া নিদারুণ অবজ্ঞার স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"হ্যাঁ, মনে

পড়েছে, তেওয়ারী ; লোকটা এম্‌নি আহাম্মক, অত খাটে, আর ঐ রোগা ডিগ্‌ডিগে চেহারা, কিন্তু আহারের ব্যবস্থা কি জান ? হোটেলের জঘন্য ভাত, আর জলখাবার হচ্ছে, আদা-ছোলা অথচ—" (শ্লেষভরে হাসিয়া) "দুঃখের কথা বল্‌ব কি—।"

হেঁট মুখে কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে নমিতা বলিল, "ওর ভাইয়ের পড়ার খরচ—।"

"শুধু ভাই ! কোন্ কালে শাস্তাহারে হাঁসপাতালে চাকরী করে এসেছিল, সেখানে কে এক মা-বাপ-মরা গরীবের ছেলে ছিল, তার পড়ার খরচ এখনো মাসে তিন টাকা করে যোগাচ্ছে ! কেন রে বাবু, পেটে খেতে কুলোয় না, এত বাহাদুরী কেন ? একি বোকামির দুর্ভোগ বল দেখি !"

নমিতা কিছুই বলিতে পারিল না, বুঝি, বলিবার ক্ষমতাও তাহার ছিল না ; এই ইচ্ছাসুখে বোকামির দুর্ভোগভোক্তা লোকটীকে, কতখানি কঠিন অবজ্ঞায় বিকৃত করিয়া তোলা উচিত, তাহাও সে যেন হঠাৎ ভাবিয়া উঠিতে পারিল না। দুর্ব্বোধ্য বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে সে দত্তজায়া-মহোদয়ার মুখপানে একবার চাহিয়া তারপর দৃষ্টি নামাইল। মুহূর্ত্তে তাহার গত কল্যকার ঘটনাগুলা মনে পড়িয়া গেল, নির্ম্মলবাবুর মুখে সুরসুন্দর তেওয়ারীর পূর্ব্বসৌভাগ্যের কথা শ্রবণ করিয়া দত্তজায়ার মুখে যে ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাও স্মরণ হইল। হাঁ ঠিক, ইনি ত তিনিই !—ইনি ইহার উপযুক্ত কথাই বলিয়াছেন, ইহাতে বিস্ময় বোধ করাই ভুল !

কিন্তু তাহা হইলেও সেদিকে দৃষ্টিপাত করা নমিতার পক্ষে অনুচিত ; আর ইহার সম্বন্ধে কোন কিছু বিচার করিবার বা সে কে ? কেহই না। তবে হাঁ, ঐ যে কাণ্ডজ্ঞানহীন অবজ্ঞেয় লোকটির নির্ব্বুদ্ধিতার আলোচনা

চলিতেছে, তাঁহার সম্বন্ধে নূতন কিছু ভাবিবার অধিকার সে আজ লাভ করিল বটে। তিনটি টাকা! অতিতুচ্ছ, অতিসামান্য জিনিষ, কিন্তু দেশ-কাল পাত্রভেদে বিবেচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, কি গৌরব-পূর্ণ, কি মহত্ত্বে অলঙ্কৃত সে দান! নমিতার সমস্ত হৃদয় স্নিগ্ধ, সম্ভ্রমের আবেগে আপ্লুত হইয়া উঠিল! না, নিঃসম্পর্কীয়তার অজুহাতে এ সকল লোককে কি অপর বলিয়া দূরে ঠেকাইয়া রাখিতে পারা যায়? ইহারা যে তাহার পূর্ব্বেই স্নেহময় আত্মীয়ের বেশে শ্রদ্ধার মন্দিরে তাহাদের প্রাপ্য আসনগুলি অতি সহজেই নিঃশব্দে অধিকার করিয়া লইয়াছে!

দত্তজায়া-মহোদয়া নিজের মন্তব্য ব্যক্ত করিয়াই আগ্রহান্বিত দৃষ্টিতে নমিতার মুখপানে চাহিয়াছিলেন,—নমিতা কি বলে? কিন্তু নমিতাকে কলের পুতুলের মত একটির পর একটি চরণ নিয়মিত ব্যবধানে বিন্যস্ত করিয়া, তাহার সঙ্গে নীরবে চলিতে চলিতে শুধু হেঁট মুখে বারংবার ঘাম মুছিতে ব্যস্ত দেখিয়া, তিনি কিঞ্চিৎ হতাশ ও ক্ষুব্ধ হইলেন, বুঝিলেন তাঁহার মতের সহিত নমিতার মতের মিল নাই। নিজের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন পরাভব-দৈন্য অকস্মাৎ তীব্র কশাঘাতের মত তিনি উপলব্ধি করিলেন,—নমিতার উপর অত্যন্ত চটিয়া উঠিলেন এবং হঠাৎ রূঢ়স্বরে বলিলেন, "কিন্তু যাই বল, যাই কর বাবু, অত স্বার্থত্যাগী হতে গেলে সংসারে বাস করা চলে না।"

তাঁহার কণ্ঠস্বরের মধ্যে আত্মসমর্থনের দার্ঢ্য এবং গায়ের 'ঝাল' মিটাইবার হিংস্র-উত্তেজনা যেন কঠোরভাবে গর্জ্জিয়া উঠিল! নমিতা বিস্মিতভাবে চাহিল, এত ঝাঁজ কেন? সে কি নিজের অজ্ঞানে দত্তজায়া-মহোদয়ার মানহানিকর কোন শব্দ উচ্চারণ করিয়াছে? না, কৈ কিছু ত মনে পড়ে না;—তবে? আপনা আপনি তাহার কণ্ঠ হইতে অস্ফুট জড়িত স্বরে নির্গত হইল—"না!"

দত্তজায়াও ঈষৎ বিচলিত হইলেন ; এই 'না' শব্দটির উদ্দেশ্য এ-স্থলে যেন সম্পূর্ণ ই দ্ব্যর্থ-ব্যঞ্জক বোধ হইল !—তাঁহার গোলমাল ঠেকিল, তিনি জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে নমিতার মুখপানে চাহিলেন, দেখিলেন সেও আশ্চর্য্যভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ নিপুণ অভিনিবেশে, সূক্ষ্ম অনুসন্ধিৎসু বৃত্তির কঠিন প্রাখর্য্যবলে স্থির-মীমাংসা করিলেন—ঐ দৃষ্টির অর্থ সম্পূর্ণ ই সুবোধ্য—অর্থাৎ পরিষ্কার নির্ব্বুদ্ধিতার দৈন্য-পূর্ণমাত্র !

হাঁপ ছাড়িয়া অপেক্ষাকৃত প্রসন্নভাবে দত্তজায়া মুখ ফিরাইলেন ; না, অনর্থক সন্দেহ। দত্তজায়ার কোন ব্যবহারের প্রতি কটাক্ষপাত করা কি নমিতার সাহসে কুলাইতে পারে ! মিস্ স্মিথের পায়ে ভর দিয়া সে দাঁড়াইয়া আছে বইত নয় ! নচেৎ দত্তজায়া-মহোদয়ার সহিত কি মুখ তুলিয়া কথা কহিবার স্পর্দ্ধা তাহার সম্ভব ? আজি ছয় মাসের উপর সে করমগঞ্জের হাঁসপাতালে আসিয়াছে, কিন্তু আজও হাঁসপাতালের ডাক্তারদিগের সহিত মুখ তুলিয়া কথা কহিতে, আতঙ্কে তাহার মুখ শুকাইয়া যায়, স্বর সঙ্কোচে কাঁপিয়া নামিয়া আসে ! সে কিনা দত্তজায়ার মত তেজস্বিনী মহিলাকে সাঙ্কেতিক অপমানে প্রতারিত করিবে ? সে বটে মিস্ চাম্পিয়ানের স্বভাবে সম্ভব ! সাদা চামড়ার জোরে সে নিজের ন্যায্য সম্মানটুকু পৃথিবীর নিকট কড়াক্রান্তিতে হিসাব বুঝিয়া আদায় করিয়া নেয়, ডাক্তার মিত্রের মত অসংযতভাষী ব্যক্তিও মিস্ চাম্পিয়ানের নিকট কথা কহিবার সময়, ওজন বুঝিয়া চলেন। নমিতার মত নিরীহ গো-বেচারা সে স্পর্দ্ধা পাইবে কোথা ?

গর্ব্বপ্রফুল্ল-মুখে দত্তজায়া অবজ্ঞা-ব্যঞ্জক দৃষ্টিতে ধীর-গমনরত নমিতার অনাবশ্যক স্থৌল্য-বর্জ্জিত, সরল সুগঠিত দেহটির পানে চাহিলেন, একবার ত্রিগুণ বিশাল, বিপুল বসা-সঙ্কুল নিজদেহটির পানে চাহিলেন, তারপর আশ্বস্তভাবে দৃষ্টি তুলিয়া সন্তোষপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "তবে আসি মিস্ মিত্র,

আমি বাড়ীর কাছে গলিতে এসে পড়েছি, এবার মোড় ভাঙ্গি, তুমি বাড়ী যাও। হ্যাঁ ভাল কথা, তুমি 'কর্ম্মযোগ' বইখানা পড়্‌বে কি? তাহলে আমার বেহারাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিই গে।"

ডাহিনের গলিতে প্রবেশোদ্যত দত্তজায়া মুখ ফিরাইয়া প্রশ্ন করিলেন,—নমিতা অবাক্ হইয়া গেল! এই অপ্রত্যাশিত অনুগ্রহের আকস্মিক বর্ষণের জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না,—একটু থতমত খাইয়া গেল! কুণ্ঠিতভাবে একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে একটা কিছু কথা বলিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় দত্তজায়া নিজেই আবার বলিয়া উঠিলেন—"দ্যাখো, কিন্তু আজ বৈকালে সেটা নির্ম্মলবাবুকে ফেরৎ দেবার কথা আছে—এর মধ্যে পড়ে ফিরিয়ে দিতে পারবে?"

নমিতা যেন বিপন্মুক্তির সূত্র পাইল, ত্রস্তে বলিয়া উঠিল—"না না সেটা থাক্, আজ বাড়ীতেও কিছু কাজ আছে, পড়্‌তে হয়ত সময় পাব না।"

"তবে আর কি হবে? তা হলে এর পর যখন পড়্‌তে ইচ্ছে হবে বোলো, আমি যোগাড় করে দেব'খন।"

"ধন্যবাদ"। নমস্কার করিয়া নমিতা অগ্রসর হইল, দত্তজায়া ভৃত্য ও রজক-রমণীর সহ ডাহিনের গলি দিয়া তাঁহার নিজ বাসা অভিমুখে চলিয়া গেলেন।

কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া নমিতা বামদিকে পথের মোড় ভাঙ্গিল, এইবার শ'খানেক হাত অগ্রসর হইলেই তাহার নিজ বাসা। পথের দুই পার্শ্বে স্থানীয় অধিবাসিগণের বাস; কয়েকখানা নিম্নশ্রেণীর লোকের কুটির আছে, আর খান তিন চার পান, সিগার, খাবার ও মনোহারীর দোকান আছে।

মোড়ের অদূরে একখানা পানের দোকানের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া তিনজন

লোক কথা কহিতেছিল, তাহাদের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই নমিতা ঈষৎ সঙ্কোচ ও বিস্ময়ের সহিত সহসা উদ্যতচরণ সংবরণ করিয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইল।

৮

কথোপকথনরত লোক-তিনটির একজন সুরসুন্দর তেওয়ারী, দ্বিতীয় ব্যক্তি ডাক্তারবাবুর ভাই নির্ম্মলচন্দ্র এবং তৃতীয় ব্যক্তি একজন নিম্ন-শ্রেণীর প্রৌঢ় হিন্দুস্থানী ;—সে ব্যক্তি সেইমাত্র অন্যদিক্ হইতে আসিয়া তাহাদের নিকট দাঁড়াইল।

মুক্তচ্ছত্র-স্কন্ধে নির্ম্মল মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুরসুন্দর তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার মুখখানাও ছাতার আড়াল পড়ায় সেও নমিতাকে দেখিতে পাইল না।

নমিতা নিঃশব্দে পিছু হাঁটিয়া মোড়ের আলোকস্তম্ভের পাশে সরিয়া দাঁড়াইল,—বিদ্যুতের মত একটা তীক্ষ্ণ জ্বালাময় সংশয় চকিতে তাহার মনের উপর সবেগে চমকিয়া গেল ;—ইঁহারা এই দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে পথে দাঁড়াইয়া কি গুরুতর প্রসঙ্গের আলোচনায় এমন তন্ময়ভাবে ব্যাপৃত রহিয়াছেন ? সকাল বেলার সেই অপ্রীতিকর ঘটনা-বিবরণ ত নয় ?—অসম্ভব, সুরসুন্দর কি তত অনাবশ্যক-চর্চ্চাপ্রিয় লোক হইবে !—না, বিশ্বাস হয় না। নমিতার উদ্বিগ্ন অন্তরের মধ্যে একটা গুপ্ত আগ্রহ নিঃশব্দে মাথা তুলিয়া উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইল ;—ইঁহারা ত প্রকাশ্য রাজপথের উপর দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে কথা কহিতেছেন, সুতরাং ইঁহাদের কথা অতর্কিতে কাহারও কর্ণগোচর হইলে, বোধ হয়, বেশী ক্ষতির

সম্ভাবনা নাই! চিত্তের সমস্ত সংশয় ঝাড়িয়া ফেলিয়া নমিতা শক্ত হইয়া দাঁড়াইল।—ইঁহাদের কথাটা কি?

কিন্তু নমিতার দুর্ভাগ্য-বশতঃ আলোচিত প্রসঙ্গ ছাড়িয়া সুরসুন্দর তখনই সেই সদ্য আগত লোকটির সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে মন দিল। কোন ব্যক্তির পীড়ার সম্বন্ধে কি দুই-চারিটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, পরে নিজের জামার পকেট হইতে কাগজে জড়ান কয়েকটা ড্রেসিং ফোর্‌সেপস্ এবং একটা ছোট শিশিতে ভরা 'পটাশ পার্‌মাংস' বাহির করিয়া সেই লোকটির হাতে দিয়া, হিন্দীতে বলিল, "তুমি গরম জল প্রস্তুত করিবে চল, আমি যাইতেছি।"

লোকটা কৃতজ্ঞতায় বিনীতভাবে অভিবাদন করিয়া বিদায় লইল। সে দৃষ্টিবহির্ভূত হইলে নির্ম্মল কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে সুরসুন্দরের পানে চাহিয়া সোৎসুকে প্রশ্ন করিল—"এদের বাড়ীতে ড্রেস কর্‌তে যান্, ফীজ্ নেন্?"

"ফীজ্!—" এই বলিয়া সুরসুন্দর হাসিল। তাহার পর নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, "না, নির্ম্মলবাবু! আমি নিজে গরীব, আমি আবার গরীবের কাছে কিসের দাবী কোর্ব্বো? শুধু খেটে তাদের যতটুকু উপকার কর্‌তে পারি, সেইটুকুই আমার পরম লাভ।"

সুরসুন্দরের কণ্ঠস্বরের মধ্যে একটি পরম আন্তরিকতার ভাষা ফুটিয়া উঠিল। নির্ম্মল সেটুকু লক্ষ্য করিয়া গভীর-সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার তাহার দিকে চাহিল, পর মুহূর্ত্তে কে জানে কি ভাবিয়া—সুরসুন্দরকে একটু নিষ্ঠুর আঘাত করিবার জন্যই যেন সকৌতুকে হাসিয়া বলিল, "অনুগ্রহের ওপর!"

সুরসুন্দর আহত করুণ-দৃষ্টিতে একবার নির্ম্মলের পানে চাহিল, তাহার পর মৃদু হাসিয়া বলিল, "কি বল্‌তে পারি? যে রকম সময়

পড়েছে; শ্রদ্ধা, প্রীতি, স্নেহ সবই জমাখরচের ওপর অদল-বদল চল্‌ছে নির্ম্মলবাবু! বিশেষতঃ আমার মত দরিদ্রের স্পর্দ্ধাটা সংসারের বুদ্ধিমান্ লোকেদের চক্ষে ক্রমশই সন্দেহ-জনক হয়ে দাঁড়াচ্ছে!"

নির্ম্মল কপট ব্যঙ্গ্যে বলিল, "আপনার যে অন্যায় বাবু;—যার তার সঙ্গে অযাচিত বাধ্য-বাধকতা স্থাপনের উদ্দেশ্যটা আপনার কি বলুন তো?"

হাসিয়া সুরসুন্দর উত্তর দিল,—"আমার নির্ব্বুদ্ধিতা!—"

নির্ম্মল একটু হাসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। একটা প্রচ্ছন্ন বিষণ্ণতায় তাহার মুখখানা ম্লান হইয়া উঠিল···দুই মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া হঠাৎ মাথা নাড়িয়া ধিক্কার-ব্যঞ্জক কণ্ঠে বলিল, "না, মুখে হাস্‌ছি বটে দাদা, কিন্তু মন আমার ভারি ছোট হয়ে গেছে!"

"কিছু না নির্ম্মলবাবু, আমার মন কিন্তু এতে ভারি বড় হয়ে উঠেছে। নির্ম্মলবাবু! সবাই ভুল্‌লেও আমি ত ভুলি নি যে, পনের বছর বয়েসে হঠাৎ দুর্দ্দশার মাঝে পড়ে আমার জীবনের ওপর দিয়ে কি ঝড় বয়ে গেছে! আপ্‌নারা শুধু আমার কাজের সফলতাটুকুই দেখে খুসী হয়েছেন, কিন্তু বিফলতার পরিমাণটা ত জানেন না!—"

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সুরসুন্দর ঘাম মুছিল ও দুই মুহূর্ত্ত পরে ঈষৎ আত্মসংবরণ করিয়া মৃদু কোমলহাস্যে বলিল—"ছাপাখানায় কম্পোজিটারী করে কম্পাউণ্ডারী পাশ করেছি নির্ম্মলবাবু! সে কথা এর মধ্যে ভুলে গেলে, ভাগ্যদেবতা যে আমায় অকৃতজ্ঞ বলে অভিশাপ দেবেন।"

নমিতার সর্ব্বশরীরের শিরায় শিরায় একটা নিগূঢ় বেদনাবহ লজ্জার কম্পন বহিয়া গেল!—ছিঃ ছিঃ ধিক্, দুর্ব্বল ঔৎসুক্যে সে ইহাই শুনিবার জন্য দাঁড়াইয়াছিল! না, নমিতার এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত এখনই হওয়া উচিত; সে এখনই উহাদের সম্মুখ দিয়াই ঐ পথটুকু দৃঢ়পদে অতিক্রম করিয়া যাইবে।

নমিতা অগ্রসর হইতে উদ্যত হইল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে অদূরস্থ মৃৎকুটীরের দ্বার ঠেলিয়া বার-তের বৎসর-বয়স্ক একটি টুক্‌টুকে সুন্দর হিন্দুস্থানী বালক সুরসুন্দরের দিকে ছুটিয়া আসিতে আসিতে আগ্রহান্বিত কণ্ঠে ডাকিল—"মামুজী!"

"মামুজী"—প্রতিধ্বনি-ব্যঞ্জক এই কোমল উত্তর সহ সহাস্যবদনে সুরসুন্দর ফিরিয়া চাহিল, স্নেহময় কণ্ঠে বলিল, "কেয়া খবর বাচ্চা? মায়্‌জীকো তবিয়ৎ আচ্ছি হ্যায় তো?"

"জী হাঁ", উৎফুল্ল মুখে বালক বলিল, "আপ্‌কো দাওয়াই বহুৎ কাম কিয়া!"

"হামারা দাওয়াই?" এই বলিয়া সুরসুন্দর হাসিল। তাহার পর নির্ম্মলের মুখপানে চাহিয়া বলিল, "নির্ম্মলবাবু, দুনিয়ার যত অপরাধী জীব এরাই! এদের ক্ষমা করা যায় না; কি বলুন?"

বালক আসিয়া সুরসুন্দরের পার্শ্বে দাঁড়াইল। সুরসুন্দর তাহার স্কন্ধ-বিলম্বিত গামছার প্রান্তভাগ টানিয়া বিস্তৃত করিয়া, নিজের মাথা হইতে টুপী খুলিয়া, সেই সদ্যঃসঞ্চিত পুষ্পগুলি তাহাতে ঢালিয়া দিল।

নমিতা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল! সুরসুন্দর এই বালককে দিবার জন্য, এই জ্বলন্ত দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে বাগানে ঢুকিয়া ফুল তুলিয়া আনিয়াছে!—সুরসুন্দরের এই ছেলে-মানুষী খেলাকে কোন্ বিশেষণে অভিহিত করা যায়? সে বাস্তবিক প্রকৃতিস্থ আছে তো?

বালক সেই ফুলগুলার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া হর্ষ-বিকসিত মুখে কি দুই-চারিটা কথা মৃদুস্বরে বলিল, বুঝা গেল না। নির্ম্মল বালকের মুখপানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "কালকের সেই ফুলগুলা বিক্রী করে কত পেয়েছিলে রামপ্রসাদ?"

পার্শ্ববর্ত্তী পানের দোকানে প্রৌঢ় অধিস্বামী এতক্ষণ পরস্পর-বদ্ধ

বাহুদ্বয়ের আশ্রয়ে হাঁটু গুটাইয়া নিস্তব্ধভাবে বসিয়াছিল। সে লোকটিও হিন্দুস্থানী। নির্ম্মলবাবুর প্রশ্নের উত্তরে সে এইবার সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "কাল বাবু, এক মস্ত দাঁও মারা গিয়াছিল। সেই ফুলে মাঝারি রকমের বেশ দু'ছড়া চলন-সই মালা তৈরী হয়েছিল। সন্ধ্যের সময় কোন এক বড়লোকের খানসামা এসে, ভারি দরকার জানিয়ে মালা-দু'ছড়া চাইলে। আমি একটু রগড় কর্‌বার জন্যে আট আনা দাম হাঁকলুম—কিন্তু তাহার নাকি ভারি তাগাদা, তাই আর দর কর্‌বার সময় পেলে না; এক ডাকেই আট আনা দাম দিয়ে মালা-দু'ছড়া কিনে নিয়ে চলে গেল; অন্য সব দোকানদাররা হাস্‌তে লাগ্‌ল।" প্রৌঢ় থামিল, অবজ্ঞাব্যঞ্জক কটাক্ষে একবার পার্শ্ববর্ত্তী দোকান-গুলির পানে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া পুনরায় মৃদুস্বরে বলিল, "তা বাবু আর হাসি কি আছে? বড়লোকের পয়সা দেওয়ালে আর খেয়ালেই তো যায়; তা আমরা গরীব, ঐ রকমের হাতামুটো যা আদায় কর্‌তে পারি তাই ভাল, তাঁরা তো আর হাত তুলে কেউ—। এই দেখুন না, সেই পয়সায় গরীব ছোঁড়াটার বুড়ী নানীর রোগের পথ্য হ'ল, ছোঁড়ার দু'খানা রুটিরও যোগাড় হ'ল। আপ্‌নারা ভাল লোক, ভাগ্যে দয়া করে ফুলগুলি যোগাড় করে দিয়ে যান, তাই। তা নইলে ঐ গরীব ছোঁড়াটার যে কি—।"

নমিতা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আত্ম-বিস্মৃতের মত চাহিয়া রহিল। এ সকল সে শুনিতেছে কি? দেখিতেছে কি?—সুরসুন্দর যে ক্রমশঃ বাস্তবিকই একটি কেমন-তর কি হইয়া দাঁড়াইতেছে। এই সুরসুন্দর সেই অসভ্য মেড়ুয়াবাদী! এই সুরসুন্দর সেই নির্ব্বোধ ব্যক্তি!

প্রৌঢ় দোকানী প্রশংসার আবেগে অনর্গল বকিয়া চলিয়াছে দেখিয়া বিব্রত সুরসুন্দর তাহার কথাটা থামাইবার জন্য তাড়াতাড়ি বালকটিকে কাছে টানিয়া, এ-ও-সে কতকগুলা বাজে প্রশ্ন বর্ষণ করিয়া, ব্যস্তভাবে

তাহাকে বলিয়া দিল যে, তাহার পীড়িতা নানীকে সুরসুন্দর বৈকালে হাঁসপাতালে যাইবার সময় দেখিয়া যাইবে।

নির্ম্মলের দিকে ফিরিয়া সুরসুন্দর বলিল, "এখন তা'হলে আসি নির্ম্মলবাবু! আপনি বাড়ী যান্, ঢের বেলা হয়েছে; রৌদ্রে আর,—"

অদূরে নতমুখে আগমনশীলা নমিতার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সুরসুন্দর ত্রস্তভাবে থামিল। নির্ম্মল মুখ ফিরাইয়া চাহিল, উভয় পক্ষে দৃষ্টিবিনিময় সহ সংক্ষিপ্ত সঙ্কেতে নমস্কার-বিনিময় হইল। সুরসুন্দর কিন্তু একটু বেশী রকমই লজ্জাবিপন্নতা বোধ করিল; তাহার মনে হইল, নমিতা বড় শীঘ্র এ রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছে। অবশ্য, সুরসুন্দর নির্ম্মলবাবুর সহিত কথাবার্ত্তায় অন্যমনস্ক হইয়া পড়ায়, এ রাস্তায় নমিতার আগমনের অচির-সম্ভাবনার কথাটুকু একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল,—তাহা ঠিক। সুর-সুন্দরের এই নির্ব্বুদ্ধিতার ত্রুটিটুকু অমার্জ্জনীয়ও বটে; কিন্তু তাহা হইলেও নমিতার যেন আর একটু পরে এখানে আসাই ঠিক ছিল। এ আগমন যেন নিতান্তই অতর্কিত আগমন! ইহার উদ্দেশ্য যেন শুধু অসতর্ক অপরাধীদিগের হাস্যোদ্দীপক-বর্ব্বরতা পরিদর্শনমাত্র! আর কিছু নয়। নিজের উপর সুরসুন্দর মনে মনে একটু ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, কথাবার্ত্তার উত্তেজনায় মাতিয়া মূর্খ সে, কেন একটা সময়ের আন্দাজ ঠিক রাখিতে ভুলিয়া গিয়াছিল? এ কি তাহার বিষম অসাবধানতা?

নিরুপায়! কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে সুরসুন্দর পানওয়ালার দোকান ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া দোকানের কাঠের পাটায় তর্জ্জনীর ঠোক্কর মারিতে লাগিল। তাহার একবার ইচ্ছা হইল যে, সে তখনই হন্-হন্ করিয়া নমিতার আগেই অগ্রসর হইয়া পড়ে, কিন্তু এবার অগ্রসর হইবার সামর্থ্য তাহার ছিল না, —অগ্রসর হইবার সঙ্কল্পটাও যেন এবার তাহার নিকট অত্যন্ত অসৌজন্য-পূর্ণ বলিয়া মনে হইল।

নির্ম্মল অল্প কথায় বিদায় লইয়া প্রস্থান করিল ; বালক রামপ্রসাদ সুরসুন্দরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অকুণ্ঠিত কৌতূহলপূর্ণ নয়নে নীরবে নমিতাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

ধীর সংযত পাদক্ষেপে নমিতা দোকানের সম্মুখস্থ পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। পথের দুই পার্শ্বে, দোকানে কার্য্যরত ব্যক্তিগণ, যাহারা দুই বেলা এই পথে নমিতাকে গমনাগমন করিতে দেখে—তাহাদের কেহ কেহ একবার দৃষ্টি তুলিয়া সেই শান্ত-সরল গাম্ভীর্য্যপূর্ণ তরুণ সুন্দর মূর্ত্তিটির পানে চাহিল, তাহার পর সসম্ভ্রমে দৃষ্টি নত করিল।

৯

-:o:-

বাড়ীতে আসিয়া নমিতা একেবারে নিজের কক্ষে গিয়া উঠিল। উঠানে, বারেন্দায় তখন তাহার ভাই-বোন কেহ ছিল না ; মাতার কথার শব্দ রান্নাঘর হইতে পাওয়া গেল ; বোধ হয়, সেইখানেই সকলে আছে।

ঘরে ঢুকিয়া নমিতা দেখিল, টেবিলের উপর অনিলের সদ্যঃসমাগত পত্র পড়িয়া রহিয়াছে। বেশপরিবর্ত্তনের অবকাশ হইল না, নমিতা তাড়াতাড়ি চিঠিখানা খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। বেশী কথা নহে, সংক্ষেপেই অনিল এখানকার সকলের কুশল জানিতে চাহিয়াছে, এবং নিজের মঙ্গল-সংবাদ জানাইয়াছে ; আর 'পুনশ্চ' সম্বোধনে লিখিয়াছে যে তাহার চরম পরীক্ষার আর বড় দেরী নাই, সেই জন্য সে ব্যস্ত আছে।

পত্রখানা যথাস্থানে রাখিয়া নমিতা বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিতে লাগিল। ধীরে তাহার হৃদয়ে নানা চিন্তার আলোড়ন আরম্ভ হইল ; হাঁসপাতালের

ঘটনাবলী, দত্তজায়া-মহোদয়ার দাম্ভিকতা, সুরসুন্দরের আচরণ, একে একে তাহার মনে পুড়িতে লাগিল ; ধীরে ধীরে তাহার সমস্ত চিত্ত একটা নিবিড় আনন্দ-বিহ্বলতার মধ্যে মগ্ন হইয়া পড়িল! কি অদ্ভুত, কি আশ্চর্য্য, সুরসুন্দর তেওয়ারী তাহাদের পর ?—সে বিদেশী, অনাত্মীয়, সে তাহাদের কেহই নহে!—সত্যই কি সে কেহই নহে ?

ভাল, কেহই যদি না হইল, তবে সে অমন সহজে অত লোককে কেমন করিয়া আত্মীয়তার শৃঙ্খলে বাঁধিল? অবশ্য নমিতার সহিত তাহার কোন সম্পর্কই নাই, ইহা খুব সত্য কথা ; কিন্তু এই সম্পর্কহীনতাই যে নমিতার অন্তরকে একটা সূক্ষ্ম বেদনায় পীড়িত করিতেছে!—নমিতা কিছুতে সহজ ও স্বচ্ছন্দভাবে ধারণা করিয়া লইতে পারিতেছে না যে, সত্যই সুরসুন্দর তাহাদের আপনার জন কেহ নহে, সুরসুন্দরের সহিত তাহাদের কোনই সম্পর্ক নাই। যেটুকু সম্পর্ক আছে, সে শুধু কার্য্যালয়ের সম্পর্কমাত্র, কার্য্যসাধনে যন্ত্রের সহিত যন্ত্রের প্রাণহীন পরিচয়টুকু শুধু!—তাহার অপেক্ষা বরং সম্পর্কের বেশী দাবী-দাওয়া ঐ স্বদেশী স্বজাতি ভদ্রলোক—ডাক্তার মিত্রের।

অসহ্য চিন্তা! নমিতা সজোরে মুখ ফিরাইল ; টেবিলের উপর অনিলের চিঠিখানার উপর দৃষ্টি পড়িতেই হঠাৎ তাহার মন এক অপরিসীম সান্ত্বনার রসে ভরিয়া উঠিল! না না, ঐ ত তাহার বড় ভাই অনিল রহিয়াছে, অনিলকে কি সে নিঃসম্পর্কীয় বলিয়া ঠেকাইয়া রাখিতে পারে? না সে আজ সুদূর সমুদ্র-পারে অবস্থান করিতেছে বলিয়া নমিতার সহিত তাহার সমস্ত সম্পর্ক উঠিয়া গিয়াছে? অবশ্য, প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া যদি রক্তের সম্পর্কের দাবীটাকেই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও সেই রক্তের সম্পর্কের দাবীও চক্ষু এবং মনের অনুমতি-সাপেক্ষ। মন অবিশ্বাস করুক, চক্ষু অগ্রাহ্য বলিয়া

মানিয়া লউক, তখন দেখা যাইবে,—কোথায় থাকে সেই সম্পর্ক-জ্ঞানের দাবী আর দায়িত্ব!

না থাক্, কূট তর্ক নিষ্প্রয়োজন; কিন্তু খুব সরলভাবে স্বচ্ছন্দমনে ভাবিয়া দেখিতে গেলে, ঐ বিদেশী হিন্দুস্থানী যুবাকে কখনই পর বলিতে পারা যায় না।

আচ্ছা, নিজের দিক্ হইতে বিচার করা যাক্। এই যে অনিল কার্য্য-গতিকে বিদেশে গিয়া বাস করিতেছে,—সেই বিদেশী লোকগুলি যদি সকলে মিলিয়া নিজ-নিজ সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আপনাদিগকে সংযত রাখিয়া অনিলকে বিদেশীয় বলিয়া দূরে দূরে হটাইয়া রাখিয়া চলে, তবে সেই প্রবাসের সুন্দর অভিশাপ ও ক্ষোভপূর্ণ জীবনটা অনিলের বাস্তবে এবং অনিলের ভগিনী নমিতার কল্পনায় কিরূপ আনন্দময় প্রতীয়মান হইতে পারে?

বাস্তবিকই, 'পর পর' বলিয়া হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকিতে হৃদয়হীন বর্ব্বরতা ছাড়া আর কোনই কৃতিত্ব প্রকাশ পায় না। সুরসুন্দর এখানে যাহাই হউক, কিন্তু সেও তাহার নিজের দেশে স্বদেশী, নিজের জাতির মাঝে আপন জন;—সেও মাতার পুত্র, ভগিনীর ভাই ও ভ্রাতার সহোদর!—তবে?

না, অন্য যে পারে সে পারুক, কিন্তু নমিতা কখনই সুরসুন্দরকে পর বলিয়া দূরে সরাইতে পারিবে না; পারিলে যে তাহাকে প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হইবে! তাহার নিজের ভাই বিদেশে বাস করিতেছে, সে কেমন করিয়া তাহার দেশের প্রতিবেশী, সৌহার্দ্দ-মমতায় ঘরের লোক সুর-সুন্দরকে পর বলিয়া অশ্রদ্ধা অবজ্ঞা করিবে? না, নমিতা তাহা পারিবে না;—অনিলের মত সুরসুন্দর তাহার নিকট-সম্পর্কীয় আত্মীয়। সে চোখের উপর তাহার আত্মীয়তা দেখিতেছে, মনের ভিতর তাহার

সম্পর্ককে স্পষ্ট অনুভব করিতেছে, সে কেমন করিয়া স্বীকার করিবে, সুরসুন্দর তাহার কেহ নয়? না, কিছুতেই তাহা হইতে পারে না; সুর-সুন্দর তাহার ভাই, তাহার মাননীয় শ্রদ্ধাস্পদ আত্মীয়—নিতান্তই আপনার জন—ভাই,—নিশ্চয় ইহাই নির্ভুল!

সবেগে দোদুল্যমান হস্তদ্বয়ে সম্মুখে এবং পশ্চাতে তালি দিতে দিতে 'গ্যালাপ্' খেলার ভঙ্গীতে লাফাইতে লাফাইতে সুশীল আসিয়া কক্ষে ঢুকিয়া ডাকিল—"দিদি!"

চিন্তারত নমিতা অকস্মাৎ চমকিয়া আশ্চর্য্যজনক ভাবে তাহার মুখ-পানে চাহিল। এ কে ডাকিল? সুশীল!

নিকটে আসিয়া সুশীল পুনশ্চ ডাকিল—"দিদি!"

কিন্তু নমিতা কোনও উত্তর দিল না। বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ দিদিকে নিজের মুখ-পানে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া, সুশীলও একটু বিস্মিত হইল। সন্দিগ্ধভাবে নিজের মুখের উপর হাত বুলাইয়া একবার উত্তমরূপে পরীক্ষা করিল, সেখানে কোন বিস্ময়োদ্দীপক বস্তু আছে কি না; তারপর কৌতূহলী দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "তুমি কি দেখছ দিদি?"

"এঁ্যা কি দেখ্‌ছি!" মনে মনে এই বলিয়া চকিত দৃষ্টিতে নমিতা একবার সন্ত্রস্তভাবে চারিদিকে তাকাইল, তারপর আত্ম-সংবরণ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "কি দেখ্‌ছি, আন্দাজ কর।"

দুশ্চিন্তান্বিত-বদনে চাহিয়া সুশীল সংশয়পূর্ণ স্বরে বলিল, "বল্‌বে না? বল না দিদি!"

মৃদু নিঃশ্বাসের সহিত ক্ষীণভাবে একটু হাসিয়া, নমিতা কতকটা যেন আপন-মনেই বলিল, "আমি—দিদি?—সত্যই দিদি?"

আশ্চর্য্যজনকভাবে সুশীল বলিল, "বাঃ, তবে তুমি কি?"

"কিছু না।" এই বলিয়া জোর করিয়া নিজেকে সচেতন করিয়া

তুলিয়া নমিতা ভাল করিয়া সুশীলের মুখের উপর অত্যন্ত সহজভাবে দৃষ্টিক্ষেপ করিল ও লঘু কৌতুকের হাসি হাসিয়া বলিল, "হ্যারে সিসিল, আমায় দিদি বোলে খাতির কোর্ত্তে তোদের ইচ্ছে হয় ভাই ?"

"কেন হবে না ?"—গম্ভীর বদনে সুশীল বলিল, "দিদির মত দিদি হ'লে নিশ্চয় ভাল লাগে ; কিন্তু ঐ ছোড়্দি ষ্টুপীড্টার মত দিদিকে—!"

"আবার !" অসহিষ্ণু নমিতা অপ্রসন্নভাবে বলিল, "নাঃ, সুশীল, তুই ভয়ঙ্কর বেয়াড়া হয়েছিস !—ওকি ! সে তোর বড় বোন, তার সম্বন্ধে যা মুখে আসবে, তাই বল্‌বি ? ভারী অন্যায় তোর !"

চায়ের পাত্র হাতে করিয়া সমিতা ঘরে ঢুকিল। সে আসিতে আসিতে বাহির হইতে সুশীলের কথাগুলা কিছু কিছু শুনিতে পাইয়াছিল ; দিদির ভর্ৎসনা বাক্যগুলাও অবশ্য তাহার কর্ণ অতিক্রম করিল না। মনে মনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া খুসীর হাসি হাসিয়া, ঘরে ঢুকিয়াই সে তাহার দিদিকে বলিল, "তুমি বকো দিদি, কিন্তু সাধ্ কোরে কি ওর সঙ্গে আমার বনে না ?—শুন্‌ছ তো ?"

সুশীলের দিকে চাহিয়া কর্ত্তৃত্বপূর্ণ কণ্ঠে সমিতা বলিল, "কেমন, এইবার সকাল বেলাকার সেই কথাটা বলে দিই ? কি বল,—বোল্‌ব ?"

তিরস্কৃত সুশীল একেই ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর ছোটদিদির হাসি-ভরা মুখ ও খুসী-ভরা দৃষ্টি দেখিয়া এবং সকালবেলার সেই কথাটার—বনাম দুর্ব্যবহারের বিবরণ—এখন দণ্ডার্হ অভিযোগাকারে ব্যক্ত হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া, তাহার সমস্ত মনটাই অত্যন্ত দমিয়া গেল ; ক্ষুণ্ণভাবে ভূম্যবলম্বি-দৃষ্টিতে চাহিয়া, ঘাড় চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিল— "সে বুঝি, আমি তোমাকে ?"

চায়ের পাত্র টেবিলের উপর বসাইয়া সমিতা সোজা হইয়া ফিরিয়া

দাঁড়াইল এবং ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "আমাকে বল নি? তবে কাকে বলেছ? আমার পিঠের চামড়াটাকে?"

অভিমান-ছল্‌ছল দৃষ্টিতে সমিতার দিকে চাহিয়া,ঢোক্ গিলিয়া সুশীল বলিল, "হুঁ, তাই নাকি আমি বলেছি——?"

"বল নি?—আচ্ছা দিদি, তুমি বল তার মানেটা কি হয়?"—এই বলিয়া সমিতা ফিরিয়া চাহিল; কিন্তু পরক্ষণে চায়ের পেয়ালার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই ঈষৎ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তোমার চা-টা আগে খেয়ে নাও দিদি! জুড়িয়ে যাবে এখুনি—।"

কথাবার্ত্তার গোলমালে নমিতা এতক্ষণ চায়ের পেয়ালার দিকে লক্ষ্য করিবার অবকাশ পায় নাই; সমিতার বাক্যে আকৃষ্ট-চিত্তে সেই দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "এর মধ্যে চা কোরে এনেছিস্?—এত বেলায় চা কেন—?"

সমিতা। সকাল বেলায় উনুন ধর্‌তে দেরী ছিল; তাড়াতাড়িতে তুমি কিছু না খেয়েই চলে গেছলে,মা তাই খুঁত্ খুঁত্ কর্‌তে লাগ্‌লেন; সেই জন্যে আমি সমস্তই গুছিয়ে ঠিক কোরে রেখে দিয়েছিলুম। তুমি আসতেই তাড়াতাড়ি চায়ের জলটা ফুটিয়ে নিয়ে চা তৈরী ক'রে নিলুম।

নমিতা। তোরা চা খেয়েছিস ত?

সমিতা। হুঁ, কিন্তু চা তৈরী কোরে তোমার জন্যে ভারী মন কেমন কর্‌তে লাগল।

হাসিয়া নমিতা বলিল, "আচ্ছা ভাই দাঁড়া, আমি শীগ্রী হাত-মুখ ধুয়ে আসছি।"

নমিতা বাহির হইয়া যাইতেই, সুশীল বিনয়-নম্র বচনে বলিল, "আচ্ছা ভাই ছোড়্‌দি! তুমি যে ভাই, দিদির কাছে ঐ কথাগুলা বলতে চাইছ, আচ্ছা, বলে তোমার কি লাভটা হবে, আমায় বল দেখি ভাই!"

দায়গ্রস্তের মুখে এতগুলা সকরুণ অনুনয়ের "ভাই" শুনিলে কি কেহ হাসি চাপিয়া রাখিতে পারে? সমিতার কণ্ঠের ভিতর উচ্ছ্বসিত হাসির রাশি ঠেলাঠেলি করিয়া উপর দিকে উঠিবার উপক্রম করিল।

কিন্তু অভিযোগের উদ্যমেই বিচারপ্রার্থী এরূপভাবে প্রতিবাদীর সাম্‌নে হাসিয়া 'খেলো' হইলে মাম্‌লা টেকা অসম্ভব; সুতরাং, অতিকষ্টে কষ্ট-সৃষ্ট হাঁচি ও কাসির অন্তরালে কোনও মতে নিজের পদমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, টেবিলের উপরিস্থ নমিতার 'মেটেরিয়া মেডিকা' বইখানা খুলিয়া অনাবশ্যক আগ্রহে তাহার উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়া সমিতা গম্ভীর ঔদাস্যে বলিল, "আচ্ছা দিদি আসুক ত, তারপর লাভ-লোক্‌সান বুঝিয়ে দিচ্ছি।"

নমিতা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "তারপর কি হয়েছে বল, শুনি।"

নমিতা চা খাইতে বসিল। উৎসাহের ঝোঁকে সমিতা চায়ের চিনির আন্দাজটা ঠিক্ রাখিতে পারে নাই। চায়ে চুমুক দিয়াই নমিতা বলিল, "এ কি রে? বড় মিষ্টি হয়ে গেছে যে, সরবৎ তৈরী করেছিস্!"

স্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান সুশীল সুযোগ পাইয়া সৌৎসুক্যে কি একটা কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া, সমিতা ততোধিক ক্ষিপ্রতার সহিত বলিয়া উঠিল, "চিনিটা ভিজে ডেলা বেঁধে গেছল দিদি! আমি তাই জন্যে মাপ ঠাওর কোর্ত্তে পারি নি।"

নমিতা। ওঃ, আচ্ছা যাক্, তারপর সকাল-বেলার কথাটা কি?

সমিতা উপস্থাপিত মাম্‌লার যথাযথ হালবয়ানে উদ্যোগী হইলে, সুশীল নিঝুমভাবে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ক্ষুণ্ণ-করুণ দৃষ্টিতে তাহার মুখ-পানে চাহিয়া রহিল। সমিতা সে দিকে দৃক্‌পাতমাত্র না করিয়া সোৎসাহে বলিতে লাগিল, "সকাল-বেলা পড়বার পর ওর তো আধ্ ঘণ্টা খেলার ছুটি!—ও কিন্তু আজ পুরো এক ঘণ্টা খেলা করেছে। ছাগলছানার পায়ে ঘুমুর বেঁধে, তার ঠ্যাং ধরে নাচ শেখান হচ্ছিল, জান দিদি! তারপর

আমি নাওয়ার জন্যে ওকে ধরে নিয়ে আসি, তারপর—(সুশীলের দিকে চাহিয়া) বলব সে কথা ?"

হা ঈশ্বর ! মানুষ এত নিষ্ঠুর ! বিপদে-কাটা ঘাড়ে বিড়ম্বনা-নুনের ছিটা হানিতে মানুষের এতটুকুও দুঃখ বোধ হয় না ! ক্ষোভে ও দুঃখে সুশীলের বাক্যস্ফূর্তি হইল না,—সে গুম্ হইয়া রহিল।

সুশীলের সাড়া-শব্দ কিছু না পাইয়া সমিতা গম্ভীরভাবে বলিল, "বেশ, তবে আমার দোষ নেই। তারপর জান্‌লে দিদি, চৌবাচ্ছার কাছে দাঁড়িয়ে সাবান মাখান হচ্ছিল। পা-দুখানি কি রকম ধুলোয় ভর্ত্তি হয়ে থাকে, জান ত ? আমি হেঁট্ হয়ে বসে পায়ে সাবান মাখিয়ে দিচ্ছিলুম, আর উনি ওঁর সেই নিউটন রিডারের সেই যে গরুর ছবি দেওয়া পাতায় সেই একটা কবিতা আছে—সেই 'লিসন্ টু মি নাউ' বলে—।"

নমিতা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "বুঝেছি, তারপর।"

সমিতা। আমি ওর পায়ে সাবান মাখাচ্ছিলুম, আর উনি আমার পিঠ চাপ্‌ড়ে আওড়াচ্ছিলেন কি জান ?—

'উইদাউট্ দ্যাট্ হোয়াট্ গুড্ উই ডু
ফর্ এভ্‌রি সোল'স্ ফ্রম্ বুট্ এ্যাণ্ড শূ ?

অর্থাৎ আমি গরু, আমার পিঠের চামড়ায় উনি জুতো তৈরী কোর্‌বেন, বুঝ্‌লে দিদি ? (সুশীলের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া) কেমন—বল নি ?

সুশীল স্বীকার না করিলেও অস্বীকার করিতে পারিল না। নতনয়নে আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বলিল, "কিন্তু—কিন্তু সত্যি বলছি, সে আমি আদর কোরে বলেছিলুম।"

সমিতা। এরই নাম—আদর !—শুন্‌ছ কথাগুলো ?

"হুঁ।" চায়ের পেয়ালা নামাইয়া নমিতা সুশীলের মুখ-পানে চাহিয়া বলিল, "কেমন ? তুমি এই কথা ছোড়দিকে বলেছ ?"

সুশীলের মুখ শুকাইয়া গেল ; মাথা চুলকাইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "বলেছি, কিন্তু—।"

নমিতা বাধা দিয়া বলিল, "দোষ ঢেকো না ; স্বীকার কর, দোষ হয়েছে।"

সুশীল। দোষ হয়েছে—।

নমিতা। ছোড়দিকে বল, 'ক্ষমা কর।'

কাশিয়া, ঢোক গিলিয়া আরক্তমুখে অস্ফুট স্বরে সুশীল বলিল, "ছোড়দি, ক্ষমা কর।"

কিন্তু তাহাতেও নিষ্কৃতি নাই। নমিতা পুনশ্চ বলিল, এইবার নিজের দোষের জন্য নিজের কাণ মলো।

সুশীল বিনা-বাক্যে কাণ মলিল। দুরন্ত বালককে এতগুলা কড়া শাসনের মধ্যে খাটাইয়া নমিতার মন কেমন করিতে লাগিল। কিন্তু তাহা মানিতে গেলে চলিবে না, অশিষ্টতার উপযুক্ত শাস্তি চাই ; তাই কাশিয়া নমিতা বলিল, "ছোড়দির সাম্‌নে এইখানে নাক ক্ষৎ দাও। আচ্ছা, কি সেটা আজকের মত মুলতুবি রইল ; কিন্তু এইবার যেদিন কোন অভদ্রতার কথা শুন্‌তে পাব, সেই দিন মনে রেখ—বুঝ্‌লে ?"

সুশীল ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিল, বুঝিয়াছি। প্রবল হাস্যাবেগ নমিতার বুকের মধ্যে তুমুল বিপ্লবের হুড়াহুড়ি বাধাইয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু এই বিচার ও শাস্তির মধ্যে যেরূপ অসঙ্গত চাপল্যপ্রকাশ মোটেই যুক্তি-সঙ্গত ব্যবস্থা নহে বুঝিয়া,অতিকষ্টে আত্ম-দমন করিয়া টেবিলের অন্যদিক হইতে নমিতার নেপোলিয়ান বোনাপার্ট-খানা টানিয়া লইয়া,যথেচ্ছভাবে তাহার পাতাগুলা উল্টাইয়া, জ্বলন্ত সেতুর উপর দিয়া সৈন্যাগ্রবর্ত্তী

নেপোলিয়ানের দ্রুত-ধাবন-চিত্রখানা বাহির করিয়া সকৌতুকে বলিল, "ত্যাখ দিদি! নেপোলিয়ানের বীরত্ব শুন্‌লে আশ্চর্য্য লাগে, কিন্তু ওঁর ভুরু কোঁচকান মুখখানা দেখলে আমার ভারি হাসি পায়।"—এই বলিয়া সমিতা হাসিয়া ফেলিল।

সুশীলের মনটা ভাল ছিল না, কাজেই সে চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু সমিতার কথায় তৎক্ষণাৎ তাহার মনের মধ্যে একটা শক্ত উত্তর উদ্যত হইয়া উঠিয়াছিল,—নেপোলিয়ানের মত লোকের ভ্রূকুঞ্চন যে কেমন করিয়া হাস্যোদ্দীপক হইল, তাহা সে মোটেই বুঝিতে পারিল না। কিন্তু সদ্যঃ অপমানের অগ্নি-দাহে এখনও কর্ণমূল জ্বালা করিতেছিল, সুতরাং কোন প্রশ্ন করিল না—নীরব রহিল। কিন্তু ছোটদিদির বুদ্ধি-বিবেচনার উপর তাহার মন একেবারেই শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িল।

মাতা আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। তাঁহার শরীর বেশ ভাল ছিল না। গতকল্য রাত্রি হইতে হাঁপানির ঝোঁকটা কিছু বাড়িয়াছিল; মাতাকে দেখিয়া নমিতা তাড়াতাড়ি উঠিয়া একটা বেতের মোড়া টানিয়া সরাইয়া দিয়া বলিল, "এখন কেমন আছেন মা?"

"ভাল আছি।" এই বলিয়া মাতা বসিলেন ও নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "নতুন বর্ষা আসছে, কাল বৃষ্টি হয়েছিল কিনা রাত্রে, তাই ও-রকম কষ্ট হয়েছিল। এখন ও-রকম বরাবরই চলবে মা! এখন কি আর ও ভাল হবে?"

চিন্তিতভাবে নমিতা বলিল, "আমার ভাবনা হচ্ছে; এই বর্ষার সময়টা আপনাকে কোথাও সরিয়ে দিতে পার্‌লে ভাল হ'ত কিন্তু—।" দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নমিতা থামিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া পুনরায় বলিল, "হরেন-বাবুরা ওয়াল-টেয়ার যাচ্ছেন, আমায় লিখেছিলেন সে-দিন আপনার জন্যে—।"

মাথা নাড়িয়া মাতা বলিলেন, "না মা, সময় মন্দ হ'লে কারুর আশ্রয়ে গিয়ে, কারুকে জ্বালাতন করতে নেই। আর তা ছাড়া সবাই তোমরা ছেলে-মানুষ এখানে থাকবে, কোথাও গিয়ে আমার কি মন স্থির হয়? এইখানেই থাকি, সুস্থ না হ'লেও স্বস্তিতে থাকব।" কথাটা উল্টাইয়া লওয়ার দরকার বুঝিয়া ঈষৎ ব্যগ্রতার সহিত তিনি বলিলেন, অনিলের চিঠি এল?"

"হ্যাঁ,—এই বলিয়া নমিতা চিঠিখানি পড়িয়া মাতাকে শুনাইল। মাতা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কত দিনেই যে শেখা শেষ হবে কত দিনেই যে বাড়ী ফিরবে! আর যেন পেরে ওঠা যাচ্ছে না!"

নমিতা মাটির দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, সমিতা আপন-মনেই বলিয়া উঠিল, "তাই বটে বাপু, দাদা দেশে ফিরলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচা যায়; দিদির কষ্ট আর দেখতে পারা যাচ্ছে না।"

"আমার কষ্ট!"—নিতান্তই লঘুহাস্যে সকৌতুকে সমিতার মুখ-পানে তাকাইয়া নমিতা বলিল, "দূর পাগল!"

কিন্তু পরক্ষণেই মাতার মুখ-পানে চাহিতেই নমিতার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল; দেখিল, তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ-মলিন দৃষ্টিতে নমিতার পানে চাহিয়া আছেন। নমিতা বুঝিল, সমিতার কথা মাতার আহত চিত্তের উপর নূতন আঘাতে নবীন করিয়া বেদনা জাগাইয়াছে। সে নিজের মধ্যে একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। ব্যাপারটা শুধরাইয়া লইবার জন্য ঈষৎ গম্ভীরভাবে স্মিত-বদনে বলিল, "আমার কষ্ট নয়, বরং ভালই হ'ল; ভাল করে সব শিখে নেওয়া হচ্ছে! দাদা আসুক, দেখি যদি সুবিধা করতে পারি ত ইচ্ছে আছে ফের পড়তে ঢুকব। বাস্তবিক বলছি, আমার এ সব কাজে খাটতে কষ্ট হয় না, ভারী আনন্দ হয়; তবে সময়-সময়—।" তার পর ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "পড়াটা ছাড়ার জন্যে একটু দুঃখ হয়, এই যা—।"

হাঁটুর উপর দাড়ির ভর রাখিয়া নমিতা অন্যমনস্কভাবে টেবিলের পায়ার দিকে চাহিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল ; মাতাও খানিকক্ষণ বিষণ্ণভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, তারপর কোন কথা না বলিয়া ধীরে-ধীরে উঠিয়া গেলেন।

মাতা কিছু না বলিলেও নমিতা তাঁহার বিমর্ষ বেদনাক্রান্ত মুখচ্ছবি দেখিয়া অনেক কথা বুঝিয়া লইল। খানিকটা নিস্তব্ধ থাকিয়া শেষে মুখ তুলিয়া চাহিল, সমিতার পানে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া একটু ক্ষুণ্ণভাবে বলিল, "সেলুন, বড় হচ্ছিস্ ভাই, জ্ঞান-বুদ্ধি হচ্ছে,—দেখ্‌ছিস্ তো মার অবস্থা, একটু বুঝে চলিস্। আমরা উপায়হীন অবস্থায় যখন দাঁড়িয়েছি, তখন দুঃখ-কষ্টের জন্যে হাহুতোশ করাই ভুল। যখন যে অবস্থাই আসুক, শুধু উপযুক্ত ব্যবস্থার চেষ্টাটুকু করে মানুষের তাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এ কথাটি মনে রাখিস্। মার মনে যাতে কষ্ট হয়, এমন কথা অনর্থক বল্‌বার দরকার কি ? একটু সাবধানে কথাবার্ত্তা কস্।"

সুশীল জানালার ধারে শুষ্ক ম্লান মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। নমিতা তাহার কাছে আসিয়া তাহাকে আদর করিয়া বলিল, "সিসিল্ দাদু,—রাগ কোরো না ; দোষ করেছিলে, সেইটুকু বুঝিয়ে দেবার জন্যেই —আমি—।"

মাথা নাড়িয়া সাগ্রহে সুশীল বলিল, না, সে রাগ করে নাই।

১০

—:০:—

তাহার পর কয় দিন কাটিয়া গিয়াছে, হাঁসপাতালের বুড়ী মক্‌বুলের মা সুস্থ হইয়া সম্প্রতি বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এখনও সে বড় দুর্ব্বল। নমিতা প্রত্যহ গিয়া তাহার খোঁজ-খবর লইবার জন্য প্রতিশ্রুত

হইয়াছিল বটে, কিন্তু দুই-তিন দিন হইতে অবিশ্রাম বারি-বর্ষণের জন্য, অতিকষ্টে এক হাঁসপাতাল ছাড়া আর কোথাও বাহির হওয়া তাহার পোষাইয়া উঠে নাই। মনে-মনে সে বড়ই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইতেছিল,—"আহা! গরীব অসহায় প্রাণী! শক্তি ও সামর্থ্যানুসারে তাহাদের যথাসাধ্য সাহায্য না করিতে পারার মত আর আক্ষেপের বিষয় কি আছে?" আজ নমিতা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে-রূপেই হউক, সে পনের মিনিটের জন্যও একবার তাহাদের বাড়ী যাইবে।

বৈকালে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই নিদ্রাত্যাগ করিয়া উঠিয়া নমিতা হাত-মুখ ধুইয়া, কাপড়-চোপড় পরিয়া ছাতা লইয়া বাহির হইল। আকাশের সর্ব্বাঙ্গ তখন ধূসর রঙের পোষাকে ঢাকা,—টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, সদ্যোধৌত বৃক্ষপত্রের মর্ মর্ গালি খাইয়া বাদ্‌লা বাতাস শির্ শির্ করিয়া বহিয়া যাইতেছিল; বৃষ্টি এবং বাতাসে মিলিয়া ষড়যন্ত্র করিয়া বেশ মিঠে-কড়া গোছের শীত জমাইয়া তুলিয়াছিল।

বৃষ্টির জন্য বাহিরের বারেন্দায় বাড়ীর কেহ আজ ছিল না, কিন্তু নমিতা বিস্মিতা হইয়া দেখিল, বারেন্দার অপর পার্শ্বে এক ছিন্ন-মলিন বস্ত্রে আপাদ-মস্তক মণ্ডিত করিয়া কে একজন লোক শুইয়া মৃদু কাতরোক্তি করিতেছে ও কাঁপিতেছে। নমিতার অনুমান হইল সে পীড়িত।

নমিতা নিকটে আসিয়া ডাকাডাকি করিতে, সে মুখের কাপড় সরাইয়া চোখ মেলিয়া চাহিল। নমিতা দেখিল, সে একজন পনের-ষোল-বৎসর বয়স্ক হিন্দুস্থানী বালক; তাহার মুখ শুষ্ক, ঠোঁট অসাড়, চক্ষু আরক্ত ও স্ফীত, দৃষ্টি যেন বিকারের ঝোঁকে ঢুলিতেছে। বালক যে রীতিমত পীড়িত সে-সম্বন্ধে নমিতার কোনই সন্দেহ রহিল না। প্রশ্ন করিয়া জানিল, সে ডাক্তার প্রমথ-মিত্রের পাচক-ব্রাহ্মণ। কয়দিন হইতে তাহার শরীর অসুস্থ ছিল, এজন্য ডাক্তারের পত্নী তাহাকে কাজ করিতে দেন নাই।

আজ দ্বিপ্রহরের পর হাঁসপাতাল হইতে ফিরিয়া গিয়া, বাড়ীর লোকের উপর রাগ হওয়ায়, খামখেয়াল ডাক্তারবাবু জ্বরাতিসারে উত্থানশক্তি-রহিত পাচককে আহার্য্য প্রস্তুতের হুকুম দেন; কিন্তু পাচক শয্যাত্যাগ করিতে সমর্থ হয় নাই বলিয়া, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে কাণ ধরিয়া উঠাইয়া, গালে থাবড়া মারিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছেন। নিরুপায় হতভাগ্য বেশী দূর যাইতে পারে নাই, অগত্যা এইখানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে।

বারেন্দার স্তম্ভগাত্রে ঠেস্ দিয়া, গালে হাত রাখিয়া নমিতা স্তব্ধভাবে কথাগুলি সব শুনিল। কথা কহিতে কহিতে পীড়িতের চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছিল, কথাগুলা জড়াইয়া যাইতেছিল। নমিতা স্থিরনয়নে নীরবে তাহার মুখ-পানে চাহিয়া রহিল। কথা শেষ করিয়া হতভাগ্য ক্লান্তভাবে ঘন-কম্পিত নিঃশ্বাসে হাঁপাইতে হাঁপাইতে হিন্দীতে বলিল, "আমার কেউ নেই, ডাক্তারের স্ত্রী বড় ভাল লোক, দয়া করে তিনি আমায় রেখেছিলেন, রান্নাবান্না সব শিখিয়েছিলেন; বাঁকীপুর থেকে ওঁদের সঙ্গে আমি এখানে চলে এসেছিলাম, কিন্তু এখানে আমার চেনা লোক ত কেউ নেই; কোথায় যাব? হাঁসপাতালে একটু জায়গা করে দিতে পার্‌বেন কি? না হলে, বাঁচ্‌তে পার্‌ব না—।"

নমিতা চুপ করিয়া বসিয়া একটু ভাবিল, তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আচ্ছা, তুমি একটু সবুর কর, আমি আস্‌ছি।"

নমিতা বাটীর ভিতর ঢুকিল। গ্রীষ্মাবকাশপ্রাপ্ত বিমল পাঠগৃহে বসিয়া পড়া মুখস্থ করিতেছিল, সুশীলও সেইখানে আটকান ছিল; পার্শ্বের ঘরে দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া অসুস্থা জননী শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, সমিতা তাঁহার সেবা করিতেছিল। নমিতা ঘরে ঢুকিয়া চৌকাঠের উপর বসিল ও আশ্রয়হীন পীড়িত বালকটির কথা যথা-সম্ভব সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া তাহার ব্যবস্থা-সম্বন্ধে মাতার মতামত জানিতে চাহিল। 'ঘোড়া

ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়া'-নামক প্রবাদানুসারে ডাক্তারের গৃহ-তাড়িত পাচককে লইয়া গিয়া,সে যদি মধ্যস্থ হইয়া হাঁসপাতালে ভর্ত্তি করিয়া দেয়, তাহা হইলে সেটা ভদ্রলোক প্রমথবাবুর বড়ই অপমান-জনক, এবং নমিতার পক্ষেও সমীচান ব্যবস্থা নহে। এ অবস্থায় নমিতার কর্ত্তব্য কি?

সমিতা ঈষৎ অসহিষ্ণু হইয়া বলিল, "ডাক্তার মিত্তির কোথাকার আহাম্মুক লোক দিদি?"

"আমাদেরই দেশের," নমিতা সস্মিতবদনে বলিল, "আমাদের স্বগোত্র —সম্পর্কে দাদা হন্ রে!"

কথাটা মৃদু রহস্যের সুরে আরম্ভ হইলেও শেষ পর্য্যন্ত তাহার তাল ঠিক রহিল না। নমিতা আপনা হইতেই কেমন ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িল। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া ধীরে ব্যথিত ভাবে বলিল, "অমন সুশিক্ষিত কাজের লোক, কিন্তু মেজাজটির দোষে সব মাটি হয়ে গেছে। রাগ্‌লে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান রাখেন না, এই বড় দুঃখ!—যাক্‌গে ছেলেটিকে নিয়ে কি করা যায়, বলুন দেখি মা!"

কি করা যায়, মাতাও বোধ হয়, সেই কথাটীই ভাবিতেছিলেন। কন্যার প্রশ্নে চট্ করিয়া কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, মৃদুস্বরে শুধু বলিলেন, "তাইত; বাইরের ঘরে যদি—।"

নমিতা। না মা, যে রকম শুন্‌লুম্, অসুখটা 'টাইফো-ম্যালেরিয়ায়' বোধ হয় দাঁড়াবে। ও সব সংক্রামক অসুখ, যেখানে সেখানে রোগীকে রাখ্‌তে নেই। আচ্ছা, বিমলের পড়্‌বার ঘরটা খালি করে দিলে হয় না? বিমল তা হলে আমার শোবার ঘরে দিন-কতক পড়ার আড্ডা করুক। এর পর ছেলেটি ভাল হলে—।

সমিতা বলিল, "ছোঁয়াচে অসুখ বল্‌ছ দিদি,বাড়ীর ভেতর রাখ্‌বে?"

চিন্তিতভাবে নমিতা বলিল, "না হলে উপায় কি? ছেলেটা মারা

যাবে?” খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া নমিতা আবার ভাবিল, তারপর মৃদু নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “পর,—তাই ভাব্‌তে হচ্ছে;—কি করা যায়—? কিন্তু ও যদি আমাদের আপনার লোক্‌ হ’ত, ধর আমরাই কেউ হতুম, তা হ’লে ওকে কোথায় আমরা বিসর্জ্জন কর্‌তুম্‌?”

কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া নমিতা পুনশ্চ বলিল, “আমাদের দেশের লোকের, আপনার লোকের বাড়ী থেকে, এমন নির্দ্দয়ভাবে তাড়িত বিপন্ন লোকটাকে”—(একটু কুণ্ঠিতভাবে) “একি পারা যায়? না মা, আপনি বলুন, বিমলের ঘরের জিনিষ-পত্র বার করে নিয়ে, ওকে ঐখেনে রাখ্‌বার বন্দোবস্ত করি। আমার নিজের যদি অসুখ হ’ত, তা’হলে আমি কোথায় যেতুম? ঐ ঘরেই ত আমায় থাক্‌তে হ’ত?”

মাতা কষ্টেসৃষ্টে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, “তা বৈ কি,—ঈশ্বরের জীব, যখন্‌ এসেছে তখন—!”

ঈষৎ বেগের সহিত নমিতা বলিল, “বলুন দেখি মা, এ যে মহাপাপ! আমার আশ্রয় থাক্‌তে অসহায় নিরাশ্রয়কে কোথায় ফেল্‌ব?”

মাথা নাড়িয়া সমিতা বলিল “সে ত নিশ্চয়, কিন্তু তোমাদের হাঁস-পাতালের ডাক্তারবাবুর কি অন্যায় দিদি?—”

নমিতা উঠিয়া দাঁড়াইল, ব্যথিত দৃষ্টিতে সমিতার মুখের পানে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল, “চুপ কর সেলুন;—কে কোথায় কেন কি করেছে, সে কথার নিষ্ফল বিচার-বিতর্কের অধিকার আমাদের নেই। তবে চোখের সামনে আমাদের যে ভুলগুলো পড়ে, আর হাতের সাম্‌নে যে কাজগুলো আটক্‌ খেয়ে দাঁড়ায়, সেইগুলো প্রাণ দিয়ে সংশোধন করে, সকলের অশান্তি-অসুবিধা দূর করাই মানুষের কর্ত্তব্য, বাজে কথার আলোচনায় লাভ কি?”

সহসা বাহিরে একটা গোলমাল শুনিয়া নমিতা উৎকর্ণ হইয়া

দাঁড়াইল; সবিস্ময়ে বলিল, "কে চ্যাচাচ্ছে?" মাতা উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন, "তাই ত, দেখ দেখি!"

"কি হয়েছে ঠাকুর,কি হয়েছে?"—এই বলিতে বলিতে পড়া ফেলিয়া অন্য ঘর হইতে, দ্রুত-ঘর্ষিত-পাদুকার অভ্যন্তরে আধ্খানা পা ঢুকাইয়া, বিমল তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল।

নমিতা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "কে চ্যাচা-মেচি কর্‌ছে, বিমল?—"

"বল্‌তে পারি না; পাঁড়ের গলা পাচ্ছি যেন। দেখি গে, ও-দিকের বারেণ্ডায়—!" এই বলিয়া বিমল উৎসুক-ভাবে অগ্রসর হইল। নমিতাও সঙ্গে সঙ্গে চলিল; সুতরাং অজ্ঞাত আগ্রহে অধীর সুশীল এবং সমিতাও দিদির পিছু লইল।

বাহিরের বারাণ্ডায় আসিয়া সকলে দেখিল, সেই পীড়িত বালকটীকে গৌরী-পাঁড়ে প্রচণ্ড আস্ফালনে ধমক-ধামক দিয়া তর্জ্জন করিয়া বলিতেছে, "আবি হিঁয়াসে নিকালো।" এবং গৌরী-পাঁড়ের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, তাহার প্রিয়-সহচর শঙ্কর তাহার সুরে সুর মিলাইয়া খুব রুখিয়া ঝুঁকিয়া মহাবিক্রমে বাহাদুরী-ব্যঞ্জক কর্ত্তৃত্ব-ফলাইবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু পারিতেছে না,—হাসিয়া ফেলিতেছে। অনুকরণের অভিনয় তাহার ধাতে আদৌ পোষাইতেছে না, তথাপি সে হটিবার পাত্র নহে; রামায়ণ-গানে গায়কের দোহার-গণের অদ্ভুত ভঙ্গির হাত-মুখ-নাড়ার তালে তালে শব্দ-উচ্চারণের কৌশলে 'গঠনের' স্থলে 'ঠন্' শব্দে পর্য্যবসিত স্বরসাধার মত, শঙ্করের লম্ফ-ঝম্ফ, পাঁড়ের বকাবকির নিষ্ফল অনুকৃতিতে, হাস্যোদ্দীপক-রূপে প্রকটিত হইতেছে। পাঁড়ের প্রতিকথার পিছনে তাহার একটা কথা শুধু বেশ পরিষ্কার ভাবে শুনা যাইতেছে,—"অল্ রাইট্, আল্‌বৎ উঠনে হোগা; সেকেঙ্গা নেই বোল্‌নে কভি নেই চলেগা।"

বিমল সকলের আগে আগে চলিয়াছিল। দূর হইতে শঙ্করের

বিপন্ন-পীড়িতের প্রতি সহৃদয়তাপূর্ণ (?) আদেশ ও উপদেশের তম্বি দেখিয়া সে হো হো শব্দে হাসিয়া বলিল, "তিষ্ঠ তিষ্ঠ বীর-ভদ্র! স্থিরোভব।—হয়েছে কি?"

নমিতা যে বাড়ীতে আছে, তাহা গৌরী-পাঁড়ে বা শঙ্কর-ভৃত্য আদৌ জানিত না; সুতরাং হঠাৎ তাহাকে সকলের সহিত উদ্বেগপূর্ণ বদনে দ্রুত বাহির হইতে দেখিয়া, ভৃত্য ও পাচক অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া এক পাশে দেয়ালের গা ঘেঁসিয়া সরিয়া দাঁড়াইল ও লজ্জিত হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিল যে তাহাদের দিদিমায়-কো অগোচরে যথেচ্ছভাবে প্রেত কীর্ত্তনের আমোদ জমাইতে পারা যায়, কিন্তু তাহার সুগোচরে এমন ভাবে—? —আরে রাম।

শঙ্কর, গৌরী-পাঁড়ের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া হাত কচলাইয়া আম্‌তা আম্‌তা করিয়া একটা কিছু বলিবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া, বিমল রহস্যব্যঞ্জক কণ্ঠে বলিল, "থাক্ আর সাফাই গাইতে হবে না, ব্যাপার বুঝেছি।"

নমিতা মৃদু-বিরক্তি-ব্যঞ্জক ভ্রূকুঞ্চন সহ ভৃত্যগণের প্রতি একবার দৃষ্টিক্ষেপ করিল; তাহার পর বিমলের দিকে চাহিয়া ঈষৎ অসহিষ্ণু ভাবে বলিল, "হেসো না!"

বিমল অপ্রতিভ হইল। ভৃত্যদ্বয়ের আচরণ যতই হাস্যোদ্দীপক হউক, কিন্তু বিমলের পক্ষে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহাতে হাসাটা যে মোটেই উচিত হয় নাই, নমিতার ঐ একটি কথায় বিমল এতক্ষণে তাহা যেন স্পষ্টরূপে বুঝিল। সে সঙ্কুচিত ভাবে বলিল, "হাসি নি; শঙ্করের বাঁদ্‌রামি দেখে—।"

নমিতা কোনও কথা না বলিয়া বিমলের পাশ কাটাইয়া আসিয়া পীড়িত বালকের নিকটে বসিল ও স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে ডাকিল, "ঠাকুর!"

"জী, মায়!" এই বলিয়া বালক রোগ-ক্লিষ্ট মুখখানি ফিরাইয়া বিষণ্ণ-

দৃষ্টিতে চাহিল। নমিতা দেখিল তাহার কালিমাঙ্কিত দৃষ্টি-কোণে ক্ষুদ্র এক বিন্দু অশ্রু চক্ চক্ করিতেছে! মমতায় মন ভরিয়া উঠায় সহসা নমিতারও দৃষ্টিতে একটা দুর্ব্বলতা পরিস্ফুট হইবার উপক্রম হইল; তাড়াতাড়ি আত্মসংবরণ করিয়া, কণ্ঠ ঝাড়িয়া নমিতা বিষয়ান্তরে মনোযোগ দিল। অনতিকাল পূর্ব্বের পৃষ্ট প্রশ্নগুলা পুনশ্চ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বালককে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিল। বালক ধুঁকিতে ধুঁকিতে প্রশ্নের জবাব দিতে লাগিল।—

বালক ও তাহার চাচাত ভাই চাকুরি করিবার জন্য 'দেহাদ্' হইতে এখানে আসিয়াছিল। কিন্তু ভাইটী তাহার, এখন প্রভুর সহিত স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছে; কাজেই অসুখে পড়িয়া বালক এখন একান্তই গত্যন্তর-হীন হইয়া পড়িয়াছে। ইহা শুনিয়া লজ্জার ত্রুটি সংশোধনের উপায় চিন্তাব্যগ্র বিমলকুমার এইবার সুবিধা বুঝিয়া গম্ভীরভাবে সহৃদয়তাপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা, বেশ ত, আমরা তোমায় হাসপাতালে ভর্ত্তি করে দেব; তোমার কোন ভাবনা নেই।"

বিমলের কথা শুনিয়া, সহসা একটা অসহায় ব্যাকুলতার পীড়নে পীড়িত বালকের চোখে-মুখে বিবর্ণ পাণ্ডুতা জমাট বাঁধিয়া উঠিল! দ্রুত উত্তেজনায় অসহিষ্ণু বালক কি একটা কথা বলিতে উদ্যত হইয়া বিমলের মুখ-পানে চাহিয়া কুণ্ঠিতভাবে থামিল; মুখ ফিরাইয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে ভীতি-বিকল কণ্ঠে আপন-মনে শুধু দুইবার বলিল, "হাঁ—হাঁস্পাতাল, বাবুজী, হাঁস্পাতাল!"

নমিতা স্থির-দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া কি যেন দেখিল; তাহার পর ব্যথিত নিঃশ্বাস ফেলিয়া কোমলভাবে বলিল, "না না, তোমায় আমি হাঁসপাতালে পাঠাব না; তুমি আমাদের বাড়ীতেই থাক। এইখান থেকেই আরাম হয়ে যাবে। ভয় কি?"

'ভয় কি ?' এই কথাটা বলিতে বলিতে, সহসা অপরিসীম করুণার আশ্বাসে, অভূতপূর্ব্ব-সাহসে ও বিশ্বাসে নমিতার নিজেরই সমস্ত হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিল ! ঐ 'ভয় কি'র সান্ত্বনাটুকু সেই পীড়িত বালকের অবসাদ-খিন্ন চিত্তে কোমল সমবেদনার প্রলেপ ঢালিয়া দিল, কি নিজেই অন্তরাত্মার মধ্যে তাহার সার্থকতাটুকু হর্ষের আশীর্ব্বাদরূপে গ্রহণ করিল, তাহা হঠাৎ যেন নমিতা নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না ! তাহার মনে হইল, ঐ শব্দ উচ্চারণের মুহূর্ত্তে তাহাকে কে যেন এক নিমেষে দুঃসহ বন্দিত্বের ক্লেশ হইতে বিরাট্ মুক্তির মাঝে নিষ্কৃতি দান করিল ! ঐ বালকের মর্ম্মগত ক্লিষ্ট অস্বস্তির সহিত তাহার নিভৃত গোপন চিত্তের ক্ষুব্ধ অতৃপ্তিও যেন এতক্ষণ দুশ্ছেদ্য-বন্ধনে বিজড়িত ছিল, সম্মুখস্থ নিরুপায় বালকের অনিচ্ছুক মনোবৃত্তির ক্ষুণ্ণ অভিশাপ এতক্ষণ নমিতার মানসিক শক্তিকে যেন জড়তাদ্বারা অভিভূত করিয়া ফেলিবার জন্য উদ্যত হইয়া উঠিয়াছিল ; এইবার যেন নমিতা নিজের সাহসের জোরে ফাঁশ ছিঁড়িয়া, স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে আপনাকে সহজ ভাবে ফিরিয়া পাইয়া বাঁচিল !

প্রসন্ন উজ্জ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া, নমিতা ডাকিল, "বিমল !"

"আমায় কিছু বল্‌ছ ?"—এই বলিয়া বিমল অগ্রসর হইল।

নমিতা বলিল, "একবার এই দিকে এস।"

উভয়ে বারান্দার অপর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। নমিতা ঈষৎ হাসির সহিত কোমল কণ্ঠে বলিল, "তুমি ভাই সেলুন-সুশীল নও। সাংসারিক ব্যাপার সম্বন্ধে তোমার মতামতও আমার সকল বিষয়ে নেওয়া উচিত। কি বল—?"

"কি সম্বন্ধে বল দেখি ?" ঈষৎ বিস্মিত হইয়া বিমল বলিল, "আবার বুঝি চাকর-বাকরদের কাউকে ছাড়াতে, না, রাখ্‌তে হবে ?

নাঃ, আমায় ও-সব মুস্কিলে জড়িয়ো না দিদি! তোমাতে মায়েতে যা বুঝ্‌বে আমি কি তাতে অমত কর্‌তে পারি?"

"না, চাকরদের কথা নয়, অন্য কথা। শোন।" এই বলিয়া নমিতা পীড়িত বালক-প্রমুখাৎ শ্রুত তাহার অবস্থার কথা সংক্ষেপে সমস্ত বিবৃত করিল।

বিমল নীরবে সমস্ত শুনিয়া বলিল, "এই সময় যে বিপন্নের সাহায্য কর্‌তে হয়, তাতে কোন ভুল নেই; কিন্তু ওর অসুখে যখন সংক্রামকতার ভয় রয়েছে বল্‌ছ, তখন ছেলে-পিলের বাড়ীতে—"

নমিতা চিন্তিতভাবে কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ্‌ করিয়া রহিল; তাহার পর দারুণ অসহিষ্ণুতায় সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "নাঃ, অন্যায় স্বার্থপরতা চলবে না বিমল! ও যদি আমাদেরই নিজের ভাই হোত, তা হলে সংক্রামকতার ভয়ে ওকে কোন্ খানে ঠেলতুম, বল দেখি?"

কুণ্ঠিত হইয়া বিমল বলিল, "অবশ্য, কাছেই হাঁসপাতালে যখন সেবা-শুশ্রূষার সুবিধা রয়েছে, তখন—?"

ঈষৎ-তীব্রভাবে নমিতা বলিল, "সুবিধার খাতিরে হৃদয়-হীনতা প্রকাশ করাই কি উচিত? হাঁসপাতাল তোমার আমার পক্ষে কাছে, কিন্তু ঐ লোকটার পক্ষে...?"

পরক্ষণে, নিজের রূঢ়তায় নমিতা নিজেই যেন কিছু ক্ষুণ্ণ হইল। কথাটা খুবই সোজা, কিন্তু উহা এত শক্তভাবে না উচ্চারণ করিলেও কোনও ক্ষতি ছিল না। অনর্থক শুধু ছোট ভাইটির মনে কষ্ট দেওয়া হইল মাত্র! অনুতপ্ত নমিতা তাড়াতাড়ি বিমলের পিঠে হাত বুলাইয়া স্নেহ-কোমল কণ্ঠে বলিল, "নার্শিংএর কথাটা বাদ দিলেই ভাল-হোত ভাই! আমি নিজে কি? তবে—।" ক্ষণ-কাল চুপ করিয়া থাকিয়া নমিতা আপন-মনেই বলিল, "আচ্ছা, দেখা যাক্। ভগবানের ইচ্ছায় যা

হো'ক ব্যবস্থা হবেই। এখন আপাততঃ আমাদের কাজ ত আমরা করে যাই।"

বিমল বলিল, "চিকিৎসার ভার তুমি নিজেই হাতে রাখ্‌বে?"

নমিতা হাসিয়া বলিল, "সে যে একান্তই দুঃসাহস! তবে হ্যাঁ, দু'এক দিন কিছু চেষ্টা করে দেখ্‌লে বিশেষ ক্ষতি হবে না, বোধ হয়।"

বিমল চুপ করিয়া রহিল। একটু ভাবিয়া নমিতা পুনশ্চ বলিল, "ভাল কিছু কর্‌তে হলে, মন্দের বিপদ্‌-বাধা ও দুঃখ-কষ্টের মুখ তাকিয়ে ইতস্ততঃ কর্‌লে চল্‌বে না; মঙ্গলের জন্যেই অমঙ্গলকে সাহস করে ঘাড়ে তুলে নিতে হবে। তার জন্যে, হয় ত, অনেক অনর্থক কষ্টের অপমান-লাঞ্ছনা সহ্য কর্‌তে হবে, কিন্তু সেই ভয়টাকেই বড় করে দেখ্‌লে চল্‌বে না। তার চেয়েও বড় কাজ হচ্ছে,—'আমাদের কর্ত্তব্য'।—সে কর্ত্তব্যটুকু প্রাণ-ভরা শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের সঙ্গে যথাযোগ্যভাবে পালন না কর্‌লে, আমরা মঙ্গলের মূর্ত্তিই যে কখনও দেখ্‌তে পাব না! বিমল! মনে আছে বাবার কথা?—তাঁর জীবনে ত কর্ব্বার মত 'বড় কাজ' ঢের ছিল; কিন্তু তাঁর 'কর্ত্তব্য' যা, তা যত ছোট-কাজের বেশেই তাঁর সাম্‌নে এসে দাঁড়াক্ না, তিনি সেইটুকুই সকলের আগে পূর্ণ নিষ্ঠায় সম্পন্ন কর্‌তেন।—তাঁর সে শিক্ষা—!"

নমিতার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, কণ্ঠস্বর ধরিয়া আসিল! বক্তব্যটুকু শেষ না করিয়া সে আত্মসংবরণের জন্য তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া পায়-চারি করিবার ছলে, বারেণ্ডার প্রান্ত অবধি চক্র দিয়া ঘুরিয়া আসিল। পিতার ক্ষুদ্র স্মৃতিটুকু, তাহার প্রাণের মধ্যে যেন সহসা একটা মহাশক্তি প্রেরণার মত অভিনব আনন্দের সৃষ্টি করিল! সজোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া নমিতা দৃঢ়নিশ্চয়তাপূর্ণ-বদনে বিমলের পার্শ্বে

আসিয়া দাঁড়াইয়া ধীর-কণ্ঠে বলিল, "প্রধান আপত্তি,—ডাক্তার মিত্রের সম্মানটুকু—।"

বাধা দিয়া বিমল বলিল, "তর্ক কচ্ছিনে, দিদি! কিন্তু ডাক্তার মিত্রের সঙ্গে আমাদের এমন কি স্বার্থ জড়িয়ে আছে, যার জন্যে—?"

"আছে বৈ কি—!" দুঃখের হাসি হাসিয়া নমিতা বলিল, "তোমার কাছেও এর কৈফিয়ৎ দিতে হবে এটুকু মনে করি নি।—যাক্, অন্য নজীর থাক্; আপাততঃ তিনি আমার স্বদেশীয়, আমার মাননীয় প্রতিবেশী। তাই বলে, তাঁর অসাবধানতার ত্রুটি যদি কিছু সংশোধনের চেষ্টা করি—অবশ্য চেষ্টার সুযোগটা যখন হাতের কাছে এসে পড়েচে—তখন তাতে আপত্তি কি? মোট কথা, ছেলেটিকে বাড়ী থেকে অন্যত্র বিদেয় করা অসম্ভব।"

বিমল। তুমি মনে কোরো না, দিদি, ওকে বাড়ীতে রাখা আমার অনিচ্ছে। তবে—।

নমিতা। সে জানি,—জানি বলেই এতগুলো অনাবশ্যক বকুনী বক্‌লুম; এখন এস।

উভয়ে বারেণ্ডার মোড় ঘুরিয়া পীড়িত বালকের নিকট চলিল; কিন্তু সেখানে উপস্থিত সকলের কৌতূহলপূর্ণ উৎসুক-দৃষ্টি পীড়িত বালকের নিকটে উপবিষ্ট একজন নবাগত ব্যক্তির প্রতি স্থিরনিবদ্ধ দেখিয়া, নমিতাও সবিস্ময়ে সেই দিকে চাহিল;—এ কি সুরসুন্দর তেওয়ারী!

মুহূর্ত্তে নমিতার মনের মধ্যে একটা অস্বস্তির ঝন্‌ঝনা বাজিয়া উঠিল,—"সুরসুন্দরও আসিয়া জুটিল!—ভাল হইল না।"

কিন্তু ভাল না হইলেও, ভালটা যে কেমন করিয়া উপস্থিত ক্ষেত্রে হওয়ান দরকার, নমিতা তাহাও ভালরূপ বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

যোগ্য কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইবার জন্য নমিতা সুরসুন্দরকে যেন দেখিতে পায় নাই, এইরূপভাবে দৃষ্টি ফিরাইয়া অন্যমনস্ক ভাবে বিমলের পিছু পিছু অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু কর্ত্তব্য কিছুই স্থির হইল না ; উল্টা, তাহারই অসন্তোষ, এবং আত্মগোপন চেষ্টার মিথ্যা ছলনাটুকু, তাহার নিজের নিকটেই নিজেকে হীন অপরাধী করিয়া তুলিল। কুণ্ঠা-ক্লান্তির ক্ষুব্ধ-ধিক্কারে অধীর, নমিতা ভাবিল,—ছিঃ, নিজের হস্তে নিজের একি মূঢ় লাঞ্ছনা !—সে না, পরের ত্রুটি সংশোধনের জন্য প্রাণের মধ্যে সঙ্কল্প করিয়া কাজের পথে বাহির হইয়াছে ?—কিন্তু নিজের ত্রুটি-সংঘটনের সময় তাহার একি নিষ্ঠুর আত্ম-প্রবঞ্চনা !

পীড়িত বালকের কণ্ঠে, কপালে, আদর করিয়া হাত বুলাইয়া জিজ্ঞাসা-রত সুরসুন্দরকে দেখিয়া বিমল বলিল, "নমস্কার, আপনি কতক্ষণ—?"

"এই মাত্র", এই বলিয়া মুখ তুলিয়া প্রতিনমস্কারের উপক্রম করিতে গিয়া, সুরসুন্দর, বিমলের সহিত নমিতাকেও আসিতে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। গূঢ় আত্মগ্লানি-পীড়নে শোভারক্ত-বদনা নমিতা, তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া, নিতান্ত সহজভাবে প্রশ্ন করিল, "আপনি কি হাঁসপাতাল যাচ্ছিলেন ?"

সুরসুন্দর। আজ্ঞে হ্যাঁ—।

সুশীল তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া সসৌজন্যে সুরসুন্দরকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, "বৃষ্টিটা এখুনি বড্ড চেপে আস্‌বে, বোধ হয়। একটু বস্‌বেন চলুন—।"

সুশীলের 'বোধ হয়' এর অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে গেলে, সুরসুন্দরের প্রত্যক্ষ 'বোঝা'-টার সম্বন্ধে কোন হেস্ত-নেস্ত হয় না ; সুতরাং সুরসুন্দর তাহার শিষ্টাচারের প্রত্যুত্তরে শুধু একটু প্রসন্নকোমল হাসি হাসিয়া

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "ডাক্তারবাবুর বামুনটি আপনার বারেণ্ডায় এসে পড়ে আছে দেখে, তাই জিজ্ঞাসা কর্‌বার জন্যে এখানে উঠেছিলুম।"

কি জিজ্ঞাসা করিবার জন্য,—নমিতার তাহা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। সে শুষ্কমুখে সংক্ষেপে বলিল, "হ্যাঁ, ছেলেটি এখানে এসে শুয়েছে।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া সুরসুন্দর বলিল, "ছোক্‌রার অবস্থা তেমন সুবিধে বোধ হচ্ছে না; এক-রকম উত্থান-শক্তি-রহিত বল্লেই হয়। ডাক্তারবাবুকে একটু খবর দেওয়া কি—?" সুরসুন্দর এইখানে থামিয়া পুনশ্চ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

ঐ অর্দ্ধোক্তির অস্পষ্ট ইঙ্গিতটুকু হইতেই নমিতা বুঝিয়া লইল,—সুরসুন্দর ইতোমধ্যেই বালকের নিকট হইতে সমস্ত গোপনীয় ও প্রয়োজনীয় সংবাদটুকু আদায় করিয়া লইয়াছে। নমিতা ক্ষণেকের জন্য বিচলিত হইল, পর-মুহূর্ত্তে জোর করিয়া শক্ত হইয়া ধীর কণ্ঠে বলিল, "ক্ষমা কর্‌বেন, ডাক্তারবাবুকে এ খবরটুকু জানানো মানেই—তাঁকে অপমান করা। সেটা কিন্তু একান্তই অনুচিত। এ সামান্য বিষয় চেপে যাওয়াই ভাল।—কিছু মনে কর্ব্বেন না।"

বিস্ময়-স্তব্ধ-ভাবে এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া সুরসুন্দর ধীরে ধীরে বলিল, "রুগীটি থাক্‌বে কোথায়?"

"আমাদেরই বাড়ীতে।" বিমল বলিল, "এসে যখন আমাদেরই বাড়ীতে শুয়েছে, তখন আমাদেরই কর্ত্তব্য,—ওর দেখা-শোনার ভার নেওয়া—।"

সুরসুন্দরের নিকট এমনভাবে এ পরিচয়টা দান করা, নমিতার আদৌ পছন্দ হইল না; তাহার ইচ্ছা হইল, কর্ত্তব্য-জ্ঞানী ভ্রাতাটির স্কন্ধ ধরিয়া

নাড়া দিয়া সে একবার তাহার ভার-বহন-শক্তির গুরুত্বটি বুঝিয়া লয়! কিন্তু সেটুকু বুঝিবার সময় ও সাবকাশ রহিল না ; পর-ক্ষণেই নমিতা যাহা ভয় ও সন্দেহ করিতেছিল, ঠিক তাহাই ঘটিয়া গেল। সুরসুন্দর বিমলের কথা শুনিয়া সোৎসাহে সানন্দে বলিয়া উঠিল, "ধন্যবাদ বিমলবাবু! এর পরে আর আমার কোন কিছুরই জান্‌বার শোন্‌বার কৌতূহল নেই। আমার অনধিকার-চর্চ্চার স্পর্দ্ধা ক্ষমা কর্‌বেন। একটি অনুরোধ—আমার দ্বারা যদি কোন সাহায্য সম্ভব-পর হয়, তবে অনুগ্রহ করে—।"

সুবিধান্বেষী বিমলকুমার তৎক্ষণাৎ সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "অবশ্য অবশ্য। অনুগ্রহ কি বল্‌ছেন ? আমরা সাদরে গ্রহণ কোর্ব্বো আপনার সাহায্য ? (মাথা নাড়িয়া) যদি, কেন ? নিশ্চিতই প্রয়োজন !"

আনন্দের উচ্ছ্বাসে বিমল পাছে আরও বেশী বাড়াবাড়ি করিয়া তুলে ভাবিয়া তাড়াতাড়ি সে-পথ বন্ধ করিবার জন্য নমিতা বলিল, "আমি বাড়ীর ভেতর এর শোবার বিছানা ঠিক করে গুছিয়ে আস্‌ছি। সেলুন, একবার এস ; দরকার আছে।"

সমিতা অগ্রসর হইল। চৌকাঠ অতিক্রম করিতে উদ্যতা নমিতা সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সুরসুন্দরের উদ্দেশ্যে বলিল, "এ ব্যাপারটা যেন কারুর কাণে না ওঠে ; এমন কি মিস্ স্মিথেরও নয়।"

বিস্মিত সুরসুন্দর বলিল, "স্মিথেরও নয়! কেন ? তাঁকে জানাতে আপত্তি কি ?"

নমিতা। প্রয়োজনাভাব।

সুরসুন্দর। চিকিৎসা, শুশ্রূষা বা পরামর্শের জন্যে—?

একটু কুণ্ঠিত হইয়া নমিতা বলিল, "স্বতন্ত্র চিকিৎসকের ব্যবস্থায় হানি কি ?"

সুরসুন্দর। কিছু না ; তবে তিনি মহৎ-হৃদয়া।

"জানি", প্রশান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া নমিতা বলিল, "সম্মানে শ্রদ্ধায় তিনি আমার মাতৃ-স্থানীয়া ; তাঁর মহত্ত্বের জন্য আমি তাঁকে গভীর ভক্তি করি। তাঁর সৌহৃদ্য ও স্নেহের মূল্যও আমার কাছে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। কিন্তু তবুও জাতীয়তা হিসাবে, (কাশিয়া) তাঁর সম্পর্ক আমার দূর। তা ছাড়া, আমার স্বদেশের গর্ব্ব, গৌরবের নিদর্শন, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কারো ব্যক্তিগত দৌর্ব্বল্য-কলঙ্কের অপমান, বা বেদনার কাহিনী, যা তাঁর মত সহৃদয়া মহিলাকে শুনিয়ে আমি সুখী বা সন্তুষ্ট কর্‌তে পার্‌ব না, তা তাঁকে জানাতে আমি একান্তই অনিচ্ছুক। ক্ষমা কোর্ব্বেন, তাঁর সহানুভূতি আমার পক্ষে সকল সময়ে লোভনীয়, কিন্তু এ রকম ক্ষেত্রে অসহনীয়!"

নমিতা আর দাঁড়াইল না। স্তম্ভিত-মুগ্ধ সুরসুন্দরের হাত ধরিয়া বিমল বলিল, "আসুন!"

হাঁসপাতালের 'ডিউটি' সম্পন্ন করিয়া বাড়ী ফিরিয়া নমিতা গৃহস্থালীর ব্যবস্থা দেখা-শুনা, মাতার রুগ্নশরীর-সম্বন্ধে যথাসাধ্য যত্ন ও তত্ত্বাবধান এবং অবসর সময়ে চিত্ত-বিনোদনের জন্য পুস্তক-পাঠ বা শিল্প-চর্চ্চা করিত। এখন পীড়িত বালকটিকে পাইয়া সে সকল কাজের ভিতর হইতেই খানিক খানিক সময় কাটিয়া-ছাঁটিয়া লইয়া তাহার সেবা-শুশ্রূষার জন্য স্থির করিয়া ফেলিল।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া নমিতা বালকের চিকিৎসা-ভার—আপাততঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য—প্রথম দুইদিন নিজের হাতে রাখিল, কিছু উপকারও পাইল ; এবং বাড়াবাড়ির লক্ষণের যে-সমস্ত উপসর্গগুলার আশঙ্কা করিয়াছিল, সেগুলাও দেখিল, তেমন কিছু প্রবল হয় নাই। নমিতার সাহস হইল। সে সাহসকে হয় ত, উপায়হীনতার দুঃসাহসও বলা চলে, সুতরাং পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া নমিতা এত বড় শক্ত ব্যাপারটায় নিজের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা

অনুচিত বোধে, সহরের প্রান্তবাসী একজন প্রবীণ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণের জন্য বিমলকে সঙ্গে লইয়া কয়েকদিন আনা-গোনা করিল; দুই দিন তাঁহাকে 'কল'ও দিল। তিনি আসিয়া রোগী দেখিয়া নমিতার চিকিৎসা অভ্রান্ত বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন, এবং পারিশ্রমিক লইতে স্বীকৃত হইলেন না। হাঁসপাতাল-সম্পর্কীয়া নমিতা যে সরকারী সাহায্য-সুবিধা অবহেলা করিয়া সহৃদয়তা প্রকাশপূর্ব্বক ভৃত্যটিকে স্বগৃহে, রোগ-ভোগের জন্য স্থান দিয়াছে, ইহাতে তিনি খুবই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এবং সেই অজুহাতেই ব্যবসার দাবী উপেক্ষা করিয়া দর্শনীর টাকা ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন,—"এতে দুঃখিত হ'ব, মা!"

লজ্জিতা নমিতা বৃদ্ধ চিকিৎসককে অতঃপর আর অনর্থক কষ্ট দিতে ইচ্ছুক হইল না। প্রত্যহ নিজেই যাইয়া তাঁহাকে সংবাদ দিয়া আসিত। সুরসুন্দর নমিতার অনুপস্থিতি-সময়ে নিজে আসিয়া বালকের তত্ত্বাবধান করিত। যেদিন নমিতার রাত্রে 'ডিউটি' পড়িত, সে-দিন সে নিজে স্বেচ্ছায় আসিয়া বিমলবাবুর পড়িবার ঘরে 'ইজি চেয়ারে' সুখ-শয়নের ব্যবস্থা করিয়া লইত। বিমল অবশ্য, ইহাতে খুবই খুসী হইত, এবং মাতাও এই পরোপকারী যুবাটির অযাচিত সাহায্যে মনে প্রাণে অনেক ভরসা পাইতেন। নমিতা কিন্তু সুরসুন্দরের এই আচরণে মনে মনে কিছু নিরুৎসাহ হইয়া পড়িত। সে 'ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইবার' ভয় এড়াইবার জন্য মিস্ স্মিথকে বাদ দিয়া যখন নিজেই চুপি চুপি ছোট একটুখানি কাজ সম্পাদন করিতে ইচ্ছুক, তখন তাহার মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির অযাচিত সহৃদয়তাটুকুও যেন বিশেষ ক্লেশকর! কিন্তু সুরসুন্দরকে মুখ ফুটিয়া নিষেধ করিতেও তাহার ক্ষমতা ছিল না। কারণ, অসুস্থা জননী নিজের শরীর লইয়াই ত একে বিব্রত, তাহার উপর পরিবারস্থ কেহ পীড়িত হইলে তাঁহার আহার-নিদ্রা বন্ধ হইয়া

যাইত। স্বাভাবিক সেবাপরায়ণতা-বৃত্তি তাঁহার প্রকৃতিতে যেমন অপর্য্যাপ্ত ছিল, তাহার সহিত সেবার উপযুক্ত ধৈর্য্য ও সাহস কিন্তু তেমন ছিল না; সামান্য অসুখেও যদি কাহারও এতটুকু বেশী কাতরতা দেখিতেন, তিনিও উদ্বেগে অধীর হইয়া পড়িতেন। সেইজন্য নমিতা এই সব ব্যাপার হইতে মাতাকে দূরে সরাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু কোমলহৃদয়া জননী তাহাতে সুস্থ থাকিতে পারিতেন না, আরও বেশী অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেন।

এই অনাহূত নিরাশ্রয় পীড়িত বালকের ব্যবস্থার ভার যখন ভগবান্ একান্তই তাঁহাদের উপর অর্পণ করিয়াছেন, তখন তাহার জন্য কাহারও চেষ্টার ত্রুটি রাখা উচিত নয়—এই ভাবিয়া মাতা নিজের শোক-শীর্ণ প্রাণ ও রোগজীর্ণ দেহ কোনরূপে শক্ত করিয়া অনাথ বালকটির ঔষধ-পথ্য এবং সময়োচিত সাহায্যের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। সমিতা রাগ করিতে লাগিল, বিমল অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল, নমিতাও উল্টা বিপদের আশঙ্কায় যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। এই বিশৃঙ্খলার মাঝে সুরসুন্দর যখন বিনা আড়ম্বরে অতি সহজভাবে আসিয়া বালকের শয্যাপ্রান্তে বসিয়া খানিকক্ষণের দেখা-শোনার ভার লইবার প্রস্তাব করিল, তখন অনেকেই হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। নমিতাও মনে মনে সুরসুন্দরের আচরণটুকু সশ্রদ্ধ ধন্যবাদে অভিনন্দন করিল বটে, কিন্তু তবুও তাহার মাঝে কি যেন কিসের একটা খট্‌কা রহিয়া গেল। মাতা সুরসুন্দরের সাহায্য-সংবাদে নিরুপায় দুর্ভাবনারমধ্যে যেন উপায়ের সুযোগ খুঁজিয়া পাইয়া আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া জুড়াইলেন। কাজেই, বাধ্য হইয়া অগত্যা নমিতাকেও সমস্ত ব্যাপার 'তথাস্তু' বলিয়া মানিয়া লইতে হইল;—মনের কোণের প্রচ্ছন্ন অস্বস্তিটুকু নিজেরই মানস-কল্পিত ভ্রান্ত কুতর্ক বলিয়া জোর করিয়া উড়াইয়া দিল।

সে-দিন নানা কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য বিমল সঙ্গে যাইতে না পারায়, নমিতা একাকিনীই চিকিৎসকের বাড়ী গিয়াছিল। ছেলেটির রোগের বাড়ের মুখ বন্ধ হইয়া, এখন নির্দ্দিষ্ট ভোগকাল পর্য্যন্ত সমান অবস্থা থাকিবে; সুতরাং, একই ব্যবস্থানুযায়ী চিকিৎসা চলিবে বলিয়া চিকিৎসক মহাশয় অভিমত প্রকাশ করিলেন। যদি দৈবাৎ রোগের গতি বাঁকিয়া বিগড়াইয়া ভিন্ন পথে ফিরিয়া, সহসা শঙ্কাজনক হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে সেই সেই অবস্থার প্রাথমিক চিকিৎসা-সম্বন্ধে যথাযথ উপদেশ দিয়া, প্রবীণ চিকিৎসক সহৃদয় ভদ্রতায় উক্ত রোগ সম্বন্ধে চিকিৎসা-ব্যবস্থা-বিষয়ক নিজের একখানি বই নমিতাকে দিয়া বলিলেন, "তুমি ত মা, বেশ বুদ্ধিমতী মেয়ে, তোমায় আর বেশী বল্‌ব কি! এই বইখানি নিয়ে যাও, পড়ে দেখো, সবই বুঝতে পার্ব্বে।"

নমিতা বিদায় লইয়া বাড়ী চলিল, কিন্তু বেলা তখন অনেকটা হইয়া গিয়াছিল, এবং রাত্রে হাঁসপাতালের 'ডিউটি'ও ছিল; সুতরাং আহারান্তে একটু নিদ্রার প্রয়োজন বলিয়া, শীঘ্র বাড়ী পৌঁছাইবার জন্য সে নিকটস্থ গঙ্গার ঘাটে গিয়া একখানা নৌকার চেষ্টা দেখিতে লাগিল।

গঙ্গার ঘাটে আসিয়া নমিতা দেখিল, দুইখানা নৌকা রহিয়াছে। হাঁসপাতাল-ঘাটে পৌঁছাইয়া দিবার প্রস্তাব শুনিয়া দুই নৌকার মাঝিই পরস্পরের মধ্যে বচসা জুড়িয়া, শেষে নমিতার নির্দ্দেশক্রমে একজনই জিতিল। কিন্তু অনেক বেলা হইয়াছিল, মাঝির জল খাওয়া হয় নাই। সে নিকটস্থ বাজার হইতে সত্বর জল খাইয়া আসিবার জন্য, 'থোড়া ঘটিকা'র ছুটি প্রার্থনা করিল। অদৃষ্টের বিধান অলঙ্ঘনীয় ভাবিয়া, নমিতা ঈষৎ হাসিয়া তাহাতেই স্বীকৃত হইল এবং নৌকারই 'ছই'এর মধ্যে ঢুকিয়া হাতের বইখানা খুলিয়া পড়িতে বসিল। মাঝি জলযোগ করিবার জন্য চলিয়া গেল।

ইতোমধ্যে একজন ইংরেজ-মহিলা গঙ্গার ঘাটে আসিয়া নৌকা ভাড়া করিবার জন্য মাঝিদের ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় নৌকার মাঝি, এক্ষণে অন্য উপায়ের চেষ্টায় ঘাটের অদূরে কয়েকটি কুচা-ছেলে ও দুইটি ভদ্র-মহিলার সহিত দণ্ডায়মান একজন চশ্‌মা-চোখে কোট-গায়ে বাঙ্গালী যুবকের সহিত নৌকা-ভাড়া চুকাইতেছিল। মেম-সাহেবের ডাকাডাকিতে সে নিকটস্থ হইয়া প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিতেই, মেমসাহেব বিনা বাক্যে তাহার নৌকায় উঠিয়া গাম্ভীর্য্যপূর্ণ বদনে বলিলেন, "নৌকা এখনই ছাড়িয়া দাও, আমি হাঁসপাতাল-ঘাটে অবতরণ করিব।"

মাঝি বোকা বানিয়া গেল। চশ্‌মা-চোখে বাঙ্গালী যুবাটি অগ্রসর হইয়া বলিল, উক্ত মাঝির নৌকা তাহারা ইতঃপূর্ব্বেই ভাড়া করিয়া লইয়াছে, অতএব মেমসাহেব যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক দ্বিতীয় নৌকাখানিতে গমন করেন ত ভাল হয়। কারণ, সে নৌকায় একজনমাত্র আরোহিণী আছেন, এবং তিনিও হাঁসপাতাল-ঘাটে নামিবেন।

মেমসাহেব ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একবার যুবকটির পানে চাহিলেন এবং প্রথানুযায়ী শিষ্টতার সহিত গর্ব্বিত অবজ্ঞায় ক্ষমা চাহিয়া জানাইলেন, সময় নষ্ট করিয়া যুবকের অনুরোধ-পালনের সামর্থ্য তাঁহার নাই। সঙ্গে সঙ্গে মাঝির প্রতি অবিলম্বে নৌকা খুলিবার জন্যও কড়া আদেশ প্রচারিত হইল, এবং মাঝিও সন্ত্রস্তভাবে তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করিল।

নিরুপায় ক্ষোভে ও অপমানে ক্রুদ্ধ যুবকটি তীব্র কটাক্ষে ভাসমান নৌকাখানির দিকে চাহিয়া, আপন মনে বিড়্ বিড়্ করিয়া কতকগুলা কি বকিয়া, শেষে মনের সমস্ত ঝাল্‌টা একত্র করিয়া কণ্ঠস্বর জড়াইয়া বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলাটিকে লক্ষ্য করিয়া রূঢ়ভাবে কহিল, "মা'র যেমন

সখ—'গঙ্গা নেয়ে শিবের মাথায় জল ঢাল্‌ব' ;—এবার ঢাল শিবের মাথায় জল। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! সাধ কোরে শাস্ত্রে বলেছে, 'পথি নারী বিবর্জ্জিতা……' !"

নমিতা অনন্যমনে এতক্ষণ বই পড়িতেছিল। ইহাদের কথাবার্ত্তার আওয়াজ তাহার কাণে অবশ্য কিছু কিছু ঢুকিতেছিল বটে, কিন্তু সেদিকে মনোযোগ দেওয়ার আবশ্যকতা ছিল না বলিয়া, সে একবার ফিরিয়াও চাহিয়া দেখে নাই, ব্যাপারটা কি? এইবার শাস্ত্রজ্ঞানাভিমানী ভদ্রলোকটির বিরক্তিকর্কশ চীৎকার কাণে পৌঁছিতে, নমিতা মুখ তুলিয়া চাহিল; কিন্তু পরক্ষণেই অপ্রতিভ-ভাবে থতমত খাইয়া সে দৃষ্টি নামাইতে বাধ্য হইল। কারণ, সে দেখিল, কঠোর ভ্রূকুটি সহকারে যুবকটি তখনও কট্‌মট্‌ চক্ষে নমিতাকেই নিরীক্ষণ করিতেছেন। তাঁহার দৃষ্টি দেখিয়া নমিতার হঠাৎ মনে হইল যে, সে বুঝি তাঁহাদের নিকট কোনও ঘোর অপরাধ করিয়াছে, তাই তিনি এমন ভাবে তাহার দিকে দারুণ অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন।

নমিতাকে মুখ ফিরাইতে দেখিয়া—ভদ্রলোকটি কি ভাবিলেন কে জানে,—তিনি কোনও কথা না বলিয়া তাড়াতাড়ি ফিরিয়া চলিলেন। নমিতা চাহিয়া দেখিল, তিনি সঙ্গিগণকে অপেক্ষা করিবার আদেশ দিয়া বরাবর ঘাট ছাড়িয়া উপরের রাস্তায় উঠিয়া, কোথায় চলিয়া গেলেন।

চন্‌চনে রৌদ্রের তাতে পায়ের তলার মাটী খুবই তাতিয়া উঠিয়াছিল। তাহারই উপর ছোট ছোট ছেলেগুলির সহিত দুইটি মহিলা নিরুপায়-ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন দেখিয়া, নমিতার মন বড়ই বিচলিত হইয়া উঠিল; তাঁহার ইচ্ছা হইল সে উঠিয়া গিয়া উঁহাদের কোনরূপে একটু বিশ্রামের উপায় স্থির করিয়া আসে। কিন্তু ক্ষণ-পরেই তাঁহাদের অভিভাবক ভদ্রলোকটির মুখ মনে পড়িতেই, নমিতার চিত্ত সে সঙ্কল্পে

বিমুখ হইল। সে ভাবিল, থাক্, তাহার ক্ষমতা কতটুকু, এবং অযাচিত সাহায্য! ব-নাম অনধিকার চর্চ্চার প্রয়োজনই বা তাহার কিসের?

মনকে চোখ্ রাঙাইয়া শাসন করা চলে, কিন্তু মনের ভিতর আর যাহা আছে, তাহাকে শাসনে রাখা চলে না। নমিতার ভিতরে ভিতরে কেমন অস্থিরতা ধরিল। ধিক্! কি নির্দ্দয়তা তাহার! নৌকার 'ছই'এর শীতল আশ্রয়ে বসিয়া সে নিশ্চিন্ত আরামে অন্যের শারীরিক রোগ নির্দ্ধারণ ও প্রতিকার-ব্যবস্থা খুঁজিতেছে, কিন্তু তাহার নিজের হৃদয়াভ্যন্তরে যে নিষ্ঠুর মূঢ়তার ব্যাধি জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছে, তাহার সন্ধান লইবে কে? তাহার শান্তি করিবে কে? অনুতপ্ত নমিতা বৃশ্চিক-দষ্টের ন্যায় ত্রস্তভাবে বই ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।—ছিঃ! ছিঃ! কি ক্রূর নীচতাই তাহার অভ্যন্তরে দিনে দিনে সঞ্চারিত হইতেছে! মানুষের রূঢ়তা-মূঢ়তার আঘাতে তাহার অন্তরেও হৃদয়হীন ঔদ্ধত্য জাগ্রত হইয়া উঠে! ধিক্!—সে না এক দেবোপম-মহত্ত্ব-গৌরবে, অতুলনীয় ক্ষমাশীল স্বর্গীয় মহাত্মার প্রাণের শিক্ষায় ও দেহের শোণিতে হৃষ্ট-পুষ্ট আদরের আত্মজা! ছিঃ ছিঃ, কি কলঙ্ক! সেই অমর সুন্দর পরিচয়-গৌরবের স্মৃতি স্মরণ করিতেও যে ক্ষোভে লজ্জায় মন ক্ষুব্ধ ও অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে! ছিঃ! শতবার ছিঃ! আত্মাভিমানকে প্রবল করিয়া হতভাগ্য অধম সে পিতার স্বর্গীয় শিক্ষা-সম্মানকেও অপমান করিতে কুণ্ঠিত নয়।

নৌকা হইতে নামিয়া নমিতা তীরে উঠিলে, যুগপৎ কয়েক জোড়া কৌতূহলী দৃষ্টি তাহার উপর আপতিত হইল। চারিদিক্ চাহিয়া আরক্ত-বদনা নমিতা একবার অস্থির-চিত্তে একটু ইতস্ততঃ করিল, তাহার পর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া শিশুক্রোড়ে দণ্ডায়মানা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কা রমণীকে সম্বোধন করিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "আপনারা কোথায় যাবেন?"

রমণী যেন প্রত্যুত্তর দিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া ছিলেন; নমিতার প্রশ্ন শেষ হইতে না হইতে বলিলেন, "আমরা 'বার-দুয়ারীর' ঘাটে নাম্‌ব —কিন্তু দেখুন দেখি, কি বিপদে পড়া গেছে, একটাও নৌকো নেই।"

"আপনারা নৌকো খুঁজছেন, 'বার-দুয়ারীর' ঘাট নাম্‌বেন?"—সাগ্রহে এই প্রশ্ন করিয়া নমিতা অগ্রসর হইয়া বলিল, "আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে, তা'হলে এই নৌকোয় যেতে পারেন। আমি 'হাঁসপাতাল-ঘাটে' নেমে যাব, তারপর আপনারা 'বার-দুয়ারীর' ঘাটে গিয়ে নাম্‌বেন।"

রমণী বয়োজ্যেষ্ঠার মুখপানে চাহিলে, বয়োজ্যেষ্ঠা মহোদয়াও এই লোভনীয় প্রস্তাবে কিছুমাত্র অসম্মতি প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু সম্মতি প্রকাশেও বোধ হয়, তাঁহার সাহসে কুলাইল না, তাই ইতস্ততঃ করিয়া আম্‌তা-আম্‌তা ভাবে বলিলেন, "কি জানি বাছা, অরুণ আসুক্‌, দেখি সে কি বলে……।"

অবিলম্বে অরুণচন্দ্র অদূরে পথের মোড়ে দেখা দিলেন। নমিতা চাহিয়া দেখিল, অরুণই বটে!—রুক্ষ ভ্রূকুঞ্চন সহ তিনি তর্জ্জনী উঠাইয়া পিছনের একটা লোকের উদ্দেশে কি বলিতে বলিতে আসিতেছেন। বিস্মিতা নমিতা দেখিল, অরুণবাবুর পশ্চাতে গোবেচারীর মত সঙ্কুচিত-ভাবে আগমনশীল সেই লোকটা নমিতার অধিকৃত সেই নৌকার মাঝি।

নমিতা বুঝিল, অরুণবাবু তখন তাড়াতাড়ি চলিয়া গিয়াছিলেন মাঝিকে পাক্‌ড়াও করিবার জন্য। নমিতার মনে মনে একটু হাস্যোদ্রেক হইল;—ভদ্রলোক মাঝিকে ডাকিয়া আনিয়াছেন বেশ করিয়াছেন,—কিন্তু জল জীয়ন্ত নমিতা নৌকায় বসিয়া আছে দেখিয়া, তিনি তাহাকে আধখানা কথা না বলিয়া কেন অনর্থক কষ্ট করিয়া মাঝির পেছুতে ছুটিলেন! নমিতাকে একটা কথা বলিয়া বালকবালিকাদের সহিত

স্ত্রীলোক-দুইটিকে নৌকায় উঠাইয়া দিলেই ত গোল চুকিয়া যাইত। ইঁহারা রৌদ্রতাপে অনর্থক এতখানি কষ্টও ভোগ করিতেন না!

কিন্তু ইহা নমিতার যুক্তি। অপরের তর্ক ইহার অস্তিত্বটা পর্য্যন্ত উড়াইয়া দিতে পারে। অতএব নিষ্ফল বিতণ্ডায় প্রয়োজন কি? বিশেষ, অরুণবাবুর সেই কঠোর অপ্রসন্নতার উপর দন্তস্ফুট করাও অসহনীয় ধৃষ্টতা! নমিতা নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

কাছাকাছি হইয়া নমিতাকে দেখিয়া বুদ্ধিমান্ অরুণবাবু পশ্চাদ্বর্ত্তী মাঝিকে কি ইঙ্গিত করিলে, মাঝি অগ্রসর হইয়া সেলাম করিয়া সবিনয়ে নমিতাকে বলিল, "মেমসা'ব, আমার অন্য সোয়ারী ঠিক হয়ে গেছে—এখানে আমি ভাড়া বেশী পাব।"

চমৎকৃতা নমিতার দৃষ্টি পরিষ্কার হইয়া গেল।—ভদ্রলোক অরুণবাবুর ভদ্রতাটুকু ধন্যবাদার্হ! তিনি প্রস্থিতা মেমসাহেবটির আচরণের প্রতিহিংসা নিরপরাধা নমিতার উপর দিয়া শোধ লইতে চাহেন। কিন্তু থাক, আক্ষেপের বিরোধে লাভ কি? অরুণবাবু যাহা খুসী করিতে পারেন বলিয়া কি নমিতাকেও ঠিক তাহাই করিতে হইবে! সে নমিতা অন্ততঃ একজন মানুষের কন্যা! সেটুকু তাহার কোন মতেই ভুলিলে চলিবে না।

বলপূর্ব্বক আত্মদমন করিয়া প্রসন্ন ধৈর্য্যে নমিতা বলিল, "বেশ ত তোমার লোক্সানের ত কিছু দরকার নেই। আমিও তাঁদের সঙ্গেই তোমার নৌকায় যাব, তাতে বোধ হয়,—(অরুণবাবুর দিকে শান্ত স্থির দৃষ্টি তুলিয়া পরিষ্কার কণ্ঠে) আপনার তাতে কোন আপত্তি নেই?"

অরুণবাবু হঠাৎ থতমত খাইয়া যেন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। একজন অপরিচিতা যুবতী যে এমন ভাবে তাঁহার মত লোককে এত অসঙ্কোচে মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিতে পারে, ইহা যেন তাঁহার স্বপ্নের অগোচর। ঘাড়

চুলকাইয়া জড়িত স্বরে তিনি বলিলেন, "আজ্ঞে, তাতে আর—তাতে আর।"—

"আপত্তি নেই ত?" এই বলিয়া মুখ ফিরাইয়া ভদ্রমহিলা দুইটির পানে চাহিয়া, অত্যন্ত সরল ও সহজভাবে—যেন কতকালের পরিচিতের মত—নমিতা বলিল, "বেশ, তবে আর দেরী কেন? আপনারা নৌকোয় আসুন।"

নমিতা পুরোবর্ত্তী হইলে, অল্পবয়স্কা মহিলাটি অরুণবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো! ভূতির পায়ে ব্যথা, ওকে এইটুকু কোলে কোরে নিয়ে চল না!"

"আমি পার্ব্বো না। ভোঁদা নে।" এই বলিয়া অরুণবাবু খট্-খট্ শব্দে জুতা ঠুকিয়া অগ্রসর হইলেন। আদেশপ্রাপ্ত ভোঁদা অসন্তুষ্ট-ভাবে ঠোঁট-মুখ বাঁকাইয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "বাবা রে, আমাকেই যত ফর্‌মাস!"

নমিতা ফিরিয়া চাহিল। পঞ্চদশ-বর্ষীয় বালকটি যে তিন বৎসরের ছোট খুকিকে কোলে বহিতে পারিবে না, তাহা নহে; বহিবার সামর্থ্য তাহার যথেষ্ট আছে, তবে ইচ্ছা এতটুকুও নাই। কিন্তু সেজন্য তাহাকে আদৌ দোষ দেওয়া চলে না। পঁচিশ বৎসরের উর্দ্ধ বয়সের যুবকটি যদি প্রচুর শক্তিসামর্থ্য সত্ত্বেও সামান্য কাজে এতটুকু খাটিতে অকারণে অসম্মত হন, তাহা হইলে তাঁহার দৃষ্টান্তানুবর্ত্তী অপর একটি পনের বৎসরের বালক যে তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিবে, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি!

দংশিত অধরে মনের ক্ষোভ দমন করিয়া নমিতা পিছু হটিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "দাঁড়াও খোকা! আমি ওকে কোলে করে নিয়ে যাচ্ছি—।" এই বলিয়া নমিতা ক্ষুদ্র খুকীটিকে কোলে উঠাইয়া লইল।

অরুণবাবু বিস্মিতভাবে থমকিয়া দাঁড়াইলেন; মহিলাদ্বয় ব্যস্ত ও লজ্জিত হইয়া বাধা দানে উদ্যত হইলেন, আর পঞ্চদশ-বর্ষীয় ভোঁদা হত-ভম্বের মত দাঁড়াইয়া বিমূঢ়-স্বরে বলিল, "ঐ! আপ্নি ওকে কোলে কোচ্ছেন? আপ্নি কি ছেলে নেবার ঝি না কি?"

অদ্ভুত যুক্তি! নমিতা বালকের মুখ-পানে চাহিয়া বড় দুঃখেই একটু ম্লান হাসি হাসিল। সে মনে মনে বলিল, "ধিক্! কিন্তু বালকের দোষ কি? যেমন শিক্ষা তেমনই ত পরীক্ষা হইবে! যাঁহাদের শিক্ষাদাতা অভিভাবকগণ শুধু শিক্ষার গর্ব্ব লইয়া বসিয়া আছেন, সার্থকতার সহিত কোন খোঁজ-খবর রাখেন না, তাঁহাদের আদর্শের প্রকৃতির ছাঁচে গড়া, এই সমস্ত সুকোমল্ কচি-প্রাণ আর কি বেশী উন্নতি লাভ করিবে!"

বালকের শিক্ষাদাতা ও অভিভাবক অরুণবাবুর সম্মুখে বালকের সুন্দর যুক্তিপূর্ণ প্রশ্নের কোনও উত্তর দান অনাবশ্যক বোধে, নমিতা নিঃশব্দে একটা বেদনাক্রান্ত নিঃশ্বাস ফেলিয়া অগ্রসর হইল।

বালকের মাতা অল্পবয়স্কা রমণী তর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "মরণ আর কি ছেলের! কথার ছিরি দ্যাখো!"

অরুণবাবুও বোধ হয়, বালকের কথায় অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন; বালকের মাতার ভৎর্সনা শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ রুষ্টভাবে বলিলেন,— "যেমন শিখিয়েছ!"

নমিতার হাসি পাইল। সন্তানের কুশিক্ষার জন্য মাতা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দায়ী, এ কথা শতবার স্বীকার্য্য; কিন্তু মাতার শিক্ষাহীনতার জন্য দায়ী কে? ... ... মাতার শিক্ষার সময় অভিভাবকগণ কে কোথায় থাকেন তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই, কিন্তু পরীক্ষার সময় সকলে চারিদিক্ হইতে জোট বাঁধিয়া সারবন্দী হইয়া দাঁড়াইয়া একেবারে "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া গর্জ্জিয়া উঠেন!—কি সুন্দর ব্যবস্থা!

কিন্তু দূর হউক, নিস্ফল মনস্তাপ মনের ভিতরই চাপা থাক্, উহা লইয়া নিজের চিত্তগ্লানির মধ্যে তিক্ত-বিরক্ত হইয়া লাভ কি ? গোড়া কাটিয়া ডগে জল ঢালিয়া ফসল ফলাইবার চেষ্টার সাফল্য-সম্ভাবনা থাক্ আর না থাক্, তাহাতে মস্ত একটা বাহাদুরী ত আছে! ইঁহারা তাহাই লইয়া মাতামাতি করুন। নমিতা তাহার মধ্যে কথা বলিবার কে ? কিন্তু তবুও বালকের মাতার উজ্জ্বল বুদ্ধিশ্রী-মণ্ডিত শ্যাম-সুন্দর মুখখানির পানে চাহিয়া অজ্ঞাতে নমিতার একটা নিঃশ্বাস পড়িল! সে ভাবিল, আহা! এই বুদ্ধির সহিত যদি বিদ্যার সৌন্দর্য্য-সঞ্জাত রমণীয় মাধুর্য্য-দীপ্তি সংযুক্ত হইত, ঐ কোমল মাতৃ-করুণা-বিভাসিত বদনে যদি উন্নত উদার জ্ঞানের মহিমা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত, ঐ কুশিক্ষার কুটিল-সঙ্কীর্ণতা-বিকসিত দৃষ্টি-প্রান্তে যদি সুশিক্ষার প্রসন্ন বিমল জ্যোতিঃ, প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিত,—তাহা হইলে এই অশিষ্ট সন্তানের অসভ্যতার শিক্ষাদাত্রী লজ্জা-কুণ্ঠিতা মাতা আজ, সুশিষ্ট পুত্রের সভ্যতা-শিক্ষা-বিধানের জন্য যশোগৌরবে সমলংকৃতা হইতেন না কি ?

বিরক্ত অরুণবাবু নৌকার দিকে অগ্রসর হইয়া চলিলেন। অন্যমনস্কা নমিতা ক্রোড়স্থ ক্ষুদ্র বালিকার মচ্‌কান বেদনাযুক্ত পায়ের চূণ-হলুদ-মাখান ফুলা স্থান টিপিয়া টিপিয়া পরীক্ষা করিতে করিতে ধীর পদ-সঞ্চারে সকলের শেষে নৌকার নিকট গিয়া পৌছাইল। অরুণবাবু ছেলেদের হাত ধরিয়া নৌকায় তুলিয়া দিলেন। তাঁহার মাতা ও ভ্রাতৃজায়া নৌকায় উঠিলে, নমিতা ক্রোড়ের বালিকাটিকে নৌকায় দিয়া নিজেও নৌকায় উঠিবার উদ্যোগ করিতেছেন—এমন সময় ঘাটের উপর রাস্তায় কাহারও প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। নমিতা দেখিল, রাস্তা দিয়া শীর্ণদেহ, মলিন ও শুষ্কবদন এক বৃদ্ধা গামছার মোট মাথায় করিয়া রৌদ্র-তাপে শ্রান্ত ও ক্লান্ত ভাবে ধুকিতে ধুকিতে চলিয়াছে! তাহার মুখের দিকে দৃষ্টি-

পাত করিয়া নমিতা চমকিত হইল! বিস্ময়-ক্ষুব্ধ নমিতার কণ্ঠ হইতে আপনা-আপনি ব্যথিত করুণ আহ্বান ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল;—"মক্‌বুলের মা!"

নমিতার আহ্বান বৃদ্ধার কাণে পৌছিল। বৃদ্ধা এ-দিক্ ও-দিক্ চাহিয়া নমিতাকে দেখিতে পাইয়া, আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া বলিল, "তস্‌লীম্ বিবি, তুমি এখানে?"

নমিতা সংক্ষেপে জানাইল, একটু প্রয়োজনে সে এই দিকে আসিয়াছিল। তাহার পর ব্যগ্র ও উৎকণ্ঠিত ভাবে শুধাইল, "তুমি কি গামছা বিক্রী কর্‌বার জন্যে এই রোদ্দুরে রোগা শরীর নিয়ে বেরিয়েছ, মক্‌বুলের মা?"

নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিষাদের হাসি হাসিয়া মক্‌বুলের মা বলিল,—"পেট ত আছে মা! নসীবের লেখা—কি কোর্ব্বো বল? আল্লার কলম···!"

নমিতার বুকে ধ্বক্ করিয়া ঘা বাজিল!—আল্লার কলম দুর্ভাগার অদৃষ্টে এত নিষ্ঠুর শাস্তির বিধান এমন কঠোরভাবে দাগিয়া দিয়াছে! ওঃ কি ভয়ানক!—দুরন্ত রৌদ্রে গামছার মোট লইয়া ইহাকে রোগ-দৌর্ব্বল্য-খিন্ন দেহখানি লইয়া পুড়িতে পুড়িতে পথে ছুটাছুটি করিতে হইবে! তাহা না হইলে, আহারের উপায় নাই!—ইহাই আল্লার কলম!

কাশিতে কাশিতে মুখ ফিরাইয়া নমিতা মুখের ঘাম মুছিয়া পুনশ্চ ফিরিয়া দাঁড়াইল। আল্লার কলমের লেখা কাহারও মুছিবার সাধ্য নাই। সুতরাং বার মাস ত্রিশ দিনই এই দুর্ভাগা বিধবা বৃদ্ধাকে এমনই ভাবে রৌদ্রে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া গামছা বিক্রী করিয়া খাইতে হইবে, ইহা অবশ্য অকাট্য সত্য; কিন্তু তবুও সম্মুখে যখন সুবিধাটুকু রহিয়াছে, তখন সেই সুযোগকে—অন্ততঃ নমিতার সহজসাধ্য সুযোগটুকুকে—কেন অনর্থক ছাড়িয়া দেওয়া হয়?

সম্মুখে দণ্ডায়মান অরুণবাবুর দিকে একবার চাহিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া নমিতা মক্‌বুলের মাকে বলিল, "তুমি বাড়ী ফির্‌ছ ত? এতটা পথ হেঁটে যেতে অনেক দেরী হবে; এই নৌকোয় আমাদের সঙ্গে চল না?—"

বৃদ্ধা প্রীতবদনে হাসিয়া বলিল, "না বেটি, তোমরা যাও! ওর ভেতর আমি কোথায় বস্‌ব?"

নমিতা। কেন, জায়গা ত যথেষ্ট রয়েছে! তুমি এস মক্‌বুলের মা! তোমায় ভাড়া দিতে হবে না—।

অপেক্ষাকৃত দৃঢ়তার সহিত মাথা নাড়িয়া মক্‌বুলের মা বলিল, "না বেটি! আমি যাব না।"

ক্ষুণ্ণ নমিতা নিজের নির্ব্বুদ্ধিতাকে ধিক্কার দিল। ভাড়ার কথাটা উল্লেখ করিয়া বৃদ্ধাকে আশ্বাস দিতে গিয়া, না বুঝিয়া সে বোধ হয়, তাহার সম্মানে আঘাত করিয়া তাহাকে অনর্থক ক্ষুব্ধ ও অপমানিত করিয়াছে! অগ্রসর হইয়া ক্ষমাপ্রার্থীর কণ্ঠে বিনীত ভাবে নমিতা বলিল, "এস মক্‌বুলের মা, তোমায় এমন ভাবে রাস্তায় রোদে ছেড়ে দিয়ে গেছি, শুন্‌লে মা রাগ কোর্ব্বেন। তাঁকে কি বল্‌ব বল দেখি?"

স্নেহ-সুন্দর-বদনের এমন স্মিত-কোমল সুমধুর প্রশ্ন শুনিলে, কাহার না মন আর্দ্র ও অভিভূত হইয়া ধরা দিতে চায়! তেজস্বিনী দরিদ্রা বৃদ্ধার দৃঢ়তা একটু টলিল। সস্নেহে হাসিয়া আদরের সহিত বৃদ্ধা বলিল, "বিবিকে আমার সেলাম দিও, বেটি! কিছু মনে কোরো না, এইটুকু পথ আমি খুব যেতে পার্‌বো।"

নমিতা। যেতে পার্ব্বে জানি, আর যেতেও নিশ্চয় তা জানি;—কিন্তু এখানে যখন এসে পড়েছ, দেখা যখন হয়েছে, তখন.........?

অরুণবাবুর বদনে রুক্ষ ভ্রূভঙ্গীর স্থলে ক্রমশঃ বিস্ময় ও আগ্রহের চিহ্ন

পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল ; একটা কিছু বলিবার বা করিবার সুযোগ খুঁজিতে তিনি উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলেন। বৃদ্ধার প্রতি নমিতার কোমল স্নেহাশ্রিত অনুরোধ উপরোধ শুনিতে শুনিতে বুদ্ধি-কৌশলের চাতুরী তাঁহার মস্তিষ্কটাকে সজোরে নাড়া দিয়া গেল। কৃতিত্বের সহিত কর্ত্তৃত্বের চাল চালিবার জন্য, ওকালতীর সুরে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আরে এস না বুড়ী! কুটুম্বিতের জন্যে মানের কান্না কেঁদে, শেষে কেন অকারণ রোদে হেঁটে কষ্ট পেয়ে মর্‌বে ? গাঁটের কড়ি খরচ করে উনি তোমায় যখন নিয়ে যেতে চাইচেন, তখন 'না' বোলে বোকার মত ঠক্‌ছ কেন ? চলে এস।"

সাহস পাইয়া নৌকার সম্মুখভাগে উপবিষ্ট পূর্ব্বোক্ত ভোঁদা-নামক বালকটি, পিতৃব্যের উপহাস-হাস্য-রঞ্জিত বদনের পানে চাহিয়া ফশ করিয়া বলিয়া উঠিল, "এ যেন পেটে খিদে মুখে লাজ ; কি বল কাকা ! এ্যাঁ ?—হি—হি—হি !"

বালক নিজের সরস রসিকতার গৌরব-মাহাত্ম্যে উৎফুল্ল হইয়া গর্ব্বে হাসিয়া উঠিল ; পিতৃব্যও সে হাসিতে সোৎসাহে যোগ দিলেন। উষ্ণ বিরক্তিতে নমিতার সমস্ত মুখখানা রাঙাইয়া উঠিল। সে ঝকমারী করিয়াছে, এই লোকগুলির সাম্‌নে বৃদ্ধাকে নৌকায় যাইবার অনুরোধ করিয়া ! ইহারা মনে করিয়াছে এই অনুরোধটুকু যেন নমিতার একান্তই দৃপ্ত অনুজ্ঞা ! এ অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করা বুড়ীর পক্ষে ধৃষ্টতা। সুতরাং, তাহারা শুদ্ধ বুড়ীকে এই সৌভাগ্য বরণের জন্য বিদ্রূপের উপদেশ বর্ষণে উদ্যক্ত হইয়াছে !

নিজের উপর নমিতা অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া উঠিল। ছিঃ বুড়ীকে এমন ভাবে পরের নিকট অপমানিত করাইবার তাহার কি প্রয়োজন ছিল ? সহৃদয়তাও হিসাবের উপর প্রকাশ করা উচিত। স্থান-কাল-পাত্র বুঝিয়া

তবে কুটুম্বিতার অর্ঘ্য সাজাইতে হয়। নিজের প্রবৃত্তি লইয়া খামকা যথেচ্ছ খেলা খেলিয়া নিজের ক্ষতি এবং পরের মনস্তাপ অর্জ্জন করিয়া, পরের কৌতূহলের নিকট কেন সে নিজেকে খর্ব্ব করিতেছে! অসহিষ্ণু নমিতা বলিল, "না না, মক্‌বুলের মা, মাপ কর। খুসী হয়, তুমি অমনিই হেঁটে আস্তে আস্তে এস। আমি চল্লুম তা হ'লে।" নমিতা নৌকায় উঠিল।

অপরিচিত লোক-দুইটির অকারণ কৌতুক চাপল্যের হাস্যলীলায় বৃদ্ধা মর্ম্মাহত হইয়া ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে তাহাদের পানে চাহিয়াছিল। নমিতা নৌকায় উঠিলে, সনিঃশ্বাসে অভিবাদন করিয়া বৃদ্ধা ফিরিতে উদ্যত হইয়া, —সহসা কি যেন মনে পড়াতে—সবেগে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "না বেটি চল, তোমার সঙ্গেই যাই—।"

তাহার আকস্মিক ভাব-পরিবর্ত্তনে নমিতা বিস্মিত হইয়া মুহূর্ত্তের জন্য বৃদ্ধার পানে চাহিল। বৃদ্ধা কি নিমিত্ত শ্রদ্ধা-সহৃদয়তার সম্মান রক্ষার জন্য তাহার অনুরোধ-পালনে এতক্ষণে স্বীকৃত হইল? কিন্তু না, নমিতার তাহা ঘটিতে দেওয়া উচিত নয়! নমিতার ইচ্ছা হইল, বৃদ্ধার কার্য্যে বাধা দান করে, কিন্তু সে পারিল না। জরাজীর্ণ বৃদ্ধার সদ্যঃ রোগমুক্ত শীর্ণ কম্পিত দেহযষ্টির পানে চাহিয়া করুণ-বেদনায় তাহার চিত্ত বিগলিত হইয়া উঠিল। সে ভাবিল, 'দূর হউক উপহাস বিদ্রূপ; মানুষদের মুখ চাহিয়া সে কেন নিজের মনুষ্যত্ব হারাইবে? উঁহারা যাহা খুসী বলুন।— নিজের কর্ত্তব্য-পালনের ভার নমিতার নিজের উপর; উঁহাদের যথেচ্ছ চালিত রসনার ব্যঙ্গ ইঙ্গিতের উপর নহে।'

নমিতা ত্রস্তে আসিয়া হাত বাড়াইয়া বৃদ্ধাকে নৌকার উপর তুলিয়া লইল। করুণ কৃতজ্ঞতায় বৃদ্ধার দুই চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। শুধু আজ বলিয়া নহে, এখানে বলিয়া নহে,—হাঁসপাতালের রোগ-শয্যায়

পড়িয়া, সেই অসহায় অবস্থায় নমিতার সযত্ন-শুশ্রূষা বৃদ্ধার হাড়ে হাড়ে কৃতজ্ঞতার রক্তে আঁকা আছে। সে কি কখনও ভুলিবার বিষয়! আবেগ-ভরে বৃদ্ধা নমিতার ললাটে করস্পর্শ করিয়া চুম্বন করিয়া, জড়িত অস্ফুট স্বরে বলিল, "খোদা ভাল করুন।"

নমিতার বুকের ভিতর একটা পুলকাবহ প্রীতির বেগ ঠেলিয়া উঠিল। চারিদিকে এতগুলা লোকের বিস্ফারিত কৌতূহলী দৃষ্টি বিস্ময়ে জাজ্বল্যমান না দেখিলে, সেও হয় ত, সেই মুহূর্ত্তে চোখের জল সাম্‌লাইতে পারিত না। কষ্টে আত্মদমন করিয়া তাড়াতাড়ি কাজের অছিলায় পরের মুহূর্ত্তটা অতিবাহিত করিবার জন্য, নমিতা নিজের ছাতা খুলিয়া নৌকার পার্শ্বে হেঁট হইয়া গঙ্গার জলে ছাতার কাপড়টা ডুবাইয়া বৃদ্ধার হাতে ছাতাটা দিল। তাহার পর তাহাকে দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণের অবকাশ না দিয়া, নৌকার ছই ধরিয়া পার্শ্বের পাটাতনের উপর দিয়া ক্ষিপ্র-সতর্কতার সহিত নৌকার পশ্চাৎদিকে নমিতা চলিয়া গেল। নৌকার 'ছই'এর ভিতর বেশী জায়গা না থাকিলেও দুই জনের বসিবার জায়গা যথেষ্ট ছিল; কিন্তু নমিতা সেটুকুর মধ্যে স্থান লইল না। সে 'ছই'এর প্রান্তে যেখানে ছায়া পড়িয়াছিল, সেইখানে বসিয়া বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া পূর্ব্ব-পরিত্যক্ত বইখানি তুলিয়া লইয়া পড়িবার উদ্যোগ করিল।

বিস্ময়ে বিমূঢ়া মক্‌বুলের মা বলিল, "ছাতা কি কোর্ব্বো?"

নমিতা। তুমি মাথায় দাও।

মক্‌বুলের মা। তুমি?—

"আমার এ দিকে ছায়া পড়েছে, ছাতার দরকার নেই।" এই বলিয়া নমিতা নিশ্চিন্তভাবে পুস্তকে মনঃসংযোগ করিল।

বুড়া মাঝি অনেক দিন গঙ্গায় নৌকা বাহিয়া যাইতেছে, অনেক রকমের অনেক লোকের সহিত তাহার অনেকবার আলাপ পরিচয়ও

হইয়াছে ;—সে অনেক লোক দেখিয়াছে, কিন্তু এমন অদ্ভুত প্রকৃতির অল্পবয়স্কা নারী সে আর কখনও দেখে নাই! নিজের জন্য ভালরূপ বসিবার জায়গাটা লইয়াই সকলে ঝগড়া-ঝাঁটি করিয়া থাকে, কিন্তু এই আশ্চর্য্য মেয়েটি, নিজের ভাল জায়গাটি অপরকে বিনা স্বার্থে দান করিয়া নিজে কি না 'ছই'এর আড়ালে পা ছড়াইয়া বসিয়া অবিকৃত চিত্তে বই পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল! বিস্ময়-কুণ্ঠিত মাঝি সবিনয়ে বলিল, "ছইয়ের ভেতর জায়গা আছে, মা!"

"থাকুক, ঐ ভদ্রলোকটি বস্‌বেন।" এই বলিয়া নমিতা পুস্তকের উপরই দৃষ্টি স্থির-বদ্ধ রাখিল।

ছোট ছোট ছেলেগুলি তখন 'ছই'এর ভিতর মনোমত জায়গার জন্য মারামারি পিটা-পিটি জুড়িয়া দিয়াছিল। তাহাদের থামান ও ধমক দেওয়ার গোলমালে ব্যতিব্যস্ত মহিলাদ্বয় চাহিয়া দেখেন নাই যে, বাহিরে কি হইতেছে। সুতরাং নমিতা বাহিরে বসায় তাঁহারা কিছুই বলিলেন না। অরুণবাবু নৌকায় উঠিয়া নমিতার শেষ কথার উত্তরে নিজের ভদ্রতা-প্রকাশ অবশ্য-কর্ত্তব্য বুঝিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "হলেই বা!—আপনিও ভেতরে বস্‌তে পারেন।"

পুস্তকের উপর হইতে মুহূর্ত্তের জন্য দৃষ্টি তুলিয়া, নমিতা বলিল, "ধন্যবাদ! কিন্তু নিষ্প্রয়োজন।"

বুদ্ধিমান্ অরুণবাবু বুঝিলেন না যে, নিষ্প্রয়োজনেরও মূলে কিছু না কিছু প্রয়োজন বিদ্যমান থাকে। নমিতা তাঁহাদেরই কঠোর কটাক্ষাঘাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য 'ছই'এর বাহিরে নির্জ্জনে বই লইয়া বসিয়াছে। কিন্তু নমিতা উদাসীন হইয়া বসিলেও উৎসাহী অরুণবাবু নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। কারণ, নমিতার বাক্য ও ব্যবহার তাঁহার মনকে কৌতূহলে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল এবং নিজের পূর্ব্বকৃত ব্যবহারগুলি যদিও

তাঁহার চিত্তকে কিছুমাত্র লজ্জিত বা অনুতপ্ত না করিয়া তুলুক, তথাপি অরুণবাবু বিশিষ্ট ভদ্রতা দেখাইয়া তৎসম্বন্ধে দুই চারিটা সুন্দর সুকোমল কৈফিয়ৎ দিয়া—শিষ্টাচার বাঁচাইয়া নমিতার পরিচয়টি জানিয়া লইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন।

মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল। অরুণবাবু মাতার সহিত ভ্রাতৃজায়ার সহিত এ-দিক্ ও-দিক্ গল্প জুড়িয়া দেখিলেন, তাহাতে অধ্যয়নরতা নমিতার একাগ্র পাঠের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইল না। অরুণবাবু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। আলাপ জমাইবার কোন কিছু উপকরণ খুঁজিয়া না পাইয়া হঠাৎ উৎসুকভাবে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আপ্নার হাতে ওখানা কি বই? বাইবেল?"

প্রশান্ত দৃষ্টি তুলিয়া নমিতা উত্তর দিল, "না।"

অ। তবে কি বই?—

ন। একখানা চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় বই।

অ। আপনি কোথাকার মিশনে কাজ করেন?

ন। মিশনে আমি কাজ করি না।

অ। তবে?

"হাঁসপাতালে আমি কাজ করি।"—এই বলিয়া নমিতা পুস্তকে পুনশ্চ দৃষ্টি নত করিল।

অধিকতর ঔৎসুক্যের সহিত অরুণবাবু বলিলেন, "কোথাকার হাঁসপাতালে আপনি কাজ করেন? এখানকার গবর্ণমেণ্ট হাঁসপাতালে?"

পুস্তকের উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়াই নমিতা উত্তর দিল, "হ্যাঁ।"

অরুণবাবু তথাপি থামিলেন না; বলিলেন, "আপনি কি লেডী ডাক্তার?"

নমিতা বিরক্ত হইয়া উঠিল। এখানকার হাঁসপাতালে একমাত্র

মিস্ স্মিথ্ ভিন্ন অন্য মহিলা ডাক্তার আর কেহ নাই, ইহা সকলেই জানেন; কিন্তু ভদ্রলোকটির বিশেষজ্ঞতার মাত্রা বোধ হয় সকলের ঊর্দ্ধে, তাই অনাবশ্যক বাক্যালাপের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। কষ্টে ধৈর্য্য রক্ষা করিয়া নমিতা নতবদনে উত্তর দিল, "আজ্ঞে না; আমি নার্শ্।"

"আপনি নার্শ্! অ!"—সোৎসুকে অরুণবাবু বলিলেন, "আচ্ছা মিসেস্ দত্তও ঐখানে কাজ করেন না? তাঁকে জানেন? তিনিও নার্শ্ নয়?"

নমিতা সংক্ষেপে উত্তর দিল, "হুঁ।"

অরুণ। তাঁর সঙ্গে আপনার আলাপ আছে নিশ্চয়।—একসঙ্গে যখন আপনারা কাজ করেন, তখন তাঁকে অবশ্যই আপনি ভাল রকম চেনেন? মিসেস্ দত্তের সঙ্গে আপনার অবশ্যই খুব ভাব-সাব আছে?

নমিতার ধৈর্য্য অসংবরণীয় হইয়া উঠিল। সে ভাবিল—ভদ্রলোকটি কি ভুলিয়া গিয়াছেন, নমিতা তাহার পক্ষে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিতা স্ত্রীলোক! শুধু তাহাই নহে, নমিতা তাঁহার সহিত অনাবশ্যক বাক্যালাপেও ত একান্ত অনিচ্ছুক; তথাপি তিনি নিদারুণ আগ্রহে উপর্য্যুপরি প্রশ্ন-বর্ষণ করিয়া তাহাকে বিড়ম্বিতা করিতে উদ্যত হইয়াছেন! মিসেস্ দত্ত তাহার পরিচিতা, এই সামান্য সূত্রটুকু অবলম্বন করিয়া তিনি কেন এত অনাবশ্যক জোরের সহিত 'অবশ্যই' 'নিশ্চয়ই' ছড়াইতেছেন? আর দত্তজায়ার কথা লইয়াই বা এরূপভাবে আলোচনা করার উদ্দেশ্য তাঁহার কি?

পরক্ষণেই নমিতার মনে হইল—না, সেই বোধ হয়, বুঝিতে ভুল করিয়াছে। ভদ্রলোকটির কৌতূহলের মধ্যে হয় ত দূষণীয় ভাব কিছুই নাই; নমিতাই মিছামিছি সেটাকে বক্র প্যাঁচে ঘুরাইয়া অনর্থক নিজে অসহিষ্ণু হইয়া অন্যায় করিতেছে।

পুস্তকের উপর হইতে দৃষ্টি তুলিয়া ভাল করিয়া স্বাভাবিক শান্ত

কোমল কণ্ঠে নমিতা বলিল, "কার্য্য-সম্পর্কে যতটা সম্ভব, ততটুকু আলাপ অবশ্য আছে। আপনারা মিসেস্ দত্তকে চেনেন ?"

"চিনি না বটে ; তবে তাঁর সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানি-শুনি বিলক্ষণ !" এই বলিয়া গূঢ়-বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া সকৌতুকে অরুণবাবু পুনশ্চ বলিলেন, "আচ্ছা বলুন দেখি, তাঁর প্রকৃতিটা কেমন ? তিনি কি রকম ধাতের লোক ?"

উৎকট বিক্ষোভাগ্নির তপ্ত হল্‌কা যেন নমিতার মুখের উপর ঝাপ্‌টা মারিল ! নমিতার ইচ্ছা হইল, একগাছা চাবুক লইয়া সে নিজের পৃষ্ঠে বসাইয়া দেয়। কি মূর্খ, কি নির্ব্বোধ সে !—ধিক্ ! ভদ্রলোকটির এতক্ষণের ব্যবহারেও তাঁহার অযাচিত আগ্রহ-ঔৎসুক্যের মর্ম্ম সে ঠাহর করিতে পারে নাই ! ইহার জন্য কাহার উপর সে রাগ করিবে ? ক্রোধের পাত্র, অপরাধের অপরাধী সে নিজের কাছে নিজেই ! দত্ত-জায়াকে গুপ্ত উপহাস-দ্বারা অপমান করা নয় ;—এ শুধু নমিতার নির্ব্বুদ্ধিতাকে ধিক্কারের গঞ্জনা দিয়া ইঁহাদের নির্ভীক ব্যবহারিক বুদ্ধি-বিজ্ঞতার নিরঙ্কুশ পরিচয়-প্রকটন ! কিন্তু না—না—এই সব ব্যবহারকে অন্যায় আগ্রহের বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না ;—এইগুলাই ত আসল শিখিবার জিনিস। এই সব অপমান-লাঞ্ছনার প্রতিকূলে নহে, অনুকূলে। নিজেকে আঘাত করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সতর্কতায় জাগ্রত করিয়া তোলা অবশ্য কর্ত্তব্য !

নমিতা পুস্তকের উপর দৃষ্টি ফিরাইয়া ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "ক্ষমা কোর্‌বেন, অনধিকার-চর্চ্চা সকলের পক্ষেই অনুচিত।"

আরও অনেকগুলি কথা তাহার বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ধৈর্য্যে ও শিষ্টাচারে পাছে বাধিয়া যায় বলিয়া সেগুলা বলা হইল না। মনের মধ্যে সেগুলা চাপা দিয়া, পুস্তকের উপর দৃষ্টি-স্থাপন করিয়া ক্ষুব্ধ-বিষণ্ণ চিত্তে

নমিতা ভাবিতে লাগিল, নিজের কথা, দত্তজায়ার কথা, আর এই চশ্মা-নিদর্শনে শিক্ষা-সভ্যতাভিমানী যুবকটির কথা !

হায় শিক্ষা ! হায় সভ্যতা ! তোমরা মানুষকে কি শিখাইতেছ ? শুধু ক্রূর দম্ভ, শুধু হৃদয়হীন অহঙ্কার ! ধিক্, শত ধিক্ তোমায় ! তোমারই স্পর্শে না মানুষ মানুষ হইয়া উঠিবে, তোমারই আলোকে না মানুষ মানুষের দুর্ব্বলতার গ্লানি-কলঙ্কে বেদনার অশ্রু বিসর্জ্জন করিবে ! তোমারই চেতনায় না মানুষ মনুষ্যত্ব-গৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উচ্চ হইতে উচ্চতম স্তানে, দেবত্বের সাধনা শিখিবে ! কিন্তু তুমি করিতেছ কি ? তোমার বাহ্য গৌরবের প্রাণহীন খোলসে আবৃত করিয়া, মানুষকে মানুষের জন্য সমবেদনা অনুভবের শক্তি হইতে বঞ্চিত করিতেছ ! মানুষকে শিখাইতেছ, শুধু কুটিল স্বার্থপরতার ছল খুঁজিয়া ছিদ্রপথে ব্যঙ্গ্য-কৌতুকের নিষ্ঠুর শেলাঘাত বর্ষণ করিতে ! শিক্ষিত মানুষ, মানুষের নির্ব্বুদ্ধিতায়, দুর্ব্বলতা-সৃষ্ট কলঙ্ক কুৎসায় নিজের অপমান-বেদনা অনুভব করিতে ভুলিয়া যাইতেছে ! মানুষ মানুষের জন্য অনুভব করিতে শিখিয়াছে, শুধু ঈর্ষা, শুধু বিদ্বেষ, শুধু ঘৃণা ! মানুষ মঙ্গলের মুখ চাহিয়া মানুষের ত্রুটিকে সংশোধন করিতে চাহে না ;—চাহে শুধু অমঙ্গলের মুখ চাহিয়া মানুষকে দংশন করিয়া নিজের হিংসা-বৃত্তি পরিতৃপ্ত করিতে !

উপদেশ-সংযত অরুণবাবু ততক্ষণে নিজের মাতা ও ভ্রাতৃজায়ার সহিত কি কথা আরম্ভ করিয়া গম্ভীর-ভাবে মৃদু-মন্দ স্বরে নানা কথা বলিতে-ছিলেন। নমিতা তাঁহাদের কথায় কাণ দিতে পারিল না,—তাহার মাথার মধ্যে তখন কেমন একটা তীব্র যন্ত্রণা অনুভূত হইতেছিল। তাহার ইচ্ছা হইল, একবার উঠিয়া গঙ্গার জল তুলিয়া মাথায় ঢালে ; কিন্তু সেই ছোট কাজটুকুও আবার অন্যের দৃষ্টিতে, কে জানে, কি ভাবে প্রকটিত হইবে, কোন্ দিক্ দিয়া কাহার মনে কি কৌতূহল-ঔৎসুক্য সমুৎসৃষ্ট

হইবে,—ভাবিয়া সে সে-কাজে ক্ষান্ত হইল, ঘাড় গুঁজিয়া বইয়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িতে লাগিল।

দত্তজায়া নমিতার কেহই নহেন, এবং এত দিন ধরিয়া তাহার সঙ্গে তিনি যেরূপ আচরণ করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে তাঁহার সম্বন্ধে সাধারণ হিসাবে নমিতা যদি কোন সম্পর্ক ধরিতে চায়, ত সে সম্পর্কটাকে, সহযোগিতার সৌহার্দ্য না বলিয়া প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্ব বলাই ঠিক। তা ছাড়া এতদিনের ব্যবহারে ও পরিচয়ে নমিতার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে দত্তজায়ার প্রকৃতির যে মোটামুটি ছায়াটা বুঝিতে পারা গিয়াছে, সেটুকুকেও আদর্শ-মনুষ্যোচিত চরিত্র বলা যায় না। কিন্তু তা বলিয়া নমিতা কি ভুলিয়া যাইবে যে, দত্তজায়া নমিতার মতই একজন পিতার কন্যা, ভ্রাতার ভগিনী নমিতারই ন্যায় বিশ্ব-সংসারের লক্ষ নারীর মাতা-মাতামহী-পিতামহীর মত করুণা, কল্যাণ ও শ্রদ্ধামণ্ডিতা নারীজাতির একটি ক্ষুদ্রতম অংশ! নমিতার সহিত দত্তজায়া সদ্ব্যবহার করেন না;—এমন কি সুযোগ পাইলে কাল্পনিক আক্রোশে তাহাকে প্রচ্ছন্ন অপমানের আঘাত করিতেও কুণ্ঠিত হন না। অবশ্য, সেজন্য নমিতা আহত-বেদনায় যে ব্যথিত না হয়, তাহা নহে; কিন্তু তাহাতেও নিজের বেদনার অপেক্ষা দত্তজায়ার নীচাশয়তার গ্লানি তাহার বুকে বাজে বেশী!—কেন না, দত্তজায়া ত মানুষ!

কিন্তু শুধু দত্তজায়া বলিয়া নহে, তাঁহার মত প্রত্যেকের সম্বন্ধেও ত ঐ কথা বলিতে পারা যায়। মানুষের মনুষ্যত্বের দৈন্য ও চরিত্র-মাধুর্য্যের হীনতায় নমিতার মত কত অভাগার বুকের মধ্যে ক্ষোভের লাঞ্ছনায় স্তম্ভিত ক্রন্দন জমাট বাঁধিয়া নিভৃতে কত পাথরের মত কঠিন বস্তু তৈয়ারী হইয়া উঠিতেছে, কে তাহার হিসাব রাখে! এই যে চোখের সম্মুখে দুই বেলা সম্ভ্রান্ত-বংশের সুশিক্ষিত সন্তান ডাক্তার প্রমথ মিত্রের কত অন্যায় অবহেলার ত্রুটি—!

নমিতার কপোল আকর্ণ লোহিত হইয়া উঠিল। সে আর ভাবিতে পারিল না, অধীর চিত্তে বই বন্ধ করিয়া, আগ্রহাকুল দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিল। মাথার উপর দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড সূর্য্যরশ্মি জ্বলন্ত তেজে ঝল্‌মল্‌ করিতেছিল, সম্মুখে সুদূর-বিস্তৃত গঙ্গা-তরঙ্গ উজ্জ্বল উদ্দাম আবেগে অধৈর্য্য-ভাবে আস্ফালিত হইতেছিল! নমিতা চাহিয়া চাহিয়া, কিছুক্ষণ পরে, ধীরে একটা ক্লান্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। এমন সুবিশাল, এত বিপুল আয়োজন! কিন্তু প্রয়োজনের সম্মুখে ইহার সুমহান্‌ প্রাচুর্য্যেও কেন এত বৈসাদৃশ্য—কেন এমন নিষ্প্রয়োজনীয় বৈষম্য? পৃথিবীর কাজে সূর্য্যা-লোকের প্রয়োজন; কিন্তু সূর্য্যরশ্মির ঐ জ্বলন্ত উগ্রতা—ঐটুকু না থাকিলে কি সুন্দর শান্তিময় শোভা বিকশিত হইত! গঙ্গা-বক্ষে এই দুরন্ত দৌরাত্ম্য-পূর্ণ প্রবাহের পরিবর্ত্তে যদি মৃদু মনোহারিণী তরঙ্গলীলা চিরস্থির হইত, তাহা হইলেই বা সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিকার্য্যে কি এত মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটিত?

নমিতার অস্থির চিত্ত সহসা অন্যদিকে আকৃষ্ট হইল। বিস্মিত হইয়া সে দেখিল, ইতোমধ্যে মক্‌বুলের মা, অরুণবাবু ও তাঁহার ভ্রাতৃজায়ার সহিত কথাবার্ত্তা জুড়িয়া দিয়াছে, এবং তাহার অসুখের সময় হাঁসপাতালে অবস্থানকালীন দত্তজায়ার আচার-ব্যবহার উল্লেখ করিয়া, তাঁহার দোষ-গুণের সহিত নমিতার চরিত্রের উৎকর্ষের তুলনামূলক সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছে!

নমিতা উঠিয়া দাঁড়াইল; ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অসহিষ্ণুভাবে বলিল, "মক্‌বুলের মা, ছাতাটা তোমার ভিজিয়ে দিলুম, ওর ঠাণ্ডা ছায়ায় বসে যাবে বলে;—আর তুমি কি না ছাতাটা আলাদা শুকুতে দিয়ে, নিজে রোদে মাথা দিয়ে যাচ্ছ। নাও ছাতা মাথায় দাও।"

মক্‌বুলের মাতা কুণ্ঠিতভাবে হাসিয়া বলিল, "তোমার ছাতা বেটি...!"

না হলেই বা; ওটা আমার মাথায়ও যেমন ছায়া দিতে পারে,

তোমার মাথায়ও ঠিক্ তেমনি দেবে। নাও, কাহিল মানুষ, এমন চড়া রোদ আর লাগিও না মাথায় !

মকবুলের মা আর ইতস্ততঃ করিতে পারিল না ; সঙ্কুচিত হইয়া ছাতাটা তুলিয়া মাথায় দিয়া জড়সড় ভাবে বসিল। নমিতা 'ছই'এর গায়ে হেলিয়া বসিয়া গঙ্গাপ্রবাহ-নিরীক্ষণে মনোনিবেশ করিল ; তাহার আর পড়া হইল না। 'ছই'এর ভিতরও সকলে নিস্তব্ধ হইয়া গেলেন।

অরুণবাবু খুব শক্ত ও সংযত হইয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলেন,—কাহারও সহিত আর কোন কথা কহিলেন না। তাঁহার মাতাও পূর্ব্বাপর ঠাণ্ডা ভাবে বসিয়া একমনে মালা-জপ করিতেছিলেন, পুত্র ও পুত্রবধূর কথোপকথনের মাঝে কখনও বা দুই একটা কথা কহিতেছিলেন। অতঃপর তিনিও নীরব হইয়া রহিলেন। অরুণবাবুর ভ্রাতৃজায়া ছেলেদের অস্থিরতা ও দুষ্টামীর জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া রহিলেন ;—তবে তাহারই মাঝখানে থাকিয়া থাকিয়া দুই একবার উৎসুক দৃষ্টিতে নমিতার দিকে চাহিতে লাগিলেন। নমিতা কিন্তু আর তাঁহার সহিত আলাপ করিতে উৎসাহিত হইল না।

নৌকা আসিয়া হাঁসপাতাল-ঘাটে পৌঁছিলে, নমিতা নামিয়া মকবুলের মাকে ধরিয়া নামাইল ও মাঝির ভাড়া মিটাইয়া দিল। নৌকার ভিতর হইতে অরুণবাবুর ভ্রাতৃজায়া বলিলেন, "চল্লেন তা হলে এবার ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, বিদায়—!" মুহূর্ত্তে নমিতার স্নায়ুতন্ত্রীতে একটা তীব্র ঝঞ্চনা বহিয়া গেল।—এমনই করিয়া, কে জানে কবে কোন্ একটা অনির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তে পৃথিবীর নিকট চিরবিদায় একদিন গ্রহণ করিতে হইবে !—নয় ?—তবে ? তবে কেন পার্থিব তুচ্ছ খুটি-নাটী লইয়া পৃথিবীর লোকের সঙ্গে মনোমালিন্য রাখা ? শেষের সে যাত্রার পূর্ব্বে পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষ তাহার চিত্তে নিজের মূর্খতার

ব্যবহারসৃষ্ট যে গ্লানি-বিক্ষোভ সঞ্চয় করিয়া রাখে—হে ভগবন্! শক্তি দিও; সে সব নিজের ভুল-ভ্রান্তি যেন নিজের হাতে সংশোধন করিয়া,—প্রত্যেক বিক্ষুব্ধ চিত্তের প্রসন্ন ক্ষমা অর্জ্জন করিয়া—নিজের আত্মাকে শান্ত সমাহিত করিয়া, মহাযাত্রার উপযুক্ত যোগ্যতায় যেন সে পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে,—প্রত্যেক মুহূর্ত্তে যেন আপনাকে প্রস্তুত রাখিয়া চলিতে পারে!

নৌকার আরোহিগণের উদ্দেশ্যে যুক্তকরে বিনীত-নমস্কার সহ কোমল-হাস্য-সুন্দর বদনে নমিতা বলিল, "আমার জন্যে ছেলেদের নিয়ে আপনাদের অনেকটা অনর্থক কষ্ট ভোগ কর্‌তে হয়েছে; অপরাধ নেবেন না—।" অরুণবাবুর দিকে চাহিয়া পুনশ্চ সে নমস্কার করিয়া বলিল, "ক্ষমা কোর্‌বেন।"

বিচলিত হইয়া অরুণবাবু নমস্কার ফিরাইয়া দিয়া সসঙ্কোচে বলিলেন, "সে কি কথা! এ ত আমাদের সৌভাগ্য—!"

উঠিয়া দাঁড়াইয়া নৌকার উপর হইতে পুনরায় নমস্কার করিয়া অরুণবাবু বলিলেন, "এ সৌভাগ্যের জন্য আমরা যথেষ্টই আনন্দিত জান্‌বেন—।"

"ধন্যবাদ!"—নমিতা বেশী আর কিছু বলিতে পারিল না।—নিজের অসহিষ্ণু মূঢ়তায়, ইহাদের ব্যবহারের উত্তরে সে একটু পূর্ব্বে যে ব্যবহার করিয়াছে, তাহা যে অম্লান আনন্দজনক, তাহা ত নহে! কিন্তু ভদ্র-লোকের এই একটুখানি সৌজন্য এতক্ষণের পর তাহাকে, তাহার নিজের সেই দুর্ব্বলতাটুকু তীব্র রূঢ়তায় স্মরণ করাইয়া দিল; কিন্তু ক্ষুব্ধ অনুতপ্ত নমিতার তখন সে ক্রটীসংশোধনের আর সুযোগ ছিল না। নমিতা কিছু বলিবার মত কোন উপলক্ষ খুঁজিয়া পাইল না। ব্যথিত ম্লানদৃষ্টিতে একবার চাহিয়া সবিনয়ে মাথা নোয়াইল। মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল।

গামছার মোট মাথায় করিয়া মকবুলের মা অগ্রসর হইল। নমিতা বই-হাতে ছাতা খুলিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল; তাহার মনটা ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ভবিষ্যতে সুযোগের অপেক্ষায় কোন ক্রটী অসংশোধিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিতে নাই; সুযোগের সন্ধান খুঁজিয়া মেলা দুর্ঘট, কিন্তু দুর্যোগের প্রাচুর্য্য পদে পদে। এ কথাটা আজ হাড়ে হাড়ে সত্য বলিয়া অনুভূত হইল।

নিজের বাড়ীর দুয়ারে পৌঁছিয়া মকবুলের মা বিদায়-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া বলিল, "যাও বেটি বাড়ী!—তোমার দৌলতে এতটা পথ বড় আরামে শীগ্রী এসে পড়েছি—।"

চিন্তারতা নমিতার চমক ভাঙ্গিল, তাহার দৌলতে বৃদ্ধা এতখানি পথ বড় আরামে শীঘ্র আসিয়া পড়িয়াছে! নমিতা হাসিল।—তবু ভাল, অনেকগুলা ভ্রান্তির মাঝে এতটুকুও শান্তি আছে! ভাগ্যে স্বার্থের মুখ চাহিয়া ক্ষুৎপিপাসাতুর মাঝিকে জোর তলবে নৌকা বহাইতে বাধ্য করে নাই;—সে সময় মাথায় সুবুদ্ধিটুকু ভাগ্যে উদয় হইয়াছিল, তাই একটি ভদ্র পরিবারের যৎকিঞ্চিৎ অসুবিধাও করিয়া দেওয়া গেল এবং সেই সুবিধাটুকুর বন্দোবস্তে মন দিয়াছিল বলিয়াই নিরুপায় বেচারী মকবুলের মার এতটুকু শ্রমলাঘবে সমর্থ হইয়াছিল—।

নমিতার চিত্ত ভারমুক্ত হইয়া ক্ষণমধ্যে, স্বচ্ছ উজ্জ্বল আনন্দরশ্মিতে জ্যোতিষ্মান্ হইয়া উঠিল।—যাক্, নিজের বাহ্য সম্মান বাঁচাইবার জন্য সে ত রাখিয়া ঢাকিয়া কাহারও প্রতি শিষ্টতা দেখাইবার চেষ্টা করিয়া নিজেকে লাঞ্ছিত করে নাই! তাহার ভিতরে যাহা ছিল, সে বাহিরেও তাহা প্রকাশ করিয়াছে। সে সত্যের শ্রদ্ধানুষ্ঠানকে ত ছলনার অনুগ্রহে পর্য্যবসিত করে নাই,—অনাদৃত দরিদ্রের হৃদয় পৃথিবীর বাজারে সস্তাদরে বিকায় বলিয়া,সে ত হিসাব নিকাশ খতাইয়া মিছামিছি ছল-চাতুরী করে

নাই,—ইহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। তাহাতে শিক্ষা-গর্ব্বে উদ্ধত-চেতা অরুণবাবু খোলা-মনে বৃদ্ধাকে কৌতুকের উপহাসই করুন, আর নমিতাকে নিজের সৌজন্য-সম্মান বাঁচাইবার জন্য কৃত্রিমতার সভ্য আবরণাবৃত শিষ্টতাই দেখান,—কি ক্ষতি তাহাতে? তাঁহাদের যত্ন-কৃত মিথ্যার সৃষ্টি—ঐ শিষ্টতা,—উহাকে ভালরূপ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে গেলে, উহা হয় ত প্রকৃত শিষ্টাচার না হইয়া, ঘোর অপমানের কশাঘাত বলিয়াই প্রতীতি হইবে।—কিন্তু তাহা হইলেও উহাদের বুদ্ধি-কৌশলকে ধন্যবাদ দেওয়াই শ্রেয়স্কর! নমিতার হৃদয়ের অনুভূতি হৃদয়ের মাঝখানেই সব সত্য-মিথ্যা অনুভব করুক। কলহে প্রয়োজন কি?

বৃদ্ধার কথার উত্তরে সংক্ষেপে বিদায় লইয়া নমিতা দ্রুতপদে নিজের বাটীর উদ্দেশে চলিল। বাটীতে আসিয়া বাহিরের বারান্দায় সিঁড়িতে নমিতা উঠিতেছে,—সুশীল পদশব্দ পাইয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া, দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া সাগ্রহে বলিল, "এত দেরিতে বাড়ী এলে দিদি! মা তোমার জন্যে কত ভাব্‌ছেন!"

"আমি কি এতই ছেলে-মানুষ!"—ঈষৎ হাসিয়া নমিতা বলিল, "মা বুঝি মনে করেন, আমি চড়ার বালিতে কখন হারিয়ে যাব?"

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া সুশীল বলিল, "সত্যি বল্‌ছি দিদি, তুমি যে এত জায়গায় ঘুরে বেড়াও, একলা তোমার ভয় করে না?"

ন। করে বৈ কি, যখন নিজেকে একলা মনে করি।—কিন্তু যাদের মাঝখানে ঘুরে বেড়াই, তারা কেউ পর নয় রে সুশীল, সবাই আপনার লোক।

সু। সবাই আপনার লোক! চেন না কি সবাইকে?

"নিজের অক্ষমতায় চিন্‌তে পারি না সবাইকে, কিন্তু সবাই যে আপনার, সেটা নিশ্চয় জানি।" এই বলিয়া অন্যমনস্ক নমিতা ছাতা

মুড়িয়া, মাথার 'ভেল্'টা খুলিয়া কি যেন ভাবিতে ভাবিতে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। সুশীল পাশে পাশে চলিতেছিল, চৌকাট পার হইয়াই সে বলিল, "তোমার একটা চিঠি আছে দিদি! পড়্বার ঘরে একবার এস।"

পার্শ্বেই পড়িবার ঘর। নমিতার সহিত সুশীল সেই ঘরে ঢুকিয়া টেবিলের উপর হইতে অপরিচিত মেয়েলী হাতের বাঁকা বাংলা-অক্ষরে লেখা,নমিতার নামাঙ্কিত একখানি লেফাফা তুলিয়া নমিতার হাতে দিল। নমিতা সেটার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত বলিল, "পোষ্টাফিসের ছাপ নেই! একি কেউ হাতে দিয়ে গেল?"

সুশীল। হুঁ, ডাক্তার মিত্তিরের ভাই নির্ম্মলবাবু তোমার সঙ্গে দেখা কোর্ত্তে এসেছিলেন; তিনি বল্লেন, তাঁদের বাড়ীর মেয়েরা কে ঐ চিঠি লিখেছেন; পড়ে দেখ্তে বলে গ্যাছেন।

বিস্ময়-স্তব্ধ নমিতা অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

১৩

—:*:—

নমিতা বিস্ময়ে স্তব্ধ থাকিলেও কৌতূহলী সুশীলের আগ্রহ অসংবরণীয়। সুতরাং, তাহার রসনা দ্রুততালে সশব্দে সঞ্চালিত হইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইল না। "পত্র কে লিখিয়াছেন? কেন লিখিয়াছেন? কি প্রয়োজন?" সুশীলের ইত্যাকার প্রশ্নের উপর্য্যুপরি বর্ষণে বিব্রত হইয়া, নমিতা ক্ষিপ্রহস্তে খাম ছিঁড়িয়া পত্র বাহির করিয়া পড়িল। মাত্র চারি ছত্রে সমাপ্ত ক্ষুদ্র অনুরোধ-লিপি :—

"মাননীয়াসু,

বিশেষ প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া আপনার কাছে উপদ্রব করিতে অগ্রসর হইয়াছি। সহৃদয়তা-গুণে ক্ষমা করিবেন। আপনার সুবিধা-মত যে কোনও সময়ে একবার এ বাটীতে আসিয়া পায়ের ধূলা দিলে, বড়ই উপকৃতা হইব। ইতি—

নির্ম্মলবাবুর ভ্রাতৃজায়া—
শ্রীসরমা মিত্র।"

চমৎকৃতা নমিতা হতবুদ্ধি হইয়া গেল!—সরমা মিত্র!—নিশ্চয়ই ইনি ডাক্তার প্রমথ মিত্রের স্ত্রী!

ব্যগ্র ঔৎসুক্যে অধীর সুশীল, নমিতার এ-পাশ হইতে ও-পাশ হইতে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া, পত্রখানার রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টায় ব্যর্থপ্রয়াস হইয়া অবশেষে ডাকিল "দিদি!"

পত্রের প্রতি স্থির-নিবদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া চিন্তামগ্না নমিতা অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিল! পরক্ষণেই হাতের চিঠিখানা টেবিলের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া, অস্বাভাবিক অপ্রসন্নতার সহিত রুক্ষ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ঢের বেলা হয়েছে; আর বাজে এক মিনিটও সময় নষ্ট করা নয়। শীগ্রী তেল নিয়ে আয়, মাখিয়ে দেব।" সুশীলের মুখ ম্লান হইয়া গেল। গতিক ভাল নয় বুঝিয়া, বিনা-বাক্যে সে দিদির আদেশ পালন করিতে চলিয়া গেল। দিদির প্রতীক্ষায় এখনও সে স্নান করে নাই।

চঞ্চল চরণে কক্ষমধ্যে এ-দিক্ ও-দিক্ ঘুরিতে ঘুরিতে উন্মনা নমিতা চিন্তাকুল বদনে, ঘর্ম্মাক্ত পরিচ্ছদ খুলিতে লাগিল। তাহার পর টেবিলের কাছে সরিয়া আসিয়া, পরিত্যক্ত পত্রখানার প্রতি অর্থহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল!

পত্রখানা, ক্ষুদ্র পত্র। কিন্তু নমিতার মনের উপর এটা আশ্চর্য্য প্রহেলিকার তীব্র ঝাপ্টা হানিয়াছে! উপর-ওয়ালার স্ত্রীর আহ্বান! "বিশেষ প্রয়োজন"—ইহার অর্থ কি? নমিতার পক্ষে ইহা যে বড় বিষম অদ্ভুত ঠেকিতেছে! এ ভাষা যতই মার্জ্জিত ও কোমল হউক, কিন্তু কে জানে, ইহার অভ্যন্তরে কোন্ জটিলতা অবস্থান করিতেছে! এ 'প্রয়োজনের' উদ্দেশ্য কি? ইহা অনুগ্রহের লাঞ্ছনা, না, দম্ভের পরিহাস?

নমিতার মস্তকের রক্তস্রোত ঝিম্ ঝিম্ শব্দে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল;—একসঙ্গে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা-স্মৃতি চিত্তপটে উদিত হইল; ডাক্তার মিত্রের আচার-ব্যবহারের সুতিক্ত প্রত্যক্ষ বিবরণের চৌহদ্দীগুলা, স্মৃতির দ্বারে উচ্চকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল!—চিত্ত সবেগে বক্র হইয়া উঠিল; অস্থিরভাবে নমিতা কক্ষের বাহিরে চলিয়া আসিল।

অন্য দিনের অপেক্ষা বেশী শীঘ্র ও সংক্ষেপে পীড়িত বালকের তত্ত্ব সুধাইয়া, স্নানাহার শেষ করিয়া নমিতা শয়নকক্ষে আসিল। পত্রখানা তখনও করুণ অনুনয়ের অক্ষরমালা বুকে করিয়া নিস্পন্দভাবে টেবিলের উপর পড়িয়াছিল; নমিতা বিরক্তভাবে তৎপ্রতি চাহিয়া মুখ ফিরাইল। খোলা জানালার রৌদ্রের সন্নিধানে চেয়ারখানা টানিয়া লইয়া সে সেই চিকিৎসা-পুস্তকখানি পড়িতে আরম্ভ করিল। আর্দ্র কেশরাশি আধ-ঘণ্টার মধ্যে রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হইবে; তাহার পর ঘণ্টাখানেক ঘুমাইয়া, রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত জাগিয়া 'ডিউটী' খাটার দায়ে নিশ্চিন্ত হইবে।

নমিতা বই পড়িতে লাগিল বটে, কিন্তু পাঠ্য-বিষয়ে তাহার চিত্ত আদৌ নিবদ্ধ হইল না। মনের কোণটায় কি যেন একটা অস্পষ্ট অস্বাচ্ছন্দ্যের বেদনা ক্রমাগতই খচ্ খচ্ করিতে লাগিল। পৃথিবীর সকলের সহিতই চিরদিন সে সরল বিশ্বাসে সখ্য-সৌহৃদ্য স্থাপন করিয়া

চলিয়াছে। এখন দিনে দিনে তাঁহার সুস্থ সরলতার সুদৃঢ় বুকে, উদ্দাম বেদনার ক্ষুব্ধ তরঙ্গাঘাতে, দুঃখের ভঙ্গ ধরিয়াছে,—এখন পরিচিত অপরিচিত, সকলের পানেই হঠাৎ বিশ্বাসের দৃষ্টি তুলিয়া চাহিতে তাহার শঙ্কা হয়, সন্দেহ হয়;—মনের মধ্যে রুদ্ধ ব্যাকুলতা অজ্ঞাত উদ্বেগে হাঁপাইয়া উঠে! ...এ বড় অস্বস্তিকর ক্লেশ!

চুলটা আধ্ শুক্না হইবার পূর্ব্বেই নমিতা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া, শয্যায় পড়িয়া চক্ষু বুজিল; কিন্তু চক্ষু বোজানই সার হইল মাত্র; ঘুম হইল না। মনের প্রচণ্ড বিক্ষোভ চতুর্গুণ ফেনাইয়া, তাহার বাহ্য-প্রকৃতিকে অতিমাত্রায় চঞ্চল করিয়া তুলিল। ঘুমের চেষ্টা ব্যর্থ বুঝিয়া, নমিতা গা-ঝাড়া দিল। কক্ষমধ্যে বার-কয়েক পায়চারি করিয়া, অন্য-মনস্কভাবে টেবিলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল ও পত্রখানা তুলিয়া লইয়া উদাস দৃষ্টিতে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

সরমা মিত্র,—অর্থাৎ ডাক্তার মিত্রের স্ত্রী! তা হউক; তবু ত তিনি নির্ম্মলবাবুর ভ্রাতৃজায়া! আশ্চর্য্য রহস্য! সেই শিশুর মত সরল-স্নেহ-শ্রীমণ্ডিত সুন্দর যুবকের ইনি সম্মানস্থানীয়া সম্পর্কীয়া রমণী!

অজ্ঞাত কৌতূহলে ধীরে ধীরে নমিতার মন আগ্রহোন্মুখ হইয়া উঠিল! ......ইনি ডাক্তার মিত্রের স্ত্রী! কিন্তু শুধু সেই সম্পর্কটিকে 'বড়' করিয়া, ইঁহার অজ্ঞাত 'প্রয়োজন'টাকে সন্দিগ্ধ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে যথেচ্ছভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া আনুমানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে চলিবে না। কে বলিতে পারে, ইঁহার মধ্যে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব নাই? কে জানে, ইনি সংসারের নিকট 'কায়ার ছায়া'-রূপে প্রতিপন্ন হইলেও, ভিন্নধাতু-গঠিতা জীবন্ত-প্রাণ-বিশিষ্টা রমণী নহেন? কে জানে, ইনি কি শুধু সদা-বিক্ষিপ্ত-চেতা ডাক্তার মিত্রের স্ত্রী—কি সরলস্বভাব প্রিয়দর্শন ভদ্রলোক নির্ম্মলবাবুর ভ্রাতৃজায়াও বটেন!

দূর হউক, অবস্থা-চক্রের উৎপীড়নে নিজের দুঃখ-দ্বন্দ্বের দায়ে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, নমিতা মূর্খ দৌর্ব্বল্যে এমন শিষ্ট সংযত প্রীতির আহ্বানকে কঠিন ভ্রূভঙ্গীতে উপেক্ষা করিয়া, শুষ্ক রূঢ়তার আশ্রয়ে আত্ম-মর্য্যাদার নামে আত্মশ্লাঘার আবরণে নিজেকে ঢাকিয়া রাখিয়া ছলনা করিবে না! হউক অসম্মান; ইনি যাহা ভাবিয়া যে উদ্দেশ্যেই ডাকিয়া থাকুন, নমিতা কেন কর্ত্তব্য অবহেলা করিবে? বাহ্যিক অস্বাচ্ছন্দ্যের ভয়ে সে কেন অনর্থক অভ্যন্তরটা তীব্র অস্বস্তির বিষ-বাষ্পে ভরাট করিয়া তুলিতেছে? এ কি মতিচ্ছন্ন!

অসময়ে সদ্যঃ-স্কুল-প্রত্যাগতা সমিতা আনন্দোৎফুল্ল-বদনে কক্ষে ঢুকিয়া উৎসাহমুখর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"দিদি, ভাই, আজ আমাদের এগ্‌জামিনের খবর বেরুলো; আমি এবার ফার্ষ্ট হয়ে ক্লাশে উঠেছি!"

অকস্মাৎ আনন্দ-বেদনার উচ্ছ্বসিত প্লাবনে নমিতার সমস্ত হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বহুদিনের পর দুই বাহু প্রসারিত করিয়া অসঙ্কোচ আবেগে ক্ষুদ্র শিশুর মত সমিতাকে সে বুকে টানিয়া লইয়া, কম্পিত ওষ্ঠে তাহার ললাট চুম্বন করিল। অবাধ্য চক্ষের জল অজ্ঞাতে ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া সমিতার কেশরাশির উপর ঝরিয়া পড়িল। নমিতার কণ্ঠস্বর ভাল ফুটিল না, তথাপি সমিতা তাহার অস্ফুট উক্তি শুনিতে পাইল,—"আজ যদি বাবা থাকৃতেন, সেলুন!"

সমিতা ছাত্রী-জীবনে এইবার সবেমাত্র পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে, আনন্দ-উত্তেজনায় আজ তাহার মন দৃপ্ত প্রফুল্ল, আজিকার আহ্লাদের মধ্যে হয় ত স্নেহময় পিতার অভাব-বেদনা তাহার কিশোর চিত্তের নির্ম্মল অঙ্কে দন্তস্ফুট করিতে পারে নাই, কিন্তু এতক্ষণে, বোধ হয়, নমিতার উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ-সংঘাতে সেই সুপ্ত বিয়োগ-বেদনা তাহার মনকে বিচলিত করিয়া তুলিল। সরিয়া দাঁড়াইয়া, ঘাড় ফিরাইয়া,

চট্ করিয়া জামার আস্তিনে চোখের জলটুকু শুষিয়া মুছিয়া, রুদ্ধ কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিবার জন্য কাশিয়া, ভাঙ্গা গলায় সে বলিল, "দিদি, বইয়ের লিষ্ট এনেছি, খানতিনেক নতুন বই চাই ; বাকী ছোড়্দার কাছে পাব।"

নমিতা আঁচলের খুঁটে চোখের কোণ মার্জ্জনা করিতে করিতে হাসি-মুখে বলিল, "আজই আনিয়ে দেব ;—আর, এবার তোকে কি 'প্রাইজ' দোব, বল্ ত ?—"

ব্যস্ত হইয়া সমিতা বলিল, "না দিদি, না,—তুমি যে হাতের রুলি দু'গাছা,—নাঃ, ও কিছুতেই খুল্তে পাবে না ; গয়না ফয়না চাই নে ; যদি একান্ত কিছু দাও, তা' হ'লে—।"

ঈষৎ হাসিয়া নমিতা বলিল, "তা' হ'লে কি—?"

ইতস্ততঃ করিয়া সমিতা কণ্ঠস্বর নামাইয়া সলজ্জভাবে বলিল, "যদি কোথাও বাড়্তি টাকা পাও ত আমায় ছোড়্দার মত একটা "ফাউন্-টেন্ পেন্" কিনে দিও—।"

ন। তথাস্তু, আচ্ছা। মাকে পাশের খবরটা দিয়ে এসেছিস্ ?

স। আমি আগেই তোমার কাছে এসেছি। সুশীল সদর দুয়ার থেকে মার কাছে ছুটেছে ; মা এতক্ষণ—।

সমিতার স্কন্ধে মৃদু চপেটাঘাত করিয়া, সস্নেহে ভৎর্সনার স্বরে নমিতা বলিল, "দিনে দিনে ভারি বোকা হয়ে উঠ্ছিস্! আগে মাকে খবর দিয়ে তবে আমাদের কাছে আস্তে হয়।—যা এখুনি—।"

লজ্জিতা সমিতা তৎক্ষণাৎ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। দ্বারের বাহিরেই বিমলের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার হইল। বিমল কি একখানা বইয়ের জন্য স্কুল হইতে বাড়ী আসিয়াছিল। সমিতাকে অত ব্যস্তভাবে ছুটিতে দেখিয়া সে বলিল, "কি রে শেলী, খবর কি ?"

সমিতা থমকিয়া দাঁড়াইল ; উৎসুকভাবে ছোড়্দাকে সুখবরটা

শুনাইতে উদ্যত হইয়া, তখনই দিদির কথা স্মরণ হওয়ায়, ঢোক্ গিলিয়া থামিল। তাহার পর দ্রুতস্বরে বলিল, "একটা খবর আছে, ছোড়্দা! এসে বল্‌ছি—।" দ্বিতীয় বাক্যের অপেক্ষা না করিয়া সে আবার ছুটিল।

বিমল বিস্মিত হইয়া তাহাকে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার আগেই নমিতা সস্নেহে কৌতুকস্মিত-বদনে অগ্রসর হইয়া বলিল, "আমি তার আগেই খবরটা বলে দিই ;—ছোড়্দা অনেক খেটেছে ; ওর গুরু-দক্ষিণাটা ফাঁকি দিলে চল্‌বে না।—সেলুন এবার ক্লাশের মধ্যে ফার্ষ্ট হয়েছে, বিমল!"

"বটে? তা' হলে ত মানুষ হয়ে গেছিস্ রে! আচ্ছা, আমি স্কুল থেকে ফিরে আসি, তারপর সব জিজ্ঞাসা কোর্ব্বো।" সমিতাকে এই কথা বলিয়া বিমল ঘরে ঢুকিল ও তাহার বইয়ের আল্‌মারি খুলিয়া প্রয়োজনীয় পুস্তকখানি লইয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইল। সহসা তাহার স্বভাবচঞ্চল দৃষ্টি টেবিলের উপরকার চিঠিখানার উপর পড়িল। উৎসুক-ভাবে সে বলিল, "কা'র চিঠি দিদি?"

চিঠির কথা তখন নমিতা ভুলিয়াই গিয়াছিল। বিমলের প্রশ্নের উত্তরে হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "ডাক্তার মিত্রের—"। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে বিষম খাইয়া কাশিয়া উঠিল ও ত্রস্তভাবে চিঠিখানা উল্টাইয়া হাতের নীচে চাপা দিয়া, খুব সহজভাবে উত্তর দিল—"এইখানকারই একটি ভদ্রমহিলা লিখ্‌ছেন ; তাঁর কি দরকার আছে, তাই একবার সময়মত গিয়ে দেখা কর্‌তে অনুরোধ করেছেন।"

নমিতা এমনই ভাবে কথা-কয়টি কহিল যে, উক্ত ভদ্রমহিলাটি যে তাহার কিছুমাত্রও পরিচিতা নহেন, এ-কথাটুকু বিমল আদৌ অনুমান করিতে পারিল না। সুতরাং, নিশ্চিন্ত হইয়া সে ছোট একটি "অ—" বলিয়া, নিজের কাজে চলিয়া গেল।

বিমল স্বচ্ছন্দে চলিয়া গেল বটে, কিন্তু নমিতা নিজের মধ্যে কেমন যেন দ্বৈধগ্রস্ত ও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। ঘরের বা বাহিরের এমন কোনও পরামর্শ, এমন কোনও প্রয়োজন নাই, যাহা বিমলের নিকট হইতে প্রচ্ছন্ন রাখিতে হইবে। বিমল বরং অনেক সময় পাশ কাটাইয়া চলিতে চায়, কিন্তু তাহার ন্যায়ান্যায় বোধকে যথাযথভাবে উদ্বোধিত করিয়া তুলিবার জন্য নমিতা নিজেই প্রায়শঃ উপর-পড়া হইয়া তাহাকে সেই ভিড়ের মধ্যে টানিয়া আনে তবে আজ কেন নমিতা তাহার কাছে এই ব্যাপারটা চাপিয়া গেল? বিমলের প্রশ্নের উত্তরে সে বেশ সহজভাবেই পত্র-লেখিকার প্রয়োজনটুকু ব্যক্ত করিতে পারিল, কিন্তু তাঁহার পরিচয়টুকুর বেলা, কেন আপনা হইতে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল?

ঠিক। ঐ পরিচয়টাই শুধু যত কুণ্ঠার মূল। ডাক্তার মিত্রের স্ত্রীর নামে শুধু ডাক্তার মিত্রকেই মনে পড়িতেছে, ডাক্তার মিত্রের চরিত্রটাই স্মরণ হইতেছে!... যদিও ডাক্তার মিত্র এ-পর্য্যন্ত নমিতার সম্পর্কিত ব্যাপারে কখনও অন্যায় আচরণ প্রকাশ করেন নাই, অথবা করিবার সুযোগ পান নাই, কিন্তু তবুও তিনি যে কি প্রকৃতির মানুষ, তাহা নমিতার অগোচর নাই! তাই তাঁহার সম্পর্কসান্নিধ্যে অগ্রসর হইতে তাহার সাহস হয় না!

নিজের চিন্তার মাঝখানে নমিতা নিজেই চমকিয়া উঠিল! এত বড় প্রকাণ্ড সত্যকে ইহার পূর্ব্বে সে একদিনও অনুভব করিবার অবকাশ পায় নাই! ডাক্তার মিত্রকে সে ভয় করিয়া থাকে; তাই নিজের অজ্ঞাতে তাহার মন ডাক্তার মিত্রের সংস্রব এড়াইয়া যথাসম্ভব দূরে দূরে—অন্তরালে থাকিয়া চলে। তাহা না হইলে, তাহার দৃষ্টিতে অগ্রজ অনিলও যেমন, সুরসুন্দরও তেমনই; হাঁসপাতালের সত্যবাবুও তাই; এবং ডাক্তার মিত্রও তাহা ছাড়া আর কিছু অপূর্ব্ব বস্তু নহেন। কিন্তু তাঁহার ন্যায়-

বিগর্হিত ব্যবহারগুলাই তাঁহার স্বভাবকে অস্বাভাবিক ক্রূরতায় নিন্দনীয় ও অপ্রীতিকর করিয়া তুলিয়াছে! কিন্তু শুধু তাহা হইলেও রক্ষা ছিল,— ধৈর্য্যের তেজ থাকিলে মানুষের ক্রোধকে সহ্য করিতে পারা যায়; কিন্তু ক্রোধের উর্দ্ধস্থ দুরন্ত রিপুকে স্বেচ্ছায় প্রশ্রয় দিয়া যে মানুষ পাশবিক আনন্দে— !

নমিতার চিন্তা এইখানে সহসা স্তম্ভিত হইল। তাহার আপাদ-মস্তকে দৃপ্ত বিদ্রোহিতা যেন হঠাৎ তীব্র হুঙ্কারে গর্জ্জিয়া উঠিল! ভাব-প্রবণ হৃদয়ের সমস্ত প্রফুল্লতা কোমলতা হঠাৎ উগ্র ধাক্কা খাইয়া বেদনায় কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল!—অসহ্য, অসহ্য! মানুষের নির্ব্বোধ মূঢ়তার সব ত্রুটি ক্ষমা করা যাইতে পারে, কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধির উচ্ছৃঙ্খলতা! না! একেবারে অসহ্য!

নমিতার চিন্তাশক্তি নিজের মধ্যেই ক্ষুব্ধ অপমানে স্তব্ধ হইয়া গেল; চিত্ত ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল; উত্তেজনা-উষ্ণতায় অর্দ্ধ আদ্র মস্তকের চুলগুলা আবার ঘামে পূরামাত্রায় ভিজিয়া উঠিল। ভীষণ চাঞ্চল্যে নমিতার ইচ্ছা হইল, সে ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া হাঁপ ছাড়ে, কিন্তু সে সঙ্কল্প মাত্রেই সে তখনই যেন কেমন ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল! মনে হইল, এখনই যদি ভাই-বোনেরা কেহ আসিয়া সাম্‌নে দাঁড়ায়, তাহা হইলে এই অবস্থায় কেমন করিয়া নমিতা দৃষ্টি তুলিয়া তাহাদের সহিত চোখোচোখি করিবে!

অধীর-কম্পিত চরণে নমিতা ঘরের বাহিরে আসিল; নিঃশব্দে বাড়ীর উঠান পার হইয়া বাহিরের নির্জ্জন বারেণ্ডায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বারেণ্ডার সম্মুখে বৈশাখের তৃতীয় প্রহরের বিষম রৌদ্রতপ্ত পথ সম্পূর্ণ-রূপেই জন-মানব-শূন্য;—অদূরে মোড়ের মাথায় কাঁটালগাছের তলায় শুষ্ক পত্রগুলা খড়্ খড়্ মড়্ মড়্ শব্দে মাড়াইয়া একটা ছাগল-হেঁট-মুখে

আহার খুঁজিয়া ফিরিতেছিল; আর কোন দিকে কেহ নাই,—কিছু শব্দ নাই। দ্বিপ্রহরের অগ্নিজ্বালানিভ উষ্ণ বাতাস থাকিয়া থাকিয়া হু হু করিয়া বহিতেছিল।

পশ্চাদ্বদ্ধ-হস্তে বারেণ্ডায় পায়চারি করিতে করিতে নমিতা অন্যদিকে চিন্তাগতি ফিরাইয়া বিক্ষিপ্ত মনটা শান্ত করিবার চেষ্টা করিল। ক্ষণেক পরে আপন মনেই নিঃশব্দে হাসিল,—কি নির্ব্বোধ সে! সত্যই ত, তাহার এত রোখ্ কেন? ডাক্তার মিত্র ত নমিতার পিতাও নহেন, ভ্রাতাও নহেন; অধিক কি, রক্ত-সম্পর্কে ধরিতে গেলে, তিনিও সম্পূর্ণ ই 'পর'! তাঁহার রুচি সুন্দর হউক, কুৎসিত হউক, নমিতার তাহাতে কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। তবে কেন তাঁহার চরিত্র-কুৎসা নমিতার মনকে ক্লিষ্ট ও নিষ্পীড়িত করে?

কিন্তু না, ঐ একটি মাত্র মুখ-চেনা মানুষ নহে। উহার মত প্রত্যেক উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের নর-নারীর জন্য নমিতার মন ঠিক এমনই ক্ষুব্ধ বেদনা অনুভব করে! মানুষের এ দৌর্ব্বল্য-কলঙ্কে, হায়, মানুষ হইয়া কেমন করিয়া সে বলিবে—'আমার তাহাতে কি?' না হউক তাঁহাদের লইয়া সংসার করিতে, না হউক তাঁহাদের লইয়া সমাজে থাকিতে,—তবু তাঁহাদের হীনতার কাহিনী, নীচতার স্মৃতি নমিতার মনকে কতখানি বেদনার কশাঘাতে জর্জ্জরিত করে, তাহা নমিতা জানে, আর অন্তর্যামী জানেন!

শব-ব্যবচ্ছেদের যন্ত্রাদি প্লেটের উপর সাজাইয়া রৌদ্রদগ্ধ পথের উপর দিয়া পুড়িতে পুড়িতে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে হাঁসপাতালের লাল্লু ছুটিয়া আসিতেছিল। নমিতাকে দেখিয়া, কপালে হাত ঠেকাইয়া সে বলিল, "সেলাম মাইজী!"

নমিতা চমৎকৃতা হইয়া দাঁড়াইল! লাল্লুর অভিবাদনের কোনও

নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। সভ্যতার খাতিরে হাঁসপাতালে সে নমিতা প্রভৃতিকে কখনও 'মেম্-সাব' বলিত, কখনও বা অভ্যাস-বশে 'মাইজী' বলিত। কিন্তু আজ সেই পুরাতন সম্ভাষণ নমিতার কাণে হঠাৎ অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও নূতন বোধ হইল! এমন মিষ্ট, এমন মনোরম অভিবাদন সে যেন আর কখনও শুনে নাই! তাহার সমস্ত হৃদয় অপূর্ব্ব স্নিগ্ধরসে ভরিয়া উঠিল। বয়সের অজুহাতে যুবক লাল্লুর নিকট তাহার যেটুকু সঙ্কোচের ব্যবধান ছিল, তাহা সহসা যেন উচ্ছল স্নেহের মুক্ত প্রবাহে কোথায় ভাঙ্গিয়া ভাসিয়া গেল! বিস্মিতা নমিতা চাহিয়া দেখিল, ঐ তরুণ বদনের কোনওখানে উদ্দাম যৌবনের উগ্র জ্বালা নাই;—কোন বিভীষিকা সেখানে তিষ্ঠাইবার স্থান পায় না! সেখানে শুধু কৈশোরের লালিত্য, শৈশবের কমনীয়তা স্নিগ্ধ আনন্দে বিরাজমান!—এক নিমিষে নমিতার সমস্ত প্রাণ যেন জুড়াইয়া গেল!—ক্ষুদ্র হউক, তবু এই ত মানুষ! অগ্রসর হইয়া সস্নেহে নমিতা বলিল, "কোথা যাচ্ছ এত রৌদ্রে, লাল্লু?"

নমিতার প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্যই হউক, অথবা বারেণ্ডার শীতল ছায়ায় কথঞ্চিৎ ক্লান্তি অপনোদনের আশাতেই হউক, হাঁপাইতে হাঁপাইতে লাল্লু বারেণ্ডায় উঠিল; প্লেট্‌টা নামাইয়া, কোমরের জড়ান গামছা খুলিয়া মুখের ঘাম মুছিতে মুছিতে বলিল, "পুলিশের মারফৎ একটা জলে-ডোবা পচা মড়া আসিয়াছে। মৃত্যুটা উদ্বন্ধন কি বিষপান, না কি?—এইরূপ একটা সন্দেহজনক জনরব উঠিয়াছে! অতএব ব্যবচ্ছেদ-ব্যতিরেকে মৃতদেহটার সদ্গতি অসম্ভব। সুতরাং, কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবস্থা মত মৃতদেহ অদূরে মাঠে, শব-ব্যবচ্ছেদাগারে আনীত হইয়াছে। ডাক্তার মিত্রও শীঘ্র সেইখানে যাইতেছেন, তাই লাল্লু আগে আগেই যন্ত্রের বোঝা লইয়া ছুটিয়াছে। কি জানি, বিলম্বের ত্রুটিতে যদি খাপ্পা

হইয়া ডাক্তারবাবু তাহার 'শির্ তোড়েঙ্গা' বলিয়া বায়না ধরিয়া বসেন, কে বলিতে পারে ?

পূর্ব্ব-কথা নমিতার স্মরণ হইল ; বুঝিল, সেই দিনের পর হইতে লাল্লু সতর্কভাবে ডাক্তারবাবুর নিকট হইতে, শুধু একহাত নহে,—পূরা একশত হাত মাপিয়া চলিতেছে। উদ্যত বজ্র যে কোনও মুহূর্ত্তে তাহার মাথার উপর যে অনিশ্চিতরূপে ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে, তাহা সে সুনিশ্চিত বুঝিয়া লইয়াছে।—নমিতা কোন কথা কহিতে পারিল না, নীরবে সকরুণ ছল্-ছল্ নয়নে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

বক্তব্য শেষ করিয়া লাল্লু অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে এ-দিক্ ও-দিক্ চাহিয়া বলিল, "আপ্‌কো নোকর লোগ্ কাঁহা হৈ ?"

নমিতা প্রশ্ন করিল, "কেন লাল্লু ?"

সঙ্কুচিত হইয়া লাল্লু বলিল, "থোড়া পিয়াস্ লাগল্ ভৈ ; এক চুক্ পানি,—!"

সাগ্রহে নমিতা বলিয়া উঠিল, "আমি এনে দিচ্ছি, তুমি দাঁড়াও—।"

ব্যস্ত হইয়া লাল্লু বলিল, "নেই নেই, আপ্‌কো নোকর্—।"

গমনোদ্যতা নমিতা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া শান্তভাবে বলিল, "তারা ঘুমিয়ে পড়েছে, লাল্লু! হলেই বা, আমি এনে দিচ্ছি।—'মাইজী'র হাতে কি পানি খেতে নেই ?"

শিশুর মত সলজ্জ বিনয়ে ঘাড় ফিরাইয়া হাসিয়া, লাল্লু সসৌজন্যে বলিল, "বহুৎ, খুব।"

কৃতার্থ আনন্দে নমিতার সমস্ত বুক সুগভীর স্নেহে পূর্ণ হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি সে বাড়ীর ভিতর ঢুকিল।

শঙ্কর ও গৌরীপাঁড়ে ও-দিকের ঘরে ঘুমাইতেছে ; লছমীর মা-ও অপর সবাই মাতার ঘরে কথা কহিতেছে, শুনিতে পাওয়া গেল ; কিন্তু

কাহাকেও ডাকিতে নমিতার ইচ্ছা হইল না। নিজেই এ-ঘর ও-ঘর খুঁজিল, মাজা ঘটি বা গেলাস একটাও পাইল না,—সব উচ্ছিষ্ট ক্ষেত্রে পড়িয়া আছে! দ্বিধা মাত্র না করিয়া নমিতা নিজেই একটা গেলাস টানিয়া লইয়া, একমুঠা ছাই ঘষিয়া পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া ফেলিল। পরে নিজের হাত-পা ধুইয়া, ঘরের কলসী হইতে জল গড়াইয়া লইয়া বাহিরে আসিয়া বলিল, "খাও লাল্লু—!"

হাঁসপাতালে প্রয়োজন-ব্যপদেশে অনেক সময় ইহাদের সহিত হাতে-হাতে জিনিষ-পত্র নেওয়া-দেওয়া করিতে হয়। সুতরাং, অভ্যাস-বশে নমিতার এ-সম্বন্ধে সঙ্কোচ জড়তা কাটিয়া গিয়াছিল। সেইজন্যই, বোধ হয়, সে লাল্লুর হাতে দিবার জন্য গেলাসটা তুলিয়া ধরিয়াছিল, কিন্তু লাল্লু কুণ্ঠিতভাবে পিছু হটিয়া গেল। পয়সার খাতিরে গোলামীর ক্ষেত্রে যে সম্মানকে সে বাধ্য হইয়া লঙ্ঘন করিয়া চলে, এখানে মুক্ত স্বাধীনতার ক্ষেত্রে, তাহার উচ্চতাকে ক্ষুণ্ণ করিতে বোধ হয়, তাহার প্রবৃত্তি হইল না; নতশিরে পিছাইয়া ভূমির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সসম্ভ্রমে বলিল,—"জী, হিঁয়া ধর্ দিজিয়ে।"

নমিতা ঈষৎ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিল; কিন্তু পরক্ষণেই মনে মনে তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বিনা বাক্যে গেলাসটি নীচে নামাইয়া দিল। হাঁ, ঠিক, মাতা পুত্রের সম্পর্ক!—যাহা সে কয় মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে প্রত্যক্ষভাবে অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছিল, তাহা শুধু অন্তরের সম্পত্তি! বাহিরের লৌকিক ব্যবহার লোকাচার-সম্মত বিধানানুসারেই অবশ্য প্রতিপাল্য; ইহাকে লঙ্ঘন করা আদৌ শোভনীয় নহে।

বাঁ-হাতে গেলাস ধরিয়া ডান হাতে জল ঢালিয়া, লাল্লু এক নিঃশ্বাসে চোঁ চোঁ করিয়া সমস্ত জলটুকু শুষিয়া লইল; তারপর গেলাসটা দ্বারের

চৌকাঠের পাশে নামাইয়া রাখিল। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাহিয়া সে বলিল, “আপ্‌কো তক্‌লীফ দিয়া !”

ঘরের ক্লক-ঘড়িতে টং টং টং করিয়া তিনটা বাজিল। ব্যস্ত লাল্লু, “ডাংদার বাবুকা আনেকো ‘টাইম’ হো গিয়া ;—‘সেলাম মেম-সাব্‌’ ” বলিয়া অভিবাদন জানাইয়া যন্ত্রের প্লেট তুলিয়া লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। নমিতাও মাথাটা খুব ঝুঁকাইয়া কপালে হাত ঠেকাইয়া সেলামের প্রত্যুত্তর জানাইয়া, দ্রুতগমন-রত লাল্লুর পানে নীরবে ম্লানদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। আহা রৌদ্রের বড় তেজ !

পরক্ষণে নমিতার মনে পড়িল, ঠিক এই রৌদ্রে অমনই ভাবে পুড়িতে পুড়িতে ডাক্তার মিত্রকেও ঐ পথে কর্ত্তব্য পালন করিতে যাইতে হইবে। এই ভাবিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইল। মনের প্রচ্ছন্ন তিক্ততার উপর অজ্ঞাতে সুকোমল সহানুভূতির স্নিগ্ধ প্রলেপ যেন অমৃত ঢালিয়া দিল। বাস্তবিক, এমন সুন্দর শিক্ষিত, উচ্চাঙ্গের কর্ম্মঠ, গুণী ব্যক্তি।—ইঁহাকে কে না সম্মান করিবে ? কিন্তু ইঁহার হৃদয়ের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে গেলে, নমিতার অন্তরের শ্রদ্ধা আপনা হইতেই ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠে, ইহাই যে বড় পরিতাপের বিষয়! সংসারে মূর্খের অভাব নাই, এবং তাহাদের মূর্খতা স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং, তাহাতে দুঃখের বিষয় যথেষ্ট থাকিলেও দুঃখ করিবার মত অবকাশ বেশী নাই। কিন্তু দেশের এই সুশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণের আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞানহীনের মত নিরর্থক খেয়ালের বশে অনর্থক শয়তানী খেলা !—ইহা যে বড় মনস্তাপ !

গেলাসটি তুলিয়া লইয়া নমিতা ধীরে ধীরে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

১৪
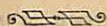
মিনিট পনের পরে চুল পরিষ্কার করিয়া, হাত-মুখ ধুইয়া, মুছিয়া, জামা-কাপড় বদলাইয়া, নমিতা বহির্গমনের বেশে সুসজ্জিত হইয়া মাতার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল।

কক্ষতলে মাদুরের উপর বসিয়া নমিতার মাতা সাংসারিক আয়-ব্যয়ের হিসাবের খাতা পরীক্ষা করিতেছিলেন; সুশীল তাঁহার হাঁটুর উপর হেলিয়া বসিয়া সেই দিকে চাহিয়াছিল। সমিতা তখন স্কুলের জামা-কাপড় ছাড়িয়া পাশের ঘরে ঝাড়ন লইয়া বিছানা-মাদুরের সুব্যবস্থায় নিযুক্ত ছিল। লছ্‌মীর মা কার্য্যান্তরে চলিয়া গিয়াছিল।

নমিতা ঘরে ঢুকিতেই মাতা মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিলেন, "ক'টা বাজ্‌ল নমি? এর মধ্যে কি হাঁসপাতালে বেরুতে হচ্ছে?"

প্রসন্নমুখে খুব সহজভাবে নমিতা উত্তর দিল, "না, হাঁসপাতালে নয়। আমাদের ডাক্তার মিত্রের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা কর্‌তে যাচ্ছি।"

মাতা বিস্মিতা হইয়া বলিলেন "কেন?"

নমিতা উত্তর দিল, "কি দরকার আছে, তিনি তাই ডেকে পাঠিয়েছেন!" সুশীলের মুখ-পানে প্রশ্নোৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে বলিল, "সিসিল, বেড়াতে যাবি?"

আগ্রহচ্ছন্দে, "হুঁ" বলিয়া সুশীল তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া উঠিয়া পাশের ঘরে জামা-কাপড় পরিতে চলিয়া গেল। নমিতা মাদুরের প্রান্তে মাতার পায়ের কাছে বসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "মা, সেলুনের বই কিন্‌তে হবে; বিমলেরও জুতো ছিঁড়ে গেছে! সংসার খরচের টাকা থেকে এ-মাসে কিছু বাঁচ্‌বে কি?"

ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া মাতা ম্লানভাবে বলিলেন, "কুলুবে কি মা! এ-মাসে বাড়্তি খরচ বড় বেশী হয়ে গেছে। তাই হিসেব কর্‌ছিলুম! ঐ ছেলেটির অসুখের খরচে,—বল্‌তে নাই, এবার চৌদ্দ টাকার উপর পড়েছে। গেল মাসের কিছু ছিল, তাই টানাটানি করে কুলিয়ে গেছে; না হ'লে ধার ভিন্ন গতি ছিল না।"

নতদৃষ্টিতে চাহিয়া, বাঁ-হাতের রুলি খুঁটিতে খুঁটিতে নমিতা বলিল, "কিন্তু এ খরচগুলো যে চাই-ই মা! মিস্ স্মিথ্ সময় অসময়ে অনেক অনুগ্রহ করে থাকেন। কিন্তু আর ধার কর্ত্তে পারিনে। আপ্‌নি যদি কিছু না মনে করেন, তা হ'লে এই রুলি দু'গাছা—।"

বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে মাতা বলিলেন, "ঐ দু'গাছাই ত শেষ সম্বল আছে, নমি! কিন্তু ওর জন্যে ব্যস্ত হওয়া কেন? সংসারে সময়-অসময়ের জন্যে আপদ্-বিপদের জন্যে কিছু সংস্থান রাখা চাই বই কি।"

সংসারের খরচের টানাটানির মুখে নমিতা আরও দুই-একবার নিজের ঐ অনাবশ্যক অলঙ্কারটা এইরূপে সদ্ব্যয় করিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু মাতার আপত্তিতে পারিয়া উঠে নাই। সে জানিত, তাহার এই সামান্য প্রস্তাবটা মাতার মনে কতখানি কঠিন আঘাত দান করে! কিন্তু উপায় নাই! অভাবের মুখে বাধ্য হইয়া স্বাভাবিক অনিচ্ছাকে তাই বলিদান করিয়া চলিতে হয়। আজিও সে অত্যন্ত কুণ্ঠার সহিত তাহার মন্তব্য ব্যক্ত করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু মাতা ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করাতে সে সুবিধা পাইয়া বলিয়া উঠিল, "ঠিক্ বলেছেন মা! আমিও ক'দিন থেকে ভাব্‌ছি কিছু সংস্থান রাখা চাই।

এই রুলি দু'গাছা কোন কাজের জিনিস নয়, হাতে গুটিয়ে কাজ কর্‌বার সময় ভারি অসুবিধা ঠেকে; একে অনর্থক রেখে কোন লাভ

নেই। দিই একে বিক্রী করে। যে ক'টা টাকা পাওয়া যায়, তা থেকে এদের জুতো আর বইয়ের খরচ কেটে নিয়ে, বাকী টাকা 'সেভিংস্ ব্যাঙ্কে' জমা করে দিই।"

বড় দুঃখে মাতার মুখে একটু হাসি ফুটিল; বলিলেন, "কি দুষ্টু বুদ্ধি তোর নমি! তবু ওটা বিক্রী করবি-ই?—না। আমি ও বিক্রী কর্‌তে দোব না; 'সেভিংস্ ব্যাঙ্কে'র টাকা রাত-দুপুরে দরকার হ'লে পাবি? আমি যদি হঠাৎ মরে যাই, সে সময় শুধু হাতে কার কাছে মড়া ফেলার খরচ ভিক্ষে কর্‌তে যাবি বল্ ত?—আমি বল্‌ছি, ও-দু'গাছা সেই জন্যে থাক্—।"

নমিতা বুঝিল ইহাই যথেষ্ট!—ঘাড় হেঁট করিয়া সে ক্ষণেক নীরব রহিল; তারপর উঠিয়া দাঁড়াইল, হাসির ছলে মনের বেদনা ঢাকা দিয়া বলিল, "ভগবানের আশীর্ব্বাদে এত দিন এত অসুবিধে যখন আপ্‌নি কেটে গেছে, তখন এ-ক্ষেত্রেও তাই হবে।—আচ্ছা অন্য চেষ্টায় রইলুম।"

ঝাড়ন হাতে করিয়া সমিতা সুশীলের সহিত ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "দিদি, তুমি ডাক্তার মিত্তিরের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা কর্‌তে যাচ্ছ? আচ্ছা, তিনি কি ছেলেটির কথা বল্‌বার জন্যে তোমায় ডেকেছেন?"

নমিতা বলিল, "অসম্ভব। ছেলেটি আমাদের বাড়ীতে আছে, তা তো তাঁরা কেউ জানেন না। তেওয়ারীকে বারণ করা হয়েছে। লোকে এ কথা নিয়ে কখনই হৈ চৈ কর্‌বে না, এটা ঠিক্।"

সুশীল উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিল, "কিন্তু ও-বেলা, সে বিছানা ছেড়ে একা বাইরের ঘরে গিয়েছিল। নির্ম্মলবাবু তাকে দেখ্‌তে পেয়ে সব জিজ্ঞাসা কর্‌লেন যে!"

নমিতা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। সমিতা বলিল, "ডাক্তারবাবুর স্ত্রী যদি কিছু জিজ্ঞাসা করেন, কি বল্‌বে?"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া নমিতা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ক্ষেত্রে কার্য্যং বিধীয়তে। দেখা যাক্, দরকার হয়, সত্যকে চেপে যাব; কিন্তু মিথ্যে দিয়ে তাকে বিকৃত কর্ব্বো না, এটা নিশ্চয়। বেরিয়ে যখন পড়েছি, তখন এগিয়ে যাওয়াই ঠিক্!" (সুশীলের প্রতি) "আয় সিসিল!"—(সমিতার প্রতি) ওরে সেলুন, বেলা চার্‌টের সময় ছেলেটিকে এক দাগ ওষুধ খাওয়াস্, তার পর ঠিক্ ছ'টায়!"

১৫

মাতার নিকট হইতে হাসিমুখে বাহির হইয়া আসিলেও, রাস্তায় নামিতেই কিন্তু নমিতার মুখের সেই হাসি মিলাইয়া গেল। সাংসারিক অর্থকৃচ্ছ্রতার জটিল সমস্যাটা যে, কোনও উপায়ে সুমীমাংসিত হইবে, তাহার কোনই নির্দ্দেশ নমিতা খুঁজিয়া পাইল না। মাতার কাছে রুলী বিক্রয়ের প্রস্তাব তুলিয়া, তাঁহাকে আঘাত দিতে যাইবার পূর্ব্বে, তাহাকে নিজের হৃদয়কেও অনেকখানি আঘাত দিয়া সতর্ক ও সাহসী করিয়া লইতে হইয়াছিল; নচেৎ এ প্রস্তাব উল্লেখের কুণ্ঠাটুকু কাটানই তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িত। তাহার সব চেয়ে বেশী সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল এইজন্য যে, রুলী দুইগাছা তাহার নিজের নহে;—উহা চিরদিনই সমিতার নিজের সম্পদ্ বলিয়া গণ্য ছিল। কয়দিন পূর্ব্বে হঠাৎ অত্যন্ত পছন্দ হওয়ায় নমিতা উহা সমিতার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া, নিজের চুড়িগুলা তাহাকে দান করিয়া দিয়াছে।

অবশ্য, নমিতার মত পছন্দ-জ্ঞানহীনা নির্ব্বোধের পক্ষে এইরূপ নীতি-বিগর্হিত পরদ্রব্য-লুব্ধতার মূলে যে একটুখানি ইতিহাস না ছিল, তাহা

নহে; কিন্তু নমিতা তাহা সকলের নিকট চাপিয়া গিয়াছিল। কারণ, প্রকাশ হইলে, উদ্দেশ্যটা ব্যর্থ হইত। ব্যাপারটা আর কিছুই নহে ;— সে-দিন বৈকালে নিদ্রাভঙ্গের পর, পার্শ্বের ঘরে নির্জ্জন-বিশ্রম্ভালাপ-রত সুশীল ও সমিতার কথা কিছু কিছু তাহার কাণে ঢুকিয়াছিল। বিদ্যালয়ের মেয়েরা সমিতার ক্ষয়া, ময়লা-ধরা রুলী-তুইগাছা মান্ধাতৃ-মহারাজের গুপ্ত ভাণ্ডার হইতে সংগৃহীত বলিয়া, সে-দিন খুব কৌতুক-বিদ্রূপ করিয়া সমিতাকে মনঃক্ষুণ্ণ করিয়াছিল। সেই কথাই দুঃখের দুঃখী ছোট ভাইটির কাছে ব্যক্ত করিয়া সমিতা মনের ভার লাঘব করিতেছিল। সেই দুঃখ-কাহিনীর দুই-চারিটা টুক্‌রা আসিয়া সদ্যঃসুপ্তোত্থিতা নমিতার কাণে বিঁধিয়াছিল। কিন্তু তখন কোন কথা না বলিয়া সে হাঁসপাতালে চলিয়া যায়। পরদিন সকালে বাড়ীতে সকলের সহিত 'চা' পান করিতে করিতে নমিতার হঠাৎ মনে পড়ে যে, তাহার হাতের চুড়িগুলা সম্প্রতি অত্যন্তই উপদ্রব-পরায়ণ হইয়াছে; চুড়ির ঘ্যাস লাগিয়া তাহার প্রায়শঃ জামার কফের বোতাম ছিঁড়িয়া যায়।—তা ছাড়া, আকস্মিক ঝনৎকার-শব্দে নিদ্রিত রোগীদের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, এবং হাঁসপাতালের কাজে আরও নানারকম অসুবিধা হইতেছে...ইত্যাদি। সুতরাং, তৎক্ষণাৎ চুড়িগুলা খুলিয়া ফেলিয়া সমিতার রুলী-দুইগাছার জন্য জরুর তাগাদা জানাইয়া বসে। হাঁসপাতালের কাজে যাহারা ব্যাপৃত থাকে, তাহাদের পক্ষে হাতের চুড়ি ও মাথার সুদীর্ঘ-চুল যে কতদূর বিড়ম্বনাজনক, তাহা সে যথাযথ প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দিল এবং কাজের সুবিধার জন্য তাহার মাথার চুলগুলা যে সময় সময় ছাঁটিয়া ফেলিতে তাহার অত্যন্ত ইচ্ছা হয়, তাহাও জানাইতে ত্রুটি করিল না। চুলগুলার কথা অবশ্য খুব নিম্নস্বরে বলিল; কারণ, মাতা বাহিরের রোয়াকে বসিয়াছিলেন। পাছে তিনি

শুনিতে পান, তাই সে ভয়টা বাঁচাইয়া—সে সন্তর্পণে নিজের মাম্‌লা শেষ করিল। করুণহৃদয় সমিতা দুঃখ-ছল্‌ছল্‌ চক্ষু-দুইটা তুলিয়া অবাক্ হইয়া দিদির পানে চাহিয়া রহিল; তারপর দিদির সুবিধায় সহায়তা করিবার জন্য বিনাবাক্যে নিজের রুলী-দুইগাছা খুলিয়া, সাবান ও ব্রুসে মাজিয়া পরিষ্কার করিয়া দিদিকে দিল। বলা বাহুল্য, কাজেই দিদির চুড়িগুলিও নিজে পরিতে বাধ্য হইল।

মা এ সকল তুচ্ছ ব্যাপারে কিছু বলেন নাই। কয়দিন নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়াছিল। কিন্তু আজ আবার সেই অত্যন্ত পছন্দের অলঙ্কার যখন অত্যন্ত অনাবশ্যক বলিয়া নমিতার মনে পড়িল, তখন সে সাহসে ভর করিয়া মাতার কাছে কথাটা তুলিতে গিয়াছিল, কিন্তু প্রস্তাব টিকিল না। সহজ পন্থাটা যত সহজে মস্তিষ্কে উদয় হইয়াছিল,—ততোধিক সহজেই তাহা মন হইতে অন্তর্হিত হইল। নূতন উপায় অন্বেষণে নমিতা নূতন দুর্ভাবনায় মনোযোগ দিল। কিন্তু দুর্ভাবনা যতই বাড়ান হউক, উপায়ের চিহ্ন কোথাও নাই!

নমিতা ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছে, এমন সময় ও-দিকের পথ হইতে হাঁসপাতালের মিস্ চার্ম্মিয়ান্ ডান-হাতে ছাতা ও বাঁ-হাতে পরিচ্ছদের পশ্চাদ্ভাগ গুটাইয়া ধরিয়া দ্রুতপদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুশীল নমস্কার করিলে, প্রসন্ন আনন্দময়ী চার্ম্মিয়ানের তুষার-শুভ্র বদনমণ্ডলে উৎফুল্ল হাস্য অজস্র কৌতুকে উছলিয়া উঠিল। অগ্রসর হইয়া সুশীলের হাত ধরিয়া একটু ঝাঁকনি দিয়া—"হ্যালো লিট্‌ল্ মিটার্", বলিয়া তিনি সুশীল, সুশীলের মা, সুশীলের দিদি, দাদা, ছাগল-ছানা, কুকুর-বাচ্ছা এবং অন্যান্য সকলের শারীরিক ও মানসিক মঙ্গল এক নিঃশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিলেন। সপ্রতিভ সুশীল ঘাড়-মুখ নাড়িয়া, হাত-ভাঙ্গা হিন্দী ও পা-ভাঙ্গা বাংলাকে কোনমতে জোড়াতাড়া দিয়া খুব গাম্ভীর্য্যের সহিত

সৌজন্য বাঁচাইয়া যথাযথ উত্তর দিল। স্বভাব-সিদ্ধ-কৌতুকোৎসারিত-হৃদয়া চার্ম্মিয়ান্ আজেবাজে মাথা-মুণ্ড নানাকথা কহিয়া, শেষে নমিতার মুখের উপর হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিলেন, "এত রৌদ্রে ভাইকে নিয়ে বেড়াতে চলেছ নাকি ?"

নমিতা বলিল, "কতকটা তাই। ডাক্তার মিত্রের বাড়ী যাচ্ছি।"—পাছে চার্ম্মিয়ান, 'কেন' 'কি বৃত্তান্ত' প্রশ্ন সুধাইয়া বসেন বলিয়া, পরক্ষণে নমিতা তাড়াতাড়ি বলিল, "তুমি এমন সময় বাড়ী গিয়েছিলে নাকি ?"

স্নিগ্ধ চন্দ্ররশ্মির মত শান্ত মাধুর্য্যময়ী নমিতার পাশ ঘেঁসিয়া উগ্রদীপ-শিখার মত উজ্জ্বল সুন্দরী চার্ম্মিয়ান্ চলিতে চলিতে বলিলেন, "হাঁ, আমার আহার্য্য প্রস্তুতের দেরী ছিল ব'লে, তখন তাড়াতাড়ি হাঁসপাতালে চলে এসেছিলুম। এখন বেহারা গিয়ে খবর দিলে, তাই পনের মিনিটের জন্য তেওয়ারী কম্পাউণ্ডারকে বসিয়ে রেখে এসেছি। তিনি সাহায্য না কর্‌লে এখন আসা দুর্ঘট হ'ত।—লোকটি বড় ভদ্র, বড় সহৃদয় !"

নমিতা কোন উত্তর দিল না। তেওয়ারী কম্পাউণ্ডারের নামটা সুশীলের কাণে পৌছিয়াছিল ; সে ত্রস্তভাবে অগ্রসর হইয়া আগ্রহোন্মুখ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "তেওয়ারী—কম্পাউণ্ডার ? হেড্ কম্পাউণ্ডার ?—তিনি আছেন হাঁসপাতালে ?—এখন আছেন ?"

চার্ম্মিয়ান্ বলিলেন, "আছেন। হাঁ ভাল কথা, কৈ সিসিল, তুমি এখন তাঁর কাছে সিরাপ খেতে যাও না ?"—

নমিতার পানে চাহিয়া সুশীল সঙ্কুচিত হইল। এমন গুপ্ত রহস্যটা দিদির কর্ণগোচর করা তাহার ইচ্ছা ছিল না ;—এমন কি, এইজন্য সে সুরসুন্দরকেও পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিয়া রাখিয়াছিল।

সমুদ্রপ্রসাদ কম্পাউণ্ডার ছেলেমানুষীটা খুব ভালবাসে। সে-ই

সর্ব্বপ্রথমে সুশীলের সহিত বন্ধুত্ব পাতাইয়া, সিরাপের মিষ্ট-সরবতের সাহায্যে কিশোর বন্ধুটিকে একান্ত মুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু সুরসুন্দরের সহিত আলাপ হওয়ার পর হইতে সুশীল এখন সমুদ্রপ্রসাদের খোঁজ-খবর লওয়ার প্রয়োজন ভুলিয়াছে; এখন সুরসুন্দরই তাহার অত্যন্ত আপন-জন!

তা সে যাহাই হউক, বাহিরের বন্ধুত্বের সেই গুপ্ত গৌরব-মহিমা যে এমনভাবে, ঘরের লোক, দিদির কাছে অতর্কিতে ফাঁশ হইয়া যাইবে, ইহার প্রত্যাশা সুশীল মোটেই করে নাই। লজ্জায় পড়িয়া নমিতার মুখপানে তাকাইয়া কুণ্ঠিত-ভাবেই সে বলিল, "আমি ত প্রতিদিনই যাই না, এক-আধ দিন যাই। তেওয়ারীর কাছে আমি কখনো সিরাপ চাই নি; তিনিই নিজেই ধর-পাকড় করে খাওয়ান, কিছুতেই ছাড়েন না।......তিনি নিজে খুব ভাল লোক কিনা......!" অর্থাৎ, তেওয়ারীর ভালমানুষীটা সুশীলের এই ত্রুটি ও অপরাধের হেতু!

নমিতা হাসি চাপিতে পারিল না। চার্ম্মিয়ানও সকৌতুকে খুব খানিক হাসিয়া লইলেন ও তারপর নমিতার পানে চাহিয়া বলিলেন, "আমরা সবাই তেওয়ারী কম্পাউণ্ডারের ব্যবহারে সন্তুষ্ট বলে ডাক্তার মিত্র কাল দত্তজায়ার কাছে তাঁকে 'মহিলাগণের মনোরঞ্জনকারী' বলে বিদ্রূপ করছিলেন। কিন্তু এই ক্ষুদ্র শিশুর মনোরঞ্জন করায় তাঁর কি স্বার্থ আছে বল ত? ডাক্তার বোঝেন না। ওটা তার স্বভাব, ওতেই তাঁর আনন্দ!"

নমিতা মনে মনে একটু বিচলিত হইয়া উঠিল। চার্ম্মিয়ান্ পুনরায় বলিলেন, "ডাক্তার মিত্র আদৌ সুবিধার লোক ন'ন। তাঁর দৃষ্টিও যেমনি ছিদ্রান্বেষণে সূক্ষ্মদর্শী, রসনাটিও তেমনি তীব্র-কুৎসা-পরায়ণ। ভাল কথা, মিস্ মিত্র, তোমার উপর তিনি কেমন সন্তুষ্ট?"

নমিতার সমস্ত মুখমণ্ডল উষ্ণ শোণিতোচ্ছ্বাসে রক্তোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আত্মদমন করিয়া ঈষৎ হাসিয়া সে বলিল, "অব্যবস্থিতচিত্তানাং প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ।—তাঁর সন্তোষ অসন্তোষ আমার পক্ষে সমান লোভনীয়।"

চার্ম্মিয়ান্ হাসিয়া বলিলেন, "তুমি বোঝ না; তুমি কাজের গণ্ডির বাইরে পা বাড়াও না, তোমার নাগাল ধরা অন্যের পক্ষে দুঃসাধ্য। তা ছাড়া, স্মিথ্ তোমার মুরুব্বি আছেন বলে, ডাক্তার বাধ্য হয়ে তোমায় খাতির করে চলেন। আর এক কথা, 'হাঁসপাতাল গ্রাউণ্ডে'র মধ্যে আজ কাল তাঁকে অত্যন্ত গম্ভীর দেখ্‌ছি; কারুর সঙ্গে ভাল করে কথা ক'ন না!—ডাক্তার সত্য বাবু আর 'হেড্ কম্পাউণ্ডারের' ওপর, মনে হয়, যেন খড়্গহস্ত হয়ে আছেন। ব্যাপারটা কি জান?"

নমিতা কোনও উত্তর দিল না; শুধু কাশিতে লাগিল।

চার্ম্মিয়ান্ কয়মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া ঈষৎ উত্তেজিতভাবে বলিলেন, "কিন্তু যাই বল, পরছিদ্রান্বেষণে তাঁর দৃষ্টিশক্তি যতই তীক্ষ্ণ হোক, কিন্তু নিজের ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ! এক এক সময় তাঁকে বেত্রাঘাত ক'রে, তাঁর পদমর্য্যাদা স্মরণ করিয়ে দিতে আমার ইচ্ছা হয়!......"

চার্ম্মিয়ানের রূঢ় সদিচ্ছার সংবাদ নমিতার কাণে ঢুকিল কি না—ঈশ্বর জানেন; কিন্তু নমিতার কাশি অত্যন্তই বাড়িয়া উঠিল! চার্ম্মিয়ান্ চুপ করিতে বাধ্য হইলেন। নমিতার কাশি থামিলে তিনি বলিলেন, "তুমি ডাক্তার মিত্রের বাড়ী যাচ্ছ, কিন্তু সেখানে তাঁর দেখা পাবে না ত! তিনি শব-ব্যবচ্ছেদ কর্‌তে গেছেন—।"

কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া নমিতা বলিল, "সে জানি। আমি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা কর্‌তে যাচ্ছি—।"

চার্ম্মিয়ান্ বলিলেন, "ওঃ! আচ্ছা যাও।—তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমারও কিঞ্চিৎ আলাপ আছে। তিনি বেশ শিষ্ট-স্বভাবের ভদ্রমহিলা। এখানে যতগুলি বাঙ্গালী পরিবারের সঙ্গে আমার জানা-শুনা আছে, তার মধ্যে তোমার মাকে আর ডাক্তারের স্ত্রীকে আমার বড় ভাল লাগে—।"

শেষের কথাগুলি চার্ম্মিয়ান্ ভাঙ্গা বাঙ্গালাতে উচ্চারণ করিয়াছিলেন। সুতরাং, সুশীল তাহার অর্থ বুঝিল। সে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া সোৎসুকে বলিল, "আর আমার দিদিকে—?"

হো-হো-শব্দে উচ্চহাস্য করিয়া চার্ম্মিয়ান্ মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "তোমার দিদিকে? আরে রাম! আমি আদৌ পছন্দ করি না, একেবারেই পছন্দ করি না!"

নমিতা হাসিতে লাগিল। সুশীল অপ্রতিভ হইয়া কি বলিবে খুঁজিয়া পাইল না। হঠাৎ ফশ্ করিয়া সে বলিয়া ফেলিল, "আচ্ছা আপ্‌নিও আমাদের সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আস্‌বেন চলুন না?"

"ধন্যবাদ" উচ্চারণ করিয়া, হাত-ঘড়ির দিকে চাহিয়া চার্ম্মিয়ান্ সহাস্যে বলিলেন, "অনুরোধ রাখ্‌তে পারলুম না ভাই, ক্ষমা কর। পনের মিনিটের জায়গায় সাড়ে পনের মিনিট খরচ করা আমার পক্ষে অসম্ভব! তোমরা যাও।"

চার্ম্মিয়ান্ হাঁসপাতালের পথ ধরিলেন, নমিতা ও সুশীল মোড় ভাঙ্গিয়া ডাক্তারের বাড়ীর সমীপবর্ত্তী হইল। বাড়ীর দ্বারের কাছে আসিয়া প্রবেশোদ্যতা নমিতা মুহূর্ত্তের জন্য একবার থামিল। তাহার বক্ষের মধ্যে বিদ্রোহোন্মত্ত হৃৎপিণ্ড সজোরে স্পন্দিত হইল!—আত্ম-সম্বরণের জন্য হঠাৎ সে হেঁট হইয়া ব্যস্তভাবে জুতার গোড়ালির কাছে ইতস্ততঃ কি যেন খুঁজিতে লাগিল ও মনে মনে আপনাকে শত ধিক্কার দিল:—ছিঃ! শিষ্টতা ও সৌজন্যের অনুরোধে এখনই যাঁহার সম্মুখে

গিয়া প্রসন্ন-মুখে দাঁড়াইতে হইবে, তাঁহার স্বামীর সম্বন্ধে কেমন করিয়া সে মনের মধ্যে গুপ্ত অন্ধকারে অপ্রসন্ন বিদ্বেষ পুঞ্জীকৃত করিয়া রাখিবে? নাঃ, এ চাতুরী অসহ্য! ডাক্তার মিত্র যাহাই হউন, নমিতা নিজের আত্মনিষ্ঠা বিসর্জ্জন করিবে কেন? পৃথিবীর যেমন অসীম হিংসা, অসীম বিদ্বেষ, অসীম ক্রূর নিষ্ঠুরতা আছে—তেমনই ভগবান্ মানুষের হৃদয়ে অনন্ত ক্ষমা, অনন্ত প্রেম, অনন্ত করুণা দিয়াছেন! নমিতা কিসের দুঃখে সে সব মূল্যবান্ সম্পত্তির অপব্যবহার করিয়া, কোন্ দুষ্টবুদ্ধির প্ররোচনায় কেন প্রতারক দরিদ্রের মত দেউলিয়া খতে নাম সহি করিয়া নিজের মর্য্যাদা ডুবাইবে,—পরকেও অশান্তিতে মজাইবে?—না, সে হইতে পারে না। নমিতাকে স্মরণ রাখিয়া চলিতে হইবে,—সে কোন্ পিতার কন্যা!—সংসারের সহস্র দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যে সে যে আজিও নিজের মাথাটা বাঁচাইয়া চলিতেছে, সে শুধু ঐ একটিমাত্র অমর মন্ত্রের জোরে!—জীবনের যেখানেই কোনও দৈন্য-দুর্ব্বলতা তাহার হৃদয়কে হীনতায় অভিভূত করিতে চাহিয়াছে, সেইখানেই সেই স্বর্গীয় স্মৃতি তাহাকে নীরব শক্তি-মন্ত্রে, তেজস্বিনী ও প্রাণবতী করিয়া তুলিয়াছে! সকল বিপদে, অক্ষয়কবচের মত তাহাকে রক্ষা করিয়াছে, প্রতিমুহূর্ত্তে তাহার চিত্তকে চেতনায় জাগ্রৎ করিয়া রাখিয়াছে, প্রতিদণ্ডে তাহাকে স্মরণ করাইয়া চলিতেছে,—সে শুধু এই বাহিরের রক্ত-মাংসে গঠিতা দেহসর্ব্বস্ব, নমিতা-নামধারিণী একটা সামান্যা নারী নহে,—সে জগতের শ্রেষ্ঠশক্তি-সমবায়ে সংগঠিতা, একটা জীবন্ত প্রাণী! তাহার জীবনের উদ্দেশ্য—আত্মোন্নতি! সে আত্মোন্নতি সাধনে, যদি প্রয়োজন হয়, তবে তাহাকে জলে ডুবিতে, আগুনে পুড়িতে,—নিজের হাতে নিজের হৃৎপিণ্ডকে ছিঁড়িয়া ফেলিতে কুণ্ঠিত হইলে চলিবে না! সে-সাধনার জন্য সে সব করিতে পারিবে,—সব! একজন অবজ্ঞেয়, অশ্রদ্ধেয়, সকলের ঘৃণা-বিদ্বেষের পাত্রকে শ্রদ্ধা-সম্মান

তাহার পক্ষে—তাহার ব্রতের পক্ষে—করা কি এতই কঠিন কাজ ! কখনই না।

এক নিমেষে নমিতার সমস্ত মন অকপট প্রসন্নতায় পরিষ্কার নির্ম্মল হইয়া গেল ! বাহ্যিক অবস্থা-বৈষম্যের প্রচ্ছন্ন দ্বন্দ্ব ও উৎপীড়নের হাত হইতে, এতক্ষণের পর সে যেন নিষ্কৃতি লাভ করিল,—আপনাকে ফিরাইয়া পাইল ! আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া, সুশীলের হাত ধরিয়া নমিতা স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "সিসিল, ডাক্তার বাবুর স্ত্রীকে নমস্কার কর্‌তে ভুলিস্ নি যেন !"

বিজ্ঞতার সহিত মাথা নাড়িয়া বুদ্ধিমান্ সুশীল ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিল, "যদি কথা বল্‌বার দরকার হয়, তা' হ'লে তাঁকে কি বলে ডাক্‌বো দিদি ?" ঈষৎ হাসিয়া নমিতা বলিল, "দিদিমণি।—"

১৬

নমিতা ও সুশীল উভয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। সম্মুখে উঠান। ও-পাশে রান্নাঘরের রোয়াকের উপর দিয়া, খর-চরণে একজন মাঝারি রকমের সুন্দরী মধ্যবয়স্কা বিধবা রমণী চলিয়া যাইতেছিলেন ; নমিতাকে দেখিয়া তিনি দাঁড়াইলেন, বিস্মিতভাবে বলিলেন, "তুমি কেগা ?"

নমিতা এ-কথার উত্তর দিবার জন্য পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়াছিল ; সুতরাং, অম্লান-বদনে বলিল, "আমি হাঁসপাতালের 'নার্শ'। ডাক্তার বাবুর স্ত্রী কোথায় ?"

অসন্তোষের সহিত ভ্রূভঙ্গী করিয়া সেই রমণী বলিলেন, "জানি নে কোথায় ! ঐ ঘরে আছেন বুঝি, দেখো গে—।" মুখ ফিরাইয়া তিনি নিজের কাজে প্রস্থানোদ্যতা হইলেন।

এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহার নমিতাকে কিছু বিপন্ন করিয়া তুলিল। রমণীর তীব্র অবজ্ঞাব্যঞ্জক দৃষ্টি নমিতার সহিষ্ণুতাকে একটা জোর ধাক্কা হানিয়া গেলেও, তাহাকে টলাইতে পারিল না। কুণ্ঠিত হইয়া নমিতা নিজের কাছে নিজেই জবাবদিহি করিল, "উহার দোষ নাই। প্রয়োজনের অনুরোধে সকলেই অল্প বিস্তর ব্যস্ত থাকিতে বাধ্য হন।—ইহার জন্য ধৈর্য্যহারা হইব কেন? খুব শান্তভাবে, সবিনয়ে সে পুনরায় বলিল, "যদি অনুগ্রহ কোরে একবার তাঁকে ডেকে দেন—!"

ঘোরতর তাচ্ছিল্যের সহিত চোখ-মুখ ঘুরাইয়া বিরক্তি-কর্কশ কণ্ঠে রমণী ডাকিলেন, "ওগো, অ—বৌদিদি! বেরিয়ে দেখসে বাবু, কে এসেছে—!" এই বলিয়া রমণী দ্রুতপদে অন্য ঘরে ঢুকিলেন; দ্বিতীয় বাক্যের অপেক্ষায় দাঁড়াইলেন না।

নমিতা প্রমাদ গণিল। তাহার দুর্ভাগ্য! এই অদ্ভুত-স্বভাবের মানুষটির সুস্থ মেজাজকে ব্যস্ত করিয়া, সে ইঁহার সম্বন্ধে ত বড়ই অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছে! কিন্তু এখন আর লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া পিছু হটিবার পথ নাই! যখন গৃহে ঢুকিয়াছে, তখন গৃহকর্ত্রীর সহিত না দেখা করিয়া ফিরিবার উপায় নাই।

অনতিবিলম্বেই ও-দিকের বারেণ্ডায় একটি অর্দ্ধোন্মুক্ত গৃহদ্বার-পথে দুইটি উৎসুক দৃষ্টি দেখিতে পাওয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে একটি স্নিগ্ধ কোমল কণ্ঠের প্রশ্ন আসিয়া নমিতার কাণে পৌঁছিল—"কে গা?"

ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া নমিতা বিস্মিত হইল!—ইনিই কি ডাক্তার মিত্রের স্ত্রী!—আশ্চর্য্য সুন্দরী ত।……না, গায়ের চামড়াটা কটা নহে; কিন্তু কি স্নিগ্ধ কমনীয়তা উঁহার শ্যামোজ্জ্বল অবয়বের উপর শান্ত মধুর রূপের ছটা বিছাইয়া দিয়াছে! যান্ত্রিক নির্দ্দেশ-মত পরিমাপ করিতে গেলে, উঁহার মুখের গঠন, হয় ত, নিখুঁত সুন্দর বলিয়া প্রতিপন্ন

হইবে না, কিন্তু কি নম্র কি ললিত ভাবের অভিব্যক্তি ঐ তরুণ মুখের মধ্যে ফুটিয়া রহিয়াছে! কি হৃদয়গ্রাহী সুন্দর একটা বিষণ্ণ করুণার ম্লান ছায়া ঐ শান্ত দৃষ্টির মাঝে নির্লিপ্তভাবে মিশিয়া রহিয়াছে! কি চমৎকার, কি অপরূপ রূপসী! নমিতার দৃষ্টি বিস্ময়ে ভরিয়া উঠিল! রমণীর 'কে গা—' প্রশ্নের উত্তরে সে আপনার পরিচয় দিতে ভুলিয়া গেল!

রমণী ক্ষণেক পরেই উচ্ছ্বসিত ব্যগ্রতায় বলিয়া উঠিলেন, "ও, আপ্‌নি কুমারী মিত্র!—চিনিছি চিনিছি! মাপ করুন। নমস্কার!—আসুন!" এই বলিয়া সাগ্রহে অগ্রসর হইয়া রমণী নমিতার হাত ধরিয়া কৃতজ্ঞ-কোমল কণ্ঠে পুনরায় বলিলেন, "আপ্‌নি আজই এখানে কষ্ট করে যে পায়ের ধূলা দেবেন, এত সৌভাগ্যের আশা ত আমি করি নি! আপ্‌নার অনুগ্রহকে কি বলে ধন্যবাদ দোবো?"

এই উচ্ছল আদরপূর্ণ অভ্যর্থনা-স্রোতে নমিতা যেন নূতন করিয়া বিচলিত হইয়া পড়িল! সঙ্কুচিত হইয়া সে বলিল, "এ কি কথা! আপ্‌নি আমায় স্মরণ করেছেন, এ ত আমার গৌরবের বিষয়!—এ আনন্দে কষ্ট আবার কি?"

নমিতা মুখে এই কথা বলিল বটে, কিন্তু কথাটার সহিত পরিপূর্ণ আন্তরিকতার যোগ হইল কি না, তাহা সে নিজেই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না।—মনে মনে অনুতাপবিদ্ধ হইয়া, আত্ম-সংশোধনের চেষ্টায় প্রসঙ্গান্তর টানিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "আপনি আমায় দেখবামাত্র চিন্‌লেন কি করে—?"

সলজ্জ হাস্যে তিনি বলিলেন, "আপ্‌নি রাস্তা দিয়ে হাঁসপাতালে যান আসেন, আমি জানালা থেকে প্রায়ই দেখি!"

সুশীল বিস্ময়ে এতক্ষণ নির্ব্বাক্ হইয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রমণীকে নিরীক্ষণ

করিতেছিল,—এইবার মৌন ভঙ্গ করিয়া অযাচিত আগ্রহে প্রশ্ন সুধাইয়া বসিল,—"আপ্‌নিই কি কুমার আর কিশোরের মা ?"

রমণী সরল হাস্যের সহিত খুব সহজ ভাবে উত্তর দিলেন, "হাঁ, ভাই, তা'রাই আমাকে 'মা' বলে।—আর তোমার নাম ত সুশীল ? তোমাকেও আমি এর আগে দেখিছি। ছেলেদের কতদিন বলিছি, তোমাকে একবার ডেকে আন্‌তে, কিন্তু ওরা ত কথার বাধ্য নয় !"—এই বলিয়াই তাড়াতাড়ি কথাটা উল্টাইয়া লইয়া নমিতার পানে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "আসুন, কতক্ষণ রোদে দাঁড়িয়ে থাক্‌বেন ?"

উক্ত সুমধুর আহ্বান করিয়াই তিনি সুশীলের হাত ধরিয়া নমিতার সহিত বারেণ্ডা পার হইয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। নমিতা এই সুযোগে তাঁহার সম্পূর্ণ আকৃতিটা ভাল করিয়া দেখিয়া লইল।—শীর্ণ, দীর্ঘ, সুগঠিত ঋজু অবয়ব;—স্নায়ুপ্রধান-প্রকৃতির মানুষের স্পষ্ট পরিচয় সর্ব্বাঙ্গে প্রকটিত। শ্যাম-স্নিগ্ধ লাবণ্যোজ্জ্বল ক্ষীণ তনুটির চলন-ফেরন সমস্তই যেন ঈষৎ ক্লান্তি-অলস। ক্ষীণশক্তি ফুস্‌ফুস্ দুইটী বাক্যোচ্চারণের জন্য শক্তিব্যয় করিয়া যেন শ্রান্ত হইয়া পড়িতে চাহে; কণ্ঠস্বরের মাত্রা হ্রাস হইয়া যায়, নিঃশ্বাস হঠাৎ যেন রুদ্ধ হইয়া আসে, রক্তহীন মুখে পাণ্ডু বিবর্ণতা অধিকতর ম্লান হইয়া ঘনাইয়া উঠে। শীর্ণ দুর্ব্বল হাত-পাগুলা যেন নিজের শক্তিতে সচল নহে। তাহাদিগকে শুধু জবরদস্তি করিয়া খাটাইয়া যেন কাজ আদায় করা হইতেছে,—এমনই লক্ষণ। কিন্তু আশ্চর্য্য পার্থক্য তাঁহার বিশাল উজ্জ্বল শোভাময় চক্ষু-দুইটিতে ! তাঁহার নিস্তেজ ক্ষীণ আকৃতির মধ্যে এই আশ্চর্য্যজনক তেজস্বী দীপ্তিময় করুণা-সজল চক্ষু-দুইটি বড় চমৎকার বিশেষত্বপূর্ণ ! ইঁহাকে ঠাহর করিতে হয়, শুধু যেন ইঁহার চক্ষু দেখিয়া;—নচেৎ ইহার মধ্যে আর কিছু লক্ষণীয় আছে বলিয়া বোঝা যায় না। তাঁহার পরিধানে সামান্য

একখানি সাড়ী ও সেমিজ। গলায় প্রকাণ্ড মোটা 'নেক্‌লেশ' ;—ক্ষীণ কণ্ঠ ও অপ্রশস্ত বক্ষের উপর সে কণ্ঠহার যেন অত্যন্ত বিসদৃশ ও ভারজনক হইয়া উঠিয়াছে। হাতে মোটা মোটা জলতরঙ্গ চুড়ি ; খুব টক্‌টকে গিনি সোণার জিনিস বটে, কিন্তু শীর্ণ প্রকোষ্ঠের উপর তাহার বৃহৎ আয়তন ও বিপুল পুষ্টতা আদৌ শোভনীয় মনে হইতেছে না।

নমিতা দেখিল, যে ঘরটায় তাহারা ঢুকিয়াছে, সে ঘরখানি বসিবার ঘর ; অন্য পক্ষে পোষাকের ঘরও বলা চলে। দেয়ালের গায়ে হুকে কতকগুলা 'কোট্' 'প্যাণ্ট' ঝুলিতেছে ; ঘরের মেঝেয় মাদুরের উপর কতকগুলা বস্ত্রাদি স্তূপাকার করা রহিয়াছে। বোধ হয়, সেগুলা এই মাত্র 'ব্রাস্'-মার্জ্জনা করিয়া, গুছাইয়া রাখা হইয়াছে। এক পাশে পোষাকের দেরাজ ; তাহার উপর আয়না চিরুণী ব্রাস্ সাজান রহিয়াছে। পাশে টেবিল, খান-দুই চেয়ার, একটা বেতের মোড়া। দেয়ালের গায়ে খানকতক বাঁধান ছবি ও ফটো। একটা টেনিস ব্যাট্ এক পাশে ঝুলিতেছে। আরও দুই-চারিটা খুচরা জিনিস আছে।

ডাক্তার বাবুর স্ত্রী সুশীলকে একটা চেয়ারে বসাইয়া দিলেন। নমিতা মোড়াটা টানিয়া লইয়া, অন্য চেয়ারখানি ডাক্তার বাবুর স্ত্রীর দিকে টানিয়া দিলে, তিনি হাসিয়া তাহা অস্বীকার করিলেন। তিনি বলিলেন, "আপ্‌নি বসুন! কিছু মনে করবেন না। আগে এই পোষাকের বোঝাটা সাম্‌নে থেকে সরাই তারপর......।"

তিনি পোষাকগুলা লইয়া দেরাজে তুলিতে তুলিতে পুনরায় বলিলেন, "আপ্‌নাকে এমন ভাবে গায়ে-পড়ে জ্বালাতন করার জন্যে আপ্‌নি কি মনে কর্‌ছেন, জানি নে ; কিন্তু আমি পরিচয় পেয়েছি, আপ্‌নি আমাদের 'পর' নন্। আপ্‌নার দাদা অনিল বাবু,—যিনি এখন বিলেতে রয়েছেন, তাঁর সহপাঠী বন্ধু অক্ষয় সেনের নাম, বোধ হয়, শুনে থাক্‌বেন।"

উৎসুক হইয়া নমিতা বলিল, "বিলক্ষণ! অক্ষয়-দা ত আমাদের বাড়ীর-লোক ছিলেন; আমার দাদার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। তিনি আপনার— ?"

দেরাজটা পোষাক বোঝাই করিয়া, ঠেলিয়া বন্ধ করিয়া ডাক্তার বাবুর স্ত্রী সস্মিতবদনে বলিলেন, "তিনি আমার মামাত ভাই। এবার মামার বাড়ী গিয়ে সব খবর শুন্‌লুম।"

তিনি নমিতার খুব কাছে আসিয়া মেঝের উপর বসিলেন ও সলজ্জভাবে বলিলেন, "আমার ভয় হয়েছিল যে, যে সম্পর্কের ছুতোয় আপ্‌নার উপর উপদ্রব কর্‌তে যাচ্ছি, আপ্‌নি হয় ত, তা ভুলে গেছেন। সেই জন্য চিঠিতে সব খুলে লিখ্‌তে পারি নি; ক্ষমা কর্‌বেন। আপ্‌নার বাবার কথাও সব শুন্‌লুম; তিনি খুব ভাল লোক ছিলেন।"

নমিতার বুকের ভিতর উচ্ছ্বসিত নিঃশ্বাস ঠেলিয়া উঠিল, চোখ-দুইটা অনিচ্ছায় অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। সে কথা কহিতে পারিল না।

ডাক্তার বাবুর স্ত্রীর মুখেও বিষণ্ণতার ছায়া ঘনাইয়া উঠিল। ক্ষণেক নীরব থাকিয়া তিনি নমিতার হাতখানি টানিয়া লইয়া, বেদনা-করুণ কণ্ঠে বলিলেন, "তাঁর অকালমৃত্যুতে আপ্‌নাদের সংসারটার বড় ক্ষতি হয়েছে! আপ্‌নি পড়াশুনা ছেড়ে এখন 'নার্শে'র কাজ কর্‌ছেন শুনে অক্ষয়-দা কত দুঃখু কর্‌লেন।"

ঈষৎ হাসিয়া নমিতা বলিল, "বাবার মৃত্যুর পর অবস্থা মন্দ হওয়ায়, পরিচিত আত্মীয়-বন্ধুদের সংস্রব থেকে আমরা এক রকম বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি।—তা ছাড়া দূরদেশে চলে আসাও হয়েছে! আমি যে 'নার্শে'র কাজ কর্‌ছি, এ কথা অক্ষয়-দা'র মত অনেকেই জানেন না। আমি ইচ্ছে করেই জানাই নি; জানি তাঁরা শুনে শুধু দুঃখিত হবেন।"

বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া ডাক্তার বাবুর স্ত্রী বলিলেন, "আপ্‌নাদের

ভাই বোনের ছেলেবেলার বুদ্ধি-প্রশংসা যা শুনে এলুম, সে সবই দেখ্‌ছি অক্ষরে অক্ষরে ঠিক্! আপ্‌নাকে ভক্তি কর্‌তে আমার ইচ্ছা হচ্ছে।"

অপ্রস্তুত নমিতা, পরিহাসের অন্তরালে লজ্জার দায় এড়াইবার জন্য, স্নিগ্ধ হাস্যে বলিল, "ও ইচ্ছাটা আপাততঃ মুল্‌তুবী রাখুন। আমাদের সেই ছেলেবেলার দাদা অক্ষয় বাবুর আপ্‌নিও যেমন ছোট বোন্, আমাকেও তাই মনে কোরে নিন্।"

নমিতার হাতখানা ঈষৎ পীড়ন করিয়া তিনি বলিলেন, "সে ত নিয়িচিই; দেখুন না, কত দূরের সম্পর্ক খুঁজে টেনে নিয়ে এলুম!"

নমিতা বলিল, "ভাগ্যেশ, খুঁজে টেনেছিলেন! আমি ত কিছুই জান্‌তুম না। আমার মা শুন্‌লে কত সুখী হবেন—!"

ডাক্তার বাবুর স্ত্রী হঠাৎ বিচলিত ভাবে বলিলেন, "কিন্তু আপ্‌নাদের ডাক্তার বাবু এখনো কিছু জানেন না।"

নমিতা চমকিয়া উঠিল! নূতন পরিচয়ের আনন্দে পুরাতন কথা সে যেন এক নিমেষে সব ভুলিয়া গিয়াছিল; ডাক্তার বাবুর নাম পর্য্যন্ত! সহসা অতর্কিত খড়্গাঘাতের মত এই আনন্দের মাঝে একটা কড়া ঘা পড়িয়া যেন তাহাকে ত্রস্ত ও চঞ্চল করিয়া তুলিল। নমিতার মনে পড়িল, যাহার সহিত সে কথা কহিতেছে, তিনি তাহাদের হাঁসপাতালের ডাক্তার প্রমথ মিত্রের স্ত্রী!—সেই ডাক্তার প্রমথ মিত্র—! যিনি—! সঙ্গে সঙ্গে, কে জানে কেন, একটা গুপ্ত উদ্বেগ যেন তাহার কণ্ঠ নিষ্পেষণ করিয়া ধরিল! নমিতার মনে হইল, "উঠিতে পারিলে বাঁচি! আর এখানে এক মুহূর্ত্তও নয়!"

নমিতার আভ্যন্তরিক চাঞ্চল্য, ডাক্তার বাবুর স্ত্রী বুঝিলেন কি না, বলা যায় না; কিন্তু বোধ হইল, তিনি যেন একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এ-দিক ও-দিক চাহিয়া তিনি বলিলেন, "আপ্‌নি ত অনেক দিন আগে

অক্ষয়-দাকে দেখেছেন। এখন তাঁর ফটো দেখ্‌লে চিন্‌তে পারেন?—ওয়ালের গায়ে ঐ ফটোখানায়— !”

নমিতা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া, অত্যাবশ্যক আগ্রহে ফটোর সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রাণপণে দৃষ্টি সংযত করিয়া একাগ্র মনোযোগে ফটো দেখিতে লাগিল। তাহার ভয় হইতেছিল, পাছে এই মুহূর্ত্তে ডাক্তার মিত্রের স্ত্রীর সহিত তাহার চোখোচোখি হইয়া যায়!—পাছে তিনি তাহার মুখ দেখিয়া অন্তরের প্রচ্ছন্ন অসন্তোষ টের পান্!......ছি, ছি, সে বড় লজ্জা, বড় দুঃখের বিষয়! নমিতার মনের মধ্যে অস্বস্তি ও কুণ্ঠা যেন জমাট বাঁধিয়া উঠিল।

পরক্ষণে, তাহার মনের সমস্ত দ্বন্দ্ব-বিক্ষেপ যেন স্নেহার্দ্র সৌহৃদ্যে বিগলিত করিয়া, পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, ডাক্তার বাবুর স্ত্রী স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, “অক্ষয়-দাকে চিন্‌তে পারেন নি? এই দেখুন, তাঁর চেহারা!” এই বলিয়া তিনি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে তাঁহাকে দেখাইয়া দিলেন। নমিতা এতক্ষণে ফটোর উপর যথার্থ মনোযোগ দিবার শক্তি পাইল। প্রসন্ন হাস্যে সে বলিল, “হাঁ চিনিছি; অনেক বদ্‌লে গেছেন। এ-খানা কত দিন আগে তোলা হয়েছিল?”

ডাক্তার বাবুর স্ত্রী বলিলেন, “তিন বৎসর। আর এই দেখুন, এরা সব আমার মামার বাড়ীর ছেলে; এদের কাউকে চিন্‌তে পার্‌বেন না।—আর এ পাশে ইনি আমার মা— !”

“বিধবা!—” এই বলিয়া বিস্ময়-ব্যথিত দৃষ্টি তুলিয়া নমিতা ডাক্তারের স্ত্রীর পানে চাহিল। তিনি নিঃশ্বাস ফেলিয়া উত্তর দিলেন, “হাঁ, আমি যখন খুব ছোট, তখন আমার পিতৃবিয়োগ হয়েছে। বাবার কথা ভাল মনেও পড়ে না।”

নমিতার মন অভিভূত হইয়া পড়িল! নিজের পিতার কথা মনের

ভিতর জল্‌জল্‌ করিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে মাতার বর্ত্তমান অবস্থাও স্মরণ হইল। বিষণ্ণ করুণ দৃষ্টি তুলিয়া সে চিত্রের সেই জীবন্ত বেদনাঙ্কিত বিধবা-মূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিল! তাহার বুকের উপর যেন গভীর বিষাদ চাপিয়া বসিল!

একটু ইতস্ততঃ করিয়া ডাক্তার বাবুর স্ত্রী বলিলেন, "আচ্ছা, এ চেহারাটা কা'র বল্‌তে পারেন?—এই যে কোলে কচি ছেলে? মার পাশে ব'সে,—এই যে এক হাতে পাখা—?"

নমিতা মূর্ত্তিটা দেখিল; তাহার পর ডাক্তারের স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া সন্দিগ্ধভাবে বলিল, "আপ্‌নার কি?—না, ও চেহারা যে বড্ড ছেলে-মানুষের বোধ হচ্ছে! আপ্‌নার ছোট বোন্‌ বোধ হয়।"

হাসিয়া ডাক্তার বাবুর স্ত্রী বলিলেন, "না, আমি-ই—।"

সবিস্ময়ে নমিতা বলিল, "বলেন কি! তিন বৎসরে এত পরিবর্ত্তন! আপ্‌নার বয়স এখন—?"

তিনি বলিলেন, "উনিশ বছর! ষোল বছরে ঐ ছেলেটি আমার হয়েছিল। মাস তিনেক বেঁচেছিল, কিন্তু এক দিনের জন্যে সে সুস্থ ছিল না। দেখ্‌ছেন, কত কাহিল চেহারা...!"

নমিতা হতবুদ্ধি হইয়া বলিল, "তা'হ'লে কি কুমার-কিশোর আপ্‌নার ছেলে নয়? তারা আট-দশ বছরের করে হবে, নয়?"

সুকোমল হাস্যে তিনি বলিলেন, "আপ্‌নি বুঝ্‌তে পারেন নি? আমি তাদের বিমাতা!—দেখুন, ও ছেলেটা এত সকাল সকাল গেছে বলে, আমার কিছু দুঃখু নেই;—কিন্তু আমার মত স্বাস্থ্যহীনা দুর্ভাগার গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রে, ও যে পৃথিবীতে একদিনের জন্য সুস্থতার মুখ দেখ্‌তে পায় নি, এটা আমার বড় দুঃখ আছে!"

ব্যথিতা নমিতা ইহার উত্তরে কি বলিবে খুঁজিয়া পাইল না।

অথচ একটা কিছু বলা চাই; তাই কোন মতে আত্মদমন করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "তারপর আর আপ্‌নার ছেলে হয় নি ?"

উদ্গত অশ্রু দমন করিয়া, মুখে সেই পূর্ব্বের স্নিগ্ধ কোমল হাস্য-মাধুরীটুকু জোর করিয়া টানিয়া ফুটাইয়া তিনি বলিলেন, "আর বল্‌বেন না! একজনের জীবনের ওপর দিয়ে যথেষ্ট পাপের প্রায়শ্চিত্ত শেষ করিছি; আর অপরাধের মাত্রা বাড়াতে কামনা নেই। শ্বশুরের বংশধর যারা বেঁচে আছে, তারা দীর্ঘজীবী হোক্, আপ্‌নারা এই আশীর্ব্বাদ করুন।" হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তিনি পুনরায় বলিলেন, "আপ্‌নারা বসুন;—আমি চা করে আনি। আপ্‌নার হাঁসপাতাল যাওয়ার আর বেশী দেরি নেই, সেটা ভুলে যাচ্ছিলুম।"

নমিতা 'হাঁ,' 'না,' কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বেই তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। নমিতা ফাঁফরে পড়িল; একটু ইতস্ততঃ করিয়া অগত্যা আবার আসিয়া নিজের স্থানে বসিল।

সুশীল নমিতার কাছে আসিয়া চুপি চুপি বলিল, "দিদিমণি বেশ ভাল লোক, নয় দিদি? আচ্ছা, কুমার আর কিশোরকে দেখ্‌তে পাচ্ছি নে কেন বল দেখি? নির্ম্মল বাবুই বা কোথায়?

অন্যমনস্কা নমিতা বলিল, "কি জানি—!"

সুশীল। এবার দিদিমণি এলে জিজ্ঞাসা কোর্ব্বো?"

"কর্‌তে পারিস্—" এই বলিয়া নমিতা অন্যদিকে চাহিয়া চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিল!

সহসা দ্বারের নিকট হইতে তীব্র কর্কশ কণ্ঠস্বরে বিরক্তির ঝঙ্কার হানিয়া কে বলিয়া উঠিলেন, "বৌদিদি, ওগো বৌদিদি! বলি সারা-ক্ষণই কি গল্প নিয়ে—!"

নমিতা ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল,—সেই তিনি!—বাড়ী ঢুকিয়াই

প্রথমে যাহার সুমধুর অভ্যর্থনায় সে হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিল! তখন দূর হইতে সে ভাল করিয়া দেখিতে পায় নাই, এবার ভাল করিয়া দেখিল;—রমণীর কঠিন ভ্রূভঙ্গীটুকু অত্যন্ত ভয়ানক বটে! তাঁহার ওষ্ঠাধর ভেদ করিয়া অকারণে যেন একটা ক্রূর-বিদ্বেষ ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইয়া পড়িতে চাহিতেছে। রমণীর দৃষ্টি-সঞ্চালনে রমণীয়তার লেশমাত্র নাই; আছে শুধু, কঠোর শাসন ও কর্ত্তৃত্বের দম্ভ! নমিতার মুখের উপর সেই কঠোর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া তিনি বলিলেন, "ঠাক্‌রুণ গেলেন কোথা? ঢং করে উনুনে আগুন দিতে বলে, উনি—! এখানে নেই?"

নমিতা দৃষ্টি নামাইয়া বলিল, "না, তিনি বেরিয়ে গেছেন।"

এতখানি শাসন-কর্ত্তৃত্ব নিষ্ফল ও ব্যর্থ হইয়াছে, দেখিয়া রমণী নিজের প্রতি ক্ষুব্ধ হইলেন। অনাহতচিত্তে নিরাপদে প্রস্থিতা শাসিতার উপর রাগও, বোধ হয়, কিছু বাড়িল। কিন্তু আপাততঃ সেটা চাপিয়া যাওয়া ভিন্ন গতি নাই দেখিয়া, তিনি একটু ইতস্ততঃ করিয়া, ঘরে ঢুকিয়া নমিতার সম্মুখে দুই কোমরে দুই হাত রাখিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুমি বুঝি, হাঁসপাতালে দাদার কাছে চাক্‌রী কর?"

নমিতা বুঝিল, 'দাদা' অর্থাৎ প্রমথ মিত্র! কিন্তু কাহার কাছে চাক্‌রী করে, তাহার সবিশেষ সংবাদ খুলিবার দুর্ভোগ সহ্য করা অপেক্ষা ইহার কথায় সায় দিয়া সুস্থ হওয়াই বেশী সুবিধা বুঝিয়া নমিতা সংক্ষেপে বলিল, "—হঁ!"

শূন্য চেয়ারখানা টানিয়া লইয়া, প্রচণ্ড আত্মম্ভরিতার প্রতিমূর্ত্তির মত রমণী সগর্ব্বে উঁচু হইয়া জাঁকিয়া বসিলেন। রান্না ঘরের ধোঁয়ার গন্ধে সুগন্ধ ও বহুদিনের সঞ্চিত তৈল, কালী ও হলুদের রঙে সুচিত্রিত

পরিধেয়ের আঁচলে হাত মুছিতে মুছিতে তিনি অবজ্ঞামিশ্রিত অনুগ্রহে নমিতার সহিত আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নমিতা কত মাহিনা পায়, সে টাকাগুলা কি করে, সে কেন আজিও বিবাহ করে নাই, কোথাও তা'র বর ঠিক আছে কি না, এবং সে কিরূপ বর বিবাহ করিবে, ইত্যাকার প্রশ্নের সমস্যা ভঞ্জন করিতে করিতে নমিতা বিব্রত হইয়া হাঁপাইয়া উঠিল।

ইত্যবসরে মুক্তিদাত্রী শান্তিময়ীর মত ডাক্তারবাবুর স্ত্রী একটা থালার উপর দুই 'কাপ্' চা ও দুইখানা রেকাবীতে খাদ্যদ্রব্য সাজাইয়া লইয়া ঘরে ঢুকিলেন এবং তাহাদের প্রশ্নোত্তরের মাঝে পড়িয়া সম্পূর্ণ অসঙ্কোচে রসভঙ্গ করিয়া বলিলেন, "উনুন কামাই যাচ্ছে, বামুনদিদি! আপ্‌নার মোহনভোগ তৈরী করে নিয়ে, ভাত চড়িয়ে দিন্ গে, যান্।"

বামুনদিদি আশ্চর্য্যভাবে বলিলেন, "খাবার হবে না?—জল-খাবার?"

হাতের থালাখানা মেঝের উপর নামাইয়া ডাক্তারবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "না; ঠাকুরপো কিশোরকে নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে বাগান-ভোজ কর্‌তে গেছেন; আজ রাত্রে তাঁরা কেউ কিছু খাবেন না। আপ্‌নার দাদার লুচি,—সে সব শেষে হবে।"

সুশীল বলিল, "কুমার কোথা?"

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "সে তার ঠাকুরমার সঙ্গে দেশে গেছে।"

সঙ্গে সঙ্গে বামুনদিদি শ্লেষ-ঝঙ্কৃত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "সে ছেলের কথা ছেড়ে দাও। 'ন্যাকা' নেই 'পড়া' নেই ইস্কুল কামাই কোরে নেচে বেড়ানই তার কাজ। অমন যে বাঘের মত বাপ, তাকেও সে ভয় করে না! আর তাও বলি, বাপের ত গেরাজ্জি নেই! না হলে, ছিষ্টি সংসারে সৎমা আর কার নেই বাপু? এই যে কিশোর তার চাইতে কত ছোট! সে কি সৎমার কাছে থাক্‌তে পার্‌ছে না?

—না, সৎমা তাকে যত্ন কর্‌ছে না ? নিমু তাই কাল কত রাগ কর্‌ছিল যে, ঠাকুমাই আদর দিয়ে নাতির মন বিগ্‌ড়ে দিলে !”

তাহাদের পারিবারিক তথ্য শুনিবার জন্য নমিতার কিছুমাত্র কৌতূহল ছিল না। কিন্তু বামুনদিদির দুরন্ত রসনার ভাষা এমনই অনর্গল উচ্ছ্বাসে উৎসারিত হইয়া গেল যে, নমিতাও নির্ব্বাক্‌ ভাবে সমস্ত শুনিতে বাধ্য হইল !

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী টেবিলের কাছে গিয়া কতকগুলা ক্রুশ, কাঁটা, পশম স্তা লইয়া অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। স্পষ্ট বোঝা গেল, তিনি অপরিচিতা নমিতার সম্মুখে, সাংসারিক প্রাণীগুলির এই সব পরিচয় প্রকাশ হওয়ার ব্যবস্থায় অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছেন। নমিতাও লজ্জিতা হইল। এ-বিষয়ের বাড়াবাড়িটা এইখানে শেষ করিবার জন্য, সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “আমার আর দশ মিনিট মাত্র দেরী আছে ; আজ তা হ’লে উঠি। সুশীলকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যেতে হবে।”

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী একটা ক্রুশ ও সবুজ রেশমের এক গুলি স্তা লইয়া নমিতার কাছে অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিলেন, “স্মিথের কাছে শুনিচি, আপ্‌নার কাছে অনেক রকম ‘নেক্‌টাই’য়ের নমুনা আছে। যদি অনুগ্রহ করে আমায় একটা নমুনার গোড়া তুলে দেন—!”

সাগ্রহে হস্ত বিস্তার করিয়া নমিতা বলিল, “বেশ ত দিন্‌, আমি কালই আপ্‌নাকে পাঠিয়ে দোবো।”

নমিতার হাতে স্তা ও ক্রুশ দিয়া ডাক্তারবাবুর স্ত্রী বামুনদিদির দিকে চাহিয়া বলিলেন, “বামুনদিদি, উনুন কামাই যাচ্ছে, ভাতের হাঁড়িটা চাপিয়ে দিয়ে আসুন !

“যাই—” বলিয়া বামুনদিদি উঠিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

বামুনদিদি উঠিয়া যাইলে, সুশীলের মনে হইল, সমস্ত ঘরখানার জমাট-বাঁধা বাতাসের বুকের উপর হইতে যেন একটা জগদ্দল পাথর নামিয়া গেল, মৌনগাম্ভীর্য্যে নির্ব্বাক্ থাকিয়া সে এতক্ষণ মনে মনে বিলক্ষণ অসহিষ্ণুতা ভোগ করিতেছিল। লৌকিক শিষ্টাচারের খাতিরে তাহার দিদি সকল রকম মানুষের সংসর্গ-দৌরাত্ম্য ক্ষমা করিয়া চলিতে পারে, কিন্তু সে এ-সব সহ্য করিতে পারে না। এই উৎপীড়ন এড়াইবার জন্য বাহিরের আঁদাড়-পাঁদাড় দিয়া কোথাও একচক্র ঘুরিয়া আসিবার জন্য তাহার মনটা ভিতরে ভিতরে অত্যন্তই ছট্‌ফট্ করিতেছিল। এইবার হাঁপ ছাড়িয়া ডাক্তার-পত্নীর মুখপানে কৌতূহলী দৃষ্টি স্থাপন করিয়া সে বলিল, "উনি আপ্‌নাদের বামুনদিদি হ'ন্?"

বিষাদ-ম্লান অধরে একটু হাসি ফুটাইয়া ডাক্তার-পত্নী একটু জোরের সহিত সহজভাবে বলিলেন, "উনি আমাদের স্বজাতি; গ্রামসুবাদে ননদ হন্; অনেক দিন থেকে আমার শাশুড়ীর কাছে আছেন। তাঁর রান্না-বান্না কাজকর্ম্ম সব উনি করেন। সেই জন্যে আমরা বামুনদিদি বলি;—পুরোণো লোক, সেই জন্যে...।" প্রকাশোদ্যত তথ্যটি ত্রস্তে রসনার মধ্যে আট্‌কাইয়া, সহসা ব্যস্তভাবে তিনি বলিলেন, "হাঁ, চা-টা জুড়িয়ে যাচ্ছে। আসুন, আপ্‌নার ত বেশী সময় নেই?" এই বলিয়া তিনি নমিতার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া অগ্রসর হইলেন।

মৃদু আপত্তিব্যঞ্জক স্বরে নমিতা বলিল, "খাবারগুলা নষ্ট কর্‌তে এনেছেন? এ সময় আমি শুধু চা ছাড়া—"

ব্যগ্রভাবে নমিতার দুই হাত জড়াইয়া ধরিয়া, মিনতি-করুণকণ্ঠে ডাক্তার-স্ত্রী বলিলেন, "সে জানি, কিন্তু আমি ত এ সৌভাগ্য আর কখনো পাব না;—আপ্‌নাকে মিষ্ট-মুখ করাবার—!"

বাধা দিয়া সলজ্জহাস্যে নমিতা বলিল, "মিষ্ট ত মুখে যথেষ্টই পেয়েছি।

সে তৃপ্তির পর পাকস্থলীর উপর এই গুরুভার চাপান বড়ই অবিচার হবে—!"

মাথা নাড়িয়া হাস্য মুখে তিনি বলিলেন, "স্নেহের অনুরোধে অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়। দোহাই আপ্‌নার অনর্থক সময় নষ্ট কর্‌বেন না, আসুন।"

নমিতা বলিল, "কিন্তু এই রেকাবীখানা সরিয়ে রাখুন। ঐ রেকাবীতে যা খাবার আছে, তাই আমাদের ছ'জনের পক্ষে—"

সুশীল উঠিয়া দাঁড়াইয়া ব্যস্তস্বরে বলিল, "ছ'জনের পক্ষেই মারাত্মক ব্যাপার! কি বল দিদি?—না দিদিমণি, আপ্‌নি এ রেকাবীখানা সরিয়ে ফেলুন। অত্যাচার একটুখানিই ভাল; বেশী হ'লেই ভয়ানক হবে!"

শৈশবের সরলতা-মাখান কচি মুখখানি নাড়িয়া, সুশীল এমনি বিজ্ঞতার ভঙ্গীতে নিজের যুক্তিযুক্ত মন্তব্যটি ব্যক্ত করিল যে, নমিতা ও ডাক্তারবাবুর পত্নী উভয়ের কেহই হাসি সাম্‌লাইতে পারিলেন না। সুশীলকে পাশে বসাইয়া স্নেহ-স্মিত বদনে ডাক্তার-পত্নী বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার যা ভাল লাগে তাই খাও; আমি জেদ্ কোর্ব্বো না, ভাই!"

আহার চলিতে লাগিল। ডাক্তারবাবুর স্ত্রী সম্মুখে বসিয়া হাসি-হাসি মুখে উভয়ের আহার দেখিতে লাগিলেন। থাজাখানা একহাতে ধরিয়া সুবিধামতরূপে আয়ত্ত করিবার পক্ষে সুশীল একটু গোলে পড়িয়াছে, দেখিয়া, তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, "আমি থাইয়ে দোবো, ভাই?" সুশীল তৎক্ষণাৎ বলিল, "দিন্, দিন্—।"

প্রীত-কৃতার্থ বদনে তিনি হাত ধুইয়া সুশীলকে খাওয়াইতে লাগিলেন। তাঁহার স্বাভাবিক বিষণ্ণ-করুণ মুখশ্রীতে বিমল-সুন্দর মাতৃত্ব-করুণার স্নিগ্ধ কোমলতা যেন প্রসন্ন তৃপ্তিতে জল্ জল্ করিতে লাগিল। চা-পান করিতে করিতে নমিতা নীরব মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল

তাহার অন্তরের গোপন দ্বৈধ-সঙ্কোচ সমস্ত যেন লজ্জায় অনুতপ্ত ম্লান হইয়া উঠিল; তাহার মন করুণায় আর্দ্র হইয়া গেল;—সে অকপট বিশ্বাসে এই নারীর সহিত নিজের তুচ্ছ পরিচয়টা সরল অন্তরঙ্গতায়, অকুণ্ঠিত সৌহৃদ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। যিনি এমনভাবে অযাচিত সহৃদয়তায় এতখানি স্নেহ-সরলতায় নিঃসম্পর্কীয় অপরিচিতকে সাগ্রহে নিকটে টানিতে চাহেন, তাঁহার কাছে কি আর কুণ্ঠা টিকিতে পারে?

নমিতা নিঃশব্দে ছিল। ডাক্তার-পত্নী সুশীলকে খাওয়াইতে খাওয়াইতে এ-ও-সে কথা পাড়িলেন। সে কথাগুলা নিতান্তই ছেলে-ভুলান কথা,—অথচ সেই অনাবশ্যক কথাগুলার মধ্যেও তাঁহার নিজের বেশ একটু আগ্রহ-উন্মুখতা প্রকাশিত হইতেছিল। যেন এই তুচ্ছ কথাগুলার মাঝে তিনি সত্য সত্যই তৃপ্তি পাইতেছেন, এইরূপ বোধ হইল। কথা কহিতে কহিতে তিনি এক সময় সহসা গভীর স্নেহে সুশীলের ললাট চুম্বন করিয়া আবেগ-ভরে বলিলেন, "আজ থেকে তুমি আমার আদরের ছোট ভাই হলে, কি বল?"

সুশীল সাগ্রহে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া বলিল, "আপনাকেও আমার ভারি ভাল লেগেছে— !"

নমিতা স্নিগ্ধহাস্যে বলিল, "তবেই হয়েছে! এবার ঐ 'ভাল লাগার' ঝক্কি পোয়াতে আপনাকে দেশছাড়া হতে হবে!"

সুশীল অপ্রতিভভাবে মাথা নাড়া দিয়া বলিল, "না না, ছোট্‌দিকে জ্বালাতন করি বলে, ওঁর কাছে দুষ্টুমি কোর্‌ব না।—"

বাধা দিয়া তিনি হাসিমুখে বলিলেন, "কেন কর্‌বে না? নিশ্চয় কর্‌বে। না হলে, আমি তোমায় ছোট ভাই বলে বুঝ্‌তে পার্‌ব কেন?"

বিস্ময়ভরা বড় বড় চোখ-দুইটা তুলিয়া সুশীল সংশয়ান্বিত স্বরে বলিল, "আচ্ছা বলুন ত, সত্যি, ছোট ভাই হলে জ্বালাতন কর্‌তে হয়?"

প্রাণখোলা-আনন্দে উচ্চ কৌতুক-হাস্য হাসিয়া, স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে নমিতার পানে চাহিয়া ডাক্তার-পত্নী বলিলেন, "দেখুন দেখি, কি চমৎকার সরলতা! ছেলেদের স্বভাবের এইটুকু আমার বড় মিষ্টি লাগে! কিন্তু আমাদের ঘরে সাধারণতঃ ছেলেদের স্বভাবের সরলতা, শিক্ষার দোষে এমনি অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতায় পেকে উঠে যে, তাদের র‍্যাঙ্গামির জ্বালায় তাদের সঙ্গে কথা কইতে ভয় করে!"

তাঁহার হাসিমাখা মুখের উপর একটা ক্ষুব্ধ ম্লান ভাব ছড়াইয়া পড়িল। এ আক্ষেপ নমিতার প্রাণকেও স্পর্শ করিল। অন্য সময় হইলে সে এ বিষয়ে নিজের প্রচ্ছন্ন মনোভাব নিশ্চয়ই চাপিয়া যাইত; কিন্তু আজ তাহা পারিল না। দ্বিধা ও ইতস্ততঃ মাত্র না করিয়া সে সমবেদনাপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"ছোট ছেলেদের কথা আপ্‌নি কি বল্‌ছেন? তারা অজ্ঞানভাবে অন্যের স্বভাব অনুকরণ করে। তাদের দোষ কি? কিন্তু, যাদের একটু জ্ঞান বুদ্ধি হয়েছে, সাধারণ অভিজ্ঞতার মধ্যে যারা একটু মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে, তাদের র‍্যাঙ্গামির ভয়ঙ্কর বহর দেখ্‌লে যথার্থই ভয় খেতে হয়! বুদ্ধিমান্ ছেলে দেখলে আমার অত্যন্ত আহ্লাদ হয়, ছোটভাইএর মত তাঁদের ভালবাস্‌তে ইচ্ছে করে। সেইজন্য স্কুল-কলেজের অল্পবয়স্ক ছেলেদের কাছে পেলে, দরকার না থাকিলেও আমি বেশ একটু আগ্রহের সঙ্গে আলাপ করে, তাদের নেড়ে চেড়ে দেখি। কিন্তু প্রত্যেকের কাছেই মর্ম্মান্তিক দুঃখের ঘা খেয়ে ঠকে ফিরেছি। ভবিষ্যৎ জীবনে তারা যে কি-রকম ভাবে শিক্ষার সদ্ব্যবহার কর্‌বে, আমি শুধু তাই ভাবি! কথায় কথায় তর্ক, পদে পদে বাক্‌চাতুরী, তুচ্ছ বিষয় নিয়ে হাত পা নেড়ে অভদ্র কর্কশ চীৎকারে খালি আত্মগৌরব

প্রচারের ব্যস্ততা! দেখলে ঘৃণায় মন উত্ত্যক্ত হয়ে উঠে—বেশী নয়, এই সে-দিন কার্য্যগতিকে সহরের একটি সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী-পরিবারে আমায় যেতে হয়েছিল। সেখানে বিদ্যা-সাধ্যির খুব সুখ্যাতি-ওয়ালা একটি 'ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসের' ছেলেকে দেখলুম ; ছেলেটি, আরে বাপ্, ওঃ—!" হঠাৎ নমিতা হাসিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"নাঃ, সে কথা থাক্!"

ডাক্তার-পত্নী এতক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে যেন নমিতার কথাগুলা গ্রাস করিতেছিলেন ; সহসা থপ্ করিয়া নমিতা মাঝখানে থামিয়া যাওয়ায় তিনি চমকিয়া উঠিলেন ও ব্যগ্র ঔৎসুক্যে বলিলেন, "না, না, বলুন, বলুন, তারপর ?"

সলজ্জভাবে হাসিয়া নমিতা বলিল, "ব্যক্তি বিশেষের দোষ উল্লেখ করে ব্যক্তিগত-ভাবে আলোচনা করা কুৎসা-চর্চ্চার নামান্তর ;—সেটা কি অনুচিত নয় ? তা ছাড়া, সে ছেলেটির অসংযত আত্মম্ভরিতার জন্য আমি নিজেই দোষী। তার পড়াশুনার প্রশংসায় খুসী হয়ে আমি তাকে আদর করে প্রশ্রয় দিয়ে নিজেই বোকামি করেছিলাম। যাক্, তার প্রকৃতি-সম্বন্ধে আমি যা জেনেছি, তা আমার মনেই থাক্ ; আপ্নাকে সেটা শুনিয়ে সরলতার অনুরোধে শিষ্টতার সীমা লঙ্ঘন করে বিশ্বাসঘাতক হব না। মোটের মাথায়, এই বল্‌তে পারি যে, আমাদের ভ্রাতা বা সন্তানরা যেন সে-রকম নির্দ্দয় উচ্ছৃঙ্খলতায়, বুদ্ধির অপব্যবহার আর সময়ের অসদ্ব্যবহার না করে, এইটুকু ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর্‌তে শিখেছি।"

তিনি মনোযোগের সহিত নমিতার কথাগুলি শুনিলেন ; তারপর বলিলেন, "আচ্ছা, আমার দেবর নির্ম্মলবাবুর সঙ্গে আপ্নার আলাপ-পরিচয় আছে ?"

দেবরের নামে সহসা দেবরের দাদার পরিচয়টাই তীব্ররূঢ়-ভাবে

নমিতার মনের উপর চমক হানিয়া গেল ;—তাহার চিত্তের স্বচ্ছন্দতা ধাক্কা খাইয়া কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল ; একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "চাক্ষুষ পরিচয় মাত্র।"

নমিতার কুণ্ঠিত ভাবটুকু বোধ হয়, তিনি লক্ষ্য করিলেন ; মুহূর্ত্তে তাঁহার স্বচ্ছল-উৎসাহদীপ্ত আনন্দময় মুখখানার উপর একটা মৃদু সঙ্কোচের ম্লানিমা আবির্ভূত হইল ; ক্ষণেক নীরব থাকিয়া তিনি অন্যমনস্কভাবে আঁচলের ফুঁপির সূতা টানিয়া বাহির করিতে করিতে নতবদনে,—যেন আপন মনেই বলিলেন,—"ঠাকুর-পো ও-রকম শ্রেণীর ছেলে নন ; ওঁর মা, আমার খুড়শাশুড়ী, সেকেলে মানুষ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর মন খুব উঁচু ছিল। ঠাকুর-পো মা'র স্বভাবের মজ্জাগত গুণটুকু পেয়েছেন। এমন উদার সরলতা, এমন অগাধ স্নেহশীলতা, আর এমন উন্নত-সুন্দর চরিত্র প্রায় দেখা যায় না—।" তিনি মুহূর্ত্তের জন্য থামিলেন ; তারপর বক্ষের নিভৃত অংশ হইতে সহসা-সুপ্তোত্থিত একটা দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত গভীর আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "ছেলে যদি কারুর হয় ত, যেন ঐ রকম ছেলে হয়!"

একটা তীব্র বিস্ময়ের সহিত নিগূঢ় বেদনার ধাক্কা ধ্বক্ করিয়া আসিয়া নমিতার বুকে বাজিল! মুহূর্ত্তে এই তরুণীর অন্তরাত্মার মূর্ত্তিটা যেন স্পষ্টোজ্জ্বলভাবে নমিতার চোখে ধরা পড়িল।—আহা, কি গভীর বিষাদবহ বিষণ্ণকরুণ দৃশ্য! সমবেদনায় নমিতার বুকের শিরা-উপশিরা-গুলি টন্ টন্ করিয়া উঠিল ; কিন্তু পাছে অসতর্কতা-বশে সে ভাবটা প্রকাশিত হইয়া পড়ে বলিয়া, সে মনে মনে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। প্রসন্ন-সন্তোষের স্নিগ্ধ রসে এ প্রসঙ্গের উপসংহারটা অভিষিক্ত করিয়া লইবার জন্য হাস্যপ্রফুল্ল মুখে বলিল, "ভগবান্ তাঁর মঙ্গল করুন ; আর আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন আপনি ঐ রকম সন্তানের মাতা হন।"

পূর্ব্বের মতই একটু ম্লান হাসি নিঃশব্দে তাঁহার মুখে ফুটিয়া নীরবে মিলাইয়া গেল। সে হাসিতে লজ্জা কুণ্ঠা ছিল না, ছিল শুধু একটু অনুতপ্ত যন্ত্রণার ক্ষীণ আভাস! তিনি কথা কহিলেন না, স্তব্ধভাবে অন্যদিকে চাহিয়া রহিলেন। নমিতা নিজের হাসিতে নিজেই ব্যথিত হইল।

ক্ষণপরে দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ডাক্তার-পত্নী ব্যস্ত ও উৎকণ্ঠিত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নমিতার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "আপ্‌নার আর বেশী দেরী নাই, নয়?"

"না—" বলিয়া নমিতা দ্বারের দিকে চকিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল, পূর্ব্বোক্তা বামুনদিদি দ্বারান্তরাল হইতে গলা বাড়াইয়া রুক্ষ ভ্রূকুঞ্চন সহ গৃহাভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিয়া, কি যেন একটা অভাবনীয় রহস্যোদ্‌ঘাটনে ব্যাপৃতা রহিয়াছেন! তাঁহার দৃষ্টিতে অকারণে এমনই একটা ক্রূর-বিদ্রোহ-ভাব ফুটিয়াছে, যে নমিতাও তাহাতে অন্তরে বিরক্তি অনুভব করিতে বাধ্য হইল! গৃহাভ্যন্তরস্থ মানুষগুলির স্বচ্ছন্দ-বিশ্রম্ভালাপ যে ঐ অদ্ভুত স্বভাবের মানুষটির পক্ষে অত্যন্তই অপ্রীতিকর ঠেকিয়াছে, তাহা বুঝিতে নমিতার বাকী রহিল না। সে তন্মুহূর্ত্তেই বিদায় লইবার জন্য মনে মনে অধীর হইয়া উঠিল।

বামুনদিদি সরিয়া আসিয়া দ্বার-সম্মুখে দাঁড়াইয়া নমিতার মুখের উপর নির্লজ্জ খর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "তোমরা খৃষ্টান?"

গম্ভীরভাবে নমিতা বলিল, "না, ব্রাহ্ম—।"

তাচ্ছিল্যের সহিত ঠোঁট বাঁকাইয়া, তীব্রবিজ্ঞতা-কঠিন মুখে তিনি বলিলেন "ঐ, তাহলেই হ'ল; ও সবই ত এক।"

নমিতা প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইল, ডাক্তার-পত্নী বাধা দিয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন, "হাঁ হাঁ, সবই এক বই-কি। থামুন না,—কেন বাজে তর্ক কর্‌বেন। সবই, এক নয়?"

কথাটা দ্ব্যর্থ-ব্যঞ্জক হইলেও নমিতা তাহার মুখ্য উদ্দেশ্যটা বুঝিল। ঈষৎ হাসিয়া নিরস্ত হইল। বামুনদিদি কিন্তু সেই মৃদু হাসির মধ্যে একটা উপেক্ষা-কঠোর পরাজয়-দৈন্য অনুভব করিয়া রুষ্ট ও অধীর হইয়া উঠিলেন; মধ্যবর্ত্তিনী ডাক্তার-পত্নীকে লক্ষ্য করিয়া তীব্র শ্লেষের স্বরে বলিলেন, "তা অত হাসি-কাশি কিসের? আমরা মুখ্যু স্থখ্যু মানুষ, তোমাদের মত 'ন্যাকা পড়া' ত শিখি নি; আমরা অত শত বুঝি না...।" তিনি 'ন্যাকা পড়া'-নামধেয় মহাপরাধের ব্যাপারটার উদ্দেশে আরও কতকগুলি বিদ্বেষের ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন; এবং এখনকার কালের মেয়েরা ঐ 'ন্যাকা পড়ার' দোষে যে কি রকম ভয়ঙ্করী হইয়া উঠিতেছে, তৎসম্বন্ধেও অনেকগুলি তীব্র মন্তব্য প্রকাশে ত্রুটি করিলেন না।

ডাক্তার-পত্নী ঠোঁটে দাঁত চাপিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া নিঃশব্দে রহিলেন। নমিতাও নির্ব্বাক্ রহিল। কর্ত্তব্যের অনুরোধে, বাহিরে নানাশ্রেণীর লোকের সহিত তাহাকে মিশিতে হয়, সেই স্থত্রে পারিপার্শ্বিক সমাজের লোক-চরিত্রেও তাহার যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতালাভ ঘটিয়াছিল। সে জানিত, শিক্ষিতের মার্জ্জিত বুদ্ধির নিকট যখনই অশিক্ষিতের অমার্জ্জিত-বুদ্ধি পরাহত হয়, তখনই সে মর্ম্মান্তিক আক্রোশে চটিয়া, মাথামুণ্ড ব্যাপার বাধাইয়া বসে! স্থতরাং বামুনদিদির কটু-কাটব্য তাহার নিকট বিশেষ কিছু অশ্রুতপূর্ব্ব আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয় নাই। কিন্তু নির্ব্বিরোধ শান্তিতে গৃহতলচারিণী এই নিরীহ স্বল্পশিক্ষিতা নারীকেও যে ইহার জন্য গঞ্জনা-পীড়ন সহিতে হয়, ইহা তাহার ধারণা-বহির্ভূত ব্যাপার! বিশেষতঃ সামান্য পাচিকা যে, কি স্পর্দ্ধার জোরে প্রভু-পত্নীর উপর এমন অন্যায় প্রভুত্ব পরিচালন করিতে সক্ষম হয়, তাহা বুঝিয়া উঠিতে তাহার গোলমাল ঠেকিতেছিল! গৃহের মধ্যে গৃহিণীর—না হোক, 'গৃহবধু' বলিয়াও যদি ধরা হয়, তবু পরিবারস্থ সকলের নিকট—

অন্ততঃ দাস-দাসীর নিকট তাহার ন্যায্য সম্মান বলিয়া একটা জিনিস আছে বৈ কি! কিন্তু সে এখানে এ কি দেখিতেছে! অনেক পরিবারে অনেক পুরাতন দাস-দাসীর অনেক রকম কর্তৃত্ব-ক্ষমতা সে দেখিয়াছে, কিন্তু এমন অসঙ্গত ঈর্ষা-শাসন আর কোথাও দেখিয়াছে বলিয়া তাহার মনে পড়িল না! মানুষের সহিষ্ণুতা যতই প্রশংসনীয় হোক, কিন্তু এমন 'অসহ্য' সহ্য-শক্তির জন্য ডাক্তার-পত্নীর উপর তাহার রাগও ধরিতেছিল, দুঃখও হইতেছিল! ছিঃ, নিরুপায়ভাবে চুপ করিয়া থাকিয়া ইনি অন্যের অন্যায় স্পর্দ্ধাকে যে অসহনীয়রূপে প্রশ্রয় দিয়া যাইতেছেন, তাহা কি ইনি বুঝেন না? নমিতার ইচ্ছা হইল, সে মুখ ফুটিয়া এ বিষয়ে তাঁহাকে একটু ইঙ্গিত করে;—কিন্তু তাঁহার মুখপানে চাহিয়া সে থামিয়া গেল; দেখিল সেই ঘৃণারক্ত মুখমণ্ডলে যে কঠিন-তেজস্বী দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা নির্ব্বোধের নিরীহ অক্ষমতা নহে,—তাহা শক্তিশালী সুবোধের সুদৃঢ় আত্ম-সংবরণ চেষ্টার নিঃশব্দ-সাধনা! নমিতা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া নির্ব্বাক্ রহিল।

অবাধে বাক্যস্রোত বহাইবার সুযোগ থাকার জন্যই হউক, অথবা যে কারণেই হউক, বামুন-দিদির ক্রোধের উত্তেজনা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছিল; শেষের দিকে তাহা সত্য সত্যই ভীষণ হইয়া উঠিল! অসহ্য রোষে অগ্নিবর্ষী চক্ষু পাকাইয়া বিসদৃশ ভঙ্গীতে হাতমুখ নাড়িয়া, বজ্র ঝঙ্কারে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তোমার খুসি হয়, তুমি খিষ্টেন ম্যামের মত মুচি নিয়ে মুদ্দফরাস নিয়ে নেচে কুঁদে মাতামাতি কর, তাতে আমার কি? তবে গিন্নি আমায় রেখে গেছে, আমি বিধবা মানুষ যখন একপাশে রইচি,—তখন আমাকে সমীহা করে চল্‌তে হবে বৈ কি! না হ'লে, আমার বয়ে গেছে!—" তিনি কথার সহিত কার্য্যের ঐক্যতত্ত্বটি পরিস্ফুট

করিবার উদ্দেশ্যে, বলিষ্ঠ-ব্যায়াম-কৌশলীর মত ক্ষিপ্রবেগে দুই হাত সজোরে সম্মুখে ছুড়িয়া একযোড়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইলেন।

নমিতার দৃষ্টি খুলিল! মন বিষাক্ত হইয়া উঠিল! তাঁহার কথার জন্য যত না হোক্, কিন্তু কথা কহিবার অশিষ্ট ভঙ্গীর জন্য, তাহার চিত্ত জ্বলিয়া গেল। ইনি তাহার জাতি পরিচয় জানিবার জন্য কেন যে রান্না-ঘরের কাজ ফেলিয়া এমন উৎকণ্ঠিতভাবে ছুটিয়া আসিয়াছেন, তাহা এইবার স্পষ্ট করিয়া বুঝিল; এবং নিজের পরিচয়টাও এবার স্পষ্ট করিয়া জানাইবার জন্য সে শক্ত হইয়া তাঁহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল ও ধীর অথচ দৃঢ়স্বরে বলিল, "শুনুন্, আমি নিজে মুচি মুদ্দফরাস কিম্বা তার চেয়েও অন্ত্যজ জাত স্বীকার কর্‌ছি, কিন্তু নেচে কুঁদে মাতামাতি কর্‌বার শিক্ষাটা বাপ মা আমাকে শেখান নি; তা'ছাড়া, সে সময়ও আমার নেই। ......আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ এখানে এসে আপনাদের বাড়ীঘর অশুচি কর্‌তে বাধ্য হয়েছি, শুধু......।"

তিনি সে কৈফিয়ত শুনিবার জন্য দাঁড়াইলেন না। মুখ বাঁকাইয়া ফাটা পায়ের গোড়ালী শক্ত জোরে মেঝের উপর ঠুকিয়া, গুম্ গুম্ শব্দে চলিয়া গেলেন।

নমিতা হাসিয়া ফেলিল। মানুষের মূর্খতার উপর রাগ করিয়া রাগটা ত্রিশ অনুপলের বেশী সময় মনের মধ্যে স্থায়ী করিয়া রাখা, তাহার পক্ষে অনভ্যস্ত ব্যাপার!—তাহার কাল্পনিক অপরাধকে উপলক্ষ করিয়া আর একজনের উপর অসঙ্গত আক্রমণ চলিতেছে দেখিয়াই, তাহার অসহ্য বোধ হইয়াছিল মাত্র;—নচেৎ একজন কলহপ্রিয়া অমার্জ্জিত-বুদ্ধি নারীর উদ্দেশ্যে এমন বে-হিসাবী বাক্য খরচ করায়, তাহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। যাক্;......সম-বল-প্রধান চিকিৎসার সূত্রপাত দেখিয়াই যে ব্যাধি নিবৃত্ত হইয়াছে, এবং মানুষটি হাত-মুখ চালান অপেক্ষা, পা চালানই যে

এক্ষেত্রে শ্রেয়স্কর বুঝিয়াছেন, ইহাই সৌভাগ্যের বিষয়; অন্য তুঃখ নিস্প্রয়োজন!

কিন্তু পরক্ষণেই নমিতার হাসি স্থগিত হইল। ডাক্তার-পত্নী নমিতার তুইহাত ধরিয়া অশ্রু-ছল্-ছল্ নয়নে, আহত করুণকণ্ঠে বলিলেন—"সাম্প্রদায়িক পার্থক্য জিনিসটার পরিমাণ কতখানি তা জানিনে;—কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পরিমাণ যে সঙ্কীর্ণচেতা মানুষের মনে অপরিসীম সেটা পদে পদে সাংঘাতিক রকমে বুঝ্‌ছি। একজয়ী ঈর্ষায় বুদ্ধিকে ক্রমাগত শানিয়ে আমরা খুব তীক্ষ্ণধার করে তুল্‌তে শিখেছি, মানুষের সঙ্গে মানুষের আন্তরিক সম্প্রীতি ভেদ করাই আমাদের মূল লক্ষ্য;—বাইরের ব্যাপার জাতিভেদ, তার কাছে উপলক্ষ মাত্র!"

একি প্রাণস্পর্শিবেদনায়, গভীর আক্ষেপে হৃদয়গ্রাহী উক্তি! এখানে, এমন উক্তি শুনিবার সম্ভাবনা যে স্বপ্নাতীত আশ্চর্য্য কাহিনী! মুগ্ধ আনন্দে নমিতার তুই চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; কৃতজ্ঞকণ্ঠে সে বলিল, "ধন্যবাদ, আপ্‌নি ঘরের মধ্যে নিরুপদ্রবে নির্ব্বিরোধে বাস করেও এটুকু ভেবে থাকেন। বড় খুসি হলুম, আপ্‌নার বামুনদিদি বেচারী চলে গেছেন কাছে থাক্‌লে এখন আহ্লাদের সঙ্গে তাঁকে একটা নমস্কার করে নিতুম। ভাগিস্ তিনি দয়া করে মাঝখানে ঝাপ্টা দিয়ে গেলেন, তাইত আপ্‌নার মনের কথা......।"

বাধা দিয়া উত্তেজনাদীপ্ত মুখে তিনি বলিলেন; "আর বলবেন না, ঘৃণায় জীবন জর্জ্জর হয়ে গেছে—!"

মনের বিচলিত ভাবটুকু প্রচ্ছন্ন করিয়া প্রসন্নহাস্যে নমিতা বলিল, "ও-রকম কথা অনেক জায়গায় অনেক লোকের কাছে আমায় শুন্‌তে হয়; ওসব তুচ্ছ কথায় কি কাণ দিলে চলে! না না, আপ্‌নি কিছু মনে করবেন না।"—

"কিছুই মনে করি নি ; করবার অধিকারই নেই,—" যুগপৎ ডাক্তার-পত্নীর চোখে অশ্রু, মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল ; ভিতরের উচ্ছ্বসিত আবেগ সজোরে দমন করিয়া, থর-কম্পিত ওষ্ঠে তিনি রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "এখনই যাবেন ? আচ্ছা, একবার দাঁড়ান, ও-ঘর থেকে আস্‌ছি—!"

তিনি পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন। নমিতা সূতার গুলি ও ক্রুশটা তুলিয়া লইয়া বলিল, "সুশীল ওঠ, তোকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে তবে হাঁসপাতালে ফির্‌ব।"

সুশীল উঠিয়া দাঁড়াইল, ভীতিবিস্ফারিত মুখে চুপি চুপি বলিল, "এঁদের বামুনদিদিটা কি ভয়ানক লোক! ওরে বাবা, এমন হাত-পা নাড়ার কায়দা…… !"

নমিতার ধমক খাইয়া সে চুপ করিল। ডাক্তার-পত্নীর ফিরিতে বড়ই দেরী হইতে লাগিল। ইতস্ততঃ করিয়া নমিতা বারেণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল। সময় বহিয়া যাইতেছে, আর অপেক্ষা করিলে হাঁসপাতালে চার্ম্মিয়ানের কাছে গিয়া ক্ষমা চাহিতে হইবে! উদ্বিগ্ন হইয়া নমিতা পা-পা করিয়া অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল। বিদায় সম্ভাষণের শিষ্টাচারের অপেক্ষায় থাকিতে গেলে, ওদিকে যে কর্ত্তব্য অবহেলার দায়ে পড়িতে হয়!—কি বিভ্রাট!

অধৈর্য্য হইয়া নমিতা অবশেষে তাঁহাকে ডাক দিবার উপক্রম করিল ; কিন্তু তাহা করিতে হইল না। ডাক্তার-পত্নী ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইলেন, ব্যগ্রভাবে বিদায়-সম্ভাষণ-জ্ঞাপনে উদ্যতা নমিতা তাঁহার মুখপানে চাহিয়া চমকিয়া উঠিল!—আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! এই কয় মুহূর্ত্তের ব্যবধানে সেই সুস্থ সজীব মুখচ্ছবির উপর যে মরণাহতের ক্লান্তি-বিবর্ণতা ছাইয়া পড়িয়াছে! এ কি অদ্ভুত দৃশ্য!—তাঁহার চরণ-গতিটুকু শুদ্ধ স্পষ্ট দৌর্ব্বল্যে অবসন্ন স্খলিত!—

উৎকণ্ঠিতা নমিতা বলিল, "এ কি, হঠাৎ আপনাকে এ রকম দেখ্‌ছি ! কোন অসুখ বোধ হচ্ছে কি ?"

নমিতার প্রশ্নে তিনি যেন একটু সন্ত্রস্ত ও চঞ্চল হইয়া পড়িলেন ; শ্রান্ত চক্ষু-দুইটি যথাসাধ্য চেষ্টায় সহজভাবে নমিতার মুখের উপর স্থাপন করিয়া, পাংশু-মলিন অধরপ্রান্তে জোরের সহিত একটু অগ্রাহ্যের হাসি ফুটাইয়া মৃদু-জড়িত স্বরে উত্তর দিলেন, "ওটা কিছু নয় ; পুরানো ব্যামো ; ছেলেবেলা থেকেই বুক ক্ষীণজোর, তার ওপর স্নায়ুর গোলমাল আছে, সেইজন্যে সময় সময় অমন একটু-আধটু কষ্ট হয়।—ও ধরি না৷ শুনুন—" নমিতার সমীপবর্ত্তী হইয়া, কম্পিত-শীতল হস্তে তাহার হাতে একখানি কাগজ-ভরা মুখ-আঁটা খাম দিয়া বলিলেন, "এতে কিছু রইল—!" তাঁহার কণ্ঠস্বর বাধিয়া গেল, একটু থামিয়া কুণ্ঠা-ভীরুদৃষ্টিতে, সম্মুখস্থ রান্নাঘরের রোয়াকে চকিত কটাক্ষপাত করিয়া খুব নিম্নস্বরে বলিলেন, "আপনার অবসর সময়ে এটা একবার খুলে দেখ্‌বেন।—আমি যোড়হাত করে বল্‌ছি আমার অনুরোধটি রাখ্‌বেন।···না, এখন আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর্‌বেন না, আমার কথা কইতে কষ্ট হচ্ছে।" তিনি আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, অতিকষ্টে একটা নিঃশ্বাস টানিয়া লইয়া ঘন-কম্পিতবক্ষে সেইখানে বসিয়া পড়িলেন।

তাঁহার অবস্থা দেখিয়া উদ্বিগ্না নমিতা খামখানার দিকে আদৌ মনোযোগ দিতে পারিল না ; তা ছাড়া রান্নাঘরের রোয়াকে দণ্ডায়মান বামুনদিদিকে বুকের নীচে আড়ভাবে স্থাপিত বামহাতের উল্‌টা দিকের উপর হরিনামের ঝুলি-শুদ্ধ ডানহাতখানার ভর রাখিয়া, দ্রুত হস্তে নামজপ করিতে করিতে, ক্রুদ্ধ ভ্রূকুঞ্চন সহকারে এক একবার তাহাদের পানে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া, নমিতা মুখ নামাইল, আধখানিও প্রশ্ন উচ্চারণ করিতে দ্বিধাবোধ করিল !—এ ঘটনা

কিছুমাত্র কৌতূহলের বিষয় বা অপ্রত্যাশিত বস্তু নহে, এমনি ভাবে বিনাবাক্যে খামখানা জামার ভিতর যথাস্থানে রাখিয়া, ডাক্তার-পত্নীর পানে চাহিয়া বলিল, "সে যাই হোক্, আপনি এখন ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে, চুপ্‌চাপ্ নির্জ্জনে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করুন; তা হলেই বোধ হয়—।"

জোরের সহিত মাথা নাড়িয়া, তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ নিশ্চয়। ওর জন্যে কিছু ভাব্‌তে হবে না। আর একটি কথা,—।" উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঈষৎ উত্তেজনার সহিত তিনি বলিলেন, "এখানকার অপ্রিয় ঘটনাস্মৃতি যত শীঘ্র পারেন, ভুলে যেতে চেষ্টা কর্‌বেন—।"

নমিতা হাসিল; ক্ষুণ্ণভাবে বলিল, "এই নিন্, আপ্‌নি আমার ওপর বড়ই অবিচার কর্‌ছেন!—আপ্‌নি কি আমায় এতই অধম মনে করেন যে, একটা বাজে কথার ঘায়ে আমি একেবারে মূর্চ্ছা যাব? না না; তা মনে কর্‌বেন না। এ ত তুচ্ছ, নিতান্তই তুচ্ছ কথা; এ শুধু চর্ম্মের ওপর একটু আঘাত দিলে কি না তাও সন্দেহ!—কিন্তু আমাকে—কারুর কাছে সে কথা বল্‌তেও ঘৃণা হয়, দুঃখ হয়,—আমাকে, আমার এই অল্পবয়স্কতার অপরাধে ব্যক্তিবিশেষের নিকট এমন সব সাংঘাতিক মন্তব্য শুন্‌তে হয়, যা মর্ম্মের ভিতর খুব শক্ত ভাবে বিঁধে যায়! কিন্তু এর জন্যে কা'র ওপর রাগ বা দুঃখ কর্ব্বো?...এর জন্যে আমার দেশাচার দায়ী, আমার দেশের লোকের শিক্ষা-সংস্কার দায়ী; এরূপ স্থলে ব্যক্তিগত দোষ ধর্‌তে যাওয়াই ভুল! আমি কারুর ওপর রাগও করি না, কারুর কথার জবাবও দিই না; চুপ্‌চাপ্ নিজের কাজ করে যাই।—যাক্‌গে, যেতে দিন্; এখন আর সময় নাই। আসি তবে;—নমস্কার!"

ক্লান্তিনিপীড়িতা ডাক্তার-পত্নীকে সত্বর শয়ন করিতে যাইবার জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়া, নমিতা তাড়াতাড়ি বিদায় লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

১৭

০০০০

সময়ের অনাটনের জন্য অসহনীয় ব্যস্ততায় নমিতার মন ভরিয়া উঠিয়াছিল। খুব ব্যগ্রতার সহিত চোখ-কাণ বুজিয়া সে পথে বাহির হইয়া পড়িয়া ত্রস্ত-চরণে চলিতে লাগিল;—কিন্তু ডাক্তার-পত্নীর সেই বিষাদবহ সকরুণ হাসি, তাঁহার সেই যন্ত্রণার্ত্তা মূর্ত্তি, নিজের ভাবনার ভিড়ে সে আজ কিছুতেই চাপা দিতে পারিল না;—কেমন একটা অস্বস্তি-ব্যাকুলতা তাহার বুকের মধ্যে হায় হায় করিয়া নিষ্ফল পরিতাপে ঘূর্ণিপাক খাইতে লাগিল;—তাহার পর নিজের ব্যবহার স্মরণ করিয়া তাহার দ্বিগুণ ক্ষোভ হইতে লাগিল। অসুস্থতা-খিন্ন ক্লিষ্ট প্রাণীটির সময়োচিত কিছু সেবা-সাহায্য করা তাহার অবশ্য উচিত ছিল; কিন্তু হায় দুর্ভাগ্য, কিছুই সে করিতে পারিল না! কর্ত্তব্য-ত্রুটির আক্ষেপে তাহার মনটা—শুধু কুণ্ঠিত নয়,—বেশ একটু উগ্র জ্বালাময় অসন্তোষে ছাইয়া গেল। পায়ের পর পা ফেলিয়া সেই বাড়ীখানা হইতে যতই সে দূরে অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই তাহার বুকের ভিতর গুম্-গুম্-শব্দে বেদনার মুষ্ট্যাঘাত প্রবল জোরে বাজিয়া উঠিতে লাগিল!—হায় ভাগ্য-বিড়ম্বনা! এমনই দুঃসহ অবস্থা-দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া তাহার কর্ম্মসূত্র পরিচালিত হইয়াছে যে, ঠিক উপযুক্ত প্রয়োজনের মুহূর্ত্তেই সে শক্তি-বঞ্চিত নিরুপায় সাজিতে বাধ্য হইল! দাসত্ব—ঐ বাহিরের বন্ধন-দাসত্ব,—যাহার ভার বহন করিতে এতদিন তাহার তেজস্বী প্রফুল্ল চিত্ত এক মুহূর্ত্তের জন্যও ক্লান্তিবোধ করে নাই, আজ তাহা নমিতার অনিচ্ছুক হাত-পা-গুলাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া, যে প্রয়োজনটুকুর অন্ধভাবে প্রত্যাখ্যানে বাধ্য করাইল, সেটা বড়ই নিষ্ঠুর শাস্তি মনে হইল। বহু-

দিনের পুরাতন এবং স্বেচ্ছাস্বীকৃত হৃদয়ের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা-পূত কর্ম্মদায়িত্ব, আজ আভ্যন্তরিক স্বাধীনতা-বিরোধী, উৎকট বিস্বাদপূর্ণ পরাধীনতা ও গ্লানি বলিয়া নমিতার সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইল!—তেজস্বী হৃদয়বৃত্তি, ক্ষিপ্ত বিদ্রোহিতায় ঝাঁজিয়া, সজোরে মাথা নাড়া দিয়া তীরবেগে বাঁকিয়া দাঁড়াইয়া, হৃদয়ের সহিত দ্বন্দ্ব করিতে উদ্যত হইল!...ক্রুদ্ধা পরিতপ্তা নমিতা ভাবিল, আহা, বাজে আলাপের ধুয়া ধরিয়া অনর্থক বক্ বক্ করিয়া যে সময়টা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, সে সময়টা যদি ঐ কাজটুকু করিবার জন্য এখন ফিরাইয়া লইতে পারিত, তাহা হইলে,—আঃ, এই অর্জ্জমানীয় মনস্তাপ-পীড়ন হইতে সে নিষ্কৃতি পাইয়া বাঁচিত!

জমাখরচের হিসাবে যে মোটা অপব্যয়টা নজরে ঠেকিল তাহাকে নমিতা উপেক্ষাভরে এড়াইতে পারিল না। অজ্ঞাতে উষ্ণ বিরক্তিভারে তাহার ভ্রূযুগলে রুক্ষ আকুঞ্চনরেখা ফুটিয়া উঠিল। বাম হাতের মুঠায় আবদ্ধ সূতা ও ক্রুশের মধ্যে, অন্যমনস্কতা-বশতঃ সজোরে মুষ্টির নিষ্পীড়নে সূতার গুলিটার নম্বরি টিকিটখানার সুশ্রী সুগোল আকৃতি যে নিঃশব্দে শোচনীয়া অবস্থায় রূপান্তরিতা হইতেছে, তাহাও নমিতা আদৌ টের পায় নাই। ঘাড় গুঁজিয়া দ্রুত চঞ্চল চরণে সে অত্যন্ত বেগে রাস্তা অতিক্রম করিয়া চলিতেছিল। তাহার চরণ-গতির সহিত পাল্লা দিয়া চলিবার জন্য অগ্রবর্ত্তী সুশীলকে একরূপ ছুটিয়াই চলিতে হইতেছিল।

বাটীর নিকটস্থ শেষ গলির মোড় ফিরিবার সময় সম্মুখে দ্রুত আগমনশীল সুরসুন্দর তেওয়ারীকে দেখা গেল। সে, বোধ হয়, বাসা হইতে হাঁসপাতাল যাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্তভাবে আসিতেছিল।

হঠাৎ অপ্রত্যাশিত-ভাবে প্রিয়জন সন্দর্শনে অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া, সুশীল, 'দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদম্'—উপদেশটা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গেল!—'উট-মুখো' হইয়া স্বচ্ছন্দ-বিশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে, হর্যোজ্জ্বল নয়নে চাহিয়া

সে অতিব্যগ্রভাবে যেমন প্রিয়সম্ভাষণ করিতে যাইবে, অমনি পথের মাঝখানে পতিত একটা মস্ত ইঁটে অকস্মাৎ সজোরে ঠোক্কর খাইয়া, ঠিক্‌রাইয়া ঘুরিয়া আসিয়া নমিতার উপর সবেগে পড়িল! সেই অতর্কিত সংঘাতটা এমনি বে-কায়দায় বাজিল যে, সুশীলের সুবৃহৎ মাথাটা ত নমিতার বাম পাঁজরে বেশ জোরেই ঠুকিয়া গেল, এবং সেই সঙ্গে নমিতার হাতের মুঠায় ধরা ক্রুশের সূচ্যগ্র তীক্ষ্ণ মুখটি তৎক্ষণাৎ খচ্ করিয়া বাম করমূলের চর্ম্মশিরা ভেদ করিয়া আড়ভাবে সটান প্রায় এক ইঞ্চি পরিমাণ স্থান নিষ্ঠুর ঔদ্ধত্যে বিদ্ধ করিল! বেদনার বিদ্যুৎ-প্রবাহ-সন্তাড়নে মুহূর্ত্তে নমিতার মগজ শুদ্ধ যেন ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল! যন্ত্রণা-বিকৃত কণ্ঠে ত্রস্ত-ভাবে সে বলিল,—"উঃ! সুশীল, দেখিস্, তোর লাগে নি ত?"

সুশীল আত্ম-সংবরণ করিয়া, সুস্থ হইয়া নিজের বেদনার সংবাদটা ব্যক্ত করিবার পূর্ব্বেই, দিদির করতল-প্রান্তে তীরের ফলার মত কঠিনভাবে বিঁধিয়া স্থির নিশ্চলতায় বিরাজমান ক্রুশটার পানে চাহিয়া, সহসা আতঙ্ক-ব্যাকুলতায় অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল,—"ঐ গো, উহু —হু, যাঃ! দিদি!—"

ক্ষণমধ্যে আত্মদমন করিয়া, দৈহিক যন্ত্রণা উপেক্ষা করিবার ক্ষমতায় অভ্যস্তা, চির-সহিষ্ণু নমিতা শান্ত ও আশ্বাসের স্বরে বলিল, "চুপ্ চুপ্! ভয় কি? বিঁধে গেছে তা কি হবে? বোকার মত হাউ চাউ করিস্ নি;—থাম্।"

"দেখি—দেখি—" এই কথা বলিতে বলিতে ক্ষিপ্র নৈপুণ্যে অন্য দুইখানি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের হাত অগ্রসর হইয়া আসিয়া, কাহারও অনুমতির অপেক্ষামাত্র না করিয়া, বিনা দ্বিধায় তপ্ত কঠিন স্পর্শের চমকে, আহত হাতখানা এক হাতে মুঠাইয়া ধরিয়া, অন্য হাতে কনুইয়ের

প্রান্ত ধরিয়া সন্তর্পণে তুলিয়া, টানিল। নমিতা দেখিল সে সুরসুন্দর তেওয়ারী!—সুরসুন্দর মাথা ঝুঁকাইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্ষত স্থান পরীক্ষা করিতে লাগিল, আরক্তবদনা নমিতা ধীরে ধীরে হাতখানা টানিয়া লইবার চেষ্টায় মৃদুস্বরে বলিল, "ছেড়ে দিন্, সামান্যই বিঁধেছে।—"

উদ্বিগ্ন সুরসুন্দর নমিতার ব্যবহারে কিছুমাত্র মনোযোগ না দিয়া, অকুণ্ঠিত অথচ সুকোমল আদেশের স্বরে বলিল, "দাঁড়ান, টান্‌বেন না; একটু সহ্য করুন্, ওটা টেনে বের করে ফেল্‌তে হবে।"

যতই বিপন্ন হওয়া যাক্ না, একটু ধৈর্য্যশীল হইতে অভ্যাস করিলে,—মানুষের ব্যবহারিক বুদ্ধিটা প্রয়োজনের সময় বেশ সদ্ব্যবহারে লাগে। অসহিষ্ণুতাই যন্ত্রণা বেশী বাড়াইয়া তুলে এবং কাণ্ডজ্ঞান-লোপ করে। সুরসুন্দরের প্রস্তাব মত ধৈর্য্য ধরিয়া ক্রুশটা উৎপাটিত করিতে দেওয়ায় নমিতার কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না,—কিন্তু সে বুঝিয়া দেখিল তাহাতে সদ্যোযন্ত্রণামুক্তির আশা অপেক্ষা ভবিষ্যৎ আশঙ্কার সম্ভাবনা বেশী।—ইতস্ততঃ করিয়া শান্ত অবিচলিত মুখে নমিতা বলিল, "সেটা পারা যাবে কি? ক্রুশের মুখ যে বঁড়্‌শীর কাঁটার মত বাঁকানো;—টান্‌তে গেলে এখনি শিরায় আট্‌কে ভেঙ্গে যেতে পারে, তাতে আরো মুস্কিল হবে—"

"তবে?"—এই বলিয়া ক্লিষ্ট উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টি তুলিয়া সুরসুন্দর পুনরায় বলিল, "তবে? কি করা যায় বলুন দেখি?"

স্থিরনয়নে ক্রুশ-বিদ্ধ স্থানটা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নমিতা বলিল, "ছুরী ভিন্ন গতি নাই। হাঁসপাতালে এখন এঁদের কাউকে পাওয়া যাবে কি? আমাদের স্মিথ্ কোথায়?"

সুরসুন্দর বলিল, "তিনি এইমাত্র একটা 'কল্' থেকে ফিরে কুঠিতে গেছেন।"

ন। আচ্ছা, তা'হলে তাঁকে এখন জ্বালাতন করা টা ত......।

সুরসুন্দর। কিন্তু না হলে উপায় কি? হাঁসপাতালে এখন শুধু সত্য বাবুকে দেখে এসেছি; কিন্তু তাঁর চোখ ভাল নয়, সন্ধ্যার অন্ধকারে ছুরী ধর্‌তে তিনি রাজী হবেন কি?—হয় ত, ডাক্তার মিত্র ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তিনি আপ্‌নাকে অপেক্ষা কর্‌তে বল্‌বেন। আহা-হা, ওখানটা থেকে রক্ত গড়াতে আরম্ভ হ'ল! দাঁড়ান; আমার এই রুমালটা দিয়ে—।"

ব্যস্ত উৎকণ্ঠিত সুরসুন্দর, তাড়াতাড়ি পকেট হইতে ধব্‌ধবে পরিষ্কার অল্পমূল্যের একটি ছোট রুমাল বাহির করিয়া নমিতার ক্ষতস্থানে চাপিয়া ধরিতে গেল; কিন্তু নমিতা কুণ্ঠিতভাবে পিছু হটিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "ক্ষমা করুন।"

সুরসুন্দর থমকিয়া দাঁড়াইল; ক্ষণমধ্যে তাহার বিশাল আয়ত নয়নে ক্ষোভোত্তেজিত ভর্ৎসনা-বিদ্যুদ্দীপ্তি ঝলসিয়া উঠিল। স্থির তেজস্বী কণ্ঠে সে সবেগে বলিয়া উঠিল, "আপ্‌নিও আমায় ক্ষমা করুন। —কিন্তু মিস্ মিত্র, আজ এখানে চুপ করে থাক্‌বার সাধ্য আমার নাই। আপ্‌নারা কি মনে করেন, জানি না;—কিন্তু অন্তর্য্যামী সাক্ষী, মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি, বিশ্বাস করুন্, আমি আপনাদের নিজের সহোদরা ছাড়া আর কিছুই মনে কর্‌তে পারি না, পার্‌বো না!—"

শেষ কথাটা সুরসুন্দর এমন জোরে উচ্চারণ করিল যে, বোধ হইল, তাহার স্ফীতবক্ষের ফুস্‌ফুস্ ফাটিয়া তাহার মর্ম্মনিহিত শক্তি-তেজস্বিতা প্রচণ্ডবেগে ঠেলিয়া উঠিয়া যেন কণ্ঠস্বরের ভিতর দিয়া বজ্র-ঝঙ্কারে ব্যক্ত হইয়া পড়িল!

কাহারও চড়া আওয়াজের ঝাঁঝালো কথা কোনও দিন নমিতার কাণে শ্রুতিসুখকর বলিয়া ঠেকে নাই; কিন্তু আজ এইখানে, এই তীব্র কঠিন তিরস্কার শব্দ—ইহা শুধু কাণে নহে,—একেবারে প্রাণের

উপর গিয়া গম্ভীর ভৈরব রাগের দৃপ্ত-মূর্চ্ছনায় সজোরে বাজিল!—কাণ বুঝিল, ইহা কৌশলাভ্যস্ত কণ্ঠের প্রবঞ্চনা-বাণী নহে। প্রাণ চিনিল—ইহা প্রাণের নিষ্ঠাপূত আবেগে উৎসারিত—অকপট সত্য!

ধ্বক্ করিয়া হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার চরম আঘাতে পূর্ণমুক্ত করিয়া, পরম পুরস্কারের প্রসাদ আসিয়া নমিতার অন্তরে পৌছিল! বিশ্বাসে, শ্রদ্ধায়, সম্মানে, আনন্দে তাহার সমস্ত হৃদয় ভরিয়া গেল। সমস্ত দ্বিধা, সমস্ত সঙ্কোচজড়তা এক ঝাপ্টায় অন্ধকারে দূর করিয়া দিয়া, গভীর আশ্বাসে শান্তোজ্জ্বল দৃষ্টি তুলিয়া তৎক্ষণাৎ হাত বাড়াইয়া নমিতা বলিল, "দিন্ রুমাল;—না না, আপনিই বেঁধে দিন।"

নমিতা সাবধানতার চেষ্টা ভুলিয়া, যন্ত্রণার আশঙ্কা ভুলিয়া, ত্রস্তে বামহাতখানা সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দিয়া, আস্তিনের বোতাম খুলিয়া জামা গুটাইয়া লইল। সুরসুন্দর প্রসন্ন-বদনে, মর্ম্মস্পর্শী স্থিরদৃষ্টিতে একবার নমিতার সেই দৃঢ়, প্রশান্ত, মহত্ত্ব ও গরিমায় উজ্জ্বল, তরুণ, সুন্দর মুখের পানে চাহিল; তারপর কোনও কথা না বলিয়া, দৃষ্টি নামাইয়া, নতশিরে তাহার হাতের রক্ত মুছাইয়া রুমাল বাঁধিতে মনোযোগী হইল।

সুশীল এতক্ষণ ভয়ে ও বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া নির্ব্বাক্ ভাবে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়াছিল। এইবার রাস্তার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, এক ব্যক্তিকে আসিতে দেখিয়া, সাগ্রহে আশান্বিত মুখে বলিল, "ঐ যে,—ডাক্তার বাবু, প্রমথ বাবু আস্‌ছেন!"

নমিতা দৃষ্টি তুলিয়া চাহিল;—সুরসুন্দরও হাতের কাজ স্থগিত রাখিয়া ঘাড় ফিরাইয়া পিছন দিকে চাহিয়া দেখিল,—হাঁ, ডাক্তার মিত্রই বটে। তিনি শবব্যবচ্ছেদাগার হইতে ফিরিতেছেন; হাতে পেন্সিল ও 'নোট বুক্' রহিয়াছে। তিনি অশোভনীয় গর্ব্বোদ্ধত ভঙ্গীতে অতিমাত্রায় ছাতি ফুলাইয়া, ক্রূর-কঠোর তাচ্ছিল্যব্যঞ্জক ভাবে, আকর্ণ-ভ্রূকুঞ্চিত

ললাটে, দৃষ্টিতে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের হিংস্র জ্বালাময় ঈর্ষা ভরাইয়া, প্রখর কটাক্ষে নমিতার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে আসিতেছেন ;—বেশ ধীরে ধীরে পা টিপিয়া টিপিয়া !—বোধ হয়, জুতার শব্দ হইবার ভয়ে ! তিনি ও-দিকের মোড় হইতে এইরূপ ভাবে সন্তর্পণে নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে, বোধ হয়, পঁয়তাল্লিশ হাত রাস্তা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন ; এবং এখন রহিয়াছেন মাত্র দশহস্ত-ব্যবধানে !—কিন্তু আশ্চর্য্য তাঁহার চলিবার কৌশল ! রাস্তার এ মোড়ে দণ্ডায়মান এই তিনটি প্রাণীর কেহই এতক্ষণ তাঁহার আগমন-সংবাদটুকু আদৌ জানিতে পারে নাই !—এবং বোধ হয়,তিনি ঐ রূপে চলিতে চলিতে পাশে আসিয়া না উপস্থিত হইলে কেহ তাহা জানিতেও পারিত না, যদি সুশীলের দৃষ্টি-চাঞ্চল্য-ব্যাধিটুকু মাঝখানে না জুটিত !

নমিতার সহিত দৃষ্টি-বিনিময় হইবামাত্র ক্ষণমধ্যে ডাক্তার জুতার'ডগে' ভর দিয়া চলা ছাড়িয়া বেশ সহজ ভাবে গোড়ালিটা শুদ্ধ মাটিতে পাতিলেন। তারপর ও-পক্ষের শিরোনমন শিষ্টাচারটুকুর উত্তরে পরিপূর্ণ অবজ্ঞার সহিত নোটবুকের কোণ-দ্বারা ডান চোখের উপরস্থ টুপীর প্রান্তটুকু ঈষৎ ঠেলিয়া উঁচু করিয়া শিষ্টাচার জানাইলেন। মুখখানা আসন্ন-বর্ষণোন্মুখ মেঘের মত অন্ধকার করিয়া অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া, ব্যস্ত ও গম্ভীরভাবে টক্ টক্ করিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেলেন। নমিতার হাতের অবস্থাটা যে তিনি দূর হইতে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে কাহারও বাকী না থাকিলেও, তিনি কিন্তু সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া, অম্লান-বদনে, ঘাড় ফিরাইয়া—না দেখিতে পাওয়ার ভাণে—যখন স্বচ্ছন্দে বিপন্নকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলেন, তখন অতিবড় নির্লজ্জও তাঁহার কাছে সাহায্য-প্রার্থনায় কুণ্ঠা-কাতর হইতে বাধ্য !......নির্ব্বাক্ নমিতা অধোবদনে ক্ষতমুখের শোণিত-নিঃসারণ দেখিতে লাগিল। পাছে সুশীল

কি সুরসুন্দরের সহিত তাহার চোখোচোখী হইয়া যায়,—পাছে তাহাদের কোনরূপ অপ্রসন্ন মুখভাব চোখে ঠেকিয়া চক্ষুকে পীড়া দেয়, সেই ভয়ে নমিতা চোখ তুলিল না।

সুশীলের বাঙ্‌নির্গম হইল না; কতকটা বিস্ময়ে—আর কতকটা ভয়ে! পাছে সত্যের খাতিরে বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করার ফলে, দিদির কাছে ভর্ৎসিত হইতে হয়, সেইটুকু শঙ্কা ছিল!

শুধু চুপ্‌ রহিল না, সুরসুন্দর।—ডাক্তারকে আসিতে দেখিয়া, সে সাহায্য-সম্ভাবনায় আশ্বস্ত হইয়া বিনা বাক্যে তাড়াতাড়ি রুমালটি খুলিয়া লইতে আরম্ভ করিয়াছিল!—এখন ডাক্তারকে ততোধিক নিঃশব্দে নিশ্চিন্তভাবে অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া, সে প্রথমটা সত্যই স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিল! বাহিরের লোক নহে, অন্য কেহ নহে।—নমিতা মিত্র উঁহাদেরই অব্যবহিত-নিম্নস্থানীয়া শুশ্রূষাকারিণী, সহকারিণী।—তাহার সহিত ব্যবহারেও কি ডাক্তার বাবু ব্যবসাদারী চালে চলিবেন?—দুর্বোধ্য বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া সুরসুন্দর বলিল, "এ কি! উনি চলে গেলেন। কেন?......কই! না, আপনার সঙ্গে ত ওঁর কিছু মনোমালিন্য ঘটে নাই! পাচকের কথা?—না না, তাতো জানেন না!—তবে...... ওহো-হো, তবে বুঝি—?"

সহসা সংশয়ান্বিত তথ্য মনের মধ্যে তীব্র সত্যে নিষ্কাশিত হইয়া গেল। ক্ষুব্ধ ও বিষণ্ণ ভাবে সুরসুন্দর বলিল, "তবে বুঝি, আমার জন্যে?—হাঁ, ঠিক, আমিই ত!—উনি যে আমার সঙ্গে কথা-পর্য্যন্ত ক'ন্‌ না।"

নমিতা নতশিরে চুপ করিয়া রহিল।

ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া, সুরসুন্দর ম্লান হাসি হাসিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিল ও আপন মনেই বলিল, "এমন দরকারী সাহায্যের সময়ও উনি

বিমুখ হ'লেন, শুধু ছেলে-মানুষী রাগটুকু বড় ক'রে? বড় পরিতাপের বিষয়! ছিঃ!"

এবার নমিতা মুখ তুলিয়া চাহিল। কণ্ঠস্বরে তীব্র জোর ঢালিয়া দৃঢ় পরিষ্কার স্বরে বলিল, "না 'ছি' বল্‌বেন না। এ যা হ'ল, 'ছি' বল্‌বার বাইরে! মূর্খের বুদ্ধিদোষ ক্ষমার্হ, কিন্তু শিক্ষিতের নয়। আমার এই তুচ্ছ সাহায্যটুকু না করার জন্য ওঁর ওপর আমি কিছুমাত্র রাগ রাখ্‌তে চাই নে; বরং ওঁর কাছে যে সাহায্য নিতে হ'ল না, এর জন্যে ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিই। কিন্তু ওঁর জন্যে দুঃখ হচ্ছে। কি ভয়ঙ্কর-প্রকৃতি বলুন দেখি! আমার সঙ্গে কিছুমাত্র শত্রুতা না থাকাতেও উনি যখন এ-রকম ব্যবহার কর্‌তে কুণ্ঠিত হলেন না, তখন যার সঙ্গে বাস্তবিকই কিছু মনান্তর ঘটেছে, সে যদি কোনও সময় সঙ্কটাপন্ন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে জীবনমরণের সন্ধিস্থলে এসে দাঁড়ায়,—তা হ'লে? তা হ'লে তখনও উনি এমনি ভাবে নিজের শিক্ষার মর্য্যাদা ভুলে, মানুষের কর্ত্তব্য ভুলে তার সম্বন্ধেও এমনি ব্যবহার কর্‌বেন!......একে কি বল্‌বো? আত্মসম্মান-রক্ষা? না, দম্ভ অভিমানের অন্ধপূজা?"

জ্বলন্ত লৌহের উপর হাতুড়ীর সজোর আঘাত বাজিলে যেমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঠিক্‌রাইয়া উঠে, নমিতার ভিতর হইতেও কথাগুলা ঠিক তেমনই ভাবে ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইল!—এবং যাহার উদ্দেশে বলা হইল, তাহাকে না পাইয়া সেগুলা যেন লক্ষ্য ডিঙ্গাইয়া, সবেগে ছুটিয়া আসিয়া সুরসুন্দরের মাথায় আঘাত করিল। সুরসুন্দর ঘাড় হেঁট করিয়া নির্ব্বাক্ রহিল।

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া নমিতা সজোরে বলিল, "না, আমি স্মিথের কাছেই চল্‌লুম। আপনাকেও সঙ্গে যেতে হবে না; আপ্‌নি হাঁসপাতালে যান। সুশীলকে নিয়ে আমি যাচ্ছি।"

ঈষৎ হাসিয়া মুখ তুলিয়া সুরসুন্দর বলিল, "আপনি কি আমার ওপরে অবিচার করতে চান্? করেন করুন; কিন্তু আমার 'ডিউটী'র সীমা 'হাঁসপাতাল গ্রাউণ্ডে'র মধ্যে আবদ্ধ নয়, তা আমি জানি। আমি আমার কর্ত্তব্য পালন কোরবো, বাধা দেবেন না।"

সুশীলের দিকে চাহিয়া স্নেহ-কোমল কণ্ঠে সুরসুন্দর বলিল, "দাদা বাড়ী যাও, কিছু ভাবনা নেই; আমি এখনি দিদিকে সঙ্গে করে এনে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যাব—।"

নমিতা বাধা দিয়া বলিল, "না না, ও সঙ্গে আসুক; না হলে বাড়ী গিয়ে গোলমাল করে এখনি সবাইকে ভাবিয়ে অস্থির কর্ব্বে। সঙ্গে থাকলে সে দায়ে নিশ্চিন্ত থাকবো—।"

সুরসুন্দর বলিল, "তবে এস সুশীল—।"

তিনজনে স্মিথের কুঠির দিকে দ্রুতপদে চলিলেন।

১৮

—:*:—

নমিতা দ্রুতপদে সকলের আগে চলিতে লাগিল। যন্ত্রণায় উৎকণ্ঠায় তাহার সমস্ত মুখখানা ক্লিষ্ট ও বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তার উপর অত্যন্ত বেগে চলার জন্য চর্ম্মবিদ্ধ ক্রুশটা নাড়াচাড়া পাইয়া ক্ষতস্থানের যন্ত্রণা আরও বাড়াইয়া তুলিতেছিল। কিন্তু সহিষ্ণু নমিতার ধৈর্য্যের মাত্রাটা চিরদিনই সাধারণ সীমার উর্দ্ধে।—সুদৃঢ়-কুঞ্চিত ভ্রূযুগলের কঠিন ও বক্র রেখায় নীরব আত্মদমন-চেষ্টার উৎকট আবেগ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু তাহার আচরণে এতটুকুও ক্লান্তি বা কাতরতার চিহ্ন ছিল না। সে যেন নিতান্তই অবহেলার সহিত আপনাকে উপেক্ষা করিয়া

চলিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিল! রাস্তার লোকেরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহার হাতের দিকে ও মুখের পানে চাহিতেছিল, কিন্তু নমিতার কোন দিকেই দৃক্পাত ছিল না।

নমিতার চরণগতি অত্যন্তই প্রখর হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া, পিছন হইতে অগ্রসর হইয়া সুরসুন্দর নিকটবর্ত্তী হইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আস্তে ম্যাডাম্, আস্তে;—অত তাড়াতাড়ি চল্‌বেন না; বেশী রক্ত পড়্‌বে, আপ্‌নার আরো কষ্ট হবে!—"

"কষ্ট!" বলিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হঠাৎ নমিতা ব্যাকুলভাবে বলিল, "বাস্তবিকই বড় কষ্ট হচ্ছে! এক ত নিজের সময় নষ্ট হ'ল, তার উপর আপ্‌নাকে শুদ্ধ নিতান্ত অন্যায়ভাবে জব্দ কর্‌ছি।...শুনুন; কিছু মনে কর্‌বেন না; আমার অনুরোধটি রাখুন; আপ্‌নি হাঁসপাতাল যান। সবাই মিলে কামাই কর্‌লে সেখানেও যে কাজের গোলযোগ হবে।...... না না, আপ্‌নি যান।"

সুরসুন্দর হাসিল। সুপ্তোত্থিত মানুষ যেমন করিয়া ঘুম চোখ রগ্‌ড়াইয়া দৃষ্টি পরিষ্কার করে, সুরসুন্দরও তেমনি ভাবে চোখ রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে শান্ত হাস্যরঞ্জিত বদনে বলিল, "নিতান্ত ছেলেমানুষের কথা! লোকের অভাবে সেখানকার কাজ অচল হবে না, তবে কিছু অসুবিধে......। তা আর কি করা যাবে? ওরা যা হোক্ করে চালিয়ে নেবে। কম্পাউণ্ডাররা তেমন লোক নয়। বিশেষ আমার জন্যে......।"

বাধা দিয়া নমিতা বলিল, "কিন্তু উপরওয়ালারা?—না না, কেন আর আমার জন্যে অনর্থক মিছে অপমানিত হবেন। আপ্‌নি জান্‌ছেন্ না, সে আমার বড় মনস্তাপ হবে!—আপনাকে অনুনয় করি—।"

ধীরে গম্ভীর ভাবে সুরসুন্দর বলিল, "আপনাকে স্মিথের কুঠিতে না পৌঁছে দিয়ে আমি কোথাও যেতে পার্ব্বো না। ক্ষমা কর্‌বেন্।"

সে স্বর তর্কের নয়, প্রতিবাদের নয়, শুধু দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার! নমিতা ফাঁফরে পড়িল! অন্য দিন হইলে, সে এইখানেই থামিয়া যাইত, কিন্তু আজ তাহার সেই স্বাভাবিক শান্ত গাম্ভীর্য্যটুকু আয়ত্তের মধ্যে ছিল না। উৎক্ষিপ্ত মনের তিক্তবিস্বাদ জ্বালা সাম্‌লাইতে না পারিয়া, সহসা অস্বাভাবিক ঝাঁঝের সহিত সে কলহের স্বরে বলিয়া উঠিল, "আপ্‌নার সাহায্য কর্‌বার ক্ষমতা থাক্‌তে পারে, কিন্তু সে সাহায্য গ্রহণে অধিকার আমার কাছে কি না...।" কথাটা নমিতা শেষ করিতে পারিল না; নিজের কণ্ঠের স্বর নিজের কাণেই অত্যন্ত বিকট উগ্র ঠেকিল; থতমত খাইয়া হঠাৎ থামিয়া মূঢ়ের মত নিরর্থক দৃষ্টিতে চাহিয়া ক্ষণেক নীরব রহিল, এবং তারপর নম্রভাবে বলিল, "সাহায্যের যা দরকার ছিল, তা পেয়েছি; আর কেন কষ্ট কর্‌বেন্?"

সুরসুন্দর কিছু বলিল না; নিঃশব্দে আহত করুণ দৃষ্টিতে নমিতার মুখপানে চাহিয়া রহিল। ক্ষণপরে ক্ষুব্ধ মনস্তাপব্যঞ্জক ক্ষীণ হাসি হাসিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আপ্‌নিও তাই মনে করেন?—শুধু ছিব্‌লেমী করে বাহাদুরী দেখাতেই আমি সুযোগ খুঁজে বেড়াই? ভাল, আমি অকাতরে সব সয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছি, আপনারা যে যা পারেন, মনে করুন্। এখন, কেন আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট কর্‌ছেন? চলুন্ স্মিথের কুঠিতে—।"

নমিতার মতামত জানিবার জন্য এতটুকুও অপেক্ষা না করিয়া সুরসুন্দর এবার নিজেই অগ্রসর হইল। হতবুদ্ধি নমিতা তীব্রলজ্জার সহিত একটা নিষ্ঠুর বেদনা অনুভব করিল; নিজের উপর রাগের চেয়ে ঘৃণাটাই বেশী জাগিয়া উঠিল। ছিঃ! যেখানে আন্তরিক কৃতজ্ঞতায় সসম্মানে মাথা নোয়াইয়া চলা উচিত, সেখানে সে কি না নির্দ্দয় ঔদ্ধত্যে দাম্ভিকতা প্রকাশ করিয়াছে? কি বুদ্ধির ভুল!...

অনুতপ্তা নমিতা অস্ফুট স্বরে হেঁট-মুখে বলিল, "দেখুন, আমি বড় অন্যায় করেছি; কিছু মনে করবেন না। সংসারে নানা-রকম লোকের নানা অসদ্ব্যবহারে অনেক সময় শান্তসহিষ্ণু মানুষের মনের মধ্যে বিক্ষিপ্তির গোলমাল বেধে যায়। আমারও তাই সেই দুরবস্থা হয়েছে……। আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি; কি বল্‌তে কি বলেছি।"

সুরসুন্দর চলিতে চলিতে মুখ ফিরাইয়া চাহিল; বিস্মিতভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "কই? আপনি ত এমন কিছু বলেন নি। না না, ওতে মনে কর্‌বার কিছু নাই। তবে আমার একটু আশ্চর্য্য ঠেকেছিল। বোধ হ'ল, আপনি একটু বিরক্ত হয়েছেন। তাই জন্যে?...না, ম্যাডাম্ না, সে আমারই বোঝ্‌বার ভুল। আপ্‌নি কিছু মনে কর্‌বেন না—দেখুন—।"

দৃঢ়স্বরে পুনরায় সুরসুন্দর বলিল, "দেখুন আপ্‌নাকে আর কেউ চিনুক আর না চিনুক, আমি চিনেছি। আপনার সম্বন্ধে কোন দ্বিধা আমি মনে স্থান দিতে পার্‌ব না, এটা নিশ্চয় জান্‌বেন।" এই বলিয়া সুরসুন্দর অগ্রসর হইল।

একমুহূর্ত্তে নমিতার মনের সমস্ত জটিলতা পরিষ্কার হইয়া গেল। পিছন পানে চাহিয়া ডান হাত বাড়াইয়া দিয়া প্রসন্নমুখে সে বলিল, "ওরে সুশীল, পাশে আয়।"

সুশীল তখন বিস্ময়ে উৎসুক দৃষ্টিতে বাঁ-দিকের গলির দিকে চাহিতে চাহিতে অত্যন্ত মন্থর গমনে আসিতেছিল। নমিতার আহ্বান শুনিয়া সে ভীতভাবে গলির দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া কুণ্ঠাজড়িত স্বরে বলিল, "ঐ যে উনি ওখানে—।"

চকিত নয়নে গলির দিকে চাহিয়া বিস্ময়-মিশ্রিত বিরক্ত-ঘৃণার সহিত নমিতা বলিল, "ডাক্তার মিত্র?"

সুরসুন্দর কথা কহিতে কহিতে সম্মুখে দৃষ্টি রাখিয়া নিশ্চিন্ত-ভাবে গলির সীমা এড়াইতে গিয়াছিল ; এইবার নমিতার কথায় চমকিয়া পিছু হটিয়া ঝুঁকিয়া গলির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, একটা বাড়ীর রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া উঁচু চৌকাটের উপর পা তুলিয়া জানুর উপর হাতের ভর রাখিয়া, সাম্‌নে ঝুঁকিয়া ডাক্তার মিত্র গভীর মনোযোগের সহিত 'নোট বুকে'র পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে আড় চোখে তাহাদের দিকে চাহিতেছেন। গলির মধ্যে দ্বিতীয় প্রাণী কেহ নাই।

তিনি কি উদ্দেশ্যে এমন সময় ওখানে ওরূপ অবস্থায় দাঁড়াইয়া 'নোটবুক' লইয়া খেলা করিতে করিতে কোন্ বস্তুর উপর যে গুপ্ত লক্ষ্য রাখিয়াছেন, তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় মুহূর্ত্তে বিদ্যুদ্বেগে নমিতা ও সুর-সুন্দরের মনের উপর ঝলসিয়া গেল। সুরসুন্দর সরিয়া দাঁড়াইল ; অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া সযত্নে একটা উচ্ছ্বসিত বেদনা-ভরা নিঃশ্বাস চাপিয়া লইয়া শুষ্ক ম্লান মুখে বলিল, "আসুন। আর কেন ?—"

নমিতা কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু স্বর বাহির হইল না। কে যেন সুদৃঢ় নিষ্পেষণে তাহার কণ্ঠনালী চাপিয়া ধরিয়াছিল। আরক্ত মুখে আত্মদমন করিয়া নিঃশব্দে পা বাড়াইয়া সে অগ্রসর হইল। খানিক পরে তীব্র আক্ষেপ-সূচক কণ্ঠে সে বলিল, "মানুষের মাথার গড়ন যতই প্রশস্ত-বুদ্ধির পরিচায়ক, সুশ্রী ও সুন্দর হোক্, কিন্তু তার হৃদয়ের গঠন যদি সঙ্কীর্ণতা ও নীচতার পরিচায়ক কুৎসিত হয়, তবে সে হাত-পায়ের খাটুনীর জোরে যত বড়ই 'বীর' হোক্, আসলে কিন্তু মনুষ্য-নামের যোগ্য কখনই নয় ; তা হ'তেই পারে না!"

দুঃশীল পুত্রের আচরণে মর্ম্মাহত পিতার ক্ষমাশীল দৃষ্টিতে যেরূপ বিষণ্ণ করুণার চিহ্ন ফুটিয়া উঠে, সুরসুন্দরের নয়নেও ঠিক্ সেই ভাব ফুটিয়া উঠিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে ক্ষুণ্ণভাবে বলিল, "একটা পাগলের

পাগ্‌লামীর দিকে হর্‌দম চোখ রেখে বসে থাক্‌লে, অতি-বড় সুস্থ মানুষেরও মাথা খারাপ হয়ে যায়। কেন ও-সব তুচ্ছ ব্যাপারে চোখ দিয়ে মানসিক অশান্তির সৃষ্টি কর্‌ছেন?……যার যা খুসী বলুন বা করুন্; আমি আমার লক্ষ্য ভুল্‌ব না; এইটেই মানুষের উচিত। দৃঢ়তা, এইটের উপর নির্ভর রেখে আমরা নীরব সংযমে কর্ত্তব্য পালন করে যাব। ফলাফলের মালিক তিনি! হোঁচোট ধাক্কা সে চলবার পথে অপরিহার্য্য। কিন্তু তাই বলে ত সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে নিরাপদ হতে পারি নে, কিংবা স্পর্শভীরু 'কেন্নো'র মত আপনাকে গুটিয়ে, আড়ষ্ট নির্জ্জীবভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে একপাশে শুয়ে থাক্‌তে পারিনে!—আমরা মানুষ, আমাদের সংসারে ঢের কাজ আছে, আপদ্-বিপদের সঙ্গে আক্‌সার যুঝে চলা'র নামই আমাদের জীবন-গতি। এর মধ্যে আলস্যের স্থান নেই, অবসন্নতার স্থান নেই। তা হ'লেই দুনিয়ার মধ্যে টেকে থাকা দায়।……চলুন।" সুরসুন্দর পাশ কাটাইয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে নমিতাকে অগ্রবর্ত্তিনী হইতে ইঙ্গিত করিল।

সঙ্কেত-চালিত কলের পুতুলের মত নমিতা নিঃশব্দে অগ্রসর হইল। সুশীল তাহার পাশে পাশে চলিতে লাগিল। সমস্ত পথ কেহ কোনও কথা কহিল না। সুশীল ব্যাপার কিছু ভাল না বুঝিতে পারিলেও, কোন একটা অপ্রীতিকর-রহস্য-সংসৃষ্ট গূঢ় অপমানের আঘাত স্পষ্টই বুঝিল; ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। দিদিকে সহজে ক্রুদ্ধ হইতে দেখা যায় না; সুতরাং, আজিকার এই উত্তেজনাটা তাহার কাছে অত্যন্তই ভয়ানক বলিয়া বোধ হইতেছিল।

শীঘ্রই তাহারা স্মিথের কুঠিতে আসিয়া পৌছিল। স্মিথ্ সেইমাত্র একটা 'কল' হইতে আসিয়া বেশ-পরিবর্ত্তন করিতেছিলেন। তাহাদের

সংবাদ পাইয়া, তাড়াতাড়ি বসিবার ঘরে আসিয়া তিনি তাহাদের ডাকিয়া পাঠাইলেন।

নমিতার হাতের অবস্থা দেখিয়া সংক্ষিপ্ত-প্রশ্নে ক্রুশ-বিভ্রাটের সব বিবরণ জানিয়া লইয়া, অসাবধানতার জন্য একটু স্নেহ-কোমল ভর্ৎসনা করিয়া, তখনই মিসেস্ স্মিথ্ বেহারাকে ডাকিয়া, তাহাকে গরম জল আনিতে বলিলেন। তিনি সুরসুন্দরকে বলিলেন, "তেওয়ারী, ভাগ্যিশ, রাস্তায় তোমায় পাওয়া গিয়েছিল! বুদ্ধি করে এখান পর্য্যন্ত এসে তুমি ভালই করেছ; বুঝ্‌তেই পার্‌ছ, একটু সাহায্যের দরকার হবে। তোমরা বস, আমি 'পকেট কেস'টা নিয়ে আসি।...হাঁ, ছোট মিত্রও এসে পড়েছে, বটে! এস এস, আমার কুকুরছানাগুলোর খবরটা একবার জেনে আস্‌বে চল।"

সুশীল দুশ্চিন্তা-গম্ভীর মুখে মাথা নাড়িয়া বলিল, "আগে দিদির হাতটা—।"

স্মিথ্ নমিতার মুখপানে অর্থসূচক কটাক্ষপাত করিয়া হাসিলেন। নমিতা বুঝিল, তাহার 'হাতটার' জন্যই স্নেহময়ী স্মিথ্ বালক সুশীলকে এখান হইতে সরাইতে ইচ্ছুক। তৎক্ষণাৎ নমিতা আদর করিয়া সুশীলের পিঠে হাত দিয়া সনির্ব্বন্ধ অনুরোধের স্বরে বলিল, "যা না, ভাই! কুকুর-গুলো দেখে আয়। উনি বল্‌ছেন......।"

স্মিথ্ ব্যগ্রতার সহিত সুশীলের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন, এবং খুব আগ্রহের সহিত বুঝাইয়া দিলেন যে, সুশীলের হাতে কয়দিন বিস্কুট খাইতে না পাইয়া, তাঁহার কুকুরগুলা অত্যন্ত মনমরা হইয়া রহিয়াছে। সকলের চেয়ে ছোট বাচ্ছাটি প্রতিদিন বৈকালে সুশীলের জন্য কেঁউ কেঁউ করিয়া কাঁদিয়া হাট বসায়। অন্যান্য সকলেও তাহার বিরহে অত্যন্ত কাতর।......সুতরাং, আজ সুশীলকে দেখিতে পাইলে তাহারা নিশ্চয়ই খুব স্ফূর্ত্তি-প্রফুল্ল হইবে। ইত্যাদি।

ছেলে ভুলাইবার জন্য ছেলেমানুষের মত স্মিথ্-মহোদয়াকে এমন সরস-বাক্য-বিন্যাস-কৌশল প্রায়ই ব্যবহার করিতে হয়। এত দুঃখেও নমিতার বেশ একটু স্নিগ্ধ কৌতুক বোধ হইল। সে মুখ টিপিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। সুরসুন্দর চৌকাঠের বাহিরে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে গম্ভীরমুখে তাহাদের গমনপথের দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে, গরম জল লইয়া বেহারার সহিত স্মিথ্ ঘরে ঢুকিলেন। এবার তাহার মুখভাব অত্যন্ত বিরক্তি-গম্ভীর। নমিতা আশ্চর্য্যান্বিতা হইল; কিন্তু কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

ছুরীর ফলা খুলিয়া আলোর কাছে পরীক্ষা করিতে করিতে স্মিথ্ যেন জোর করিয়া মুখে একটু প্রসন্ন হাসি ফুটাইয়া পরিহাস-কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "আঃ, আমার এই স্নেহাস্পদ চঞ্চল শিশুগুলির হাত-পা কি দুরন্ত দেখ ত! সুন্দর, আমার মাথা খুঁড়্‌তে ইচ্ছা হয়! সে-দিন সমুদ্র-প্রসাদ কম্পাউণ্ডার হাঁসপাতালে কোনও সহযোগীর সঙ্গে হুড়োহুড়ি করে স্ফূর্ত্তির ঝোঁকে একটা বার আউন্স শিশি ভেঙ্গে, প্রকাণ্ড কাঁচ হাতের তালুতে বিঁধে এসে হাজির! রক্তারক্তি কাণ্ড! আবার আজ এঁর দেখ! হুঁচালো লোহার ক্রুশটার ওপর এমন উৎকট মমতা যে, ভালবাসার পরাকাষ্ঠা দেখাবার জন্যে সেটাকে হাতের মধ্যে ফুঁড়ে, তবে নিশ্চিন্দি। ......নমি, মনটা একটু শক্ত কর। সুন্দর হাতটা চেপে ধর, যেন নড়ে না, দেখো—।"

স্মিথ্ ছুরি হাতে লইয়া অগ্রসর হইলেন। নমিতা ডান কাঁধের উপর মুখ ফিরাইয়া চক্ষু বুজিল। সুরসুন্দর পাশে দাঁড়াইয়া স্মিথের নির্দ্দেশ অনুসারে হাতটা শক্ত করিয়া জোরে চাপিয়া ধরিল। স্মিথ্ কর্ কর্-শব্দে কাঁচা মাংস কাটিয়া ক্রুশটা তুলিয়া ফেলিয়া, ক্ষিপ্র ও লঘু হস্তে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলেন। নমিতার সর্ব্বাঙ্গে যেন কালঘাম

ছুটিতেছিল। যন্ত্রণায় আকণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল ; অতিকষ্টে সে সংযত হইয়া রহিল।

স্মিথ্ ক্রুশটা পরিষ্কার করিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমার অসাবধানতার দণ্ডস্বরূপ এই ক্রুশটি তোমার হাত থেকে চিরদিনের জন্ম কেড়ে নেওয়া উচিত। কি বল নমি ?"

নমিতা একটু হাসিল। সুরসুন্দর হাত ধুইয়া আসিয়া স্মিথ্কে বলিল, "আমি তা হ'লে এবার যেতে পারি ? হাঁসপাতালে অনেক কাজ রয়েছে।"

নমিতা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমাকেও যেতে হবে—।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া স্মিথ্ বলিলেন, "তুমি—? তুমি যাবে কি ? তোমার হাতে ক্ষত।"

নমিতা সবিনয়ে বলিল, "আমার ডিউটির ভার—।"

স্মিথ্ বলিলেন, "সে অপরে বুঝ্বে ; আমি বুঝ্বো !—তুমি স্মরণ রেখো, তুমি এখন আমার চিকিৎসাধীন রোগী ! আমার অনুমতি অনুসারে তোমায় চল্তে হবে। তোমার হাতের এমন ক্ষত নিয়ে, আমি এখন সাতদিন তোমায় রোগিনিবাসের কাজে যেতে দিতে পার্ব্বো না !—"

নমিতা বিপন্নভাবে বলিল, "তবু একবার নিজে গিয়ে জানিয়ে আসা উচিত নয় কি ?"

স্মিথ্ বলিলেন, "তুমি এই সোফায় চুপ করে শুয়ে থাক। আমি হাঁসপাতালে যাচ্ছি সব ব্যবস্থা ঠিক করে আস্বো। আর সাক্ষ্য-প্রমাণের কথা বল্ছ ? আমি আছি, সুন্দর কম্পাউণ্ডার আছে···আর তা ছাড়া ডাক্তার মিত্রও ত রাস্তা থেকে বিশেষ রকমে দেখে গেছেন ; সেটুকু ত অস্বীকার কর্তে পার্বেন না !"

নমিতা চমকিয়া উঠিল ; বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টিতে একবার স্বরসুন্দরের পানে ও একবার স্মিথের পানে তাকাইল। ইহার মধ্যে স্মিথের নিকট এ সংবাদটি যে কে পৌছাইয়া দিল, তাহা বুঝিয়া উঠিতে নমিতার বড় গোলমাল ঠেকিল ! স্বরসুন্দর ত আসিয়া অবধি চুপ্‌চাপ্‌ কাজ করিতেছে ! সে ত বলিবার সময় পায় নাই। তবে ? তবে বুঝি বাঁদর সুশীলই চক্ষুর অন্তরালে গিয়া এই বিভ্রাট ঘটাইয়াছে ? নিশ্চয়ই তাই !······কুণ্ঠা-জড়িত স্বরে নমিতা বলিল, “আপনাকে সুশীল বল্‌লে, বুঝি ?”

চক্ষু হইতে চশ্‌মা খুলিয়া কাঁচ পরিষ্কার করিতে করিতে স্মিথ্‌ বলিলেন, “হাঁ, তুমি আমার কাছ থেকে অনেক কথা এড়িয়ে যেতে চাও, নমি, কিন্তু আমি প্রায়ই সব খবর পাই। সুশীল ছেলেমানুষ, অত শত বোঝে না ; দুঃখের উচ্ছ্বাসে এমনই সকরুণভাবে কথাগুলি আমায় বল্লে, যে বাস্তবিকই আমার মনে বড় আঘাত লাগ্‌লো ! ছিঃ, রক্ত-মাংসের দেহ-ধারী মানুষ হয়ে, মানুষের উপর কি এমনই নির্দ্দয় আচরণ কর্‌তে হয় ? ······আজ এই স্থলে বল্‌তে বাধ্য হচ্ছি—এমন জঘন্য বিদ্বেষপরায়ণ যারা, তারা লোকালয়ে বাস কর্‌বার উপযুক্ত নয় ! হিংস্র বাঘ-ভাল্লুকের আড্ডায় বন-জঙ্গলে বিচরণ করাই তাঁদের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা !”

স্মিথের উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে শ্লেষতীব্র ভৎর্সনা কক্ষ-গাত্রে সজোরে আহত হইয়া দৃপ্ত-প্রতিধ্বনি জাগাইয়া তুলিল। নমিতা নির্ব্বাক্‌ ! স্বরসুন্দর অপরাধীর মত মাথা হেঁট করিয়া মৌন ম্লান মুখে সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। তাহার দিকে দৃষ্টি তুলিয়া চাহিতেও নমিতার ভয় হইল ! এই তুচ্ছ ঘটনার সহিত তাহার সংস্রবটা কিরূপ অশোভন-ভাবে জড়াইয়া, একটা লজ্জাদায়ক ব্যাপারের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা মনে করিতেও নমিতার আক্ষেপ বোধ হইল ! কুক্ষণে সেই আকস্মিক দুর্ঘটনার মুহূর্ত্তে স্বরসুন্দর আসিয়াই তাহাকে সাহায্য করিয়াছিল। সেই অপরধে ডাক্তার মিত্রের

নিকট হইতে অবশ্যপ্রাপ্য সাহায্য-লাভ তাহার পক্ষে অসম্ভব ত হইলই ; তাহার উপর, তাঁহার সেই ভদ্রজনবিগর্হিত অশিষ্ট ব্যবহার, সেই গুপ্ত বিদ্রূপপূর্ণ ক্রূর কটাক্ষ, সেই ছলনাময় অপমান, তাহাও নমিতাকে অকারণে সহিতে হইল ! আর নিজের দিক্ হইতে ছাড়িয়া দিয়া, নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিলেও, ইহা সে অবশ্য বলিতে বাধ্য যে ভদ্রসন্তানের ঐ অভদ্রতাটুকু—ভদ্রপদবাচ্য প্রত্যেক মনুষ্যের নিকটই মর্ম্মদাহী ও অপমান-জনক। অন্ততঃ যাঁহাদের হৃদয়-মনে এতটুকুও চেতনার সাড়া আছে, তাঁহারা নিশ্চিতই ইহা মানিতে বাধ্য !

স্মিথ্ চোখে চশ্‌মা পরিয়া নিকটস্থ চেয়ারটার উপর বসিলেন। দুই-হাতের মধ্যে চিবুক রাখিয়া গম্ভীরভাবে ক্ষণেক কি ভাবিলেন ; তারপর উত্তেজিতভাবে মুখ তুলিয়া সুরসুন্দরের পানে চাহিয়া দৃপ্ততেজস্বীস্বরে বলিলেন, "ছাখো সুন্দর, তোমায় একটি কথা বলে রাখছি বাবা ! জীবনে আর যাই হও, তাই হও,—মনুষ্যত্বটুকু হারিও না ! সংসারে ধনবান্ সবাই হয় না, বিদ্বান সবাই হয় না, বুদ্ধিও সকলের সমান প্রখর হয় না,—কিন্তু প্রাণ যার আছে, সে যেন প্রাণবত্তা না ভুলে যায় এইটুকু আমার অনুরোধ ! এখানে যার যেমন খুসী, সে সেই রাস্তায় মনোবৃত্তি চালিয়ে নিজের ইচ্ছায় বাঁদর সাজুক, কুকুর সাজুক, উল্লুক সাজুক, ভাল্লুক সাজুক, কিন্তু তোমরা —অন্ততঃ তুমি একজনও, বাইরে যে অবস্থায়ই থাক, এ পশু-রাজত্বের মধ্যে নিজের অন্তরে সিংহ হয়ে দাঁড়াবার শক্তিটুকু হারিও না !"

এইবার স্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান সুরসুন্দরের দুই চক্ষু হইতে টস্ টস্ করিয়া বড় বড় অশ্রুবিন্দু খসিয়া পড়িল ! সে কোনও কথা কহিতে পারিল না ; হেঁট হইয়া যুক্তকরে ললাট স্পর্শ করিয়া নীরবে স্মিথ্‌কে অভিবাদন করিল। স্মিথ্ হাঁটুর উপর হইতে তাঁহার দুই হস্ত তুলিয়া সুন্দরের মস্তকের উপর রাখিলেন। সুরসুন্দর উদ্বেলিত চিত্তোসেচ্ছ

সবেগে উদ্গত অশ্রুস্রোত নিবারণের ব্যর্থ চেষ্টায় দুই হাতে সজোরে চক্ষু চাপিয়া ধরিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "এই সুমহান্ আশীর্ব্বাদ আজ জীবনে প্রথম আপ্নার কাছে পেলুম্; এর আগে আর কখনো একথা কারো মুখে শুনি নি!"

স্মিথ্ নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন; অশ্রুসিক্ত নয়নে মুগ্ধ অভিভূত ভাবে কয় মুহূর্ত্ত স্তব্ধ নিস্পন্দ থাকিয়া, তারপর ধীরে ধীরে হাত সরাইয়া লইলেন। গভীর স্নেহের সহিত সুরসুন্দরের চিবুক স্পর্শ করিয়া নিঃশব্দে আঙ্গুলে চুমা খাইলেন; কোনও কথা বলিতে পারিলেন না।

সুরসুন্দর মাথা তুলিল; তাহার চোখে তখনও অশ্রু টল্‌টল্ করিতেছিল। সে আর দাঁড়াইল না; শ্রদ্ধানম্র নমস্কারের সহিত নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল!

স্মিথ্ রুমালের খুঁটে চক্ষুর কোণ মার্জ্জনা করিতে করিতে সস্মিতবদনে স্নিগ্ধ-কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "সংসারে শোক আর দুঃখ, এই দু'টো জিনিষ মানুষের প্রাণকে যত বড় তেজঃপূর্ণ সত্য শিক্ষা দিতে পারে, এমন আর কেউ দিতে পারে না; ধৈর্য্য ধরে খুঁজে দেখ, প্রত্যেক অমঙ্গলে, প্রত্যেক অন্যায়ে, প্রত্যেক অত্যাচারে তোমার জন্যে কিছু না কিছু শিক্ষা আছেই আছে! তবে যেখানেই ধাক্কা খেয়ে অধীর অভিভূত হয়ে পড়্বে, সেইখানেই তোমার সব মাটি। ....হাঁ, এখন তবে আমি উঠি, একবার হাঁসপাতাল থেকে ঘুরে আসি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফির্‌বো। তুমি ততক্ষণ এই খানে একটু বিশ্রাম করে নাও; বই টই আছে; খুসী হয়, পড়ে দেখতে পার। আর হাঁ,—ফের যেন বলতে না হয়; মনে রেখো, সাতদিনের মধ্যে যদি হাঁসপাতাল-গ্রাউণ্ডের মধ্যে তোমায় দেখি,—(হাসিমুখে বামহস্তের তর্জ্জনী উঠাইয়া সস্নেহে ও রহস্য-স্নিগ্ধকণ্ঠে) তা হ'লে আমার কাছে 'ঠ্যাঙানি' খাবে।"

নমিতা একটু হাসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু হাসিতে পারিল না। চারিদিক হইতে অপ্রত্যাশিত ঘটনারাশি যেন পার্ব্বত্য জলপ্রপাতের মত হুড়াহুড়ি করিয়া একযোগে তাহার সম্মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাকে সন্ত্রস্ত ও বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল ; কোন বিষয় সে ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাইতেছিল না। তবুও স্মিথের শেষ কথায় হাঁসপাতালের সীমায় একেবারে প্রবেশ-নিষেধের কড়া আদেশে তাহাকে বিচলিত হইতে হইল। ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন ভাবে সে বলিল, "কিন্তু —কিন্তু ম্যাডাম্, কাল সকালেই হাতটা ড্রেস্ করাবার জন্যে একবার না গেলেই নয় যে !"

চিন্তিতভাবে স্মিথ্ বলিলেন, "তাই ত ! আবার হাতটা ড্রেস্ করাবার জন্যে তোমায় ওখানে যেতে হবে ? আচ্ছা, থাক্, তেওয়ারীকে পাঠিয়ে দেব ; তোমার বাড়ীতে গিয়ে সে ড্রেস্ করে দিয়ে আস্‌বে।"

আবার তেওয়ারী ! নমিতার কপালে ঘাম ছুটিল ! বিব্রতভাবে সে বলিল, "না না, তাঁকে আর কষ্ট দেবেন না ; তাঁর ঢের কাজ—!"

স্মিথ্ ক্ষণেক নীরবে ভাবিলেন ; তারপর বলিলেন, "আচ্ছা দেখি, যদি ওর সুবিধে না হয়, আমি নিজেই সকালে হাঁসপাতালের কাজ সেরে গিয়ে ড্রেস্ করে দিয়ে আস্‌বো।"

অধিকতর কুণ্ঠিত হইয়া নমিতা প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু স্মিথ্ তাহাকে সে সুযোগ দিলেন না। তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া, দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বলিলেন, "সুশীলকে বেহারার সঙ্গে বাড়ী পাঠিয়ে দিচ্ছি ; তার জন্যে ভেবো না। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে জিরোও, আমি যত শীঘ্র পারি ফির্‌বো।"

স্মিথ্ কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

১৯

নির্জ্জন কক্ষে 'সোফা'র উপর আড় হইয়া পড়িয়া নমিতা আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। যদিও যন্ত্রণাধিক্যে তাহার শরীর মন অস্বচ্ছন্দ-তায় ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু বিভিন্ন-ঘটনা-সংঘাতে-উত্তেজিত চিন্তাশক্তি, তাহার মনোবৃত্তিগুলাকে ফাঁকে পাইয়া, প্রথমেই তাহা-দিগকে টানিয়া লইয়া ছুটাইল, তাহার সেই প্রত্যহের অভ্যস্ত কর্ম্ম-সংস্কারের দিকে! এই সুন্দর উদ্যম-আনন্দে সচেতন, স্নিগ্ধ-মধুর সন্ধ্যা-কাল,—ইহা যে প্রতিদিন রোগি-নিবাসের সেবাব্রতের মধ্যে আত্ম-সমর্পণ করিয়া, অক্লান্ত উদ্যমে তাহার শ্রম-চর্চ্চা করিবার সময়!—ইহা কি এই সুসজ্জিত আলোকোজ্জ্বল কক্ষের মাঝে সুকোমল 'সোফা'য় পড়িয়া অলস ও নিশ্চেষ্টভাবে যাপিত করা সহ্য হয়! এ যে বড় কষ্টকর আরাম-উপভোগ!

কিন্তু গত্যন্তর নাই! নমিতা প্রাণপণে আপনাকে সংযত করিয়া নিস্পন্দ হইয়া 'সোফা'র উপর পড়িয়া রহিল। মনে মনে সে ভাবিতে লাগিল, হাঁসপাতালের কথা! তাহার অনুপস্থিতির জন্য হাঁসপাতালে, হয় ত, এতক্ষণ গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছে! বেচারী চার্ম্মিয়ান্, হয় ত, খুব ব্যগ্র ও উৎকণ্ঠিত হইয়া তাহার জন্য পথ চাহিয়া রহিয়াছে!......আবার আহা, নমিতার কর্ত্তব্যের অংশভার যাহাদের আজ হইতে বহিতে হইবে, তাহারা ঐ অধিকন্তু খাটুনীর জন্য কত কষ্ট পাইবে! হয় ত, কেহ মনে মনে বিরক্ত হইবে, কেহ প্রকাশ্যে অসন্তোষ জানাইবে! আবার কেহ বা কটু-কাটব্য-বর্ষণেও হয় ত বা ত্রুটি করিবে না।

নমিতার আর শুইয়া থাকা পোষাইল না। সে উঠিয়া 'সোফার'

উপর সোজা হইয়া বসিল ; একবার মনে করিল ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া হাঁসপাতালে হাজির হয় !……কি তুচ্ছ এই সামান্য দৈহিক যন্ত্রণা ! স্মিথের মাতৃস্নেহ-করুণা-মণ্ডিত নয়নে ইহা যতই কষ্টকর-যন্ত্রণা হউক, কিন্তু নমিতার পক্ষে ইহা এখন সত্যই আর বিশেষ-কষ্টবহ বেদনা নহে ! কিন্তু সামান্য এইটুকুর জন্য, সৌখীন ক্লান্তি-অবলম্বনে সে এখানে অকর্ম্মণ্য হইয়া বসিয়া রহিল, আর সেখানে যে এই অজুহাতে 'দশ-বিশ-লক্ষ' মন্তব্য সংগঠিত হইবে, তাহার কঠিন গুরুত্ব তাহার বড়ই অসহ্য ! ছুরির ফলার তীক্ষ্ণ কঠিনতার মধ্যে একটা মহদ্‌গুণ আছে,—সারল্য। কিন্তু, মানুষের শাণিত রসনার শ্লেষ-ব্যঙ্গ,—না না, সে বক্র প্যাঁচের নির্দ্দয় তীক্ষ্ণতার ত্রিসীমানায়, কোন-জাতীয় সমবেদনায় তিষ্ঠাইতে পারে না !… তবে ? তবে উপায় ?…

ব্যগ্র ব্যাকুল মনের উপর বজ্র চমকে স্মৃতি ঝলসিয়া গেল,—ইহা স্মিথের আদেশ !—নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিমর্ষভাবে নমিতা 'সোফা'র উপর আবার শুইয়া পড়িল। থাক্, স্মিথ্ যখন দয়া করিয়া স্নেহের দাবীতে, স্বেচ্ছায় কর্ত্তৃত্ব-ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তখন কোনও কথা কহিবার অধিকার নমিতার আর নাই ! নিষ্ফল অসন্তোষ দূর হউক ! যা হইবার হইবে। স্মিথ্ বুঝিবেন। তিনি নমিতাকে নিশ্চিন্ত থাকিবার আদেশ দিয়া গিয়াছেন,—নমিতা দুশ্চিন্তা বিড়ম্বনার বোঝা ঘাড়ে লইয়া এখানে নিরুপায় নিশ্চিন্ততার আরাম ভোগ করুক্। বিপ্লবের ঝড় বাহিরে বহিয়া যাক্।

কিন্তু এই নিশ্চিন্ততার আরামটুকু তাহার গায়ে যে তীব্র ঘৃণা-অস্বস্তির অঙ্কুশ হানিতেছে ! নিস্তব্ধভাবে শুইয়া থাকিবার সাধ্য কি ? নমিতার মনে হইতে লাগিল, এই যে আরাম-উপভোগ,—ইহা এখন নিতান্তই দস্যুতালব্ধ সম্পত্তির মত অন্যায় অধর্ম্মার্জ্জিত। অন্যের কষ্টভোগ বাড়া-

ইয়া—এই যে নিজের শ্রান্তি-অপনোদন, ইহা তাহার কাছে বড়ই ঘৃণাকর! কিন্তু স্মিথের স্নেহ-অনুকম্পাটা মাঝখানে জুটিয়া বড়ই গোলযোগ বাধাইয়াছে।

চোখের সম্মুখে মানুষের মুখের ভিড় বেশী জমিলে দৃষ্টিশক্তিটা বাহিরের দিকেই আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য হয়, ভিতর দিকে ফিরিবার অবকাশ তাহার ঘটিয়া উঠা দায় হইয়া থাকে।—তা ছাড়া বাক্‌শক্তির ঝঙ্কার-সংঘাতে চিন্তা শক্তিটা অনেক সময়, থতমত খাইয়া আড়ষ্ট হইয়া পড়ে। এতক্ষণ নমিতার অবস্থাও কতকটা তাহাই হইয়াছিল। এইবার স্তব্ধ নির্জ্জন কক্ষের মাঝে কর্ম্মহীন উদাস চিত্তটা আচ্ছন্ন করিয়া খুচরা দ্বন্দ্বের আলোড়ন চলিতে চলিতে, সহসা মস্তিষ্ক-যন্ত্রটিকে তীব্র উত্তেজনায় সন্ত্রস্ত-চকিত করিয়া হৃদয়ের মধ্যে গভীরতর দ্বন্দ্ব-বিপ্লব জাগিয়া উঠিল। নমিতার মনে পড়িয়া গেল, ডাক্তার মিত্রের আজিকার ব্যবহার, এবং নমিতার আত্মকৃত আচরণ!

মাথা ঠিক করিয়া খুব ভালরূপে সমস্ত ঘটনাটা তলাইয়া ভাবিয়া যথাসাধ্য নিরপেক্ষ হইয়া নমিতা বিচার করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। কোন্‌খানে কাহার কতখানি দোষ আছে, তাহার মাপ জোঁক পরে হইবে, আগে নিজের ব্যবস্থাটা পরীক্ষা করা হউক!......নমিতা হাতের উপর মাথা রাখিয়া গুম্ হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।—না, তাহার আজিকার ব্যবহারটা ভাল হয় নাই; মোটেই ভাল হয় নাই! ন্যায় এবং সত্য যত বড়ই ও মহৎ পবিত্র বস্তু হউক, কিন্তু পঞ্চভূত-গঠিত এই মাথাটার উপর যাঁহারা উর্দ্ধতন হইয়া আছেন, তাঁহাদের কার্য্যাকার্য্য সম্বন্ধে অসন্তোষ বিরক্তি প্রকাশ করা, যেমনি দুঃসাহসিকতা, তেমনি নির্লজ্জ ধৃষ্টতা!

নমিতা চুপ করিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ ভাবিল; তারপর নিঃশ্বাস

ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার বড়ই গরম বোধ হইতেছিল। জামাটা খুলিয়া ফেলিতে ফেলিতে সে ভাবিল,—না, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে; হাঁসপাতালের চাকরী আর নয়। মানুষের নীচতা-সংঘাতে এক ত তাহার মনও অবনত হইয়া পড়িতেছে, তাহার উপর আর একটা নিদারুণ কষ্ট!—যাঁহারা উর্দ্ধতনে সম্মান-পাত্র,—তাঁহাদিগের ব্যবহারকে ঘৃণা করিয়া প্রতিমুহূর্ত্তের ঘটনায় ক্ষুব্ধ-বিদ্বিষ্ট হইয়া, চিত্ত-বিক্ষেপ ঘটাইয়া, তাহার বড় লোকসান হইতেছে! সময়ে সাবধান হওয়া ভাল। ডাক্তার মিত্রের সহিত এই যে মনোমালিন্য আরম্ভ হইল, ইহার চরম পরিণতি কোথায় গিয়া সমাপ্ত হইবে, কে বলিতে পারে? বিশেষতঃ, সে ক্ষুদ্রপ্রাণ, ক্ষীণশক্তি মানুষ। প্রতিপক্ষ যখন প্রবল, তখন সন্তর্পণে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংস্রব এড়াইয়া চলাই তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃ।

জামা খুলিতে খুলিতে ডাক্তার মিত্রের স্ত্রীর দেওয়া সেই পত্রখানা নমিতার হাতে ঠেকিল। তাহার মনে পড়িল, তিনি উহা অবসর-সময়ে পাঠ করিতে বলিয়াছেন! এই ত অবসর! নমিতা একবারে দ্বারের দিকে চাহিল;—কাহারই আসিবার সম্ভাবনা নাই, বুঝিল। আলো উস্কাইয়া দিয়া টেবিলের পাশে দাঁড়াইয়া খাম ছিঁড়িয়া পত্র বাহির করিল। মুহূর্ত্তে সে হত-বুদ্ধি হইয়া পড়িল! দেখিল, পত্রের সহিত দুইখানি নোট! একখানি পঞ্চাশ টাকার ও অন্যখানি পাঁচ টাকার!

নোট-দুইখানার এ-পিঠ ও-পিঠ একবার উল্টাইয়া দেখিয়া নমিতা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রুদ্ধশ্বাসে পত্র পড়িতে লাগিল :—

"বিনীত নিবেদন,

পীড়িত পাচকের আশ্রয়দাত্রী করুণাময়ীর সন্ধান পাইয়াছি। দেবর নির্ম্মল বাবু ছাড়া আর কেহ এ সংবাদ জানে না, জানিবেন। যদি ঘৃণা

না করেন, তবে অনুতপ্ত-বেদনার অশ্রুজলের সহিত আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করিবেন। বেশী লিখিতে পারিতেছি না।

"মুখোমুখী এ প্রসঙ্গের আলোচনা করিতে পারিলাম না, ক্ষমা করিবেন। আমার মাতার দেওয়া তত্ত্ব প্রভৃতির দরুণ প্রাপ্ত টাকা হইতে পঞ্চান্নটি টাকা দিলাম। অতঃপর বালকটির চিকিৎসা-খরচে যাহা লাগিবে, তাহা দিয়া, বাকী টাকা তাহার হাতে দিবেন, এবং যাহাতে সে নির্ব্বিঘ্নে অন্যত্র যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিবেন। অন্য সুবিধা না থাকায়, আপনাকেই এ-সব দুঃখভোগের দায়ী করিলাম। নিরুপায়জ্ঞানে অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

"আর একটি অনুরোধ। ঠাকুরকে এ বাড়ীতে আর আসিতে দিবেন না ; এবং তাহাকে বা অপর কাহাকেও আমার নামসংক্রান্ত কোনও কথা জানাইয়া, মর্ম্মপীড়া বাড়াইবেন না। আপনার উন্নত-স্নেহ-ক্ষমাশীল হৃদয়ের উপর অকপট বিশ্বাস-নির্ভর স্থাপন করিয়া আমি নিশ্চিন্ত রহিলাম, ভুলিবেন না। ইতি

ক্ষমাপ্রার্থিনী

শ্রীসরমা মিত্র।"

বিশ্বস্ত-সুপ্ত মানুষের 'রগে' অকস্মাৎ একটা প্রচণ্ড চপেটাঘাত বাজিলে, সে যেমন বিকল ও মুহ্যমান হইয়া অর্থশূন্য-দৃষ্টিতে নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিয়া থাকে, নমিতাও ঠিক তেমনি ভাবে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল !···মুক্ত স্বাধীনতার হাত ফস্কাইয়া, হঠাৎ তাহার সতেজ ক্রিয়াশীল হৃদ্‌যন্ত্রটা যেন একটা কঠোর পরাধীনতার দৃঢ় নিষ্পীড়নে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। ইচ্ছাধীনভাবে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-গ্রহণের ক্ষমতাও যেন তাহার লুপ্ত হইয়া গেল। নমিতা পাশের চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

নিস্পন্দ-নির্জ্জীবভাবে নমিতা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ

কাটিয়া গেল। মাথার ভিতর একটা জটিল গোলমালের প্রলয়-আলোড়ন চলিতেছিল। ক্ষিপ্ত বিদ্রোহ সংঘর্ষে হৃদয়াভ্যন্তরে অনুভূতি প্রবাহে বিরাট বিশৃঙ্খলা বাঁধিয়া গিয়াছিল, নমিতার মনে হইল, এক মুহূর্ত্তে সে যেন কি একটা অদ্ভুত কিছু বনিয়া গিয়াছে!

অনেকক্ষণ পরে, অতিকষ্টে আত্মদমন করিয়া নমিতা উঠিয়া দাঁড়াইল; স্মিথের টেবিলের উপর হইতে এক টুক্‌রা কাগজ টানিয়া লইয়া লিখিল, "বাড়ীতে একটা জরুরী কাজ ভুল করিয়া আসিয়াছি, শীঘ্র ফিরিতে বাধ্য হইলাম, ত্রুটি ক্ষমা করিবেন। আমার হাতে এখন কোন যন্ত্রণাই অনুভূত হইতেছে না, নিশ্চিন্ত থাকিবেন। নমিতা।"

ডাক্তার মিত্রের স্ত্রীর পত্রখানা সন্তর্পণে জামার ভিতর লুকাইয়া, ক্রুশ ও সূতার গুলি হাতে লইয়া, নমিতা ঘর ছাড়িয়া বাহির হইল। বারেণ্ডায় স্মিথের বেহারার সহিত সাক্ষাৎকার হইলে, সে সেলাম করিয়া জানাইল, "সুশীলকে সে বাড়ী পৌছাইয়া দিয়া আসিয়াছে। বিমলবাবু কার্য্য-গতিকে ব্যস্ত আছেন, শীঘ্রই এখানে আসিতেছেন।"

নমিতা রুদ্ধস্বরে বলিল, "বহুৎ আচ্ছা! জরুরী কাম্‌কো বাস্তে হাম্ আবি মোকাম্ পর যাতা।—মেম-সাব আনেসে বোলো, টেবিল পর লিখ্‌কে আয়া...ঔর মেরা হাঁথ্ আবি আচ্ছা হায়।"

মিস্ স্মিথ্ নমিতাকে অত্যন্ত ভালবাসেন বলিয়া ভৃত্যেরা নমিতার সম্বন্ধে খুব সতর্ক থাকিত। নমিতা ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাতটা সাবধানে ডান হাতে ধরিয়া, বারেণ্ডার সিঁড়ি হইতে খুব ধীরে ধীরে নামিতেছে দেখিয়া, বেহারা পুনশ্চ অভিবাদন করিয়া সসৌজন্যে বলিল, "জী, বড়ি আঁধার হুয়ো, একটো বাতি লেকে, আপ্‌কো সাথ্—।"

পরের কষ্ট-অসুবিধা ঘটাইয়া, নিজের সুবিধা গুছাইয়া লইতে নমিতার দ্বিগুণ অসুবিধা বোধ হয়। ভৃত্যের প্রস্তাবে সে ব্যস্ত হইয়া,

বাধা দিয়া বলিল, "কুচ কাম নেহি, সাম্‌কো বখৎ বহুৎ আদ্‌মী যাঁতে আঁতে হেঁ।—কেয়া ডর!"

বেহারা মাথা নাড়িয়া সমর্থনসূচক স্বরে বলিল,—"বহুৎ—খুব—!"

নমিতা রাস্তায় নামিয়া, যথাসাধ্য দ্রুতপদে চলিতে লাগিল। কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর অন্ধকার হইলেও আকাশে তারা থাকায়, তাহা তেমন গাঢ় হয় নাই। মোড়ের মাথায় 'লাইট্‌-পোষ্টে'র আলোয় পথগুলি আলোকিত। সংখ্যায় অল্প হইলেও পথে লোক-চলাচল হইতেছিল। নমিতা কাহারো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, বিরাট বিষণ্ণতার ভারে অভিভূতচিত্তে, ক্লান্ত নির্জ্জীবের মত পথাতিবাহন করিয়া চলিল।

দুই তিনটা মোড় ঘুরিয়া, বাড়ীর কাছে শেষ তে-মাথার মোড়ে 'লাইট-পোষ্টে'র নিকট আসিয়া পৌছিতেই, সহসা সাম্‌নে হইতে একদল সঙ্গীতমত্ত লোক আসিয়া পড়ায়, নমিতার গতিরোধ হইল। লোক-গুলি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুস্থানী; উৎকট সুরা-দুর্গন্ধের তীব্রঘ্রাণে চমকিত হইয়া নমিতা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহাদের পানে চাহিল।—সর্ব্বনাশ! ইহারা সকলেই যে অপ্রকৃতিস্থ!

অসহায় নমিতার আপাদমস্তকে, ভয়-ব্যাকুলতার তীব্র কম্পনপ্রবাহ বহিয়া গেল! সন্ধ্যারাত্রে প্রকাশ্য রাজপথের উপর কোনও ভয় নাই সত্য; কিন্তু এমন সঙ্গিহীন অবস্থায় হঠাৎ সম্মুখে ভয়ঙ্কর কিছু দেখিলে, তাহার মত ক্ষীণশক্তি মানুষের প্রাণ কোন্ সাহসে স্থির থাকিবে! সঙ্গে একটি ক্ষুদ্র,—ক্ষুদ্রতম উপলক্ষ থাকিলেও কথা ছিল; কিন্তু এ যে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থা!

দু-পাশে প্রাচীর-বেষ্টিত বাড়ী, পিছনে অন্ধকার গলি! নড়িবার সরিবার পথ নাই, উপায় নাই, সময় নাই! উহারা আসিয়া পড়িয়াছে!

নমিতা প্রাণপণে আপনাকে শক্তিসংযত করিয়া, আলোকস্তম্ভের গা ঘেঁসিয়া, আহত হাতখানা আড়াল করিয়া, আড় হইয়া দাঁড়াইল! ঘাড় বাঁকাইয়া নতদৃষ্টিতে রুদ্ধশ্বাসে মাতালদের স্খলিত চরণগতি লক্ষ্য করিতে লাগিল! যদি মত্ততার ঝোঁকে কেহ এই দিকে টলিয়া পড়ে,—তবে হে ভগবন্ আত্মরক্ষার শক্তি দিও!

ভগবন্, বুঝি, তাহা শুনিলেন। নিম্নশ্রেণীর শ্রমজাবী বলিয়াই হউক, অথবা যে কারণেই হউক, এই অপ্রকৃতিস্থ মাতালদের দৃষ্টিতে মানুষের মত শিষ্টপ্রকৃতিস্থতা কিছু ছিল। অগ্রবর্ত্তী দুইজন সাম্‌নে নমিতাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সঙ্গীত থামাইল এবং সন্ত্রস্ত হইয়া পিছনের 'চূড়-মাতাল' সঙ্গীগুলির উচ্ছৃঙ্খলতা সংযত করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

পাশের লোকটা মদিরালস নয়নে চলিতে চলিতে খুবই টলিতেছিল। একটা ছোট হোঁচট্ খাইয়া, নেশার ঝোকে অভিভূত শরীরটার ভার সাম্‌লাইতে না পারিয়া, সে সবেগে ঘুরিয়া আসিয়া 'লাইট্-পোষ্টে'র তলায় আছাড় খাইবার যো করিল।

হঠাৎ পিছনের অন্ধকার গলির ভিতর হইতে আর একজন লোক ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া নমিতার পার্শ্বে পৌছিল। নমিতার দিকে পৃষ্ঠ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া, ক্ষিপ্র সতর্কতায় দুই হাতে পতনোন্মুখ লোকটাকে ধরিয়া ফেলিল। সবেগে এক ঝাঁকুনী দিয়া তাহাকে সোজা করিয়া, রুদ্ধস্বরে বলিল, "আপ্‌নে ডেরা পর্ চলা যাও ভাই!"—

দলের প্রকৃতিস্থ দুইজন ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে টানিয়া লইল। অত্যন্ত অপ্রতিভভাবে সবিনয়ে ক্ষমা চাহিয়া উপর্য্যুপরি সেলাম ঠুকিয়া হিন্দুস্থানী ভাষায় হড়্ বড়্ করিয়া নানা কথা সে বকিয়া গেল। তাহার মধ্যে একটি কথা নমিতা শুধু বুঝিল,—"আপ্‌কো মঙ্গল হোক্, হামি লোক্ তো আপ্‌কো......।"

পরস্পরকে ধাক্কা মারিয়া, ঠেলিয়া, টানিয়া লইয়া, খুব ব্যস্তভাবে তাহারা তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

সাহায্য-কর্ত্তাকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইবার জন্য ফিরিয়া, তাহার পানে চাহিয়া নমিতা বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল! এ যে—সেই, সুরসুন্দর!

সুরসুন্দরও বিস্ময়বিমূঢ়-ভাবে নমিতার পানে চাহিয়া রহিল। প্রথমতঃ সে কথা কহিতে পারিল না; তারপর মৃদু ভর্ৎসনার স্বরে বলিল, "আপ্‌নি! ছি ছি, বড় ছেলেমানুষী করেছেন ত! এমন সময় একলাটি রাস্তায়...! কাজটা ভাল হয় নি।...আমি ভেবেছিলাম, আর কেউ!"

নমিতার কণ্ঠরোধ হইয়া গিয়াছিল। অতিকষ্টে, আরক্ত মুখে সে বলিল, "বুঝ্‌তে পারি নি। ভাগ্যিশ, আপ্‌নি···কি উপকার যে কর্‌লেন! আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবার ভাষা..."

বাধা দিয়া শুষ্ক ম্লান-মুখে সুরসুন্দর বলিল, "দয়া করে ও-সব বিড়ম্বনা-ভোগের দায় থেকে নিষ্কৃতি দেন! একটু দাঁড়ান, আস্‌ছি।"

সুরসুন্দর দ্রুতপদে পার্শ্বের অন্ধকার গলির মধ্যে ঢুকিল; ক্ষণপরে একজন জীর্ণশীর্ণ কুব্জনতদেহ বৃদ্ধের হাত ধরিয়া, সাবধানে তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া আসিল। নমিতা অবাক্ হইয়া দেখিল, বৃদ্ধটি তাহাদের হাঁসপাতালের মেথর 'রম্‌ণার' বৃদ্ধ পিতা—'জীবলাল মেথর'।

নিকটে আসিয়া সুরসুন্দর বলিল, "আপ্‌নি আগে চলুন—।" নমিতা বিনাবাক্যে চলিতে লাগিল। সুরসুন্দর মৃদুস্বরে বলিল, "স্মিথের কুঠিতে খোঁজ নিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে আস্‌ছি; স্মিথ্ বলে দিলেন, কাল সকালেই একখানা দরখাস্তে সই করে ক্লার্কের কাছে পাঠাবেন, সায়েব সাতদিন ছুটি দিতে রাজি হয়েছেন।...আর সমুদ্রপ্রসাদ কাল সাড়ে ছ'টার সময় গিয়ে আপ্‌নার হাতটা ধুয়ে দিয়ে আস্‌বে, বলে দিয়েছি।"

নমিতা বলিল, "ধন্যবাদ! আমার 'ডিউটী'টা কার হাতে পড়্‌ল, জানেন?"

সুরসুন্দর বৃদ্ধের হাত ধরিয়া একটা উঁচু নালী পার করাইতে করাইতে বলিল, "আমার; সঙ্গে ছোট কম্পাউণ্ডার দেবীশঙ্কর থাকৃবে।"

ইতস্ততঃ করিয়া নমিতা বলিল, "ডাক্তার মিত্র কিছু বলেন নি ত? আপ্‌নি দেরী করে যাওয়ার জন্যে?"

ম্লানমুখে ঈষৎ হাসিয়া সুরসুন্দর বলিল, "ডাক্তার-সাহেবকে কে কি বলেছেন বুঝি! সাহেব কি বলেছেন, জানি না। ওরা ত বলাবলি কর্‌ছিল। স্মিথ্‌ শুনে চটে গেছেন,...তাই আপ্‌নাকে তাড়াতাড়ি 'এ্যাপ্লিকেশনের' কথা বল্‌তে পাঠালেন।...যাক্‌, ও-সব বাজে কথা শোন্‌বার জন্যে কাণ পেতে বসে থাক্‌লে ত কোনই কাজ কর্‌বার সময় পাওয়া যাবে না। শীঘ্র চলুন।"

নমিতা শীঘ্র চলিতে লাগিল। বলিবার মত কোন কথা সে হাতের কাছে খুঁজিয়া পাইল না; অগত্যা চুপ করিয়া রহিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল, ডাক্তার বাবুর কি চমৎকার স্বভাব!

কিন্তু থাক্‌, সে সকল আলোচনা লইয়া আর চিত্তগ্লানির উদ্বর্ত্তনে কাজ নাই। পরের দোষ-ত্রুটির চর্চ্চায় ক্রমাগত দৃষ্টিশক্তিকে খাটাইলে, শেষে হয়ত সাঙ্ঘাতিক চক্ষুঃপীড়া আবির্ভূত হইবে।...অতএব এ-সকল বিষয়ে খানিকটা পাশ কাটাইয়া চোখ্‌-কাণ বুজিয়া থাকাই ভাল। নমিতা মনটাকে ধমক দিয়া শান্ত-নিরীহ বানাইয়া লইবার চেষ্টা দেখিতে লাগিল।

উঁচু নীচু অসমতল পথে চলিতে ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধ জীবলাল ক্রমাগতই ঠোক্কর খাইতেছিল। সুরসুন্দর সতর্ক হইয়া তাহাকে সাম্‌লাইয়া লইতেছিল। এইবার তাড়াতাড়ি চলার জন্য বৃদ্ধ অসাবধানে একটা বড় রকম হোঁছট্‌ খাইয়া টলিয়া পড়িবার উপক্রম করিলে সুরসুন্দর ঝুঁকিয়া

পড়িয়া বুক পাতিয়া নিঃশব্দে তাহার বার্দ্ধক্য-জীর্ণ অসমর্থ দেহের ভারটা সাম্‌লাইয়া লইল। তাহার কাঁধের উপর বৃদ্ধের মুখ থুব্‌ড়াইয়া গেল। সুরসুন্দর তাহাকে সোজা করিয়া, তাড়াতাড়ি দাড়িতে হাত বুলাইয়া দিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিল, "বড়া লাগল ভৈ ?"

"নেই বাপ্ কুছ্ নেই !—" এই বলিয়া সজোরে মাথা নাড়িয়া বৃদ্ধ আঘাত-বেদনাটা অস্বীকার করিয়া প্রীতি-কৃতজ্ঞতায় উজ্জ্বল বদনে বলিল, "জীতা রও বাপ্, আজ তোম্‌কো নেহি মিল্‌নেসে হাম্ তো রাস্তে পর মর্ যাতা—।"

সুরসুন্দর সে কথায় কাণ দিল না; মাথা হেঁট করিয়া ঘাড় বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "পাক্‌ড়ো হাম্‌রা কান্ধা।—হাঁ চলো।···মিস্ মিত্র, একটু আস্তে—।"

নমিতা নীরবে মুখ ফিরাইয়া একবার মুগ্ধ-করুণ দৃষ্টিতে উভয়ের অবস্থাটা দেখিয়া লইল; তারপর আবার পূর্ব্বের মত ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

সম্মুখ হইতে আর একদল লোক আসিল। নির্ভয়ে ক্রীড়ারত কপোত-শিশু অকস্মাৎ সম্মুখে উদ্যত-নখর বাজপাখী দেখিলে যেমন সভয়ে চমকিয়া উঠে,—কে জানে কেন, অন্যমনস্ক নমিতাও আজ হঠাৎ দত্তজায়ার মুখপানে চাহিয়া, অন্তর-মধ্যে তেমনিতর একটা তীব্র-চমক খাইল! কি কহিবে ভাবিয়া পাইল না; তাড়াতাড়ি আঁচলটা টানিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতখানার উপর ঢাকা দিল।

সাঁচ্চা জরির 'বাদ্‌লা' বসান, লেশের বিপুল আড়ম্বরশ্রী-যুক্ত, মূল্যবান্ জ্যাকেট ও সাড়ির খস্‌খসে শব্দের সহিত জুতার খট্‌খট্ শব্দ মিশাইয়া, স্বভাবসিদ্ধ রুক্ষ গম্ভীর কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য মিহি-কোমল করিয়া, হাসি-হাসি-মুখে গল্প করিতে করিতে দত্তজায়া আসিতেছিলেন। সঙ্গে ডাক্তার

মিত্রের 'মনের মত' পরিহাস-রসিক বন্ধু, স্থানীয় প্রসিদ্ধ উকীলের কীর্ত্তিমান্ বংশধর 'নিরেট বথা'-নামে বিখ্যাত 'হিতলাল বাবু', সৌখীন বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে আসিতেছিলেন। দত্তজায়ার ভৃত্য আলো হাতে লইয়া আগে আগে আসিতেছিল।

পিছনে আর তিনজন পথিক তাঁহাদের আলোয় পথ দেখিয়া আসিতেছিল। তাহাদের একজন বৃদ্ধ, একজন যুবা ও অপরটি কিশোর বালক। বৃদ্ধটি বিরক্তি-কুটিল দৃষ্টিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দত্তজায়াকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। যুবাটি সহুরে ফাজিল;—সে বিদ্রূপবর্ষী হাসিমাখা মুখে ও বক্র কটাক্ষে একবার হিতলালবাবুকে ও একবার দত্তজায়াকে দেখিতেছিল, আর ধৃষ্টতাপূর্ণ ভঙ্গীর সহিত নানা ছাঁদে কাশিতে কাশিতে হাসিতেছিল। বালকটি নির্ব্বোধ; সে কৌতূহল-বিস্ফারিত নয়নে তাহাদের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া চলিতে চলিতে বারংবার হোঁছট্ খাইতেছিল।

চকিতদৃষ্টিতে পিছনের লোক-তিনটির পানে চাহিয়া নমিতার আভ্যন্তরিক সঙ্কোচ চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল! ক্ষুব্ধদৃষ্টিতে একবার দত্তজায়ার পানে চাহিয়া সে মাথা হেঁট করিয়া, কুণ্ঠিতভাবে একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল।

সুরসুন্দর চোখ তুলিয়া একবার তাঁহাদের সকলকে দেখিয়া লইল। বন্ধুপ্রীতির অনুরোধে হিতলাল বাবু প্রায়শঃ হাঁসপাতালে ডাক্তারদের বসিবার ঘরে আসিয়া আড্ডা দেন। সুতরাং, হাঁসপাতালের সকলেই তাঁহাকে চেনে। সুরসুন্দর তাঁহাকে একটা ছোট নমস্কার করিয়া চোখ নামাইল। তারপর বৃদ্ধ মেথরের পায়ের নীচেকার পথটা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে নিরীক্ষণ করিতে সে সবিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

ক্ষুদ্র গোল গোল চোখের তীব্র প্রখর দৃষ্টি হানিয়া দত্তজায়া একবার

সুরসুন্দরকে ও একবার নমিতাকে দেখিয়া লইয়া কর্ত্তৃত্বগম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "কোথায় যাওয়া হয়েছিল সব ?"

নমিতা কোনও উত্তর দিবার পূর্ব্বেই, দত্তজায়ার ভৃত্যটি হাতের লণ্ঠনটা বৃদ্ধ মেথরের মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া, অকুণ্ঠিত স্পর্দ্ধায় উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিল, "বা বা, কম্পাউণ্ডার সাহেব, 'ভঙ্গিকো' হাঁথ পাকড়'কে আপ্ কৌন্ 'স্বরগো'মে লে যাতা ?"

কোন্ স্বর্গে লইয়া যাইতেছে, তাহার নির্দ্দেশ করা অনাবশ্যক বিবেচনায় সুরসুন্দর চুপ করিয়া রহিল। বৃদ্ধ মেথর লজ্জায় 'এতটুকু' হইয়া কুণ্ঠিতহাস্যে বলিল, তাহার পুত্র রম্‌ণার আজ 'জান্ খারাব' হইয়াছে, তাই সে তাহার 'উদ্দিপর কাম বাজাইতে' 'সার্জ্জিক্যাল ওয়ার্ডে' গিয়াছিল ; রাত্রি হইয়া যাওয়ায় 'অন্ধা বুড়াকে' দয়া করিয়া কম্পাউণ্ডার-সাহেব দিয়াশালাই কাঠি জ্বালিয়া পথ দেখাইয়া আনিতেছিলেন, কিন্তু বাক্স খালি হওয়ায়, অবশেষে হাত ধরিয়া পথটুকু পার করিয়া দিতেছেন।

নমিতা বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ দৃষ্টিতে বৃদ্ধের পানে চাহিয়া তাহার কথাগুলা শুনিয়া লইল ; দত্তজায়ার কথার উত্তর দিতে ভুলিয়া গেল। দত্তজায়া পুনশ্চ বলিলেন, "তুমি কি হাঁসপাতাল থেকে আস্‌ছ ?"

নমিতা সংক্ষেপে বলিল, "না ; স্মিথের কুঠি থেকে আস্‌ছি ; হাঁস-পাতালে যেতে পারি নি।"

দত্তজায়া ব্যগ্রভাবে কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন। খুব সম্ভব, তাহা কৈফিয়তের "কেন ?"—কিন্তু হিতলাল বাবু মাঝে পড়িয়া বাধা দিয়া বলিলেন, "আজ তা হ'লে আপ্‌নাকে আর হাঁসপাতালে যেতে হবে না ? বেশ ত, চলুন না তা হ'লে আমাদের ওখানে তাসটাস খেলা যাক্। ব্যারিষ্টার পিয়ার্সনের মেয়ে মিস্ এলিন্ আস্‌বেন, আরও অনেক ভাল

ভাল লোক থাক্‌বেন। চলুন সকলের সঙ্গে 'ইণ্ট্রোডিয়ুস্‌' করে দেব আপ্‌নার ; চলুন চলুন......।"

স্বল্প-পরিচিত ভদ্রসন্তানটির নিকট অতর্কিতে এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধের তাড়া খাইয়া নমিতা হঠাৎ থতমত খাইয়া গেল। হতবুদ্ধির মত ক্ষণেক নির্ব্বাক্‌ থাকিয়া, কোনওরূপে আত্মদমন করিয়া শিষ্টভাবে ধন্যবাদ জানাইয়া বলিল, "তাসখেলা...ক্ষমা করুন্‌।"

হিতলাল বাবু তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "কেন, আপত্তি কি ?"

নমিতা গোলে পড়িল ; ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বাড়ীতে বড় কাজ আছে। না হ'লে, এ সৌভাগ্য...!"

হিতলাল বাবু পরম আগ্রহে বলিলেন, "বাজে গুজব রাখুন। বাড়ীতে কাজ মানুষের চিরদিনই থাকে তা বলে কে আর···। এই ত মিসেস্‌ দত্ত যাচ্ছেন, ডাক্তার প্রমথ বাবুও এখুনি আস্‌বেন। আপ্‌নাকে নিয়ে যেতে পার্‌লে 'পার্টি' জম্‌বে ভাল। আপ্‌নার কথা আমরা প্রায়ই বলাবলি করি। কি বলেন মিসেস্‌ দত্ত! হা—হা—হা—!" এইরূপে তিনি খাম-খেয়ালি কৌতুকে জোর গলায় হাসিয়া উঠিলেন। দত্তজায়ার দৃষ্টিতটে অপ্রসন্নতার মেঘ ঘনাইয়া উঠিল ; কোনও মতে অনিচ্ছার দমন করিয়া তিনি মোসাহেবের তোষামোদের সুরে একটু খাপ্‌ছাড়া হাসি হাসিয়া মাথামুণ্ড উত্তর যোগাইলেন,—"বিলক্ষণ।"

সে কথার অর্থটা এ ক্ষেত্রে কিরূপ ভাবব্যঞ্জক হইবে, তাহা দত্তজায়া স্বয়ং বুঝিলেন কি না সন্দেহ, কিন্তু একটা কিছু বলা ত চাই, তাই তিনি যাহা মুখে আসিল তাই বলিলেন।

হিতলাল বাবুর সে হাসি নমিতার সর্ব্বাঙ্গ আতঙ্কে রোমাঞ্চিত করিয়া তুলিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নমিতার মনে পড়িল যে ছেলেবেলায় সে তাস খেলিতে খুব ভালবাসিত বটে, কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর সে আর তাস

হাতে করে নাই। নমিতা মনটা চাঙ্গা করিয়া লইল। সবিনয়ে সেই কথাটা ব্যক্ত করিয়া এ প্রসঙ্গের মুড়া মারিয়া দিয়া নমিতা বিদায় লইবার সঙ্কল্প করিল; কিন্তু তখনই পরিহাস-রসিক হিতলাল বাবুর ঘৃণিত-কঠোর হৃদয়হীনতার হাস্য-লাঞ্ছিত প্রকাণ্ড মুখখানার উপর দৃষ্টি পড়িতেই মন দমিয়া গেল। অসম্ভব! না, কিছুতেই না! এখানে সে-কথা ব্যক্ত করিয়া উহাদের উপহাস-হাস্য-বিচ্ছুরিত রঙ্গদার যুক্তি তর্ক উপদেশ শুনিয়া সে হৃৎপিণ্ডের কাঁচা ঘা-টা বেত্রাহত হইতে দিবে না! তাহাতে মিথ্যা কহিয়া অব্যাহতি লাভ করিতে হয়, সেও ভাল! নমিতা ধীরভাবে বলিল, "আমি তাস খেল্‌তে জানি না।"

হিতলাল বাবুর উৎসাহ অসীম! তিনি ত্রস্তভাবে বলিলেন, "না জানেন, নেই নেই; আমি শিখিয়ে দেব। চলুন। রাতদিন মেথর-মুদ্দফরাসের সঙ্গে মড়া ঘেঁটে মনটা জেরবার্ হয়ে পড়ে না! একটু আধটু বেড়ান চ্যাড়ান চাই বই কি? আপ্‌নার মত বয়েসের লোকের এমন কোটর-প্রিয়তা আমি কারুর দেখি নি! সব অনাসৃষ্টি! চলুন, আজ আর ছাড়্‌ছি নে, বড় বড় লোকদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দেব। এও ত একটা কম লাভ নয়!"

এমন প্রবল প্রলোভন, প্রচণ্ড সহৃদয়তা, ক্ষীণপ্রাণা নমিতার পক্ষে বড়ই বিষম অসহ্য ঠেকিল! তা ছাড়া, ভদ্রলোকের অনুরোধ ক্রমশঃ ধৃষ্টতার অঙ্কে গড়াইয়া আসিতেছে দেখিয়া নমিতা মনে মনে বেশ একটু শঙ্কিতাও হইল। দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া সে বলিল, "এখন আমি যেতে অক্ষম। বাড়ীতে অসুখ বিসুখ। তা ছাড়া, নিজের হাতে ক্রুশ বিঁধে যাওয়ায় অল্পক্ষণ হ'ল স্মিথের কাছে 'অপারেশন' করিয়ে আস্‌ছি। কিছু মনে কর্ব্বেন না। নমস্কার।"

কাপড়ের আড়াল হইতে 'ব্যাণ্ডেজ'-বাঁধা হাতটা বাহির করিয়া

সসৌজন্যে নমস্কার করিয়া নমিতা তাড়াতাড়ি সুরসুন্দরের দিকে চাহিয়া বলিল, "আসুন।" নমিতা অগ্রসর হইল। সুরসুন্দরও বৃদ্ধকে লইয়া চলিল।

তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে উভয়ের পানে চাহিয়া দত্তজায়া অস্ফুটস্বরে কি বলিলেন। সুরসুন্দর ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিল, হিতলাল বাবু তীব্র ঈর্ষাকুল কটাক্ষে তাহারই পানে চাহিয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া কি বকিতে বকিতে যাইতেছেন। সুরসুন্দরের দৃষ্টিতে ক্ষিপ্তঘৃণার বিদ্যুৎ জ্বলিয়া উঠিল। সে সবেগে মুখ ফিরাইল!

২০
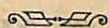
বাড়ীর দুয়ারের কাছে আসিয়া নমিতা শঙ্কর-চাকরকে ডাকাডাকি করিয়া সাড়া পাইল না। সুরসুন্দর বৃদ্ধকে পথে দাঁড় করাইয়া, বারাণ্ডায় উঠিয়া, সজোরে কড়া নাড়িয়া প্রাণপণে উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—"বিমল বাবু, বিমল বাবু!—সুশীল বাবু,—!" এবার সুশীলের সাড়া পাওয়া গেল। তাহারা দুয়ার খুলিয়া দিতে আসিতেছে......।

সুরসুন্দর বারাণ্ডা হইতে নামিবার উদ্যোগ করিল। সে জুতার ফিতা-টা টানিয়া শক্ত করিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে হেঁট-মুখে বলিল, "তা হ'লে আমি এখন চল্লুম্। কাল সকালে সাড়ে ছ'টায় সমুদ্রপ্রসাদ আস্‌বে। আপ্‌নি নিজে দেখে শুনে, একটু সাবধানে 'ড্রেস্' করিয়ে নেবেন ; ঘা-টায় পুঁজ যেন না হ'তে পায়, লক্ষ্য রাখ্‌বেন।"

হিতলাল বাবুর সৌহার্দ্দ ও আপ্যায়নের দৌরাত্ম্যে নমিতার মগজের মধ্যে বেশ একটু উৎকট গোলমাল বাধিয়া গিয়াছিল। এতক্ষণের পর বাড়ীর দুয়ারে পৌঁছিয়া, সে যেন প্রকৃতিস্থ হইবার অবসর পাইল। স্বস্তির

নিঃশ্বাস ফেলিয়া, প্রসন্ন-সৌজন্যপূর্ণ মুখে ছোট একটি নমস্কার করিয়া বলিল, "আসুন্, আজ আমার জন্যে আপ্নারা বড়ই কষ্ট পেয়েছেন ;—বিশেষ আপ্নি……! বাস্তবিক, আমার বড় ভাই এখানে থাক্‌লে, আজকের বিপদে যা' না কর্‌তে পার্‌তেন, আপ্‌নি তার চেয়ে বেশী করেছেন।—শুধু দূর থেকে পরের মত নমস্কার করা-টা আজ উচিত হয় না। আপ্নাকে প্রণাম করে, পায়ের ধূলো নেওয়াই—!"

সহসা পিছু হটিয়া অস্বাভাবিক তীব্র গম্ভীর স্বরে সুরসুন্দর বলিল, "না না, পরকে 'পর' বলেই মনে রাখ্‌বেন! ও-সব লৌকিকতার আড়ম্বর—সমস্তই—সব একেবারে ভুলে যান্—ভুলে যান্! সংসারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, শিষ্টসৌজন্য-কোমলতার অনুরোধে, ও-সব হাস্যাস্পদ পাগলামীকে মনে ঠাঁই দেবেন না; আমি বারণ করে দিচ্ছি। কে বল্‌তে পারে, শেষে হয় ত একদিন স্রেফ্ ঐ জন্যেই……?" সুরসুন্দর আর বলিতে পারিল না। উচ্ছ্বসিত বাষ্পবেগে তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল।

অন্ধকারে বিস্ময়াহত নমিতার পাণ্ডু বিবর্ণ মুখ-ভাব কেহ দেখিতে পাইল না; কিন্তু তাহার স্বচ্ছন্দ-নিঃশ্বাস-গতিটা যে, অবরুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, তাহা স্পষ্টই বোঝা গেল! নমিতা কোন কথা কহিতে পারিল না।

ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া সুরসুন্দর বেদনা-মথিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বড় অশোভন স্পর্দ্ধা-বর্ব্বরতা প্রকাশ কর্‌লুম কি ? কি কোর্ব্বো! ক্ষমা করুন্; উপায় নাই! আমাদের চক্ষে যে, সৌজন্য, শীলতা, শিষ্টতা, কিছুই নাই; আছে শুধু, কুৎসা, গ্লানি, আর বীভৎস নীচাশয়তা! আমাদের আত্মপর কোনো সম্মান-জ্ঞানই নাই; তাই যথেচ্ছ-কৌতুক-প্রিয়তার পরিচয় দেবার জন্য আমরা অতিব্যগ্র। কিন্তু শ্লীলতার সীমা

কোথায়, সেটুকুর হিসাবে আমরা অতিকুণ্ঠিত! আমাদের মত জানোয়ারের কাছে মানুষের শিষ্টতা জানাতে আসেন? ভুল, বিষম ভুল! ম্যাডাম্, যে রাস্তার, যে ধূলোর উপর ভগবান্ আপ্‌নাকে দাঁড় করিয়েছেন, সে রাস্তায়, সে ধূলোর উপর নারীজনসুলভ হৃদয়ের নমনীয়-কোমলতা নিয়ে দাঁড়াবার স্থান নাই! প্রাণকে পাথরের মত শক্ত করুন্; তবে এখানে দাঁড়াবার শক্তি পাবেন। না হ'লে, ঠক্‌বেন,—বড় মর্ম্মান্তিক ঠকা ঠক্‌বেন্! এটা নিশ্চয়!—"

ভিতরের উগ্র-উত্তেজনার তাড়নে সুরসুন্দরের আপাদমস্তক কাঁপিতে-ছিল। সে আর দাঁড়াইতে পারিল না; ধূলি-ধূসরিত বারাণ্ডার সিঁড়ির উপরে বসিয়া পড়িল ও ঘাড় হেঁট করিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগ সবলে দমন করিয়া নিঃশব্দে চক্ষের জল সাম্‌লাইয়া লইল। গভীর অভিমান-বেদনাহত স্বরে সে বলিল, "কোন্ সাহসে মুখ উঁচু করে বিশ্বাস-যোগ্যতার দাবী কোর্‌বো বলুন! সে স্থান নাই! চারিদিকে যে বীভৎস পঙ্কিলতার স্রোত বয়ে যাচ্ছে! এতে কি জঘন্য গ্লানিতে মন ভরে যায় না, লজ্জায় ঘৃণায় মুখ পুড়ে যায় না? আপ্‌নি ছেলেমানুষ; এ-সবের কি বল্‌বো আপ্‌নাকে? তবে একটি কথা বলে রাখ্‌ছি—।" এই বলিয়া সুরসুন্দর উঠিয়া দাঁড়াইয়া কঠিন স্বরে বলিল, "আমাদের হৃদয়হীন লঘু চপলতা, নির্ম্মম বিশ্বাসঘাতকতার সংস্রব থেকে, যতটা পারেন, দূরে—খুব দূরে সরে দাঁড়ান! পৃথিবীর বাজারে উচ্চ-প্রাণতা বলে কোন জিনিস নাই; তাই মানুষের হৃদয়ের নির্ম্মল বিশ্বাস-প্রীতি, শ্রদ্ধা-সম্মান,—এ সকল আমাদের কাছে মূল্যহীন,—নাটক-নভেলের কথা মাত্র! তাই শ্রদ্ধা-মর্য্যাদাহীন নীচান্তঃকরণ আমরা। আমাদের অসাধ্য হেয় কাজ পৃথিবীতে কিছুই নাই! এটা খুব ভাল করে স্মরণ রাখ্‌বেন।

দ্বার খুলিয়া সুশীলের সহিত লছ্‌মীর মা আলো হাতে করিয়া বাহিরে

আসিল। মুখের ঘাম হেঁট হইয়া হাঁটুর কাপড়ে মুছিয়া, শুষ্ক স্বরে সুরসুন্দর বলিল, "যান্, বাড়ীর ভেতর যান্।" তাহার পর পথে নামিয়া, কাশিয়া কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া সে আবার বলিল, "কাল সকালেই সমুদ্র আস্‌বে, মনে রাখ্‌বেন।......তা হ'লে আসি।—যান্, দাঁড়াবেন না; বাড়ী যান্। সুশীল, বাড়ী যাও ভাই!"

সুশীলের সৌজন্য-জ্ঞানটা খুব তীক্ষ্ণ; সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "এই যে যাই; আগে আপ্‌নারা চলে যান্; তা'পর।"

সুরসুন্দর শান্ত কোমল দৃষ্টিতে সুশীলের পানে চাহিয়া ম্লানভাবে একটু হাসিল। তারপর দ্বিরুক্তি না করিয়া, বৃদ্ধের হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। নমিতা কাহাকেও কিছু না বলিয়া নিঃশব্দ পাদক্ষেপে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

সুরসুন্দর দৃষ্টি-পথাতীত হইলে, দুয়ার বন্ধ করিয়া লছ্‌মীর মার সহিত সুশীল বাড়ীর ভিতর ঢুকিল। বিশেষ কার্য্যব্যপদেশে লছ্‌মীর মা রান্নাঘরে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। ইহার পর ধীরে সুস্থে নমিতার হাতের সংবাদটা সময় মত জিজ্ঞাসা করিলেই চলিবে বলিয়া, আপাততঃ কাজ কামাই করিতে তাহার ত্বরা সহিল না। কর্ম্মঠ-প্রকৃতি লছ্‌মীর মা চিরদিনই হাতের কাজ সারিয়া, তবে ব্রহ্মা-বিষ্ণুর সংবাদ লইত।

সুশীল মা'র ঘরে এক দৌড়ে আসিয়া দিদির সন্ধান লইয়া জানিল, সেখানে দিদি এখনও পৌঁছায় নাই। তৎক্ষণাৎ সে দিদির শয়নকক্ষের উদ্দেশ্যে ছুটিল।

বিমলের পড়িবার ঘরের ভিতর দিয়া শয়নকক্ষে যাইতে হয়। ছুটিয়া আসিয়া পড়িবার ঘরে ঢুকিয়াই সুশীল হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল; দেখিল, টেবিলের কাছে চেয়ারের পিছনে পশ্চাদ্বদ্ধ হস্তে দাঁড়াইয়া, নমিতা অস্বাভাবিক ব্যাকুল-দৃষ্টিতে উর্দ্ধে দেয়ালের গায়ে টাঙ্গান স্বর্গীয় পিতৃদেবের

'ফটো'-মূর্ত্তির পানে চাহিয়া আছে। তাহার মুখমণ্ডলে নিরুপায়-নির্য্যাতন-বাহী স্তব্ধ-গাম্ভীর্য্যের দীপ্ত জ্বালা উদ্ভাসিত!

এক রাশ প্রশ্নের বোঝা সুশীলের জিহ্বার মধ্যে জমাট বাঁধিয়া বসিয়া গেল! নমিতাকে ডাকিতে তাহার সাহস হইল না। হাঁ করিয়া খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া, ধীরে ধীরে সে অগ্রসর হইয়া আসিল ও ঝুঁকিয়া পড়িয়া নমিতার 'ব্যাণ্ডেজ'-বাঁধা হাতটার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। সন্তর্পণে 'ব্যাণ্ডেজের' এ-প্রান্তে ও-প্রান্তে অঙ্গুলি-স্পর্শ করিয়া, আপন মনেই সহানুভূতি-করুণকণ্ঠে বলিল,—"আহা!"

সশব্দে গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নমিতা মুখ ফিরাইয়া চাহিল। অব্যক্ত গ্লানি মনস্তাপের উগ্রদ্বন্দ্ব বক্ষের মধ্যে তীব্র আলোড়নে চলিতেছিল; তাহারই ঘূর্ণিচক্রে সমস্ত অনুভূতিটা এতক্ষণ যেন হতজ্ঞান হইয়াছিল। সুশীলের আগমন-ব্যাপারটা মোটেই সে টের পায় নাই। একাগ্র পর্য্যবেক্ষণে রত সুশীলকে নতশিরে পিছনে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, সহসা সে চমকাইয়া গেল! আত্মসংবরণ করিয়া শুষ্ককণ্ঠে বলিল,—"কে? সুশীল!"

"হুঁ" বলিয়া, বড় বড় চোখের আগ্রহোজ্জ্বল দৃষ্টি নমিতার মুখের উপর স্থাপন করিয়া সুশীল বলিল, "আমি ভেবেছিলাম বুঝি, তুমি আগেই মা'র সঙ্গে দেখা কর্‌তে গেছ! কাপড় ছাড়্‌তে এসেছ, তা ত জানি নে! মা যে তোমার জন্যে বড্ডই ভাব্‌ছেন, দিদি!"

তাহার জন্য ভাবনা!—ধ্বক্ করিয়া রূঢ় বেদনার আঘাতে হৃৎপিণ্ডটা সজোরে নমিতার বুকের মধ্যে লাফাইয়া উঠিল। 'মা তাহার জন্য অত্যন্তই ভাবিয়া থাকেন—!' ইহা ত অত্যন্ত পুরাতন কথা! শুনিয়া শুনিয়া তাহার ত ইহা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে! কিন্তু আজ?......না, না, এই পুরাতন অভ্যস্ত সত্যের আস্বাদ আজ অত্যন্ত নূতন! সমস্ত অন্তঃকরণটা

আজ নিদারুণ অভিমানক্ষোভে অশ্রু-সজল হইয়া উঠিতে চাহিতেছে! 'তাহার জন্য ভাবনা!' সত্যই তাহার অবস্থা আজকাল অসহনীয় সমস্যা-সঙ্কটে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে! তাহার জন্য সকলেই অতিমাত্রায় দুশ্চিন্তান্বিত! যাহার ভাবিবার কথা নয়, তিনিও!

মুখ ফিরাইয়া নমিতা তীব্রদৃষ্টিতে নিজের দেহের পানে চাহিল! একটা হিংস্র উন্মাদনায় মনটা মুহূর্ত্তে নিষ্ঠুর উগ্র হইয়া উঠিল! এই দেহটার জন্যই না? হাঁ, সকল দিকেই! অন্ন-দাসত্বের চরণে আত্মবিক্রয় করিয়া, দেহযাত্রাটা বেশ সচ্ছলভাবে সে নির্ব্বাহ করিতেছে, কিন্তু জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ যে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে! শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাধীন স্বচ্ছন্দতাও যে লুপ্ত হইয়া আসিতেছে! সংসারের যত কিছু জঘন্য-লালসার ক্রূরদৃষ্টির সাম্‌নে শুধু এইটার অপরাধেই ভয়কুণ্ঠিত হইয়া চলিতে হয় না? হাঁ, শুধু এই জন্যই! কঠিন হস্তে কণ্ঠনালী টিপিয়া ধরিয়া বিকৃত-কণ্ঠে নমিতা বলিল, "বেরিয়ে যা, সুশীল—!"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া সুশীল বলিল, "তুমি কাপড় ছাড়্‌বে?"

অকস্মাৎ উগ্র ঝাঁজের সহিত নমিতা বলিল, "হাঁ, হাঁ; তুই যা না—!"

বিস্মিত সুশীল ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। চেয়ারের পিছনে বসিয়া পড়িয়া হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া, আজ অনেক দিনের পর, নমিতা অসহ্য কষ্টে, আকুল উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া উঠিল! তীব্র অভিমানাহত নিঃশব্দ ক্রন্দন!

নমিতা সংসার-জ্ঞানে অনভিজ্ঞা, নির্ব্বোধ, ছেলেমানুষ! হায়, সংসারের মানুষ, বাহিরে দাঁড়াইয়া দেহের বয়স হিসাব করিয়া কাহাকে বিচার করিতে চাহ! দুঃখ-দ্বন্দ্ব-শোকের তাড়া খাইয়া সচেতন অনুভূতি-সম্পন্ন মানুষের মনের বয়স যে অত্যন্ত শীঘ্র বাড়িয়া উঠে! দেহের বয়সের সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া সব মাটী মাড়াইয়া চলিবার সাধ্য ত তাহার থাকে

না !......কিন্তু হায়, কে ইহা বিশ্বাস করিবে ? বিষয়ী বুদ্ধিমানেরা জানেন, ইহা নাট্যাচার্য্যের নাটকীয় বিজ্ঞতা, ঔপন্যাসিকের অলস-মস্তিষ্ক-প্রসূত ভৌতিক উপদ্রব !......থাক্, যাহা ইচ্ছা তাঁহারা মনে করুন, ইহা লইয়া তর্ক চলিবে না !

দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া, চক্ষের জল মুছিয়া নমিতা উঠিয়া দাঁড়াইল। পিতার আলোক-চিত্রের দিকে চাহিতেই তাহার দৃষ্টি আবার বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া গেল! ঐ পুণ্যোজ্জ্বল শোকস্মৃতি! উহার প্রতিষ্ঠা-অর্চ্চনার স্থান সত্যই কি জগতে কোথাও নাই? জীবন্ত মানুষের সজাগ প্রাণের অভ্যন্তরেও নাই? ঐ সুমহান্ স্মৃতির তেজস্বী শক্তি-প্রেরণাবলে হৃদয়ের মধ্যে দৃপ্ত নির্ভীক হইয়া, শান্ত-নির্ম্মল দৃষ্টি তুলিয়া, সে সমস্ত জগতের সকল নয়নে যে, ঐ পিতৃনয়নের উজ্জ্বল স্নেহ-করুণা দেখিতে চায়, ঐ পিতৃমুখের প্রতিবিম্ব-মহিমা দেখিতে চায়! সে সবই অলীক ভাবুকতা মাত্র! সত্যের লেশ তাহাতে কিছুই নাই! অসহ্য! এমন জঘন্য কৃতঘ্নতার—এমন নিষ্ঠুর বিশ্বাসহীনতার বেদনা বহিয়া মানুষ বাঁচিতে পারে না ; অন্ততঃ নমিতা পারিবে না।

সহসা একটা নূতন আশ্বাসের সুর আসিয়া তাহার অবসন্ন মনকে স্পর্শ করিল। শান্ত হইয়া নমিতা চক্ষের জল মুছিল। এই সময় বাহির হইতে সুশীল ডাকিল, "দিদি, এখনো তোমার হয় নি ?" আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া নমিতা বলিল, "তুই বুঝি আমার জন্যে এখনো দাঁড়িয়ে আছিস্ ? আচ্ছা ঘরে আয়।"

ইতস্ততঃ করিয়া সুশীল বলিল, "না, তুমি কাপড় ছাড় ; আমি মা'র কাছেই যাই—।"

নমিতা ব্যগ্র হইয়া বলিল, "না না, এইখানেই আয় ভাই, একটা কথা বল্‌বো—।"

সুশীল ঘরে ঢুকিয়া বলিল, “কি—?”

নমিতা আঁচলের কাপড়টা মুখের উপর উত্তমরূপে ঘসিয়া মাজিয়া, নিকটস্থ চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। সুশীলকে পাশে টানিয়া লইয়া, ডানহাতে তাহার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া স্মিতমুখে স্নেহ-কোমল কণ্ঠে সে বলিল, “স্মিথের কাছে ডাক্তার মিত্রের কথাটা বলা হয়েছে? প্রকাণ্ড বোকা তুই!......আচ্ছা; বল ত, বাড়ীতে মা’র কাছে এসেও সব গল্প করেছিস্?”

ঘাড় নাড়িয়া বিষণ্ণ-গম্ভীর মুখে সুশীল বলিল, “না দিদি, শুনে শুধু মার মনে দুঃখু হবে, তাই বলি নি......।”

উচ্ছ্বসিত নিঃশ্বাসটা সজোরে বুকের মধ্যে চাপিয়া লইয়া নমিতা বলিল, “লক্ষ্মী ভাইটী আমার! মগজের বুদ্ধির সঙ্গে বিবেচনা একটু খাটিয়ে সাবধান হয়ে মা’র কাছে কথাবার্ত্তা বলো! শোকে-দুঃখে একেই তাঁর মন ভেঙ্গে রয়েছে, তার ওপর বাইরের ব্যাপার,—আমাদের দুঃখ, ক্ষতি অপমান, এ গুলোর ভার আর চাপান চলে না!......বাইরের বোঝা চৌকাঠের বাইরে নামিয়ে রেখে, ঘরে তাঁর কাছে হাল্কা হয়ে এসে দাঁড়াতে হবে। বুঝেছ মাণিক, তাঁর কাছে কিছু বলো না...।”

নমিতার বেদনা-করুণ কণ্ঠস্বরে সুশীলের চোখ্-দুইটা ছল্ ছল্ হইয়া আসিল। ম্লানমুখে সে বলিল, “কিন্তু তোমার হাতে ক্রুশ বিঁধে যাওয়ার কথাটা ত বলে ফেলেছি—।”

মৃদু হাসিয়া নমিতা বলিল, “উত্তম, ওটা এড়িয়ে যাওয়া চল্‌ত না।”

সুশীল পুনশ্চ বলিল, “আমারই মাথায় ঠুকে যে তোমার হাতে ক্রুশ বিঁধে গেছে, তাও বলেছি।—তা’র জন্যে ছোড়্‌দি—।”

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া সহাস্যমুখে নমিতা বলিল, থাক্ থাক্, বুঝেছি। ছোড়্‌দির কথা বাদ দিয়ে যা। চল মাকে আগে দেখা দিয়ে আসি।”

সুশীল বলিল, “কাপড় ছাড়্‌বে না ?”

“তিনি ভাব্‌ছেন রে, আগে তাঁকে খবরটা দিয়ে আসি— ।” এই বলিয়া নমিতা বাহির হইল। সুশীলও তাহার পিছু পিছু চলিল।

বাহির হইতে বিমল আসিয়া সদর দুয়ারের কড়া নাড়িয়া ডাকাডাকি করিতেছে শুনিয়া, সুশীল দুয়ার খুলিয়া দিতে ছুটিল। নমিতা একাকিনীই মা'র ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। মা পিঠের কাছে উঁচু বালিশ রাখিয়া, অর্দ্ধশায়িতভাবে বসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কষ্টে নিঃশ্বাস টানিতেছিলেন। নমিতা ঘরে ঢুকিতেই, উদ্বেগপূর্ণ নয়নে তাহার পানে চাহিয়া ক্ষীণস্বরে তিনি বলিলেন, “হাতটায় কি বড়ই লেগেছে ?”

প্রফুল্ল-স্মিত মুখে বেশ জোরের সহিত নমিতা বলিল, “কিছু না !— সামান্যই আঘাত !—”

সমিতা মাতার বুকে তৈল-মালিশ করিতেছিল। নমিতা তাহারই পাশে বসিয়া পড়িয়া প্রসন্ন মুখে বলিল, ‘কাণার লগ্নে কুঁজের বিয়ে,’— মাঝ্‌খান থেকে আমি সাতদিনের ছুটি পেয়ে গেলুম।—এ একরকম মন্দ হ'ল না। যথালাভ......।” এই বলিয়া নমিতা সকৌতুকে হাসিতে লাগিল ; যেন তাহার এই পরমলাভের সুসংবাদটুকু মাতার কাছে বহন করিয়া আনিতে পারায় আনন্দে সে পরম কৃতার্থতায় উল্লসিত!—কিন্তু অন্তর্যামী দেখিতেছিলেন, তাহার এই ছুটির লাভ-টা কিন্তু কঠোর-গ্লানি-বিষ-দগ্ধ! কি দুঃসহ-বেদনাময়! কি নিদারুণ অস্বস্তি-অভিশাপপূর্ণ।

স্মিথের স্নেহ-করুণার উল্লেখে খুব একটা বড় রকম ভূমিকা ফাঁদিয়া, নমিতা জাঁকাইয়া প্রশংসা সুরু করিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় সুশীলের সহিত বিমলকুমার খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ঘরে ঢুকিল। নমিতার ‘ব্যাণ্ডেজ’-বাঁধা হাতের প্রতি ব্যগ্র উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিমল ক্ষুণ্ণভাবে বলিল—“ওঃ, কি গ্রহের ফের! দুঃখ-বিপদ্ যখন আসে, তখন

এমনি করেই এসে থাকে! তোমার দরকারী কাজের হাতটা আজ্‌কা জখম্ হ'ল!"

বিমল বাম পায়ের গ্রন্থিটা সজোরে টিপিয়া ধরিয়া কাতরভাবে মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, "অন্ধকারে ছুটোছুটি করে যেতে খানায় পড়ে পা মচ্‌কে গেছে! তবু এই পা নিয়েই চারিদিক্ ঘুরলুম; কেউ সন্ধান বল্‌তে পার্‌লে না, মা!...বাস্তবিক, লোকটা আশ্চর্য্য পালানই পালিয়েছে!..."

সবিস্ময়ে নমিতা বলিল, "কে?"

সুশীলের দিকে প্রশ্নোৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিমল বলিল, "গেজেট, কি নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতি ভুলে গেছিস্, না কি? ডাক্তার বাবুর ঠাকুর যে ফেরার...! শোন নি, দিদি?"

হতবুদ্ধি নমিতা বলিল, "কখন্?—"

বিমল বলিল, "সমি ওষুধ খাওয়াতে গিয়ে তাকে খবর দিয়েছিল যে, ডাক্তার বাবুর স্ত্রীর সঙ্গে তুমি দেখা কর্‌তে গেছ। সেই শুনেই সে বেচারী উদ্বেগ-চঞ্চল হয়ে পড়েছিল। তারপর তুমি গেছ, সুশীল গেছে, আমি 'বল্' খেল্‌তে বেরিয়ে গেছি; ইতিমধ্যে কখন্ সে গায়ের কাপড়খানি নিয়ে সুট্ করে নিঃশব্দে পিট্‌টান দিয়েছে; কেউ জানে না! আমি 'বল্' খেলে এসে ব্যাপার শুনে, তাড়াতাড়ি বেরিয়েছিলুম; এই বাড়ী ঢুক্‌ছি!"

নমিতা গুম্ হইয়া খানিকক্ষণ ভাবিল। বিমল আহত পায়ের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বিরক্তভাবে বলিল, "যাই বল বাপু, পরের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে, সুখস্বস্তি ত ষোল আনা! আবার বদ্‌নামের ভাগী হওয়া ত্থাখো! রাস্তায় ঘুরে ঘুরে কোথায় হয় ত ভোঁচকানি লেগে মরে পড়ে থাক্‌বে, তারপর সে পাপের দায়ী কে হ'বে বল ত? আর লোকটার নিমক-হারামি ত্থাখো! আমরা এত যে কর্‌লুম, তা একটা কৃতজ্ঞতা

জানান নেই, কিছু নেই ;—খাতির নদারত ; বেমালুম গা-ঢাকা দিলে ! কি বল্‌তে ইচ্ছে হয় বল দেখি ?"

নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমিতা বলিল, "কৃতজ্ঞতার কাঙ্গালী হয়ে এখানে বসে মাথা খুঁড়্‌লে কোনই লাভ নেই। উঠে পড়, ভাই ! চল্ দু'জনে মিলে রাস্তায় আর একটু খোঁজ তল্লাশ করে আসি। আমাদের কর্ত্তব্যটা আমরা পালন করে যাই ; তারপর ভগবানের ইচ্ছা—!"

আহত চরণটির পানে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বিমল বলিল, "তুমি বল্‌ছ, চল যাই ; কিন্তু কিছুই যে ফল হবে না, তা আগেই বলে রাখ্‌ছি। আর একটা কথা। সুরসুন্দর তেওয়ারীকে বলে এসেছি। তিনি এখনি চারিদিকে লোক পাঠিয়ে সন্ধান নেবেন ! ওঁর কাছে উপকার পায় বলে, অনেক হিন্দুস্থানী ওঁর বাধ্য আছে। সুরসুন্দর আরো বল্লেন, ঐ ঠাকুরের চাচা না কি হয় বটে, কে এক ভাই বেরাদার কাছারিতে পেয়াদার কাজ করে। তা'র কাছে খোঁজ্ নিলে, খুব সম্ভব, সন্ধান পাওয়া যাবে।"

রুষ্টভাবে ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া নমিতা বলিল, "তোর সবই ব্যাগার-ঠেলা কাজ ! এখন থেকে এই রকম ফাঁকিবাজ্ হ'তে অভ্যাস কর্‌ছিস্, এর পর বয়স বাড়্‌লে সংসারের কাজে একটা অদ্ভুত স্বার্থপর জন্তু হয়ে উঠ্‌বি, দেখ্‌ছি !"

নমিতা যে হঠাৎ এমন রাগিয়া উঠিবে, বিমল তাহা প্রত্যাশা করে নাই। একটু থতমত খাইয়া সে বলিল, "তেওয়ারী নিজেই খোঁজ্ নেওয়ার কথা তুল্লেন। হাঁসপাতালের বুড়ো মেথরকে তিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। মোড়ের কাছে দেখা হ'ল ; আমায় খোঁড়াতে দেখে তিনি বল্লেন, "আপ্‌নি আর কষ্ট কর্‌বেন না ; বাড়ী যান্। আমি খবর নিয়ে পরে আপ্‌নাকে জানাব।" তাঁর'ই কাছে ত তোমার হাতে ক্রুশ বিঁধে যাওয়ার খবর পেলুম।"

নমিতা কোনও উত্তর দিল না। মনের মধ্যে যে অত্যুগ্র দ্বন্দ্ব-তিরস্কারের বিশৃঙ্খল তুফান-স্রোত বহিতেছিল, তাহার উদ্দাম ঢেউ সশব্দে তাহার উপরে আছ্ড়াইয়া পড়িতে চায় দেখিয়া, নমিতা নিজের উপর বিরক্ত হইল। পাচকের পলায়ন-সংবাদের নীচে সব দুশ্চিন্তা ঢাকা পড়িয়াছিল। একটা উদ্বেগ-পীড়ন উপর্য্যুপরি ঝাপ্টা হানিয়া তাহাকে অশান্ত করিয়া তুলিতেছিল। পাচকের সাহায্যের জন্য ডাক্তার-পত্নী তাহাকে টাকা গছাইয়া দিয়াছেন ;—সে-কথা মা'র কাছে বলা উচিত কি না ?—সে-সমস্যা লইয়া নমিতা নিজের মধ্যেই অত্যন্ত বিপন্নতা অনুভব করিতেছিল। মা হয় ত ভিতরের দিক্‌টা তলাইয়া বুঝিবেন না ; বিরুদ্ধ ধারণায় অসম্মান-বোধে, বিরক্ত ও ক্ষুণ্ণ হইবেন। কিন্তু ডাক্তার-পত্নীর সেই বেদনা-করুণ মুখচ্ছবি মনে পড়িলে, নমিতার মনের আত্মসম্মান-বোধটা যে নম্র অভিভূত হইয়া আসিতে চাহিতেছে, স্নেহ-সমবেদনায় প্রাণটা আর্দ্র হইতে চাহিতেছে! আহা, সেই নিরুপায় মর্ম্মপীড়িতা বেচারীর অনুতপ্ত হৃদয়ভার-লাঘবে সাহায্য করিতে পারিলে নিজের সম্মান-ক্ষুণ্ণতার দুঃখ ভুলিয়াও নমিতা সত্যই সুখী হইতে পারিত। কিন্তু এ যে সকল দিকে গোল বাধিল! হায়! নমিতা গৃহে ফিরিবার আধ ঘণ্টা পরে যদি পাচকের মাথায় পলায়নের সুবুদ্ধিটার উদয় হইত!

বিমলের কাছে আসিয়া আহত পায়ের এ-দিক্ ও-দিক্ টিপিয়া দেখিতে দেখিতে নমিতা বলিল, "মচ্‌কে ফুলে গেছে! একটু চুণে-হলুদ্ গরম কর্‌তে হবে—।"

আশ্বস্ত হইয়া বিমল তাড়াতাড়ি সমিতার দিকে চাহিল। বিমলের অভিপ্রায় বুঝিয়া মাতা বলিলেন, "সমি, যা মা, চুণে-হলুদের ব্যবস্থা ছাখ্। মালিশ থাক্—।"

সজোরে মালিশ করিতে করিতে ঘাড় নাড়িয়া আপত্তির স্বরে সমিতা বলিল, "এই এখুনি! দেখ্‌ছ এখন তেল মালিশ কর্‌ছি—।"

ঈষৎ হাসিয়া নমিতা বলিল, "তাই ত। না না, মালিশ চলুক্। আমি ওর পায়ের সদ্গতি কর্‌ছি; তুই মালিশটাই ততক্ষণ কর্। আমি এসে তোকে ছুটি দেব—।"

পরম সন্তোষে কৃতজ্ঞ ও উৎফুল্ল হইয়া সমিতা বলিল, "হ্যাঁ দিদি, ডাক্তার বাবুর স্ত্রী তোমায় কেন ডেকেছিলেন?"

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া নমিতা বলিল, "'টাই'য়ের নমুনার জন্যে। কাল বোনার বাক্সটা একবার পাড়্‌তে হবে। হাঁ, ভাল কথা! মা, আমাদের ডাক্তারবাবুর স্ত্রী অক্ষয় সেনের পিস্‌তুতো বোন্। সেই অক্ষয়-দা—দাদার বন্ধু—।"

প্রবাসী 'দাদা'র সম্পর্কীয় প্রত্যেক সংবাদের প্রত্যেক বর্ণ টির জন্য ভাই-বোনের চক্ষুকর্ণ সজাগ হইয়া থাকিত। সুতরাং তৎক্ষণাৎ অনেক-গুলা আগ্রহ-ব্যস্ত প্রশ্ন উপর্য্যুপরি বর্ষিত হইয়া গেল। যথাসম্ভব সংক্ষেপে সে-গুলার সন্তোষজনক উত্তর দিয়া নমিতা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। অতীত-সৌভাগ্য-দিনের অনেকগুলা বিস্মৃতপ্রায় স্নেহ-মধুর স্মৃতি সকলের মনের মধ্যে জাগিয়া একটা করুণ বেদনালোকের সৃষ্টি করিল।

আবশ্যক খুচরা কাজকর্ম্ম সব সারিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে নমিতা হাঁস্‌পাতালের দরখাস্ত লিখিল। তারপর অনেকক্ষণ ধরিয়া নানাকথা ভাবিয়া অনিলকে একখানি পত্র লিখিল।

পাছে অনিল দূরদেশে থাকিয়া বেশী দুশ্চিন্তায় পড়ে বা দুঃখিত হয় বলিয়া, নমিতা পারিবারিক ঘটনার বহির্ভূত সমস্ত সংবাদ যথাসম্ভব কাট্‌ছাট্ করিয়া তাহাকে জানাইত। অনিলও দূরে থাকিয়া একমাত্র

স্মিথের প্রশংসা ছাড়া আর কাহারও সংবাদ পাইত না। আজ নমিতা তাহাকে হাঁসপাতাল-সংক্রান্ত সকল কথাই খুলিয়া লিখিল; আর ইহাও লিখিল যে, এরূপ সব উদ্ধতচেতা খামখেয়ালী প্রভুর মনোরঞ্জন করিয়া চলিতে হইলে, ক্রমে নিজের ন্যায়ান্যায়-বোধ ও মনুষ্যত্ব-জ্ঞানকে বিসর্জ্জন দিয়া চলা ভিন্ন গতি নাই। কাজেই এখানে বেশী দিন টিকিয়া থাকা তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য, ঈশ্বরের ইচ্ছা সকলের উপর। কিন্তু মানুষকেও ঈশ্বর চেষ্টা ও চিন্তা করিবার শক্তি দিয়াছেন; সুতরাং, কুম্ভকর্ণের নিশ্চিন্ত-নিদ্রা-অবলম্বনে উদাসীন থাকা অনুচিত বিবেচনায় নমিতা অন্যত্র চেষ্টা দেখিতেছে। এখন অনিলের অনুমতি প্রার্থনীয়।

নমিতা হিসাব করিয়া দেখিল এই পত্র অনিলের হাতে গিয়া পৌঁছিবার ঠিক সাতদিন পূর্ব্বে তাহার চরম পরীক্ষা শেষ হইয়া যাইবে। উদ্বেগে, দুর্ভাবনায় সারা রাত্রি আর সে ঘুমাইতে পারিল না; থাকিয়া থাকিয়া একটা রুদ্ধ ঔদ্ধত্য তাহার মনের মধ্যে অপমানের ঝঞ্চনা হানিতে লাগিল! নির্ম্মম দাসত্ব-সম্মান! অতিনির্ম্মম! এক-একবার পাচকের কথা মনে হইতে লাগিল। যদি কেহ তাহার কোনও সংবাদ আনে, তাই উৎকর্ণ হইয়া সে পথের দিকে কাণ পাতিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। শেষে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার অন্য চিন্তায় আচ্ছন্ন হইতে লাগিল।

সারা রাত্রি কাটিল। পরদিন বেলা বারটার সময় সুরসুন্দর হাঁস-পাতাল হইতে জনৈক কুলির হাতে এক টুক্‌রা কাগজে লিখিয়া পাঠাইল, "বিমল বাবু, বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাইলাম, পাচক তাহার ঔষধের শিশি ও গায়ের কাপড় লইয়া একজন পরিচিত লোকের সহিত, কাল সন্ধ্যা সাত-টার ট্রেণে তাহার দেশের দিকে গিয়াছে। খুব সম্ভব সে নিরাপদেই

দেশে গিয়া পৌছাইবে। এখন হৈ চৈ করিয়া লাভ নাই। ব্যাপারটা চাপিয়া যাওয়াই সকলের পক্ষে মঙ্গল।”

নমিতা নূতন ভাবনায় পড়িল। টাকাগুলি কেমন করিয়া সকলের অগোচরে ডাক্তার বাবুর স্ত্রীর কাছে পৌছাইয়া দেওয়া যায়?

২১

সকল দিক হইতে বিশৃঙ্খল মনটা টানিয়া আনিয়া শান্ত সংযত হইয়া নমিতা গৃহস্থালীর কাজে ভিড়িয়া পড়িবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ডাক্তার মিত্রের ক্রুর-কটাক্ষ-স্মৃতিটা তাহাকে ক্রমাগতই একটা প্রতিহিংসার উত্তেজনায় ঝাঁঝাইয়া তুলিতে লাগিল। তাহার উপর দত্তজায়ার ব্যবহার-গুলা মনে পড়িতে লাগিল। মনটা অস্বাভাবিক ঘৃণাবেদনায় পরিতপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল।—ছি, ছি, কি অদ্ভুত বর্ব্বরতাই ইঁহাদের অভ্যস্ত হইয়াছে? কাণ্ডজ্ঞান স্মরণ রাখিয়া কাজ করিতে ইঁহাদের এতটুকুও ইচ্ছা করে না?......ঐ সব যথেচ্ছাচারিতা-সূচক ব্যবহারই, বুঝি, ডাক্তার মিত্রের মত ব্যক্তিদের মস্তিষ্ক সমূলে বিচলিত করিয়া দেয়। তাই তাঁহারা অসঙ্কোচে সমস্ত স্ত্রী-জাতি-সম্বন্ধে অপূর্ব্ব ধারণা পোষণ করিয়া বসেন! ভুলিয়া যান, একেবারে ভুলিয়া যান,—কুৎসিত-প্রবৃত্তি দাসত্বের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া যে আত্মসম্মান হারায় নাই, তাহার বুকের মধ্যে জাগ্রত গৌরবে যে নারীত্ব—যে তীব্র-চেতনাময় নারীত্ব বিরাজ করিতেছে,—সে নারীত্ব কেবলমাত্র বিলাস বৈভবে সমালঙ্কৃত হইয়া, হাবভাবে ঘৃণিত-চাতুর্য্য-কৌশলে নির্ব্বোধের দৃষ্টি-বিভ্রম উৎপাদন করিয়া কৃতার্থ হইতে চাহে না! সে নারীত্ব চাহে বিশ্ব-মানবের কন্যাত্ব, ভগিনীত্ব, মাতৃত্ব!

কথা-টা যখনই মনে পড়িতেছিল, তখনই রুক্ষ ঔদ্ধত্যের ঝাঁজ-ভরা মনটা ক্ষমা-করুণায় নম্র হইয়া আসিতেছিল। থাক্, ছেলেমানুষের মত ঝগড়া করিয়া কি হইবে? ডাক্তার মিত্র তাঁহার নিজের মনে বা চরিত্রের গঠন অনুসারে, জগতের সকলের মন ও চরিত্রের রীতি-আকৃতি সম্বন্ধে কল্পনা জল্পনা করুন্,—নমিতা নমিতা-ই থাকিবে!—

গ্লানি-জর্জ্জর চিন্তা-অবসাদ এক পাশে ঠেলিয়া নমিতা শক্ত হইয়া দাঁড়াইল। বিমলের দ্বারা টাট্‌কা খবরের কাগজ আনাইয়া শুশ্রূষা-কারিণী ও শিক্ষয়িত্রীর জন্য কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন বাছিয়া বাছিয়া, যথারীতি আবেদন-পত্র লিখিয়া পাঠাইতে লাগিল। সকলের অগোচরে, গভীর রাত্রে লেখা শেষ করিয়া খুব ভোরে উঠিয়া সে ডাকে তাহা ফেলিয়া দিয়া আসিত। মনে মনে স্থির করিয়া রাখিল, যদি চাকরি কোথাও জুটে, লছ্‌মীর মাকে লইয়া সে চলিয়া যাইবে; এখানে আপাততঃ সকলে যেমন আছে, তেমনই থাকিবে। কারণ, বিমলের পরীক্ষা কাছাকাছি;—পরীক্ষা শেষ হইয়া গেলে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা হইবে।

যে প্রভুর শীলতাজ্ঞান নাই, তাঁহার ঔদ্ধত্য-গর্ব্বের নীচে নতশিরে সভয়ে দাসত্ব-লাঞ্ছনা-বহন অসহ্য ব্যাপার! স্মিথ্ কি প্রভু নহেন? তিনি কি প্রভুত্ব করেন না? প্রত্যেকের নিকট হইতে ন্যায্য কর্ত্তব্য আদায় করিতে, তিনি ত ডাক্তার মিত্রের চেয়েও বেশী কঠোর।—কিন্তু তাঁহার গুণগ্রাহী দৃষ্টিতে, ন্যায়সঙ্গত কর্ত্তব্য-পালনের জন্য প্রত্যেক কুলি-মেথরটি পর্য্যন্ত সমান স্নেহে আদরণীয় নহে কি? কিন্তু ডাক্তার মিত্র? তিনি সম্পূর্ণ বিপরীত, সম্পূর্ণ! সিনিয়ার 'এ্যাসিষ্টেণ্ট' সার্জ্জন সত্যবাবু বুড়া হইয়া গিয়াছেন। ডাক্তার মিত্র যখন তাঁহার সহিতও ঔদ্ধত্য-সূচক ব্যবহার করিতে ছাড়েন না, তখন ক্ষুদ্র প্রাণী 'ড্রেসার কম্পাউণ্ডার'রা তাঁহার কাছে সদয় ব্যবহার লাভ করিবে, ইহা সম্পূর্ণ ই অসম্ভব! যাউক তাহাদের চিন্তা

তাহারা বুঝিবে! এখন নমিতার মত সহায়-সঙ্গতিহীন ক্ষুদ্র মানুষকে সময় থাকিতে পথ দেখিতে হইবে ;—অনিষ্ট সম্ভাবনা জানিয়াও প্রতিকার-চেষ্টার কষ্ট সহিবার ভয়ে নিরীহ ভাল মানুষ সাজিয়া উদাসীনভাবে হাতপা গুটাইয়া বসিয়া থাকিয়া নিরুপায় সহিষ্ণুতার আদর্শ দেখাইবার লোভ নমিতার অন্তরে নাই। অসন্তোষ আসিয়া যখন তাহার অন্তঃকরণটা ক্ষিপ্ততায় মাতাইয়াছে, তখন উপায় একটা খুঁজিতে হইবেই! পিতার মর্য্যাদা-গৌরব ভুলিয়া আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিতে সে পারিবে না ;—তাহার জন্য সকল রকম অসুবিধা সে সহিতে প্রস্তুত! দাসত্ব-লাঞ্ছনায় পদাঘাত করিয়া উপবাসে দেহ-নিপাত করিবার মত প্রাণের জোর তাহার খুব আছে, কিন্তু সুশীল-সমিতার ক্ষুধা-ক্লিষ্ট মুখের শুষ্ক দৃশ্য কল্পনায় আনিতেও যে ভয়ে প্রাণ শিহরিয়া উঠে! চাকুরী মজুদ না করিয়া চাকুরী ছাড়া হইবে না। সেই পর্য্যন্ত নীরব ধৈর্য্য অবলম্বনীয়!

পাঁচদিন কাটিয়া গিয়াছে, ক্ষত ধৌত করিতে সমুদ্রপ্রসাদ প্রত্যহ নিয়মিতরূপে আসিয়া থাকে। সুরসুন্দর যে কারণেই হউক, কার্য্য ব্যস্ততার ওজুহাতে এ কয়দিন এদিক মাড়ায় নাই। অবশ্য, কাজের চাপটা তাহার এখন বেশী পড়িয়াছে সত্য ; যেহেতু পুরাতন ডাক্তার-সাহেব তাহার মেমের পীড়ার জন্য টেলিগ্রামে ছুটি মঞ্জুর করাইয়া, হঠাৎ কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন ; তাঁহার স্থানে নবীন সিবিল সার্জ্জেন কাপ্তেন জ্যাক্‌সন গত পরশু আসিয়াছেন। কাজেই ঔষধ প্রভৃতির ব্যাপার লইয়া সুরসুন্দরকে অত্যন্ত খাটিতে হইতেছে। তবে ইহার মাঝে দুঃস্থ দুঃখীর জন্য অন্য কাজেরও বিরাম নাই। কিন্তু কে জানে কি ভাবিয়া, সে নমিতার হাতের সংবাদ লইতে আসে নাই। মিস্ স্মিথ্‌ও 'ফিমেল ওয়ার্ড' লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন ; তবু তিনি দুই দিন আসিয়াছিলেন। নমিতা তাঁহার কাছে এক আশ্চর্য্য শুভ সংবাদ শুনিয়াছে যে, ডাক্তার মিত্র

না কি আজকাল খুব 'ভালছেলে' হইয়া, শান্তভাবে মনোযোগ দিয়া কাজ করিতেছেন। বুড়া সত্যবাবু অপেক্ষা তিনি বেশী ক্ষমতাশীল, কাজ-কর্ম্মে চট্‌পটে, কাটাকুটিতে সুন্দর ক্ষিপ্রহস্ত; দৃষ্টিও তাঁর বেশ সূক্ষ্ম; সুতরাং 'কাজ দেখাইয়া' ছোক্‌রা ডাক্তার-সাহেবকে খুসি করিয়া, তিনি এখন হাঁসপাতাল শুদ্ধ সকলের উপর অত্যন্তই অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকাইতেছেন! এমন কি 'ফিমেল ওয়ার্ডে' ডাক্তার সাহেবের সহিত চক্র দিতে গিয়া মিস্ স্মিথের কার্য্য-অবহেলার কাল্পনিক ত্রুটি আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেও ছাড়েন নাই।

আজ সকালে সমুদ্রপ্রসাদ আসে নাই। নমিতা বুঝিল কাজ পড়িয়াছে। সে নিজেই ঘায়ের উপর-উপরটা কোন রকমে ধুইয়া লইল। অন্যান্য কাজ সারিয়া, পুরাতন ডাক্তারি বইগুলি বাহির করিয়া, রৌদ্রে দিয়া, উদাস করুণ দৃষ্টিতে সেগুলির পাতা উল্টাইয়া দেখিতে দেখিতে নানা কথা ভাবিতেছিল!—আহা, জীবনে একবার যদি বছর কয়েক অবসর পায়, তবে প্রাণের আশা মিটাইয়া এই অসমাপ্ত শিক্ষা—এই চিকিৎসা-বিদ্যাটা শিখিয়া লইয়া সে তৃপ্ত হয়! এগুলোর দিকে দৃষ্টি পড়িলে আজও মনের মধ্যে অধীর আগ্রহ দুর্দ্দম ব্যাকুলতায় মাতিয়া উঠে!...হায়, সংসারের স্থূল অভাবগুলি মিটাইয়া দিবার জন্য, মাথার উপর যদি একজন উপার্জ্জনশীল আত্মীয় অভিভাবক কেহ থাকিতেন, তবে যত বড়ই দুঃখ-কষ্ট হউক, সব সাদরে মাথায় বহিয়া নমিতা আবার সেই পূর্ব্ব-পরিত্যক্ত ছাত্রীজীবনের অঙ্কে গিয়া দাঁড়াইতে পারে! জীবনের সমস্ত শক্তি ঐ শিক্ষা, ঐ সেবা সাধনার চরণে উৎসর্গ করিয়া দেয়!

উন্মনা হইয়া নমিতা নানা কথা ভাবিতে লাগিল। ধীরে ধীরে হাঁসপাতালের স্মৃতি মনে পড়িল।—হাঁ শিক্ষার ক্ষেত্র বটে! কি বিপুল আয়োজন! হাঁসপাতালের কাজে খাটিতে খাটিতে, নূতন নূতন শিক্ষার

আনন্দে, মন কত আশায়, কত আগ্রহে, কত কৌতূহলে ভরিয়া উঠে! তাহার ঔৎসুক্য দেখিয়া স্মিথ্ কত যত্নের সহিত তাহাকে সাদরে শিক্ষা দিয়া থাকেন? নমিতা সে সব শিখিতে শিখিতে অবস্থার দুঃখ ভুলিয়া যায়, শরীরের ক্লান্তি ভুলিয়া যায়! দুঃসহ দাসত্ব,—তাহাও আনন্দময় অমরত্ব-সাধনার তপস্যা বলিয়া মনে হয়! দত্তজায়া প্রচ্ছন্ন ঈর্ষাশ্লেষে তীব্র পরিহাস করিয়া থাকেন!—করুন্, কিন্তু সত্যই নমিতা মিস্ স্মিথের অনুগ্রহে, অনেক অনেক জটিল তথ্য শিখিয়া থাকে।

সুশীল ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "দিদি, তেওয়ারী কম্পাউণ্ডার আর সমুদ্র সিং দু'জনে বাইরে এসে বসে আছে; তুমি শীঘ্রি এস—।"

বিস্মিত হইয়া নমিতা বলিল, "এত বেলায়? কোন দরকার আছে?"

তাড়াতাড়ি জ্যাকেটটা টানিয়া গায়ে দিয়া, গলার বোতাম আঁটিয়া, কাপড় চোপড় ঠিক ঠাক্ করিয়া নমিতা বাহিরে আসিল। বাহিরের ঘরে চৌকাঠের সামনে দাঁড়াইয়া সুরসুন্দর নিশ্চিন্ত মনোযোগে খবরের কাগজ পড়িতেছিল।—এক ধারে বেঞ্চির উপর বসিয়া সমুদ্রপ্রসাদ হড়্‌বড়্ করিয়া বকিতেছিল। তাহার পাশে বসিয়া বিমল সকৌতুক হাসিতে হাসিতে তাহার গল্প শুনিতেছিল। নমিতা ঘরে ঢুকিতেই কাগজ হইতে চোখ তুলিয়া সুরসুন্দর বলিল, "আপনার হাতটা ধোয়া হয়ে গেছে? কিন্তু আমাদের যে একবার দেখ্‌বার দরকার আছে—!"

নমিতা কোন কথা কহিবার পূর্ব্বেই সমুদ্রপ্রসাদ ব্যস্তভাবে অগ্রসর হইয়া বলিল, "সে হবে পরে। মিস্ মিত্র, আপাততঃ শুনুন্ একটা সুসংবাদ।—আমাদের হাঁসপাতালের সবাইকার—অর্থাৎ বড় ডাক্তার সত্যবাবু থেকে, যতগুলো অবাধ্য দুষ্টু ড্রেসার, কম্পাউণ্ডার, নার্শ আছে,—সবাইকার শ্রাদ্ধাধিকারী স্থির হয়ে গেছে। আর মরণোত্তরকালের ভয়-ভাবনা নাই!"

কুনুইয়ের ঈষৎ ধাক্কায় সমুদ্রকে পিছনে ঠেলিয়া হটাইয়া সুরসুন্দর বলিল, "আপনার হাতটায় মোটেই পূঁজ হয় নি ; ভালই হয়েছে! আজ 'ব্যাণ্ডেজ' পাল্টে দিয়ে যাই। একটু মলম রেখে দিন। সব তৈরী করে এনেছি,—" পকেট হইতে জিনিসগুলি বাহির করিতে করিতে সুর-সুন্দর বলিল, "সমুদ্র, ব্যাণ্ডেজটা খোল!"

খুব রাগের ভাব দেখাইয়া সমুদ্র বলিল, "আসুন মিস্ মিত্র, ওরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্। মানুষকে কষ্ট দিয়ে জব্দ না করলে ত ওর আহ্লাদ হয় না!"

সমুদ্রপ্রসাদ আদেশ পালন করিল ও আপন মনে গজ্ গজ্ করিতে করিতে বলিল, "আমাদের ছোট ডাক্তারবাবু 'কার মাথা খাই,' 'কার মাথা খাই' করে চব্বিশ ঘণ্টা ঘুরছেন। এই সব নিরীহ প্রাণীর বেওয়ারিশ মুণ্ডুগুলা হাতছাড়া হয়ে গেলে, তাঁর ক্ষুধা শান্তির পক্ষে বিষম ব্যাঘাত হবে। এ ত বড় মুস্কিল!..."

সে আরও বকিয়া যাইতেছিল, পিছন হইতে সুরসুন্দর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার হাত টিপিয়া ধরিয়া বলিল, "সর, অত লম্ফ ঝম্ফ করে ঘা-ধোয়ান হয় না! দয়া করে সরে বস। আমিই কাজটা সেরে নি—।"

পরম আন্তরিকতার সহিত সমুদ্রপ্রসাদ বলিল, "কৃতজ্ঞ হলুম। আসুন বিমলবাবু, আমরা কথাটা শেষ করে ফেলি—।"

বিমলকে টানিয়া লইয়া বেঞ্চির উপর বসিয়া সমুদ্রপ্রসাদ গল্প করিতে লাগিল। আজ প্রাতঃকাল হইতে হাঁসপাতালে যে যাহা বলিয়াছিল ও যে যাহা করিয়াছিল, তাহার আদ্যোপান্ত বিবরণ বর্ণনা করিতে করিতে হঠাৎ নমিতার দিকে চাহিয়া সে বলিল, "আচ্ছা আমাদের 'মাদারের' অনুপস্থিতিতে ছোট ডাক্তারবাবু কোন দিন "'ফিমেল ওয়ার্ডে' 'আউট

ডোরে' রোগী বিদেয় কর্‌তে গেছ্‌লেন ?—তাঁর কাজ দেখে, আপ্‌নি কি কোন কথা মিস্ চার্ম্মিয়ানের কাছে বলেছিলেন ?"

শঙ্কর চাকর প্লেটে গরম জল ঢালিয়া দিতেছিল, সুরসুন্দর তাহার সহিত ঠাণ্ডা জল মিশাইয়া হাত সহা হইয়াছে কি না, পরীক্ষা করিতেছিল। নমিতাও সেই দিকে চাহিয়াছিল। সমুদ্রপ্রসাদের কথায় চমকিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া সে বলিল, "কই,—চার্ম্মিয়ান্ কি বলেছেন ?"

সমুদ্রপ্রসাদ বলিল, "তিনি কিছু বলেন নি, বরং উল্‌টে অস্বীকার কর্‌লেন ; কিন্তু 'নেই-আকড়া' মিসেস্ দত্তকে জানেন ত ? তিনি না-ছোড়বান্দা ; বল্লেন, "হ্যাঁ—নমিতা মিত্রি বলেছে। আমি নিজের কাণে শুনেছি। চার্ম্মিয়ান্ 'না বল্লে মান্‌ব কেন ?' দু'জনে খুব ঝটাপটি ; দস্তুর মত ঝগড়া। আমরা হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। ভাগ্যে ডাক্তার সাহেব চলে গেছ্‌লেন তখন, আর 'মাদার' তো আজ হাঁসপাতালে মোটেই যান নি ; কোথায় 'কলে' বেরিয়েছেন ! 'শূন্য ঘরে হুনো রাজা' —বড় ডাক্তারবাবুকে ত ভাল মানুষ পেয়ে কেউ গ্রাহ্যও করে না।— তবু মাঝে পড়ে তিনি প্রাণপণে 'থাম থাম' করে চেঁচালেন। মিস্ চার্ম্মিয়ান্ রাগে লাল হয়ে হাঁসপাতাল ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। তারপরই আমাদের ছোট ডাক্তারবাবু ঐ শ্রাদ্ধের বায়না সই কর্‌লেন।"

রুদ্ধশ্বাসে সমুদ্রপ্রসাদের কথাগুলি শুনিয়া নমিতা বলিল, "ডাক্তার মিত্রের সম্বন্ধে আমি কি কথা বলেছি ?—কিসের জন্যে এত ঝগড়া ?—"

সমুদ্র বলিল, "ছোট ডাক্তারবাবু রোগীদের মন জুগিয়ে আপনার মত তোষামোদ করে চলেন না বলে—।"

বাধা দিয়া নমিতা বলিল, "দাতব্য চিকিৎসালয়ের সাহায্য যাঁরা নিতে আসেন, তাঁরা অর্থের কাঙালী, সামর্থ্যের কাঙালী, অনুগ্রহের কাঙালী।—এতটুকুমাত্র সদয় ব্যবহার পেলেই তাঁরা কৃতার্থ হয়ে যান।

তাঁদের তোষামোদ করা, মন যোগান,—এ সব কথা বলাই ভুল। আমি তা কেন বল্‌তে যাব?......তারপর বলুন, আপনার কথাটা শুনি—।"

সাগ্রহে সমুদ্রপ্রসাদ বলিল, "আপনি বলেন নি? ঠিক মিসেস্ দত্তের কথায় আমরা কেউ বিশ্বাস করি নি। বড়বাবুও করেন নি।—বিশ্বাস করেছেন শুধু ছোটবাবু!—তারপর শুনুন্, আমার কথা। মেয়ে রোগী-দের অবাধ্যতার জন্য ডাক্তারবাবু ধমক্ ধামক্ করেছিলেন বলে, আপনি চার্ম্মিয়ানের কাছে বলেছেন, 'দাতব্য চিকিৎসালয়ের সাহায্যের ব্যবস্থা দেখ্‌লে তীব্র ঘৃণায় ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়।—"

আশ্বস্ত হইয়া, ঈষৎ হাসিয়া নমিতা বলিল, "এই কথা? এর জন্যে এত মারামারি?......আমি গরীব; গরীবের দুঃখ আমাদের প্রাণে আঘাত করে। দাতব্য চিকিৎসালয় সাধারণের সম্পত্তি; সেখানকার ব্যবস্থা-ত্রুটির সম্বন্ধে সাধারণের দিক্ থেকে কোন কথা বল্‌বার অধিকার কি কারুর নেই? কিন্তু ভুল করেছেন। আমি ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কেন কথা কইব? ডাক্তারবাবু তাঁর রোগীদের সঙ্গে শিষ্টালাপ করুন্, আর অশ্রাব্য কটূক্তি করুন্, তাঁর বিরুদ্ধে কোন কথা কইবার ক্ষমতাও আমার নাই, সাহসও নাই। আমি কেন অনধিকার-চর্চ্চা কোর্ব্বো? তবে সমগ্র হাঁসপাতালটার সম্বন্ধে বল্‌তে পারি; তার মধ্যে আপনিও আছেন, আমিও আছি;—আপনার আমার ত্রুটি অন্যায় সম্বন্ধে—।"

সমুদ্রপ্রসাদ বলিল, "ঐ ত মুস্কিল! ছল-চাওয়া মনসা-ঠাকুরুণ, ঐখানেই ফোঁশ্ করে কামড় দিলেন। গায়ের জোরে হাত পা ছুঁড়ে গলাবাজি কর্‌তে পার্‌লেই দুনিয়ার বাজারে জিৎ পড়্‌তা। মিসেস্ দত্তের সঙ্গে কথায় কে পেরে উঠ্‌বে বলুন?........তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস একমাত্র ছোটবাবু ছাড়া আর কাউকে লক্ষ্য করে এ কথা বলা হয় নি!

—যেন সমগ্র হাঁসপাতালটার মধ্যে ঐ এক মহাপুরুষ ছোটবাবুটি ছাড়া আর লক্ষণীয় বস্তু কিছুই নাই! কি চমৎকার 'থিওরি'!—"

এইবার হঠাৎ নিজের মনের মধ্যে একটা চমক্ খাইয়া নমিতা দমিয়া গেল! সমুদ্রপ্রসাদ-কথিত "লক্ষণীয়-বস্তু"কে লক্ষ্য করিয়া যদিও সে চার্ম্মিয়ানের কাছে ও-কথা বলে নাই, তাহা নিশ্চিত সত্য;—তবুও ইহাই সুনিশ্চিত সত্য যে, ঐ "লক্ষণীয় বস্তু"টি সন্তোষের দিক হইতে হউক বা অসন্তোষের দিক্ হইতে হউক—সম্প্রতি নমিতার পক্ষে তীব্র চিন্তনীয় বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।·········আপনাকে নিরাপদ করিবার জন্য সে মনের সত্যকে অস্বীকার করিবে না। 'খট্‌কা' তাহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে—একটু! কিন্তু উঁহারা আক্রমণ করিতেছেন যে উল্টা দিক্ হইতে!—এটা ত স্বীকার করা চলে না!

নমিতাকে নীরব অন্যমনস্ক দেখিয়া সমুদ্রপ্রসাদ খানিকটা চুপ করিয়া রহিল; তারপর শ্লেষপূর্ণ স্বরে বলিয়া উঠিল, "সাধ-করে বলেছি, ভাই তেওয়ারী,—এই কথা মিস্ মিত্র বলেছেন, তাই এত তর্জ্জন গর্জ্জন! 'ইওর-অনার'রা এত ভয়ানক অপমানিত হয়েছেন। কিন্তু সত্যের খাতিরে ঐ কথাটি যদি আমাদের 'মাদার' স্মিথ্, কি চার্ম্মিয়ান্,—নিদেন পুলিশ-সাহেবের পিস্‌তুত বোনের শাশুড়ীর ভাই-ঝি বল্‌তেন, তা'হলে দেখ্‌তে ও কথার দাম অন্যরকম হ'ত;—'ইওর-অনার'দের মানের কান্নার ফুরসুৎ থাক্‌ত না; নিদারুণ দুশ্চিন্তায় পড়্‌তে হ'ত!—আর অন্যপক্ষের ঐ বুক ফুলিয়ে চোখ রাঙিয়ে—।"

সুরসুন্দর এতক্ষণ ঘাড় হেট করিয়া এক মনে নমিতার হাতের ঘা ধুইতেছিল। ইহাদের কথাবার্ত্তায় তাহার যে কিছুমাত্র মনোযোগ আছে, বা এ সকল তর্ক-দ্বন্দ্বের কোন শব্দ যে তাহার কাণে পৌছাইতেছে, তাহা তাহার শান্ত মুখের উদাসীন ভাব দেখিয়া এতক্ষণ কেহই অনুভব

করিতে পারে নাই। এইবার সমুদ্রপ্রসাদের শেষ কথা তাহার সুপ্ত অনুভূতিকে বিদ্যুদাহতের মত চমকে উদ্দীপ্ত করিয়া, তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন নাড়া দিয়া সচেতন করিয়া তুলিল। ঘাড় ফিরাইয়া তীব্র দৃষ্টিতে সমুদ্রের পানে চাহিয়া, রুক্ষস্বরে সুরসুন্দর বলিল, "কাণ্ডজ্ঞান সংযত রেখে কথা বল। বর্ব্বরতার সীমা একটা আছে।—"

অপ্রতিভভাবে সমুদ্রপ্রসাদ থামিয়া গেল। সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ! সুরসুন্দর ক্ষিপ্রহস্তে ঔষধ দিয়া, 'ব্যাণ্ডেজ' বাঁধিয়া হাত ধুইতে বাহিরে চলিয়া গেল। সমুদ্র সসঙ্কোচে বলিল, "মিস্ মিত্র, আপনি এর পর সবই শুনতে পাবেন। আগে আমার মুখে কিছু শুনতে হ'ল, এর জন্য দোষ ধর্বেন না।"

"না—না, ওতে দোষের কি আছে?"—এই বলিয়া নমিতা উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁতে চাপিয়া ঠোঁটের শুক্না ছাল ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে, অপ্রসন্ন-ভ্রূকুঞ্চন-সহ কি কতকগুলা কথা ভাবিতে ভাবিতে সরিয়া আসিয়া সে সুরসুন্দরের পরিত্যক্ত খবরের কাগজখানা বেঞ্চির উপর হইতে তুলিয়া লইয়া অর্থশূন্য দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। মনের মধ্যে একটা প্রবল দুশ্চিন্তার ঘূর্ণিবাত্যা বহিতে লাগিল। সত্যই কি সে অসংযত-জিহ্বার দোষে অনধিকারচর্চ্চার অপরাধে অপরাধী হইয়াছে? নিজের অজ্ঞানে ভ্রমে পড়িয়া সত্যই কি সে ন্যায়ের দোহাই দিয়া অন্যায় চাতুরী করিতেছে? ছোট ডাক্তারবাবুর প্রতি তাহার মনের ভাবটা ঠিক অনুগত ভক্তের মত নহে, তাহা ঠিক; কিন্তু তাই বলিয়া নিতান্ত উদাসীনও যে নহে, তাহাও ত ততোধিক সত্য। তবে কি সে সত্য-সত্যই একটা অপ্রকাশ্য বিদ্বেষের ঝোঁকে মাতিয়া যথেচ্ছাচারের পথে পা বাড়াইয়াছে? মানুষের অন্যায় আচরণে ক্ষুণ্ণ হইতে গিয়া কি সে মানুষকে শুদ্ধ ঈর্ষা-অবজ্ঞার পাত্র স্থির করিয়া বসিয়াছে?........না,

না, না। তাহা ত সে করে নাই ; করিবার সাধ্যও যে তাহার নাই ! পিতার শিক্ষা সে ভুলিতে পারিবে না ; পারিবে না !……অসহ্য হইলে, মানুষের অন্যায়কে ঘৃণা করিতে পারে ;—কিন্তু মানুষকে ঘৃণা ? না, অসম্ভব !

হাত ধুইয়া, ঘরে আসিয়া হাত মুছিতে মুছিতে, বিমলের কাছে দাঁড়াইয়া সুরসুন্দর কি দুই-চারিটি কথা বলিল। বিমল বিস্ময়ের সহিত বলিল, বাড়ী চল্লেন ? কত দিনের ছুটি নিলেন ?"

সুরসুন্দর বলিল, "তিন হপ্তা।"

চিন্তামগ্না নমিতা চমকিয়া বলিল, "কে ?"

বিমল বলিল, "তেওয়ারী ছুটি নিয়ে বাড়ী যাচ্ছেন। ওঁর ছোট ভাইটির বড় অসুখ—!"

সুশীল এতক্ষণ নির্ব্বাক হইয়াছিল। এইবার ব্যগ্র-চঞ্চল হইয়া সে ত্রস্তে বলিল, "ছোট ভাই ? সেই যেটি আমার মত ?—প্রেমসুন্দর ?"

সুশীলের মাথাটি ধরিয়া স্নেহভরে একটু নাড়া দিয়া বিষণ্ণ হাস্যে ঘাড় নাড়িয়া সুরসুন্দর নীরবে জানাইল "হাঁ—।"

নমিতা একবার সুশীলের মুখপানে ও একবার সুরসুন্দরের মুখপানে চাহিল। মুহূর্ত্তে নিজের ভিতরের দুশ্চিন্তা-দ্বন্দ্ব-বিপ্লব বিস্মৃত হইয়া একটা নম্র-কোমল সহানুভূতির ব্যাথায় তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠিল। করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া নমিতা বলিল, "কি হয়েছে আপ্নার ভাইটির ?—কি অসুখ ?"

নতমুখে ললাটের শিরা টিপিয়া ধরিয়া সুরসুন্দর বলিল, "Hemptysis-রোগটি এখন বড়ই শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু চিকিৎসা-শুশ্রূষায় হ'ল না ; বায়ু-পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়েছে। পাহাড়ের বা সমুদ্রের হাওয়া চাই।" ক্ষণেক থামিয়া ক্ষুণ্ণভাবে পুনরায় সে বলিল,

"দু' মাস থেকে ছুটির দরখাস্ত কর্‌ছি, এতদিনে মঞ্জুর হ'ল,—আজ! তাও স্মিথ্ না থাক্‌লে হোত না। কাল থেকে ছুটি। আমি আজ রাত্রের ট্রেণেই যাব। আপনাদের সঙ্গে আর দেখা হবে না, হয় ত! এইখান থেকেই তবে—আসি!—নমস্কার।"

প্রতিনমস্কার করিয়া নমিতা বলিল, "লাহোরে চল্লেন?"

শান্ত করুণ দৃষ্টি তুলিয়া সুরসুন্দর বলিল, "লাহোরে ত কেউ থাকে না এখন—!" পরক্ষণে ব্যথিতভাবে একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, "এখন সব কল্‌কাতায় থাকেন, মেজ ভাইয়ের পড়া-শুনার জন্যে—।" কথাটা বলিতে বলিতে কি ভাবিয়া সামলাইয়া লইয়া,—"আসি তবে" বলিয়া ব্যস্ত-চঞ্চলভাবে সমুদ্রকে টানিয়া লইয়া সুরসুন্দর অগ্রসর হইল। দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া সহসা মনে পড়ায় ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমার কাগজটা?"

"এই যে নিন্—" বলিয়া ত্রস্তে বেঞ্চির উপর পূর্ব্বস্থানে নমিতা হাতের কাগজটা ফেলিয়া দিল, এবং পরক্ষণে নিজেই সেটা তুলিয়া লইয়া অগ্রসর হইয়া সস্মিত মুখে বলিল, "না, এই নিন্—।"

কাগজটি হাতে লইয়া পুনশ্চ নমস্কারচ্ছন্দে তাহা কপালে ঠেকাইয়া, বিদায়-ম্লানহাস্য-রঞ্জিতমুখে সুরসুন্দর বলিল, "তবে চল্লুম এখন। আপনারা একটু সাবধানে থাক্‌বেন্। স্মিথ্ থাক্‌তে কোন ভাবনা নাই। তিনি আমাদের মায়ের মতই। তবু বুঝে চল্‌তে হবে। সাবধানে থাক্‌বেন। বিমলবাবু, সমুদ্র রইল। যখন যা দরকার হবে, কোনো দ্বিধা বোধ কর্‌বেন না—।"

সসৌজন্যে ধন্যবাদ দিয়া সময়োচিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে বিমল তাহাদের সঙ্গে গৃহের বাহিরে চলিয়া গেল। সুশীলও পিছু পিছু গেল।

নমিতার পা সরিল না। ভারাক্রান্ত চিত্তে সে বেঞ্চির উপর বসিয়া

পড়িল। কিছুই না, সুরসুন্দর নিতান্তই পর! কিন্তু ঐ হাঁসপাতালের সম্পর্ক-সংস্রবে, পরের কাজে খাটিতে খাটিতে, পরস্পরের সহায়-নির্ভরতা পরস্পরের মধ্যে কি সুশান্ত নীরব স্নেহবন্ধনের সৃষ্টি করিয়াছে! অবশ্য লঘুহাস্যে ব্যঙ্গ্য করিয়া ইহা উড়াইয়া দিলে, বিদ্রোহিতা করিবার জন্য কেহ কামান পাতিবে না, তাহা সুনিশ্চয়। তবু, এই যে বিদায়ের মুহূর্ত্তে সুস্পষ্ট অনুভূত সকরুণ স্নেহের টান,—ইহা কি নিতান্তই উপেক্ষণীয়?—এই সুদূর প্রবাসের অঙ্কে, ঐ যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিচয়ের খণ্ড খণ্ড গর্ভাঙ্কগুলা, ওগুলা সবই কি নিরর্থক বলিয়া ছাঁটিয়া ফেলা চলে?......কে জানে? মানুষের বিচিত্র অনুভূতি! বিভিন্ন মত!—বিবিধ বিধান! হয়ত উহা কিছুই নয়; তবু আজ এইখানে!—হাঁ, মনে হইতেছে বৈ কি! একই বৃহৎ পরিবারের অন্তর্গত আত্মীয়তা-প্রীতিবদ্ধ নমিতা, বিমল, সুশীল, সুরসুন্দর, স্মিথ্;—সবাই এক! এ আত্মীয়তার মাঝে ডাক্তার মিত্রকে কিংবা দত্তজায়াকে স্থান দিতে—কিছু না না, কিছুমাত্র কার্পণ্য করা, দ্বিধা করা চলিবে না।

নমিতা উর্দ্ধমুখে চাহিয়া, চিবুকের ছোট ব্রণ খুঁটিতে খুঁটিতে চুপ করিয়া ভাবিতেছিল। সুশীল আসিয়া তাহার কোলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ব্যথিত করুণ কণ্ঠে বলিল, "জান দিদি, সেই ভাইকে উনি বড় ভালবাসেন! সেইজন্যেই ত আমায় উনি ভালবাস্তেন। আমি না-কি দেখ্তে তারই মত এত বড়।—আর আমার গলার আওয়াজটা—উনি বলেন, সেও তারই মত। সে কি কি খেতে ভালবাসে জানো?—তালশাঁস। একদিন উনি আমায় ঐ কেটে খাওয়াচ্ছিলেন, আর বল্‌ছিলেন, কল-আঁটি সে খেতে খুব ভালবাসে। আর নাশ্‌পাতি......।"

বিস্ময়-ঔৎসুক্য দমন করিয়া নমিতা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তাই বুঝি, তেওয়ারী কম্পাউণ্ডার তোমার এত প্রিয়পাত্র?—থাক্, এতদিনে আমার

সন্দেহ মিট্‌ল। ভাল, ও-রকম বন্ধুত্ব লাভের বটে!—আহা! বেচারীর ভাইটি ভাল হোক্।"

বিমল ঘরে ঢুকিয়া টেবিলের জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করিতে করিতে অপ্রসন্নভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "ভাল হয় নি দিদি, ভাল হয় নি। কেন বাপু, পরের কথায় থাকৃতে যাও! ডাক্তার মিত্রি! চেন না ওঁকে?—বড় ভয়ঙ্কর লোক! ওঁর সম্বন্ধে বাইরে যে-সব কথা শুন্‌তে পাই—।" বিমল ঢোক্ গিলিয়া থামিল।

নমিতার মুখ গম্ভীর হইল। বেঞ্চি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ধীর-স্বরে সে বলিল, ভুল করেছি বিমল! ঐ পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনের চাকৃরির কাজ চালাবার জন্যে যে রকম নিৰ্জ্জীব যন্ত্র হওয়া উচিত, আমি তা হই নি ভাই! মান্‌ছি, ভুল করেছি। কিন্তু অন্যায় দেখে, আমার চেয়ে একদিনের বড় হতিস্, এখনি তোকে কাণ ম'লে দিতে অনুরোধ ক'রতুম! আর এমন—ভুল—!" সবেগে মাথা নাড়িয়া নমিতা বলিল, "কখনো নয়, কখনো নয়—!"

নিজের শয়নকক্ষে গিয়া নমিতা নিঃশব্দে দ্বার ভেজাইয়া দিল।

২২

সমস্ত দিনটা নানা গোলমালে কাটিয়া গেল। নমিতা কেবল ভাবিতে লাগিল, কাল বাদ পরশু, আবার সেই হাঁসপাতালে গিয়া পুরাতন কাজে নিযুক্ত হইতে হইবে। ছিদ্রান্বেষী 'মান্যবর'-গণের সম্মান রক্ষা করিয়া চলিবার জন্য সতর্কভাবে চক্ষু-কর্ণ রুদ্ধ করিয়া, নিতান্ত নিরীহ জন্তু সাজিয়া, অকাতরে সব উৎপাত সহিয়া যাইতে হইবে! কি চমৎকার

কর্ত্তব্য-পালন! মূক-অস্বস্তি-পীড়নে তাহার অসহায় ক্লান্ত মনটা এক এক সময় নিরুপায় ক্ষোভে জিঘাংসায় উদ্দৃপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। নমিতার মনে হইতেছিল, 'আঃ, ভাগ্য-বশে আজ যদি কোন একটা কর্ম্মখালি-বিজ্ঞাপন'-দাতার ঠিকানা হইতে হঠাৎ নিয়োগপত্র আসিয়া পড়ে, তবে বড় স্থবিধাই হয়! ডাক্তারসাহেবকে একটি কথা জানাইবার অপেক্ষামাত্র ঃ—আমার ইস্তফা গ্রহণ করুন।' ব্যস্, তারপর একমুহূর্ত্তও কালক্ষেপ নয়। এই খল-স্বভাব মানুষগুলার সংস্রব এড়াইয়া হাঁপ ছাড়িয়া সে বাঁচে! যমালয়ের নূতনত্বও আজ নমিতার কাছে শ্রেয়স্কর, যদি এই পুরাতন-পীড়নের সীমা ডিঙ্গাইয়া সে যাইতে পারে!

সন্ধ্যার পরে মা'র ঘরের মেঝের মাহুর বিছাইয়া বসিয়া সমিতা ও সুশীলকে পড়াইতে পড়াইতে নমিতা অন্যমনস্ক হইয়া ঐ সব কথা ভাবিতেছিল। এইরূপ সময় বাহির হইতে লছ্মীর মা ইসারা করিয়া তাহাকে ডাকিল। নমিতা উঠিয়া যাইতেই লছ্মীর মা প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া, চুপি চুপি বলিল, "মা'র রাত্রে খাইবার হুধটুকু সব বিড়ালে খাইয়া গিয়াছে। এখন উপায়? মা ত শুনিতে পাইলে আর কিছু খাইতে চাহিবেন না! কিন্তু তাঁহার মত রুগ্ন দুর্ব্বল মানুষকে অনাহারে রাখা সম্পূর্ণ অনুচিত। সুতরাং, একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে যে!"

পুরাতন চাক্রিতে ইস্তফা দেওয়া এবং নূতন চাক্রিতে বাহাল হওয়ার যত কিছু কল্পনা-বিপ্লব চকিতে নমিতার মস্তিষ্ক হইতে অন্তর্হিত হইল। হতবুদ্ধি হইয়া সে বলিল, "মা'র হুধ! সর্ব্বনাশ! না লছ্মীর মা, মা'র হুধ চাই-ই। যেমন করে হোক্ যোগাড় কর।"

লছ্মীর মা শঙ্কর-চাকরকে ডাকিল। সে বলিল, "নগদ পয়সা পাইলে এখনই সে যেরূপে হোক্, হুগ্ধ আনিয়া দিতে পারে।"

মা'র কাছে ঐ সামান্য পয়সার জন্য মিথ্যা কথা বলিতে যাওয়ার

ইচ্ছা নমিতার হইল না, কিন্তু তাহার নিজের কাছে যে পাই-পয়সাও একটি অবশিষ্ট নাই, তাহাও খুব ভাল করিয়া তাহার মনে পড়িল। তবুও কি জানি, যদি কোনও দিনের কিছু খুচরা জমা বাক্সটায় পড়িয়া থাকে! এই ভাবিয়া সংশয়ে উদ্বিগ্ন নমিতা বলিল, "আলোটা একবার দেখাও, লছ্‌মীর মা! বাক্সটা খুল্‌বো।"

স্বীয় শয়নকক্ষে আসিয়া নমিতা হাত-বাক্সটা খুলিল; দেখিয়া বলিল, —'কিছু নাই কিছু নাই!' যখন যাহা পায়, তখনই হিসাব বুঝাইয়া মা'র হাতে সে সব সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হয়! নিজের খরচ বলিয়া, বা হঠাৎ যদি দরকার পড়ে বলিয়া, কখনও ত এক পয়সা সে সরাইয়া রাখে নাই। পাছে মা'র হাত-খরচে অকুলান পড়ে, পাছে তাঁহার অসুবিধা হয়, ইহাই ভাবিয়া নমিতা সঙ্কুচিতা হইয়া থাকে, নিজের প্রয়োজনের কথা কখনও ভাবিবার সময় পায় নাই। আজ সহসা এ যে অপ্রত্যাশিত ব্যাপার!

নিজেকে মূর্খ, নির্ব্বোধ, অর্ব্বাচীন, অপরিণামদর্শী—যা ইচ্ছা তাই বলিয়া মনে মনে গালি দিয়া, সমস্ত বাক্সটা ওলট্ পালট্ করিয়া দেখিতে দেখিতে, কাগজপত্রের সহিত ডাক্তার মিত্রের স্ত্রীর দেওয়া সেই নোট-দুইখানি নমিতার হাতে উঠিল।—নমিতা অবাক্ হইয়া গেল! সে-দিন সে এই বাক্স'র মধ্যে কখন্ নোট-দুইখানা রাখিয়াছে, কিছুই মনে নাই! নোটের কথাই যে একেবারে সে ভুলিয়া গিয়াছে!

নোট-দুইখানা চোখের সাম্‌নে তুলিয়া ধরিতে নমিতার সাহস হইল না। একখানা কাগজ টানিয়া তাহার উপর চাপা দিয়া, নিঝুম হইয়া সে ভাবিতে লাগিল। বুকের ভিতর কি যেন একটা ভয়ঙ্কর গুরুভার বস্তু, সবেগে তোলাপাড়া হইতে লাগিল!

খানিকটা পরে, সহসা মুখ তুলিয়া অস্বাভাবিক বিকৃত কণ্ঠে নমিতা

বলিল, "লছ্মীর মা, আজকের মত এ ক'টা পয়সা কারো কাছে ধার নিতে পার ?—" নমিতার কণ্ঠস্বর জড়াইয়া গেল। সে মুখ নত করিল।

বহুদিনের পুরাতন-বিশ্বাসী লোক লছ্মীর মা অতি শৈশব হইতে নমিতাকে নিজ-হাতে মানুষ করিতেছে। এই সংসারের সমস্ত সুখ-দুঃখের সহিত তাহার জীবন-স্রোত এক সঙ্গে মিশিয়া বহিয়া যাইতেছে।—এই সংসারের প্রাণীগুলির সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতা যথেষ্ট আছে। লছ্মীর মা নমিতার ভাব দেখিয়া অবস্থা বুঝিল; মনের দুঃখ মনে চাপিয়া, হাসি-মুখে গর্ব্বিতভাবে বলিল, "তার জন্য কি হইয়াছে? আমার ভাঙ্গা-তোরঙ্গটা খুঁজিলে পুরাতন কাপড়-চোপড়ের সহিত এখনই অমন দুই দশ আনা খুচ্‌রা পয়সা পাওয়া যাইবে। এতক্ষণ বলিতে হয়!"

আলো রাখিয়া লছ্মীর মা চলিয়া গেল। সে পয়সা যোগাড় করিতে পারিল কি না, তাহা জানিতে যাইবার শক্তি বা সাহস কিছুই নমিতার জুটিল না। নমিতার বেশ মনে হইল লছ্মীর মা'র হাতে একটি পয়সা নাই। তাহার মাহিনার টাকা ত মাসে মাসে পোষ্ট অফিসে বিমল জমা দিয়া ফেলে। খুচ্‌রা পয়সা আসিবে কোথা হইতে?······শুধু নমিতাকে আশ্বস্ত করিবার জন্যই, বোধ হয় সে নিজের সঞ্চয়-সম্বন্ধে এত জোরে 'মুখ-সাপট' করিয়া গেল। এইবার নিশ্চয় শঙ্কর-চাকর বা গৌরী-পাঁড়ের নিকট ধার লইবে! ছিঃ! কি লজ্জা! এত দৈন্যগ্লানি! ···হে ভগবন্, এ কি লাঞ্ছনা!

নমিতা বড় দুঃখে নীরব হাসি হাসিল। দর্পহারী নারায়ণ এই ত দর্প চূর্ণ করিলেন! কতটুকু শক্তি দিয়া যে তিনি তাহার মত ক্ষুদ্র জীবকে সংসারে পাঠাইয়াছেন, তাহার ওজন এই এক অভাব-সংঘাতে পরিষ্কার করিয়া দেখাইলেন নয় কি? সে দুর্ব্বল, অক্ষম,—এ জগতের নগণ্য জীব! গণ্যমান্য ক্ষমতাশীল ব্যক্তির অন্যায় তাহাকে নীরবে

সহিতে হইবে ; সহিতে সে বাধ্য ! ইহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠা, তাহার পক্ষে অপরাধ ! অপরাধ ! মহাপরাধ !

মনের অবস্থাটার সংশোধন না করিয়া মা'র ঘরে যাওয়া চলে না। নমিতা পড়িবার ঘরে আসিয়া চেয়ারটা টানিয়া লইয়া বসিল। বিমল এখনও বেড়াইয়া আসে নাই। টেবিলের উপর আলো জ্বলিতেছিল। একখানা বই টানিয়া লইয়া নমিতা পড়িতে সুরু করিল।

একটু পরে বারেণ্ডায় জুতার শব্দ হইল। বিমল আসিবে বলিয়া তখনও বাহিরের দুয়ারে খিল বন্ধ করা হয় নাই। কে যেন দুয়ার ঠেলিয়া বাহিরের ঘরে ঢুকিল। নমিতা মনোযোগ দিল না ; ভাবিল বিমলই হইবে। আগন্তুক ধীরে ধীরে আসিয়া, ঐ দিকের দ্বার ঠেলিয়া, সতর্কতা জ্ঞাপক একটু শব্দ করিল।

"বিমল ?"—বলিয়া নমিতা মুখ তুলিয়া চাহিল ; দেখিল অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে এ-দিক্ ও-দিক্ চাহিয়া দত্তজায়া ঘরে ঢুকিতেছেন ! এ কি অভাবনীয় ঘটনা ! ত্রস্তে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমিতা সসৌজন্যে বলিল, "আসুন, আসুন, নমস্কার ; সবাই ভাল আছেন ত ?—"

গম্ভীর মুখে দত্তজায়া বলিলেন, "একলা বসে রয়েছ যে, আর কেউ নাই ?—"

তাঁহার কণ্ঠস্বরের ভঙ্গীতে স্পষ্টই বোধ হইল, তিনি যেন আর কাহারও উপস্থিতি বিষয়ে খুব আশা করিয়া আসিয়াছিলেন। সে নাই দেখিয়া, হতাশ হইতেছেন ! নমিতা ইহার অর্থ বুঝিতে পারিল না ; গোলে পড়িয়া থতমত খাইয়া বলিল, "মেজ-ভাই 'বল' খেল্‌তে গেছে ; সমি-সুশীল মা'র কাছে রয়েছে ; পড়্‌ছে তারা।—আপনি বসুন।"

নমিতা চেয়ারটা টানিয়া তাঁহার দিকে সরাইয়া দিল। দত্তজায়া বসিলেন না ; তাচ্ছিল্যভাবে সেটা একটু ঠেলিয়া পিছু হটাইয়া দিয়া

বলিলেন, "ক' দিন খবর পাই নি, তাই দেখ্‌তে এলুম, হাতটা কেমন আছে—?"

দত্তজায়ার এই অযাচিত আগমনটা নমিতাকে যেন এক মুহূর্ত্তে আনন্দে ও আশ্চর্য্যে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল; দত্তজায়ার প্রশ্ন শেষ হইতে না হইতে, সে সরলা বালিকার মত আগ্রহ-ভরা মুখে তাড়াতাড়ি হাতখানা সাম্‌নে বিস্তার করিয়া, সহাস্যে বলিল, "বেশ আছে। আজও ব্যাণ্ডেজ আছে; কাল থেকে মলম দেব, ভাব্‌ছি। তারপর, আপনি,—হাঁ, এ দিকে এখন কোথায় গেছ্‌লেন্?"

দ্বারের দিকে চাহিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া দত্তজায়া বলিলেন, "একটা 'কলে' গেছ্‌লুম, ডাক্তারবাবুও সঙ্গে ছিলেন।...আমি বল্লুম, এর সঙ্গে দেখা করে যাই। তাই উনি বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।"

বিস্ময়ে চমকিয়া নমিতা বলিল, "সে কি? উনি বাইরে! বল্‌তে হয়!" তাড়াতাড়ি টেবিলের উপর হইতে আলোটা তুলিয়া লইয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া সলজ্জ হাস্যে নমিতা দত্তজায়াকে বলিল, "আপ্‌নিও দয়া করে সঙ্গে আসুন; একবার বস্‌তে বলবেন।"

একটু উপেক্ষার সহিত দত্তজায়া বলিলেন, "তিনি ঐ খানেই আছেন। তুমিই বল না!"

"কি—?" বলিয়া বাহিরের অন্ধকারের ভিতর হইতে অগ্রসর হইয়া ডাক্তার মিত্র টুপী খুলিয়া দ্বারসম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। স্বভাব-সিদ্ধ অতি গ্রাম্ভারী চালের মর্য্যাদা রাখিয়া ডান পা চৌকাঠের উপর তুলিয়া চকিত-কটাক্ষে গৃহমধ্যে চাহিয়া গুরু-গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "কেউ নেই দেখ্‌ছি! একলা আছ? ঘরে ঢুক্‌তে পারি?"

কথাটা পরিহাসের দিক্ হইতে গ্রহণ করাই উচিত, ভাবিয়া নমিতা বিনীত হাস্যে নমস্কার করিয়া বলিল, "অনুগৃহীত হ'ব। আসুন, আসুন।"

এমন মাননীয় অতিথির অভ্যর্থনার জন্য আরও অনেক বাক্যাড়ম্বর-কৌশল ব্যবহার করা উচিত, কিন্তু নমিতার অনভ্যস্ত রসনায় তেমন কিছু যোগাইল না। ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া এ চেয়ারটা এ-দিকে ও চেয়ারটা ও-দিকে টানিয়া ঠেলিয়া, বিব্রতভাবে অদ্ভুত হুটাপাটি বাঁধাইয়া, সে নিজেই নিজের আচরণে লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। বাস্তবিক এ-সব রীতিবদ্ধ অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন-প্রথা নমিতা সবই ভুলিয়া গিয়াছে। পিতার মৃত্যুর পর হইতে গৃহে অতিথি-সমাগম বন্ধ হইয়াছে। কখন 'ডাক' দিবার জন্য কোন ভদ্রলোক আসিলে, বিমলই নমিতার 'মুস্কিল আসান' হইয়া দাঁড়ায় ; আজ এই স্বাগত-সম্ভাষণের প্রয়োজন মুহূর্ত্তে, নিজের অপটুতার সহিত বিমলকুমারের ক্ষমতার উপর নমিতার মনে মনে বেশ একটু শ্রদ্ধা সম্ভ্রমের উদয় হইল। কোন রকমে আত্মসংবরণ করিয়া ত্রুটির জন্য ক্ষমা চাহিয়া দত্তজায়াকে সে হাত ধরিয়া চেয়ারে বসাইল। ডাক্তার মিত্র টুপিটা টেবিলে রাখিয়া অন্য চেয়ারে হেলান দিয়া বসিলেন। গম্ভীর ভাবে চারিদিকে চাহিয়া গৃহসজ্জা দেখিতে দেখিতে তিনি বলিলেন, "হাতটা কেমন আছে, মিস্ মিত্র ? ঘা শুকিয়েছে বেশ ?"

দত্তজায়ার চেয়ারের পাশে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া নমিতা সবিনয়ে বলিল "অনেকটা শুকিয়েছে।"

মনে মনে নিজের নির্ব্বুদ্ধিতাকে শত সহস্র ধিক্কার দিতে দিতে নমিতা ভাবিল, ছিঃ, এই শিষ্টস্বভাব ভদ্রলোকটির বিরুদ্ধে কত কথাই সে মনে স্থান দিয়াছে! বুদ্ধির ত্রুটি ধরিয়া কেহ তাহাকে 'ছেলেমানুষ' বলিলে নমিতা রুষ্ট হয় বটে, কিন্তু সে-রাগ নিতান্তই ন্যায়-বিগর্হিত! এই ত তাহার ছেলে-মানুষীর প্রমাণ হাতে হাতে ধরা পড়িল! সত্যই ত, কখন কি ক্ষেত্রে, কি একটু সদ্ব্যবহারের ত্রুটি করিয়াছেন বলিয়া, ভদ্রলোক কি তাহাই ধরিয়া বসিয়া আছেন ? তাঁহার কি অন্য কাজ

নাই ? নিশ্চয়ই তিনি গোলমালে তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন ! নমিতারই দোষ ! সে নিজের সঙ্কীর্ণ মনের মধ্যে, রাজ্যের জঞ্জাল জড় করিয়া, উন্মাদ-বিপ্লবে ধূলা ছড়াইয়া নিজের চোখে-মুখে মাখিতেছে, আর পরের দোষ আবিষ্কার করিয়া নানাবিধ কাল্পনিক অসন্তোষের সৃষ্টি করিতেছে ! কি দুর্ভাগ্য !

টেবিলের উপর হইতে কলমটা তুলিয়া লইয়া এক টুক্‌রা কাগজে কালীশূন্য নিব্‌টা খচ্‌ খচ্‌ করিয়া বুলাইতে বুলাইতে, ডাক্তার মিত্র বিজ্ঞভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, "গ্রহের ফের ! একটা সামান্য ক্রুশ বিঁধে কি কষ্ট পাওয়া ! আমি প্রায়ই মনে করি আস্‌ব ; হয়ে উঠে না। —যে কাজের ভিড় !"

নমিতা দত্তজায়াকে লক্ষ্য করিয়া ব্যস্তভাবে বলিল, "আপনারা এখন 'কল' থেকে ফির্‌ছেন ? চা খাওয়া হয় নি বোধ হয় ? একটু 'চা'য়ের বন্দোবস্ত করি, কি বলুন্ ?"

বাধা দিয়া ডাক্তার মিত্র বলিলেন, "না না, চায়ে কাজ নেই ; বরং পান-টান্ থাকে ত দুটো দাও—।"

"এই যে আন্‌ছি,—" বলিয়া নমিতা বাড়ীর ভিতর দিকের দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেল ; ক্ষণ-পরে ডিবা-শুদ্ধ পান আনিয়া টেবিলের উপর রাখিল ও নিজে দুইটি পান তুলিয়া লইয়া দত্ত জায়াকে দিল।

পান মুখে পূরিয়া দাঁতে করিয়া লবঙ্গ কাটিতে কাটিতে ডাক্তার মিত্র ঠিক যেন সম্মুখবর্ত্তিনী দত্তজায়াকেই লক্ষ্য করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "সে দিন এক মজা হয়ে গেছে। মিস্ মিত্রের হাতে ক্রুশ বিঁধে গেছে, তা কি আমি জানি ? আমি ভাব্‌লুম রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে ওরা গল্প-সল্প কর্‌ছে, কথাবার্ত্তা কইছে ;—ব্যাঘাত দেওয়া অনুচিত ভেবে পাশ কাটিয়ে চলে গেলুম। তাড়াতাড়িও ছিল। 'পোষ্ট-মর্টম্ কেস্' হাতে। কাজেই

অত গ্রাহ্য করি নি ; তা ছাড়া তেওয়ারী কম্পাউণ্ডার ছিল ব'লে আমি আর দাঁড়ালুম্ না। তারপর ডাক্তার-সাহেবের ক্লার্কের কাছে শুন্‌লুম, মিস্ মিত্র দরখাস্ত করেছে, সাত দিন ছুটি চাই। মিস্ স্মিথও তা'তে 'সাপোর্ট' করেছেন।—এই সব ব্যাপার! তাই জান্‌লুম। নইলে কে জান্‌ত, মিস্ মিত্রের হাতে ক্রুশ বিঁধেছে—?"

দত্তজায়া অত্যন্ত ভালমানুষীর সহিত মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তা বৈ কি। না বল্লে আর মানুষ কি করে জান্‌বে? আমিই কি জান্‌তুম?—সেই বল্লুম আপনাকে ; রাস্তায় হিতলালবাবুর সঙ্গে আস্‌ছিলুম; নমিতাকে দেখে খোলা-পাগ্‌লা হিতলালবাবু তাস খেল্‌তে যাবার জন্য জেদাজেদি আরম্ভ কর্‌লে। তাঁকে জানেন ত? মান-অপমান জ্ঞান নেই! খেলার সঙ্গী হবার জন্য সবাইকে তিনি সাধেন ; নমিতাকেও।—তা'রপর ও রেগে উঠ্‌ল, মুখের উপর জবাব দিয়ে চলে এল ; তখন ভদ্দরলোক থ' হয়ে গেলেন—।"

নমিতা অবাক্ হইয়া গেল! হঠাৎ এ কি সুর-বৈচিত্র্য!......মনের মধ্যে অসহনীয় ক্রোধ-উত্তেজনা গর্জ্জিয়া উঠিল!—মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা,—সব মিথ্যা! ডাক্তার মিত্রের কথা মিথ্যা, দত্তজায়ার কথাও ত সব সত্য নহে! আশ্চর্য্য শক্তি! মুখে মুখে ইঁহারা এত মিথ্যা বানাইয়া বলেন কি করিয়া? নমিতার স্কন্ধে ইঁহারা যে-সব দোষ চাপাইতে চাহেন, সে-সকল মিথ্যা দোষকে নমিতা ভয় খায় না, কিন্তু মিথ্যা চাতুরী খেলিবার এই যে চেষ্টা,—ইহা নমিতা ঘৃণা করে, অত্যন্ত ঘৃণা করে! ডাক্তার মিত্র—শিক্ষিত ভদ্রসন্তান—অম্লানবদনে এই ঘৃণার্হ মিথ্যায় যোগ দিলেন! আর দত্তজায়া! না। হে ভগবন্, ধৈর্য্য দাও! ইঁহারা গৃহাগত অতিথি! নমিতার রসনা আজ নীরব অসাড় হইয়া যাউক।

নমিতার কপাল হইতে দর্ দর্ করিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল।

দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া কাঠের মত শক্ত হইয়া সে নত-দৃষ্টিতে নির্ব্বাক্ রহিল।

ডাক্তার মিত্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নমিতার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "সুরসুন্দর তেওয়ারী, বুঝি, প্রত্যহ ড্রেস্ করতে আসে?—"

কণ্ঠ ঝাড়িয়া নমিতা উত্তর দিল, "সুরসুন্দর নয়; সমুদ্রপ্রসাদ সিং আসেন।"

তীব্র ভ্রূকুটি করিয়া দত্তজায়া বলিলেন, "কি রকম? আজ আমি যে নিজে দেখেছি, সুরসুন্দর এসেছিল!"

ধীর স্বরে নমিতা বলিল, "হাঁ, শুধু আজ সমুদ্র সিংহের সঙ্গেই এসেছিলেন।—"

"যাই হোক্, এসেছিল ত?" এই বলিতে বলিতে ডাক্তার মিত্রের মুখপানে চাহিয়া দত্তজায়া একটু অর্থপূর্ণ বিদ্রূপের হাসি হাসিলেন। ডাক্তার মিত্রের অধরেও হাসির বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। পরক্ষণে গম্ভীর হইয়া টুপিটা টানিয়া লইয়া তিনি উঠিয়া দত্তজায়ার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আর নয়, এবার উঠে পড়ুন—।"

দত্তজায়া উঠিলেন। শঙ্কর চাকর "ভদ্দর আদ্মীদের" আগমন-সংবাদ শুনিয়া আলো দেখাইবার জন্য বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। সে দ্বার-সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আসিল। ডাক্তার মিত্র নমিতাকে শুনাইয়া শুনাইয়া পার্শ্ববর্ত্তিনী দত্তজায়াকে বলিলেন, "কি জানেন? মিস্ স্মিথ্ই বলুন, আর সুরসুন্দর তেওয়ারীই বলুন,—কাশীমিত্রি, নিমতলা, সবাইকেই চিনি। যতই যা হোক্, ওঁরা আমাদের পর, বিদেশী; ওঁদের সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠতা কর্‌তে গেলেই যে ঠক্‌তে হবে, লোকে তাতে ঠাট্টা কর্‌তে ছাড়্‌বে কেন?"

দত্তজায়া ততোধিক গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলেন, "তা তো বটেই!—

আর শুধু পর? চিরদিনটা ইতর-সংসর্গে বাস! ওঁরা যে কি দরের মানুষ!"

খুব একটা প্রকাণ্ড গূঢ়ার্থ-সূচক শ্লেষের হাসি হাসিয়া ডাক্তার মিত্র বলিলেন, "থাক্, থাক্, সে কথায় আর কাজ নাই। যাঁরা না জানেন, তাঁদের কাছে আর ও-সব তোলা কেন?—চেপে যান্। আসি মিস্ মিত্র, নমস্কার!" তাঁহারা বাহির হইয়া গেলেন।

নমিতা বজ্রাহতের ন্যায় বসিয়া পড়িল। তাহার হাত পা থর্-থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। একটা বিশ্রী বিভীষিকার আতঙ্ক তাহার সর্ব্ব-শরীরে যেন অগ্নি-ঝলক্ ছড়াইয়া দিল। সমস্ত স্নায়ু-তন্ত্রীগুলা যেন যন্ত্রণায় অবশ হইয়া আসিতে লাগিল! হে ভগবন্, সে এ কি শুনিল! এ কি ভয়ঙ্কর, এ কি অসম্ভব কথা! মিস্ স্মিথের চরিত্র-সম্বন্ধে কুৎসিত-ইঙ্গিত! স্মিথ্ চিরদিনই ইতর-সংসর্গে বাস করিয়াছেন!……কি সাংঘাতিক বাণী! তাহা কি সত্য? তবে তিনি দেবতার মত অমন অমায়িক স্নেহভরা হৃদয় কোথা পাইলেন? অমন উদার উন্নত প্রাণ কোথা পাইলেন? মিস্ স্মিথের স্বভাব এত জঘন্য? তবে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ব্যবহার এত মনোরম, এমন শ্রদ্ধাকর্ষক, এত ভক্তিযোগ্য কেন? এ কি জটিল রহস্য!

হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া নমিতা গুম্ হইয়া ভাবিতেছিল। মা ঘরে ঢুকিয়া হাঁপানির টানে থামিয়া থামিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ডাকিলেন, "নমি,—অ-নমি!" চমকিয়া মাথা তুলিয়া মাকে দেখিয়া নমিতা উঠিয়া দাঁড়াইল; সজোরে আত্মদমন করিয়া ব্যস্তভাবে বলিল, "আপ্‌নি এখানে কেন এলেন? এত কষ্টে উঠা-হাঁটা করা!"

উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে নমিতার পানে চাহিয়া মা বলিলেন, "ওঁরা কি বল্‌তে এসেছিল? কোনো দরকারী কাজ আছে?—"

প্রসন্নভাবে নমিতা বলিল, "না, না, কিছুই না! ডাক্ থেকে ফিরে যাচ্ছিলেন, তাই দেখা করে গেলেন।"

একটু নীরব থাকিয়া মা পুনশ্চ বলিলেন, "স্মিথ্, সুরসুন্দর, এদের নাম করে কি সব বল্‌ছিলেন নয়?"

নমিতা ভীত হইল। মা তাহা হইলে বাহির হইতে ডাক্তারবাবুর কথা শুনিতে পাইয়াছেন! কি উৎপাত! একে দুর্ভাবনা ও উদ্বেগে তাহার শরীর-মন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, তাহার উপর আবার এই সব ছেঁড়া-ন্যাঠা উপসর্গ!......মা'র মনটা হাল্কা করিয়া দিবার জন্য নমিতা অগ্রাহ্যের ভাবে অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ; বল্লেন, ওঁরা বিদেশী, লোক ভাল নয়; ওঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা অন্যায়।"

শঙ্কিত কণ্ঠে মা বলিলেন, "অন্যায়?"

নমিতা ক্ষণেক নীরব রহিল; তাৎপর ঈষৎ জোরের সহিত বলিল, "হ্যাঁ, ওদের মতে!......কাজকর্ম্ম না থাক্‌লে পরকুৎসা নিয়ে সময় কাটানই অনেক মানুষের অভ্যাস। যার তার সম্বন্ধে যা হোক্, তা হোক্, বলে দিতে পার্‌লেই হ'ল; ওতে ত পয়সা-কড়ির খরচ নেই!"

সংশয়-ভীত দৃষ্টিতে কন্যার মুখপানে চাহিয়া মাতা বলিলেন, "ন্যাখো, তবু ত বল্‌ছেন, মা! স্মিথ্—হেন মানুষ, তাঁর সম্বন্ধেও......।" তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল। তিনি থামিলেন।

একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে নমিতার বুক কাঁপিয়া উঠিল। নতমুখে সে ক্ষণকাল স্তব্ধ রহিল; তারপর ধীরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া শান্ত কোমল কণ্ঠে বলিল, "যার যা ইচ্ছে, সে তাই বলুক্, মা!—মাথার উপর যিনি আছেন, তিনি সত্য-মিথ্যা সবই জান্‌ছেন। তাঁর পানে চেয়ে কাজ করে যাব, তারপর যা তাঁর ইচ্ছা তাই হবে।"

মাতার ভয়ত্রস্ত বুক কাঁপাইয়া একটা গভীর নিঃশ্বাস বাহির হইল।

কিছু না বলিয়া তিনি ঘরের বাহির হইয়া আসিলেন। নমিতাও পিছু পিছু বাহির হইয়া আসিল।

মা আসিয়া ক্লান্ত দেহে বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। নমিতা তাঁহার পায়ের কাছে আড় হইয়া শুইয়া পড়িয়া নিঃশব্দে পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

২৩

অবাধ্য ছেলের গোঁয়ার্ত্তমী-জেদ সংশোধনের জন্য স্নেহময়ী মাতা যেমন নিষ্ঠুর-কঠোর হইয়া উঠেন, নিজের অধীন উত্তেজনাদৃপ্ত মনটা শাসন করিবার জন্য নমিতাও তেমনই রূঢ়-কঠিন হইতে চেষ্টা করিল। সে নিজেকে তিরস্কার করিয়া বুঝাইল, "কে কোথায় কি বলিতেছে না-বলিতেছে, তাহা শুনিবার জন্য অত উৎকর্ণ হইয়া থাকিলে, সংসারের সহিত সম্পর্ক চুকাইয়া সর্ব্বত্যাগী সাজিতে হইবে! কিন্তু সে বৈরাগ্য গ্রহণ যখন আপাততঃ আদৌ সম্ভবপর নহে, তখন সাধারণ সংসারী মানুষের মত শান্ত-সংযত হইয়া নিজের ন্যায্য কর্ত্তব্যটা পালন করিয়া চলাই শ্রেয়ঃ।" দুর্ব্বিষহ অপমান-গ্লানি, অসহ্য দৈন্যলাঞ্ছনা, সব মাথায় থাক্; চোখের জল চোখে শুকাইয়া যাক্, মনের ব্যাথা মনে মরিয়া যাক্! হে ভগবন্, তোমার প্রসন্ন হাসিটুকু অন্তরে উজ্জ্বল-দীপ্ত থাকুক্, ইহাই প্রার্থনা; মানুষের হাসিখুসি কাণাকাণি কোলাহলের ঊর্দ্ধে, তোমার সান্ত্বনা-অভয়বাণী ঝঙ্কৃত হইতেছে! তাহা যেন স্থির কর্ণে অহরহঃ শুনিতে পায়। সমস্ত সুখ-দুঃখের ভার তোমার পায়ে ঢালিয়া দিয়া, সে যেন তোমার কার্য্যসাধনের জন্যই আপনাকে লঘু করিয়া লইতে পারে! ইহাই আশীর্ব্বাদ কর।

রাত্রে আহারাদির পর সুশীলকে লইয়া বিছানায় আসিয়া নমিতা নিস্তব্ধতার অবকাশে বিস্তর সংশয়-দ্বন্দ্বের সহিত যুঝিয়া সুশীল ঘুমাইবার অনেক পরে অস্বস্তিপূর্ণচিত্তে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। অনেক রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে সে শুনিল, কে বাহির হইতে ডাকিতেছে—"বিমলবাবু, বিমলবাবু!" কণ্ঠস্বরটা যেন সুরসুন্দরের বোধ হইল। চট্ করিয়া মাথা হইতে নিদ্রাঘোর ছুটিয়া গেল, স্পষ্টরূপে জাগিয়া নমিতার মনে হইল সে বুঝি স্বপ্ন দেখিতেছে। কারণ, আজ রাত্রের গাড়ীতে, এতক্ষণ সুরসুন্দর ত দেশে চলিয়া গিয়াছে! তবে এ ডাকে কে? অন্য কেউ?

আবার ডাক শুনিতে পাওয়া গেল,—"বিমলবাবু, বিমলবাবু!" এবার সন্দেহ নয়;—নিঃসংশয় সত্য, সুরসুন্দরই বটে! সহসা নমিতার আপাদমস্তক কেমন একটা ভয়-জড়তায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সে বুকের কাছে হাঁটু গুটাইয়া প্রাণপণে গুটিসুটি মারিয়া নিঝুম হইয়া পড়িয়া রহিল। সে নিজে সাড়া দিতে পারিল না, বা পার্শ্বের ঘরে গিয়া নিদ্রিত বিমলকে জাগাইতেও সাহস করিল না। আজ চারিদিক্ হইতে খোঁচা খাইয়া, তাহার মনটা নিজের অসঙ্কোচ-নির্ভীকতার উপর তীব্র বিমুখ হইয়া উঠিয়াছে!......সরল বিশ্বাসে, প্রশান্ত নির্ম্মল দৃষ্টি তুলিয়া, বড় উচ্চ আশায় জগতের সহিত অকপট সৌহার্দ্দ্য স্থাপনে সে অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু অকস্মাৎ যে এমন উগ্র-বিকট-দুর্গন্ধময় কর্দ্দমের ঝাপ্টা চোখে মুখে লাগিয়া তাহার শান্তিস্বাচ্ছন্দ্য বিধ্বস্ত করিয়া দিবে, তাহা ত তাহার জানা ছিল না! কিন্তু, যখন সে জানিয়াছে, তখন আর দুঃসাহস প্রকাশ করা নয়!

উপর্য্যুপরি ডাক শুনিয়া বিমলের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে উঠিয়া রাস্তার ধারের জানালা খুলিয়া সাড়া দিল। সুরসুন্দর বলিল, "আমি তেওয়ারী

কম্পাউণ্ডার। মিস্ স্মিথের কাছ থেকে আস্‌ছি। দিদিকে উঠিয়ে দেন; একটা 'কল' আছে; যেতে হবে।"

একটা শঙ্কিত আগ্রহ নমিতার বুকের মধ্যে চমকিয়া উঠিল! "কল!"—এতরাত্রে 'কল'!......নিশ্চয়ই খুব গুরুতর প্রয়োজন! সে নিঃশব্দে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল এবং উৎকর্ণ হইয়া শুনিল, বিমল জিজ্ঞাসা করিতেছে, "এখনই যেতে হবে? রাত্রি ১টা যে বাজে!"

উত্তরে আর এক ব্যক্তি ব্যগ্রভাবে বলিল, "ম'শাই, ডবল ফি দেওয়া হবে। আমাদের বড় বিপদ্। 'কলেরা কেস্' তার ওপর অসময়ে আটমাসে প্রসব হয়ে প্রসূতি মুমূর্ষু হয়ে পড়েছে, একটি নার্শের বড় দরকার। মিসেস্ দত্তকে আন্‌তে গেছলুম্; পাই নি। তাই আপনাদের এখানে আস্‌ছি। যেতেই হবে। আজ রাত্রিটা সেখানে থাকৃতে হবে। যা চা'ন দেব।"

"কলেরা কেস্"—"অসময়ে প্রসব হয়ে প্রসূতি মুমূর্ষু"—"নার্শের বড় দরকার"......কথা কয়টা যেন বজ্রঝঞ্ঝনায় আঘাত জাগাইয়া, ক্ষিপ্ত-আলোড়নে নমিতার মস্তিষ্ক বিচলিত করিয়া তুলিল! নিস্তেজ মনের সমস্ত আলস্য-জড়তা, মুহূর্ত্তে যেন ভাঙ্গিয়া চুর্‌মার্ হইয়া গেল; কোন দ্বিধা-সঙ্কোচের সমস্যা লইয়া হিসাব মীমাংসার সময় রহিল না। 'প্রয়োজন!......বড় প্রয়োজন!'......তাহার দাবী সকলের উর্দ্ধে!

পাছে সুশীলের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় বলিয়া সাবধানে খাটের উপর হইতে নামিয়া পড়িয়া, নমিতা অন্ধকারে হাতড়াইয়া, আন্‌লার দিকে অগ্রসর হইল। অনুমানে জামা-কাপড়গুলা টানিয়া নামাইয়া, যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত সে তাহা পরিতে লাগিল। বিমল আলো হাতে করিয়া দ্বারের কাছে আসিয়া ডাকিল, "দিদি!"

সন্ত্রস্ত হইয়া নমিতা বলিল, "চুপ!—সুশীল উঠে পড়বে। আমি

শুনেছি সব ; জামা কাপড় পর্‌ছি। তুমি চট্‌ করে যাও, লছ্‌মীর মাকে উঠিয়ে দাও। চেঁচিও না ; মা'র ঘুম ভেঙ্গে যাবে।"

বিমল গিয়া লছ্‌মীর মাকে উঠাইয়া দিল। লছ্‌মীর মা প্রস্তুত হইয়া আসিল। বেশী রাত্রে, বা দূরতর স্থানে ডাকে যাইতে হইলে লছ্‌মীর মা নমিতার সঙ্গে যাইত। তবে মিসেস্‌ স্মিথ্‌ সঙ্গে থাকিলে নমিতা কাহাকেও লইত না।

কার্ত্তিক মাস, নূতন শীত পড়িতেছে। নমিতা বিমলের গরম মলিদার চাদরখানা চাহিয়া লইল। এত রাত্রে ট্রাঙ্ক খুলিয়া তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড় বাহির করিবার সময় নাই। লছ্‌মীর মা কম্বল জড়াইয়া ঠিক হইয়া আসিয়াছিল। যথাসম্ভব সত্বর তাহারা বাহিরে আসিল। বিমল আলো লইয়া সঙ্গে আসিল।

বাহিরে রাস্তায় সুরসুন্দর ও আর একটি ভদ্রলোক দাঁড়াইয়াছিলেন। লোকটী দেখিবামাত্র খাস-বাঙ্গালী বলিয়া চিনিতে পারা যায়। তিনি সুরসুন্দরেরই সমবয়স্ক। মূর্ত্তিটি বেশ সৌম্য-সম্ভ্রান্ততা-পরিচায়ক। তাঁহার মুখে চোখে উদ্বেগ-বিবর্ণতার চিহ্ন ফুটিয়া রহিয়াছে।

বিমল সুরসুন্দরকে বলিল, "আপনার বাড়ী যাওয়া হ'ল না বুঝি ?"

সুরসুন্দর বলিল, "না, রাত্রি সাড়ে ন'টার সময় স্মিথের সঙ্গে এঁদের ওখানে গেছ্‌লুম ; এখন ফিরে এসে আবার ঔষধ-পত্র নিয়ে যাচ্ছি।" (নমিতার প্রতি) "মিস্‌ মিত্র, আপনার হাতে ব্যাণ্ডেজটা আছে ত ?"

নমিতা বলিল, "আছে।"

সুরসুন্দর বলিল, "হাতে ঘা আছে বলে স্মিথ্‌ আপত্তি করছিলেন, কিন্তু মিসেস্‌ দত্তকে যখন পেলুম না—"

বাধা দিয়া নমিতা বলিল, "আমার ব্যাণ্ডেজ ত' খুব ভাল রকমেই

বাঁধা আছে। একটু সাবধানে কাজ কর্‌ব। তা হলেই হবে। চলুন্, কতদূরে যেতে হবে?"

সু। গঙ্গার ও-পারে, লালবাজারে।—সাম্‌নে ঘাটে নৌকা আছে।

"বেশ চলুন্।" এই বলিয়া বিমলের দিকে চাহিয়া নমিতা বলিল, "সুশীল একলা আছে, তুমি তার বিছানায় শোওগে যাও। মাকে বোলো যেন না ভাবেন। বাড়ীর দুয়ার বন্ধ করে যাও।"

তাহারা শীঘ্র গঙ্গার ঘাটে আসিয়া নৌকায় উঠিল। নৌকা খুলিয়া দিল। চারিজন দাঁড়ি প্রাণপণ-বলে দাঁড় বহিতে লাগিল। গঙ্গার উপর খুব ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছিল। সকলে 'ছই'এর মধ্যে আশ্রয় লইল। লছ্‌মীর মা সুরসুন্দরের সহিত আলাপ জুড়িল। অপরিচিত 'বাবুটির' পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া সে জানিল যে, তিনি এখানকার বাসিন্দা নহেন; —ভাগিনেয়ের পীড়ার সংবাদ পাইয়া আজ এখানে আসিয়াছেন; সঙ্গে মাতাও আসিয়াছেন। ভাগিনেয়টি মারা গিয়াছে। এখন ভগিনী পীড়াক্রান্তা!—একে সদ্যঃ পুত্রশোক, তাহাতে সান্ন্যাতিক-ব্যাধি! তাহার উপর অসময়ে প্রসব!—রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

নমিতা শুনিল ভদ্রলোকটির নাম চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। চন্দ্রবাবু সমস্ত পথ একটিও কথা কহিলেন না; বিমর্ষভাবে চুপ করিয়া রহিলেন। ক্রমে নৌকা আসিয়া ও-পারে ভিড়িল। সকলে নামিয়া দ্রুতপদে চলিলেন।

কিছু দূরে আসিয়া, বাড়ী দেখিতে পাওয়া গেল। বৈঠকখানায় আলো জ্বলিতেছিল। দুই তিন জনের কথার সাড়াও পাওয়া গেল। তাহারা আসিয়া সেখানে উঠিলেন।

ঘরের দুয়ার জানালা সব বন্ধ; তামাকের ধোঁয়ায় সমস্ত ঘরখানা ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে। দুইজন হিন্দুস্থানী ভৃত্যশ্রেণীর লোক সেখানে

উপস্থিত রহিয়াছে। তাহাদের একজন এক কোণে মেঝের উপর পড়িয়া আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছে; অন্য ব্যক্তি নিদ্রালস-চক্ষে বসিয়া বসিয়া 'তামাকুল' ভরিয়া কলিকা সাজাইতেছে। ঘরের মেঝেময় টিকা, তামাক, ছাই-গুল ছত্রাকারে ছড়ান রহিয়াছে। এখানে যে অবিশ্রাম তামাক পুড়িতেছে, সেগুলি যেন তাহারই জাজ্বল্যমান সাক্ষ্য!

ঘরের মাঝখানে তক্তপোষের উপর ময়লা সতরঞ্চি ও ততোধিক ময়লা তাকিয়া লইয়া দুইজন বাঙ্গালীবাবু বসিয়া আছেন। একজন শীর্ণাকৃতি, ফর্শা-রং, প্রৌঢ়;—অপর ব্যক্তি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সুবিশাল, গ্যাটা গোটা বলিষ্ঠ চেহারার যুবা। তাঁহার রং আধময়লা, দাড়ি-গোঁফ কামানো, মুখের গঠনে সুন্দর শ্রীছাঁদ, কিন্তু অস্বাভাবিক আত্মম্ভরিতার গর্ব্ব যেন সেখানে নিষ্ঠুর-কর্কশ ভাবে ফুটিয়া রহিয়াছে।—দেখিলেই মনে হয়, লোকটি দানে-খুনে, সকল তাতেই সমান সিদ্ধহস্ত।—তাঁহার গায়ে উৎকৃষ্ট সিল্কের কোট ও তাহার উপর জরির হাঁসিয়াদার মূল্যবান্ শাল। কিন্তু দুইটাই অত্যন্ত ময়লা-ধরা। মাথায় সযত্নে কোঁকড়ান চুলে চকচকে-মাজা টেড়ি!—যেন যত কিছু সৌখীনতা ও পরিচ্ছন্নতা মগজ ফুড়িয়া চুলের উপর ঢেউ খেলাইতেছে! প্রৌঢ় লোকটির বেশভূষা সাধারণ, তবে তাঁহার মুখ-চোখের ভাব দেখিয়া খুব সতর্ক-চতুর স্বভাবের লোক বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। তিনি বসিয়া গুড়গুড়ির নল টানিতেছেন, আর মাঝে মাঝে থামিয়া খুব দ্রুত স্বরে তড়্ বড়্ করিয়া বকিতেছেন।

সুরসুন্দর প্রভৃতি ঘরে ঢুকিতেই তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিলেন, "কি হ'ল, কি হ'ল? ওষুধ্ পেলে? যন্তর?—বহুৎ আচ্ছা! নার্শের কি হ'ল? মিসেস্ দত্ত এলেন না বুঝি?—"

সুরসুন্দর বলিল, "তাকে পাই নি। আর একজন এসেছেন।"

"কই কই।"—এই বলিয়া তিনি ব্যগ্রভাবে দ্বারের দিকে চাহিলেন;

তারপর বিস্ময়ে ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া খরনয়নে নমিতাকে দেখিতে লাগিলেন। টেড়িওয়ালা বাবুটিও চকিত-নয়নে সে-দিকে একবার চাহিলেন; তারপর একটু কাশিয়া, নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন। ক্ষণপরে মুখ হইতে সিগার নামাইয়া তিনি ছাই ঝাড়িয়া, ডানদিক্ হইতে তাকিয়াটা টানিয়া বাঁ-দিকে সরাইলেন ও তা'র উপর হেলিয়া বসিয়া খুব গম্ভীরভাবে একমনে সিগার টানিতে টানিতে আড়-চোখে দুয়ারের দিকে চাহিতে লাগিলেন।

চন্দ্রবাবু বলিলেন, "ডাক্তারবাবু, এখন অবস্থা কেমন?"

প্রৌঢ় ব্যক্তি বলিলেন, "ভাল,—কিছু ভাল। আমার সঙ্গে মেমের মতের মিল হয়েছে। আমি যা বল্লুম, মেম সেই ওষুধ্ই দিলেন। পনের মিনিট ঘুম হয়েছিল। মেম বল্লেন, 'কিছু সুরাহা।'—নয় হে গৌর?"—

'গৌর'-নামধেয় শ্যামবর্ণ বাবুটি বলিলেন, "হুঁ, আমরা এই কতক্ষণ সেখান থেকে আস্‌ছি।" তক্তপোষের কোণে ঠুকিয়া সিগারেটের ছাই ঝাড়িতে ঝাড়িতে প্রবল মুরুব্বি-আনার ভঙ্গীতে গাম্ভীর্য্যপূর্ণ পরিহাসের হাসি হাসিয়া গৌরবাবু পুনশ্চ বলিলেন, "তারপর বড়কুটুম চন্দরবাবু, সতীশও এবার চম্পট্ দিলে!"—

"বড়কুটুম" চন্দ্রবাবু উক্ত সুরসাল সম্ভাষণে কিছুমাত্র স্নিগ্ধ হইতে পারিলেন না; উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "সতীশ চলে গেল! বাড়ী ছেড়ে চলে গেল? কোথায় গেল?"—

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে প্রৌঢ় বাবুটি তড়্‌বড়্ করিয়া বলিলেন, "ও ছোক্‌রার শরীরে আক্কেলগন্ধ কিছুই নাই। আরে বাবু! বাড়ীতে রোগ, পালাপালি কর্‌লে চল্‌বে কেন? এই যে আমরা—আমরা রইছি না? হুঁ, কে বলে বল? মুরুক্‌খু হলে নানা দোষ! বড় ভাইটা অমনি, বাড়ীতে এমন বিপদ্, চেয়ে দেখলে না; ছেলে-

পরিবার নিয়ে চোঁ-চা চম্পট্ দিলে শ্বশুর-বাড়ীতে! এইটে কি যতীশের উচিত কাজ হ'ল—!"

বুক চিতাইয়া উৰ্দ্ধমুখে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া, গম্ভীরভাবে গৌরবাবু বলিলেন, "আরে যতীশটা গাধা, গাধা।"

চন্দ্রবাবু অধিকতর ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, সতীশ গেল কোথা ম'শাই ?—"

প্রৌঢ়বাবুটি সে-কথা শুনিতে পাইলেন না ; তড়্‌বড়্ করিয়া নিজের কথাই কহিতে লাগিলেন,—"তবে বল্‌বে, তোমরা কর্‌ছ কেন ? কি করি ? পরের উব্‌কার। আমায় কেউ 'সময়ে' মানুক্, না মানুক্—অসময়ে কিন্তন্, এই মিঞাই বুক দিয়ে পড়ে সবার ভাল করে! লছমন্ ভকত, গণেশবাবু, এরা বলেন লালবাজারে মানুষের সেরা মানুষ হচ্ছে, ময়েশ-ডাক্তার!—কি হে গৌর বল ?—"

গৌর কিছু বলিবার আগেই চন্দ্রবাবু অধীর হইয়া বলিলেন, "গৌরবাবু বলুন্ ম'শায়, সতীশ কি আর আসবে না, বলে গেছে ?—"

গৌরবাবু অধিকতর মুরুব্বি-আনার সহিত হাসি-হাসি-মুখে পরম মনোযোগসহকারে সিগারেটে দুইটা বড় বড় টান দিয়া, হাঃ-হাঃ করিয়া আধা-হাসির আধা-কাশির অভিনয় করিয়া ধূম ছাড়িতে ছাড়িতে বলিলেন, "আসবে না কেন ?—তবে এখন কি না, শ্রীঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলে ত!—এখন উপাসনা, ওর নাম কি নিদ্রা চলুক্। শয়নে পদ্মলাভ আর কি ?—" বলিতে বলিতে ডানপায়ের হাঁটু উঁচু করিয়া, তাহার উপর বাঁ পা উঠাইয়া, আড়ভাবে রাখিয়া, সুকৌশলে লীলাভঙ্গি-সহকারে মৃদু মৃদু পা নাচাইতে নাচাইতে খুব একটা গূঢ়ার্থ-ব্যঞ্জক সরল হাসি হাসিতে লাগিলেন।

তাঁহার এই অসাময়িক রসিকতা নমিতার অত্যন্ত অসহ বোধ হইল ;

কিন্তু কি বলিবে,—এই অপরিচিত ভদ্রসন্তানকে? কাজেই সে চুপ করিয়া রহিল। চন্দ্রবাবুও যেন থতমত খাইয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন! সুরসুন্দর বিরক্ত ভাবে বলিল, "ম'শাই মাপ করুন, রোগীর প্রাণসঙ্কট অবস্থা!—সোজা কথায় বলুন, খ্রীঘর কি?"

তাকিয়া ছাড়িয়া, তীরবেগে সোজা হইয়া বসিয়া গৌরবাবু হঠাৎ অতিশয় উদ্ধত ভাবে তর্জ্জন করিয়া মোটা গলায় বলিলেন, "তুমি কে হে বাপু! তুমি থাম; এখানে চালাকি করতে এস না। বুড়ো মোল্লারে কয়দা শেখাতে এসেছ? ওঃ! ভারী তো হে কম্পাউণ্ডার তুমি!"

সকলে স্তম্ভিত নির্ব্বাক্! অকস্মাৎ এ প্রচণ্ড গর্জ্জনের কারণ কি? —অবাক্ হইয়া সুরসুন্দর ও চন্দ্রবাবু পরস্পর মুখ-চাওয়াচায়ি করিতে লাগিলেন। নমিতার কাণ-দুইটা গরম আগুন হইয়া উঠিল! পরিচ্ছদের মূল্য মহার্ঘতায় যে, মানুষ ভদ্রলোক হইতে পারে না,—ইচ্ছা হইল, সেটুকু সবিনয়ে উক্ত শালওয়ালা বাবুকে বুঝাইয়া দেয়! কষ্টে আত্মদমন করিয়া চন্দ্রবাবুকে সে বলিল, "ম'শাই রুগীর ঘর দেখিয়ে দিন;—আমাদের কাজ সেখানে।"

চন্দ্রবাবুর চমক ভাঙ্গিল; বলিলেন—"এই যে আসুন—।"

তাঁহারা অগ্রসর হইয়া যখন দ্বারের কাছে আসিয়া পৌছিয়াছেন, তখন কি ভাবিয়া কে জানে, প্রৌঢ় মহেশবাবু বলিলেন, সতীশ আড়ৎ-ঘরে গেছে। বাড়ীতে ঘুমের ব্যাঘাত হয়, তাই এখানে রইল না; সেইখানে ঘুমুচ্ছে।"

"উত্তম"—বলিয়া চন্দ্রনাথবাবু ঘর পার হইয়া গেলেন। অন্য সকলে নিঃশব্দে তাহার পিছু চলিল।

নানাজাতীয় জঙ্গলে ভর্ত্তি একটা প্রকাণ্ড সান-বাঁধা উঠান পার হইয়া একটা দালান পাওয়া গেল। দালানেও গৃহস্থালীর বিস্তর রকম তৈজস-

পত্র ছড়ান ছিল। সে দালান পার হইয়া আর একটা স্যাঁৎসেঁতে ভাব্‌সা গন্ধ-ধরা ঘর পাওয়া গেল; সে ঘরের ভিতর দিয়া গিয়া, আর একটি ছোট দালান পার হইয়া, তাহারা রোগীর ঘরে ঢুকিল।

ঘরে ছত্রাকারে নানাদ্রব্য ছড়ান, পা বাড়াইবার স্থান নাই। একপাশে কতগুলা ময়লা তেল-চিটা দুর্গন্ধে ভরপুর বালিশ ও বিছানা স্তূপাকার করা রহিয়াছে। খাটের উপর সামান্য বিছানা ও অয়েল-ক্লথের উপর একটি তেইশ-চব্বিশ বছরের ক্ষীণকায়া যুবতীর অচৈতন্য দেহ পড়িয়া আছে। স্মিথ্ নিকটে বসিয়া নাড়ী দেখিতেছেন, আর একটি বর্ষীয়সী বিধবা,—বোধ হয় চন্দ্রবাবুর মাতা,—একপাশে বসিয়া চক্ষের জল মুছিতেছেন! ঘরের একপাশে গুলের আগুন জ্বালিয়া, একটি সদ্যঃপ্রসূত ক্ষুদ্র শিশুকে একজন হিন্দুস্থানী দাই সেঁক দিতেছে।

ইঁহারা ঘরে ঢুকিতেই, স্মিথ্ মুখ তুলিয়া চাহিয়া একটু ক্ষুণ্ণভাবে বলিলেন, "নমি এলে!—তেওয়ারী, তুমি সব জিনিস পেয়েছ? আচ্ছা, ওষুধ্‌টা চট্ করে তৈরী কর। শোন শোন, কিছু খেয়ে এসেছ বাবা?—"

কুণ্ঠিত বিনয়ের হাসি হাসিয়া সুরসুন্দর মৃদুস্বরে বলিল, "চাকর'রা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল;—ওঠাতে গেলে দেরী হবে বলে—"

ভর্ৎসনার স্বরে স্মিথ্ বলিলেন, "নির্ব্বোধ। সব জিনিস তৈরী ছিল, বলে দিই নি? আমার বাড়ী!—তুমি ত' সেখানকার জামাই নও বাবা? যাও, এখন ক্ষুধা পরিপাক কর!—এমন অবাধ্য!"

সুরসুন্দর ঔষধ প্রস্তুতের অছিলায় তাড়াতাড়ি বাহিরে পলায়ন করিল। নমিতার দিকে চাহিয়া স্মিথ্ বলিলেন, "হাতটা পুড়িয়ে দেব না কি? এস ত দেখি ব্যাণ্ডেজটা।"

নমিতা হাত দেখাইল। স্মিথ্ ব্যাণ্ডেজটা ভাল করিয়া ঘুরাইয়া

ফিরাইয়া দেখিলেন ; তারপর বলিলেন, "আচ্ছা চল্‌বে ;—কাজ কর। কিন্তু তোমায় অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করাই আজ আমার উচিত নয় কি ? —ভারী দুঃসাহস !......এই যে বুড়ী দাইজী সঙ্গে আছ ; ভালই। মা নিশ্চিন্ত থাক্‌বে ! যাও লছ্‌মীর মা পাশের ঘরে সতরঞ্চি বিছান আছে ; ঘুমাও গিয়ে।"

দু-একটা কথার পর, লছ্‌মীর মা চলিয়া গেল। স্মিথ্‌ চন্দ্রবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মহাশয়, মিসেস্‌ দত্ত কি বলে ফিরিয়ে দিলেন ?—"

চন্দ্রবাবু বলিলেন, "তার সঙ্গে দেখা হয় নি। বাসার চাকর বল্লে, তিনি ডাক্তার মিত্রবাবুর সঙ্গে 'কলে' বেরিয়েছেন, আজ ফিরিবেন না।—"

স্মিথ্‌ একটু সংশয়ের স্বরে বলিলেন, "কলে বেরিয়েছেন ? ফির্‌বেন না ?"

সঙ্গে সঙ্গে উৎকট বিস্ময়ের সহিত নমিতার মনের মধ্যেও একটা তীক্ষ্ণ সংশয় সজোরে বহিয়া গেল। কিন্তু এখন কোন কথা কহিবার সময় নাই বলিয়া, সে চুপ করিয়া রহিল। নমিতা স্মিথের ইঙ্গিত মত কাজ আরম্ভ করিল। সুরসুন্দর নূতন ঔষধ তৈয়ারী করিতে পার্শ্বের ঘরে চলিয়া গেল। হাঁসপাতাল হইতে ঔষধপত্র সব আনা হইয়াছিল, এখন আবার নূতন ঔষধ আনা হইল।

সুরসুন্দর ঔষধের 'গ্ল্যাশ' লইয়া ঘরে ঢুকিতেছে, এমন সময়ে পূর্ব্বোক্ত গৌরবাবু ও মহেশবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহেশবাবু দ্বারের সম্মুখে আড় হইয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কি ওষুধ দিচ্ছ হে ?"

গ্ল্যাশের উপর হাত চাপা দিয়া সুরসুন্দর বলিল, "অনুগ্রহ করে একটু সরুন্‌, আগে ওষুধটা খাইয়ে দিই ; ঝাঁজ উড়ে যাচ্ছে।"

ভাল করিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া মহেশবাবু একটু জিদের সহিত বলিলেন, "আহা, বলেই যাও না বাপু!"

এবার স্বরসুন্দর চটিল। রুক্ষস্বরে বলিল, "ভাল গ্রহ ত! ম'শাই, আমি সে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নই। ও-ঘরে 'প্রেসক্রপসান' পড়ে আছে, খুসি হয় গিয়ে দেখুন।"

সহসা রুখিয়া দাঁড়াইয়া উদ্ধত কর্কশ ভাবে রূঢ় চীৎকারে গৌরবাবু হাঁকিলেন,—"ইউ আর ভেরি ব্যাড্, ফুল! তুমি জান, উনি একজন মেডিকেল প্র্যাকৃটিসানার!"

গৌরবাবু অকস্মাৎ এত জোরে চীৎকার করিয়াছেন যে, গৃহস্থ সকলেই চমকিয়া উঠিয়াছিল;—এমন কি মহেশবাবু পর্য্যন্ত! তিনি ভয়ে থতমত খাইয়া, পথ ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "যাও, যাও, যাও।"

স্বরসুন্দর দীপ্তনেত্রে মুহূর্ত্তের জন্য গৌরবাবুর দিকে চাহিল; তারপর আত্মসংবরণ করিয়া নম্রভাবে বলিল, "ম'শাই, রোগীর ঘর দাঙ্গার জায়গা নয়; গুণ্ডামী কর্‌তে হয়, বাইরে যান।"

স্বরসুন্দর অগ্রসর হইয়া রোগীর কাছে আসিল। নমিতা ক্ষিপ্রহস্তে চাম্‌চে করিয়া চাড় দিয়া রোগীর মুখ খুলিলে, স্বরসুন্দর মুখে ঔষধ ঢালিয়া দিয়া, নাক টিপিয়া ধরিতেই সংজ্ঞাহীন রোগী ঢোক গিলিয়া ঔষধ গলাধঃকরণ করিল।

স্বরসুন্দর ফিরিয়া দাঁড়াইয়া শান্তভাবে বলিল, "ম'শাই, আপনি ভদ্রলোকের ছেলে, আপনার সম্মানে আঘাত কর্‌তে আমি চাই না।—তবে এটুকু বলে রাখ্‌ছি, মনে রাখবেন—পয়সার গরমে মানুষ ভদ্রলোক হতে পারে না। ভদ্রতার পরিচয় ব্যবহারেই প্রকাশ পায়!"

মহেশবাবুর দিকে চাহিয়া গৌরবাবু বলিলেন, "শুনুন্ শুনুন্, তেজের কথা শুনুন্।"—স্বরসুন্দরের দিকে কট্‌মট্ চক্ষে চাহিয়া তিনি বলিলেন,

"তুমি জান, গলাধাক্কা দিয়ে তোমায় এ বাড়ী থেকে দূর করে দেবার ক্ষমতা আমার আছে ?"

স্মিথ্ এতক্ষণ চুপচাপ্ বসিয়া সব দেখিতেছিলেন ; এইবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভ্রূ-কুঞ্চন করিয়া তীব্রস্বরে বলিলেন, "কখনই না।—এ-বাড়ীর ওপর তোমার কর্ত্তৃত্বের ক্ষমতা থাকৃতে পারে ; কিন্তু এই ঘরে,—রোগীর ঘরে শান্তিরক্ষার জন্য সকল রকম ক্ষমতা পরিচালনের অধিকার আমার আছে ! বেশী বাড়াবাড়ি কোরো না ; আমি পুলিশের সাহায্য নিতে বাধ্য হব ; রোগীর প্রাণের জন্যে তোমায় দায়ী কর্‌ব।—যাও, সসম্মানে বল্‌ছি —স্থান-ত্যাগ কর।"

গৌরবাবু মুহূর্ত্তের জন্য হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর অপমানের কোন প্রতীকার উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া, নিষ্ফল আক্রোশে হাত দুইটা উর্দ্ধে ছুঁড়িয়া দাঁত কড়মড় করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা দেখ্‌ব !—প্রমথ ডাক্তার আমার হাতে আছে !—" তিনি সশব্দ পদাঘাতে দালান কাঁপাইয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

মহেশবাবু ভয়বিহ্বলস্বরে বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ, কি সর্ব্বনাশ ! কেঁচো খুঁড়্‌তে সাপ ! বাবা ! গৌর ! ও কি সহজ ছেলে ! ওকে চটান, ও বাবা !"

মিস্ স্মিথ্ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "ডাক্তারবাবু, আপনার সঙ্গী ঐ অদ্ভুত মেজাজের কর্ত্তৃত্বপ্রিয় নবাবটির পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি ?"

মহেশবাবুর তড়্‌বড়ে কথাবার্ত্তা সব জড়াইয়া গেল। ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া শুষ্ককণ্ঠে থামিয়া থামিয়া তিনি বলিলেন, "ও গণেশবাবু, এখানকার প্রধান গোলাদার মহাজনের ছেলে ! ও কি সাধারণ লোক ! ও ইচ্ছে কর্‌লে এখনই পঞ্চাশ জন লাঠিয়াল্ এখানে হাজির কর্‌তে পারে ! সতীশের সঙ্গে বন্ধুত্ব, তাই এ বাড়ীতে এসে বসে আছে ; নইলে, ওর

পায়া ধরে কে ? ও মনে কর্‌লে, পঞ্চাশ কি ? পাঁচশো লাঠিয়াল এনে হাজির করতেও পারে......।”

গল্পবাজ ভদ্রলোকটির অনুমানের বহর ও গল্পের দৌড় ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া, স্মিথ্ সকৌতুকে হাসিয়া বলিলেন, “তবেই ত সাজ্ঘাতিক। এবার থেকে দেখ্‌ছি দুশো পাঁচশো শরীররক্ষী সঙ্গে না থাকলে এরকম সব ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় অসম্ভব!”

নিজের মতের বিরুদ্ধে কথা শুনিলে অনেকে যেমন ক্ষেপিয়া উঠেন, মহেশবাবুও তেমনই ক্ষেপিয়া উঠিলেন ; ঘন ঘন গোঁফ কাঁপাইয়া, গলার শিরা ফুলাইয়া, উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, “কি বলেন গো!—জিজ্ঞেসা করবেন মিসিস্ দত্তকে ; গণেশ চক্কোবতীর ছেলে গৌরাঙ্গ চক্কোবতীকে চেনেন সে, তিনি। জলজ্যান্ত মানুষকে খুন ক’রে ও-লোক সাম্‌লে নেয়! বিধবা বোন্ ছেলেমানুষ,—সে না হয় একটা ভুলই করে ফেলেছিল! তা ব’লে খুন করবে!—পেরমথ মিত্তির কন্‌কনে আড়াই হাজার টাকা গুণে মোট বেঁধে নিয়ে গেল, আর মিসিস্ দত্ত নগদ সাত শ!—পুলীশের দারোগা ভ্যাবাচ্যাকা মেরে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল!—”

গৃহস্থ সকলে স্তম্ভিত নির্ব্বাক্! কেবল অবিচলিত রহিলেন মিস্ স্মিথ্। বেশ শান্তভাবে, তিনি মহেশবাবুর হাত ধরিয়া নিজের পরিত্যক্ত চেয়ারটির উপর বসাইয়া দিয়া, নিম্নকণ্ঠে বলিলেন, “ধীরে—মহাশয় ধীরে! আমার রোগী অত্যন্ত ক্লান্ত, একটু আস্তে কথা বলুন অনুগ্রহ করে।—হাঁ, তারপর বলুন এই জুলাই মাসে, ডেড্?—হাঁ স্মরণ হয়েছে ; সতেরই জুলাই সেই লাশ ‘পোষ্টমর্টেম’ করবার জন্যে হাঁসপাতালে যায়, না?—আর আপনি এবং ঐ ভদ্রলোক, আর একটি অপরিচিত ব্যক্তি—তিনজনে একদিন ডাক্তার প্রমথবাবুর সঙ্গে, হাঁস-

পাতালে, আমাদের বস্‌বার ঘরে বসেই ঐ টাকার কথা নিয়েই তর্ক করছিলেন নয়? ডাক্তারবাবু বোধ হয়, এই রিপোর্ট লেখ্‌বার জন্যই তিন হাজার টাকা চাইছিলেন না?”

অতিক্রোধীর মাথায় খুন চাপিলে তাহার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না; অতিবক্তা মানুষের মনে বক্তৃতার ঝোঁক চাপিলে গুপ্ত-কথা ব্যক্ত করিতে সে দ্বিধা করে না। মহেশবাবু সদর্পে বলিলেন, “তিন হাজার! পাঁচ হাজার চেয়েছিলেন!—আমি মাঝে ছিলুম, তাই আড়াই হাজারে পার পেলে! হয়-নয় সুহৃন গৌরকে!—”

গম্ভীরভাবে স্মিথ্‌ বলিলেন, “ধন্যবাদ মহাশয়, গৌরকে জিজ্ঞাসা নিষ্প্রয়োজন; আমি আপনার কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বিবেচনা করি। অনুগ্রহ করে রোগীর ধমনী-গতি গণনা করুন। এই নিন্‌ আমার ঘড়ি।—মনোযোগ দিয়ে গুণ্‌বেন, ভুল না হয়। নমিতা, আলোকটা দেখাও। সুরসুন্দর, একবার এ ঘরে এস!”

মিস্‌ স্মিথ্‌, সুরসুন্দরকে লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। একটা অভাবনীয় আতঙ্কে নমিতার বুক দুড়্‌ দুড়্‌ করিতে লাগিল। এ সব কি ভীষণ কথা সে শুনিল! সে কি জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে!...... আজ সন্ধ্যার পর ডাক্তার মিত্রের নিকট যে সব কথা সে শুনিয়াছে, তাহার আবছায়াগুলাও মনে পড়িতে লাগিল। নমিতার মাথার মধ্যে যেন গোলমাল বাঁধিয়া গেল।

স্বভাব-চঞ্চল মহেশবাবু দুই তিনবার গণনাকার্য্যে ভুল করিয়া, অনেক কষ্টে স্থির হইয়া, শেষে গণনা শেষ করিলেন। নমিতার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “হাণ্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইব!—এ-রকম অবস্থায় এও ত বেশী;—খুবই বেশী।”

সংযত হইয়া নমিতা অনুমোদনের স্বরে বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, বেশী বৈ কি!—"

নিজের মত সমর্থন হওয়ায় মহেশবাবু অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। প্রফুল্ল মুখে বলিলেন, "বেশী! কি বল এ্যাঁ?"—তারপর "ক্ষীণে চ প্রবলা নাড়ী……" ইত্যাদি গড়্‌গড়্‌ করিয়া একনিঃশ্বাসে কতকগুলা কথা বলিয়া শেষে হঠাৎ বলিলেন, "হাঁ্যা, ভাল কথা, তোমার নামটি কি মা?—"

"মা!"—নমিতার কাণ জুড়াইল। লোকটির এতক্ষণকার যথেচ্ছ বক্‌বকানি ও অতিবক্তৃতার চোটে তাহার কাণ ঝালাপালা হইয়া গিয়াছিল; এতক্ষণে তাহার মনের সমস্ত অবজ্ঞা-বিরক্তি মুছিয়া গেল! স্মিতমুখে সবিনয়ে সে বলিল, "আমার নাম,—কুমারী নমিতা মিত্র।—"

তিনি বলিলেন, "নমিতা মিত্র? নমিতা মিত্র?—কই, তোমার নাম ত শুনি নি! তুমি আর কখনো এদিকে 'কলে' আস নি, কি বল?—"

নমিতা সংক্ষেপে বলিল, "আজ্ঞে না। এই প্রথম।"

তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "ওঃ তাই বল। এ তল্লাটে এলে আমি নিশ্চয়ই জান্‌তে পারতুম। এদিকে সবই ত আমার রোগী!—আমায় না জানিয়ে কেউ অন্য লোককে আন্‌তে পারে না।—আমি যাকে বলে দেব, তাকেই আন্‌বে! বুঝ্‌লে মা, মিসেস্ দত্তকে,—সেও আমি তাঁর এদিকে পসার করিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা, আলাপ-পরিচয় ত হ'ল; এবার থেকে তোমাকেও 'কল' দেব।"

নমিতা মনে মনে হাসিল; ভদ্রলোকের অভ্যাসটা বড় নিদারুণ! আত্মশ্লাঘা-প্রচারের ধুয়াটি কোন মতেই ছাড়িতে পারিতেছেন না। ধৈর্য্যশীল লোক হইলে ইহার সহিত সমানে বকিয়া বেশ কৌতুক

জমাইতে পারে, কিন্তু নমিতার যে তত কথা কহিবার শক্তি নাই! বিপদ্ এড়াইবার জন্য নমিতা সদ্যঃপ্রসূত শিশুটিকে দেখাইয়া বলিল, "ওর অবস্থা একবার দেখুন ;—অনেকক্ষণ দেখা হয় নি।"

তিনি উঠিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় মিস্ স্মিথ্ ও সুরসুন্দর আসিয়া ঘরে ঢুকিল। মহেশবাবু আর উঠিলেন না।

চন্দ্রনাথবাবুর দিকে চাহিয়া স্মিথ্ গম্ভীর নম্রস্বরে বলিলেন, "আপনা-দের কাছে ক্ষমাভিক্ষা কর্‌ছি ; বাধ্য হয়ে এখানে একটি অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের অবতারণা করা হচ্ছে। ত্রুটি নেবেন না।—"

২৪

কৌতূহলী মহেশবাবু উট্‌মুখো হইয়া হাঁ করিয়া বসিয়া রহিলেন, কিন্তু স্মিথ্ তাঁহাকে কোন কথাই বলিলেন না। ডানহাতে আলোটী তুলিয়া ধরিয়া, বাঁহাতে নিজের নোট-বুকের এক স্থান খুলিয়া চন্দ্রনাথ বাবুর সাম্‌নে ধরিয়া সস্মিত মুখে বলিলেন, "ন্যায় ও ধর্ম্মের নামে অনুরোধ কর্‌ছি, মহাশয় সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আমায় সাহায্য করুন,—অনুগ্রহ করে দেখুন, হিসাবটী ঠিক হয়েছে ?—"

চন্দ্রবাবু নোটবুকের নির্দ্দিষ্ট স্থানটী মনোযোগ দিয়া দেখিলেন। তাঁহার মুখে বিস্ময়-চিহ্ন পরিস্ফুট হইল। উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে মিস্ স্মিথের পানে চাহিয়া তিনি কি বলিতে যাইতেছিলেন, স্মিথ্ বাধা দিয়া বলিলেন, "ক্ষমা করুন. আমার প্রশ্নের উত্তর দেন,—ইহা সত্য কি না ?—"

তিনি বলিলেন, "অবশ্য—-বর্ণে বর্ণে,—"

"ধন্যবাদ" বলিয়া স্মিথ্ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সুরসুন্দরের দিকে চাহিলেন। সুরসুন্দর নীরবে অগ্রসর হইয়া তাহার হাতের দোয়াত কলমটি মহেশ-

বাবুর সামনে রাখিল। স্মিথ নিজের নোটবুকখানি মহেশবাবুর সামনে ধরিয়া বলিলেন, "মহাশয় অনুগ্রহ করে এতে নাম সই করুন,—"

মহেশবাবু এবার যেন ভড়্কাইয়া গেলেন, ভীতভাবে বলিলেন, "কি, ও ?"—

স্মিথ্ ধীরভাবে বলিলেন, "মহাশয় এইমাত্র সরলান্তঃকরণে যে সত্যটুকু স্বীকার করেছেন,—অর্থাৎ ডাক্তার পি, মিত্র যে রিপোর্ট লেখ্বার জন্য গৌরবাবুর কাছে আড়াই হাজার টাকা ফিজ্ নিয়েছেন—সেটুকু আপনি প্রত্যক্ষ অবগত আছেন, এ কথাটা নোটবুকে টুকে রাখলুম, বলা যায় না ভবিষ্যতে যদি দরকার হয়, আপনি সই করে রাখুন,—"

চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিয়া মহেশবাবু তড়্বড়্ করিয়া বলিলেন, "ওরে বাস্‌রে—ওরে বাস্‌রে, সে আমি পার্‌ব না !"

সুরসুন্দর প্রস্তুত ছিল, সে দৃঢ়মুষ্টিতে মহেশবাবুর হাত টিপিয়া ধরিয়া বলিল, "মশায়, আসুন, একজন সরকারী কর্ম্মচারীকে উৎকোচ দানে বশীভূত করার বিষয়ে আপনিও লিপ্ত আছেন,—জানেন আপনিও আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হতে পারেন—"

ভয়বিহ্বল মহেশবাবু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। স্মিথ্ বলিলেন, "ডাক্তারবাবু, চিকিৎসকের কর্ত্তব্য দায়িত্বে আমি আবদ্ধ, বাদানুবাদে সময় নষ্ট করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, সই করুন।"

সুরসুন্দর মৃদুস্বরে বলিল, "এখন অস্বীকার করে বিবাদ ডাক্‌বেন না, ঐ ভদ্রলোক চন্দ্রবাবু উনি আমাদের সাক্ষী, জানেন,—আপনি জানেন না বোধ হয়, এ বাড়ীর নবাগত কুটুম্ব ঐ চন্দ্রবাবু—উনি একজন পুলিস সব্‌ইনেস্‌পেক্টার,—"

মহেশবাবু এবার প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। লালপাগড়ীর নাম-

মাহাত্ম্য মন্ত্রৌষধির কাজ করিল, যোড় হাতে ব্যাকুল ভাবে বলিলেন, "তবে, তবে,—তবে—"

চন্দ্রবাবু অগ্রসর হইয়া আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "আপনার ভয় নাই, সই করে রাখুন, যদি পুলিস কেস্ থেকে দায়রা সোপ্‌রদ্দ হয়, আপনার দোষ হাল্কা হয়ে যাবে, আপনি রাজার তরফে সাক্ষীগণ্য হবেন,—"

অনেক সান্ত্বনা, উৎসাহ, অভয় আশ্বাসের পর মহেশবাবু সহি করিতে স্বীকৃত হইলেন। যোড় হাতে পুনঃ পুনঃ বলিলেন, "যেন গৌর না টের পায়, তা'হলে, আমায় জ্যান্ত পুঁতে ফেল্‌বে,—"

সকলে তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিলেন। স্মিথ্ আরো তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিলেন যে,—"যেন তিনি গৌরবাবুকে ইহার এক বর্ণও ঘুণাক্ষরে না জানান, তাহা হইলে উল্টা বিপদে পড়িবেন,······ইত্যাদি।"

মহেশবাবু সহি করিলেন। তারপর চন্দ্রবাবু, স্মিথ্, সুরসুন্দর, নমিতা সকলে একে একে সহি করিলেন। মহেশবাবু আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া,—উক্ত ব্যাপারটা খুব গোপনে রাখিবার জন্য বার বার সকলকে অনুরোধ জানাইয়া বিশ্রামের জন্য বিদায় লইলেন।

রাত্রি ৩টা বাজিয়া গেল। রোগীর ও শিশুটীর সেবা চলিতে লাগিল। শিশুটির অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হইতেছে দেখিয়া স্মিথ্ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। নমিতাকে তাহার জন্য ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হইল,—কষ্টে বারকতক নিঃশ্বাস প্রশ্বাস লইয়া ক্ষুদ্র শিশুর নিস্তেজ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। নমিতা উঠিয়া আসিল।

স্মিথ্ চন্দ্রবাবুকে গোপনে ডাকিয়া মৃতদেহ স্থানান্তর করিবার জন্য বলিলেন। চন্দ্রবাবু বিপন্ন হইয়া বলিলেন, "বাড়ী ছেড়ে সবাই উধাও হয়েছে, আমি একলা কি করি বলুন?—"

স্মিথ্ বলিলেন, "আপনার ভগিনীপতিকে ডাকুন,—তিনি লোকজন নিয়ে ওটার সৎকার করে আসুন, রোগীকে জান্‌তে দেওয়া হবে না, সাবধানে কাজটা শেষ করে ফেলা চাই।"

চন্দ্রবাবু অধোবদনে নিরুত্তর রহিলেন। সুরসুন্দর বলিল, "ওঁর ভগিনীপতি সতীশবাবুও ত বাড়ী নাই, তিনি যে আড়তে না কোথায় গেছেন,—চন্দ্রবাবু, আড়তটা কোথায় জানেন? চলুন তাকে ডেকে নিয়ে আসি—"

চন্দ্রবাবু ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, "কিছুই জানি না মশায়, বোনের যখন বে দিয়েছিলুম, তখন আমি পনের বছরের বালক, তারপর দশ বছর কেটে গেছে, এই ভদ্র কুটুম্বদের সঙ্গে আমার মুখ দেখাদেখি নাই,—দেখছেন ত ব্যবহারে এদের পরিচয়,······তিন দিন ছেলেটা রোগ নিয়ে বেঁচেছিল, বাড়ীতে কেউ উঁকি মারেনি, ঐ পোয়াতি একলা সেই ছেলে নিয়ে দিনরাত কাটিয়েছে, মশায় এরা কি মানুষ, কশাই!—"

সুরসুন্দর তাহাকে থামাইয়া বলিল, "যেতে দিন, এখন আমাদের কাজ......একটু ভাবিয়া সুরসুন্দর বলিল, "মাদার আমিই ওকে নিয়ে গিয়ে গঙ্গার ধারে......"

লণ্ঠন হাতে করিয়া একজন খর্ব্বাকার অতি স্থূল প্রৌঢ়া রমণী বারেণ্ডায় আসিলেন। তাঁহার হাতে সোণার চুড়ি, তাগা, গলায় খুব মোটা সোণার হার রহিয়াছে, সীমন্তে সিঁদুর রহিয়াছে। দেখিলেই গিন্নি-বান্নি মানুষ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। বারেণ্ডায় উঠিয়া তিনি —পরামর্শ রত লোকগুলির মনোযোগ আকর্ষণের জন্য, সশব্দে লণ্ঠনটা ভূমে নামাইয়া বলিলেন, "কি গো এখন কেমন আছে সব?"

স্মিথ্ বলিলেন, "এই যে সতীশবাবুর মা এসেছেন,—শুনুন, বড় বিপদ্, ছেলেটি ত মারা গেছে,—এখন কি করা যায়?

চূড়ান্ত-গৃহিণীপণার গাম্ভীর্য্যে চোখ মুখ ঘুরাইয়া তিনি কঠোর ঔদাস্যের সহিত বলিলেন, "কি আর করা যাবে, ধুচুনীর ভেতর পূরে একপাশে ফেলে রাখ, ঝম্ ঝম্ করছে নিসুতি রাত, এখন ত কেউ মড়া পুঁত্‌তে যাবে না,—

স্মিথ্ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আস্তে, আস্তে, অত জোরে কথা কইবেন না। আপনাদের বাড়ীর সবাইকার বড় মন্দ অভ্যাস দেখ্‌ছি, রোগীর ঘর বলে মানেন না, অনাবশ্যক চীৎকার করেন,—"

রাগে আটখানা হইয়া দুই হাত ঝাড়িয়া তিনি ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "পরের ঘরে ত চিকুরী কর্‌তে যাইনি বাছা, নিজের ঘরেই চ্যাচাচ্ছি!—গট্ গট্ করিয়া তিনি রোগীর ঘরের সামনে আসিয়া চৌকাঠের বাহির হইতে বলিলেন, "কি গো, বৌ এখন কেমন আছে?—"

চন্দ্রবাবুর মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আর দিদি, ক্ষণে ক্ষণে, কত রকমই দেখ্‌ছি, কি আর বল্‌ব? রমা, ওমা রমা, চেয়ে ছাখ মা একবার, তোর শ্বাশুড়ী এসেছেন, কি বল্‌ছেন শোন,—

রোগী গ্যাঁঙাইয়া গ্যাঁঙাইয়া, কি বলিল—শাশুড়ী ঠাকুরাণীর সে সব কথার অর্থ গ্রহণে আদৌ কৌতূহল ছিল না, নির্দ্দয় অবজ্ঞায় মুখ বিকৃত করিয়া তিনি বলিলেন, "হ্যাঃ শুন্‌ছে শাশুড়ির কথা।"

তিনি ফিরিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। নমিতা বলিল, "দাঁড়ান একটা কথা শুনুন, কিছু ফরসা কাপড় চাই, শীগ্রী এনে দিন।"

স্মিথের কাছে ধমক খাইয়া গৃহিণী ঠাকুরাণীর মেজাজ উষ্ণ হইয়াছিল। নমিতার কথায় একেবারে সপ্তমে ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "ফরসা কাপড় আমার তাঁতে বুন্‌ছে! কোথায় পাব আমি ফরসা কাপড়!

তিন দিন ধরে ছেলেটা ভুগে ম'ল, রাজ্যের ন্যাকড়া-কানি তার সঙ্গে দিয়েছে, আবার আমি এখন কোথা থেকে আন্‌তে যাব?"

চন্দ্রবাবু দ্রুত তাঁহার সম্মুখে আসিয়া, তীব্র শ্লেষের স্বরে বলিলেন, "না না, আপনাকে কাপড় খরচ কর্‌তে হবে না, রমার বাক্সর চাবিটে দেন ; আমি কাপড় বার করে আন্‌ছি।"

রুক্ষস্বরে গৃহিণী বলিলেন, "অনাছিষ্টি আব্‌দার—বাক্সয় ছেঁড়া কাপড় জীয়োন আছে ?"—

চন্দ্রবাবু পরিষ্কার স্বরে বলিলেন, "ছেঁড়া কেন, গোটা কাপড়ই আমি আন্‌ব !—দেন চাবি,—"

আঁচল হইতে চাবি খুলিয়া ঝনাৎ করিয়া গৃহিণী ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, ঠর্ ঠর্ করিয়া চলিয়া গেলেন। চন্দ্রবাবুর মা চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "চন্দর, কেন আর বাবা, মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিস্—"

ক্ষোভ সজল নয়নে চন্দ্রবাবু বলিলেন, "মা বড়লোক দেখে কুটুম্ব করেছিলে, বড়লোকের কাণ্ডকারখানা গুলো দেখ—তিনি আরো কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বলা হইল না, বড় জোরে চোখের জল ছাপাইয়া আসিল, তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

খানিক পরে একরাশ কাপড় আনিয়া তিনি ঝুপ করিয়া ঘরের মেঝেয় ফেলিয়া দিলেন। নমিতার দিকে চাহিয়া বলিলেন, নিন্—এইগুলো ছিঁড়ে খুঁড়ে, আপনার যা-যে রকম দরকার করে নিন্।"

কাপড়গুলো নাড়িয়া চাড়িয়া নমিতা ক্ষুণ্নভাবে বলিল, "এর মধ্যে সবই যে আন্‌কোরা দেশী শাড়ী। এ গুলো ছিঁড়্‌ব ?"

চন্দ্রবাবুর মা, মুখ ফিরাইয়া সেই দিকে চাহিলেন। কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "মাগো, একখানাও অঙ্গে দেয়নি ? সব সঞ্চয় করে রেখেছে ! কার জন্যে রেখেছিল হতভাগী !—আমি যখন যা তত্ত্ব-তাবাস্ করেছি সবই যে ঐ......"

তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। চন্দ্রবাবু ঘরের বাহিরে গিয়া দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

স্মিথ্ এবং সুরসুন্দর তাঁহাদের থামাইতে লাগিলেন। নমিতা ব্যথিত ম্লান-মুখে দু তিন খানা কাপড় বাছিয়া লইয়া, বাকীগুলা এক পাশে ঠেলিয়া রাখিল। চন্দ্রবাবুর মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ইহাদের বাড়ীর নিয়ম বধূরা কখনো গামছা দিয়া গা রগড়াইতে বা ফরসা কাপড় পরিতে পাইবে না, কারণ ও সব আচরণ, গার্হস্থ্য ধর্ম্মের প্রতিকূল। উহাতে হিন্দু গৃহলক্ষ্মীদের অধোগতি হয় ইত্যাদি.....সেই জন্য তাঁহার মেয়ে কখনো পরিষ্কৃত বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে পাইত না।"

এই প্রসঙ্গে বাড়ীর অন্যান্য সকলের পরিচয়ও একটু আধটু শুনিতে পাওয়া গেল, চন্দ্রবাবুর ভগিনীর শ্বশুর এক সময় এখানকার একজন প্রসিদ্ধ আড়তদার ছিলেন, চালানি মালের ব্যবসা করিয়া খুব ফাঁপিয়া উঠিয়াছিলেন। এখন তিনি অশক্ত, খুব বুড়া হইয়াছেন,—কিছু করিতে পারেন না, দুই ছেলে যতীশ ও সতীশ তাহারাই আড়ত প্রভৃতি দেখে। কিন্তু তাহাদের গোঁয়ার্ত্তমী ও হঠকারিতা দোষে সব উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। দুই 'ভাই-ই এক একটি অবতার বিশেষ!' মদ না খাইলেও তাহারা অষ্ট প্রহর বদ্‌রাগে মাতাল হইয়া আছে! অন্তঃপুরে তাহাদের গুণ্ডামীর দাপট খুব! বিশেষতঃ বধূদের উপর! তাহার পরে—কর্কশ কলহ-পরায়ণা, দুর্দ্দান্তস্বভাবা গৃহিণী ঠাকুরাণী আছেন।

তাহাদের পরিচয় শুনিতে শুনিতে নমিতার মনে পড়িল—ঠিক এই রকম দুরন্তস্বভাবা জননীর, দুরন্ত-স্নেহপুষ্ট এক দুর্দ্দাম উচ্ছৃঙ্খল যথেচ্ছাচারী সন্তানকে দেখাইয়া স্মিথ্ একদিন নমিতাকে বলিয়াছিলেন, "দেখ নমিতা, এদের চরিত্র অধ্যয়ন করে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কর,—মনে রেখো সন্তান প্রসব করা সহজ, কিন্তু পালন করা শক্ত।—"

অনিদ্রা, উদ্বেগ, উত্তেজনাপীড়িত মস্তিষ্কের মাঝে আজ হঠাৎ সেই কথাটা—বজ্রনির্ঘোষে রম্ রম্ ঝম্ ঝম্ করিয়া বাজিয়া উঠিল, "সন্তান প্রসব করা সহজ, কিন্তু পালন করা শক্ত।—"

ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার প্রমথ মিত্রের স্ত্রীর কথা নমিতার মনে পড়িল, কি-কতকগুলা ঝাপ্‌সা ছায়াচিত্র নমিতার চোখের সম্মুখ দিয়া নাচিতে নাচিতে যেন ঝট্ পট্ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে লাগিল,—নমিতার মস্তিষ্কের যন্ত্র যেন বিকল হইয়া গেল। সহসা অবসন্ন দেহে সে রোগীর পদতলে ধূপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল, অজ্ঞাতে তাহার মাথাটা সাম্‌নে ঝুঁকিয়া পড়িল।

পিছন হইতে কে তাহাকে খপ্ করিয়া ধরিয়া ফেলিল, স্মিথ্ তীক্ষ্ণ উচ্চ কণ্ঠে হাঁকিলেন, "ব্রাণ্ডি হাফ্-এ আউন্স—"

দ্রুত আসিয়া কে একজন মুখে কি ঢালিয়া দিল, নমিতা অর্দ্ধ-চেতন অবস্থায় তাহা গিলিয়া ফেলিল, ঔষধের ঝাঁজটা টের পাইল, গলা জ্বলিতেছে মনে হইল। কি বলিতে চেষ্টা করিল পারিল না, নির্ব্বাক্ রহিল। একটু একটু করিয়া মাথার ঝম্ ঝমানিটা যেন কমিয়া গেল. নমিতার মনে হইল স্মিথ্ যেন তাহাকে ডাকিতেছেন,—মনের উপর জোর দিয়া খুব শক্ত হইয়া আত্ম-সম্বরণের চেষ্টা করিতে লাগিল,—একটু পরে সামান্য-প্রকৃতিস্থ হইল, জোর করিয়া চোখ মেলিয়া চাহিল, দেখিল স্মিথ্ ও সুরসুন্দর অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ভাবে তাহার মুখপানে চাহিয়া আছেন।—নমিতার ভারি লজ্জা বোধ হইল। সজোরে মাথা নাড়া দিয়া উঠিতে চেষ্টা করিল, মাথাটা কেমন যেন ভোঁ ভোঁ করিয়া উঠিল।—জড়িত স্বরে নমিতা বলিল, "ক্ষমা—ক্ষমা করুন, আমি বড় ক্লান্ত হয়েছি—"

স্মিথ্ ও সুরসুন্দর তাহাকে ধরাধরি করিয়া পাশের ঘরে লইয়া গিয়া শোয়াইলেন। গোলমালে লছ্‌মীর মার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, সে

নমিতার মুখে মাথায় জলের ঝাপ্‌টা দিয়া বাতাস করিতে লাগিল, স্মিথ্‌ আবার ব্রাণ্ডি ঢালিয়া তাহাকে পান করাইলেন। নমিতার মস্তিষ্ক সতেজ হইল, চোখ মেলিয়া ভাল করিয়া চাহিয়া সহসা সে ভগ্নস্বরে বলিল,"ম্যাডাম্‌, আমার মন বড় দুর্ব্বল,—যে যা আমাকে বুঝিয়ে দেয়, আমি সবই সরল বিশ্বাসে সত্য বলে মেনে নিই—আমি বড় অপদার্থ!—"

স্মিথ্‌ সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া, কোমলভাবে বলিলেন,"চুপ কর নমিতা, ঘুমাও, তুমি ছেলেমানুষ, নানা ঘটনায় বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছ, একটু ঘুমাও সব সেরে যাবে,—আমি ও ঘরে যাই, রোগীকে দেখি,—"

বাধা দিয়া ব্যাকুলভাবে নমিতা বলিল "না যাবেন না, একটু থামুন,—আমি কতকগুলো কথা আপনার কাছে লুকিয়ে রেখেছি, সেগুলো বলে নিই,—"

অনুনয় কোমলকণ্ঠে স্মিথ্‌ বলিলেন, "এখন থাক্‌,—আমার ত শোন্‌বার সময় নেই,—আমার রোগীর সঙ্কট অবস্থা..."

আশ্বস্তভাবে নমিতা বলিল, "ও,—যান, তাকে বাঁচান।"

স্মিথ্‌ চলিয়া গেলেন। নমিতা চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। একটু পরে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

যখন ঘুম ভাঙ্গিল, দেখিল চৌকাঠের কাছে রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে। ধড়্‌মড়্‌ করিয়া উঠিয়া দেখিল শিয়রে লছ্‌মীর মা!—বিস্মিতভাবে চোখ রগ্‌ড়াইয়া চারিদিক চাহিল, একে একে সব মনে পড়িল,—একটু লজ্জা বোধ হইল,—হাসিল। লছ্‌মীর মার মুখপানে চাহিয়া বলিল, "আমি ঘুমিয়ে যাবার পর কেউ এ ঘরে আসে নি ত?"

লছ্‌মীর মা বলিল,"কেউ না—একবার কম্পাউণ্ডার বাবু এসে, বাইরে থেকে আমায় ঐ ওষুধগুলো বার করে দিতে বল্লেন, দিলুম, তিনি বাইরে থেকেই চলে গেলেন, আর কেউ আসে নি,—"

"বেশ, কটা বেজেছে ?—"

"ছ'টা বাজে—"

"ছ'টা !—আমি ত আচ্ছা ঘুম দিয়েছি !—যাও যাও চট্ করে জল আন, মুখ ধুই,—ও ঘরে রোগী কেমন আছে ?—জান ?"

"তেমনই—"লছ্মীর মা জল আনিতে গেলে নমিতা নিজের ধমনীগতি পরীক্ষা করিল,—স্বাভাবিক। নিশ্চিন্ত হইল।

একটু পরে লছ্মীর মা বাহির হইতে ডাকিল। নমিতা গিয়া বারেণ্ডার একপ্রান্তে তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুইয়া রোগীর ঘরের দিকে চলিল। সহসা উঠানে চোখ পড়িতে সে চমকিয়া উঠিল, দেখিল, মুখের উপর শাল চাপা দিয়া পূর্ব্বরাত্রের সেই গৌরবাবু উঠানের এক পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণ কটাক্ষে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছেন !—বিরক্তভাবে মুখ ফিরাইয়া নমিতা রোগীর ঘরে চলিয়া গেল। ঘরের সকলেই নিস্তব্ধ বিষণ্ণ। স্মিথ্ রোগীর পাশে বসিয়া স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া নাড়ী দেখিতেছেন। রোগীর মুখ কালি মাড়িয়া গিয়াছে,—এসব রোগে শেষ অবস্থায় রোগী যেমন অব্যক্ত যন্ত্রণায় কাতরতাব্যঞ্জক শব্দ করিতে থাকে, রোগী ঠিক, তেমনই ভাবে গ্যাঁঙাইতেছে। নমিতা অবস্থা বুঝিল।

নমিতা ঘরে ঢুকিতেই সুরসুন্দর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিল, নমিতা নিঃশব্দে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল ভাল আছে ; স্মিথ্ রোগীর শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়া হাত ধুইতে ধুইতে বলিলেন, "সেঁকের বন্দোবস্ত কর—"

তৎক্ষণাৎ চন্দ্রবাবু ও সুরসুন্দর বাহির হইয়া গেলেন। স্মিথ্ নমিতার কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিতে করিতে বিষণ্ণভাবে হাসিয়া বলিলেন, "ইস্ তোমার হাত কি ঠাণ্ডা !—ক্ষিদের চোটে

আঙ্গুলের রক্ত চুষে খেয়ে ফেলেছ না কি ? কিন্তু আর না—ধরা পড়ে গেছ, স্নায়ু দৌর্ব্বল্যের পাল্লায় পড়েছ একটু সাবধানে থেকো—”

নমিতা তাঁহার কথায় মনোযোগ দিল না। রোগীর দিকে চাহিয়া বলিল, “কোল্যাপস্ ? আমিও সেক দেব।”—একটু থামিয়া ম্লান-মুখে অনুযোগের সুরে বলিল, “আমি এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছি, আপনি উঠিয়ে দেন নি—”

মৃদু হাসিয়া স্মিথ্ বলিলেন, “খুন কর্‌বার জন্য ?—”

তিনি আবার রোগীর কাছে গিয়া বসিলেন নাড়ী দেখিতে দেখিতে বলিলেন, “ইঞ্জেক্‌সন্ কর্‌ব, ডাক তেওয়ারীকে।”

নমিতা দ্রুত বাহিরে আসিল। সুরসুন্দর বারেণ্ডার একধারে একটা কড়াই’এ গুলের আগুন ধরাইয়া সজোরে বাতাস করিতেছিল, নমিতা আসিয়া বলিল, “দেন পাখা, আমি আগুন ধরাচ্ছি, আপনি যান, স্মিথ্ ইঞ্জেক্‌সন্ কর্‌বেন।”

পাখা দিয়া সুরসুন্দর চলিয়া গেল। নমিতা বাতাস করিয়া গুল ধরাইতে লাগিল। একটু পরে শুনিল পিছনে কে গুণ্ গুণ্ করিয়া গাহিতেছে, “পাঁচ বাণ আব্, লাখ বাণ হউ, মলয় পবন বহু মন্দা—”

বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল, দেখিল সেই স্বনামধন্য গৌরাঙ্গ চক্রবর্ত্তী মহাশয়।—তাহার শালের ঘোমটা এখন কুণ্ডলী পাকাইয়া মাথার উপর ফ্যাস্‌নের পাগড়ী আকারে বিরাজ করিতেছে, পকেটে হাত পূরিয়া পায়চারী করিবার ভাণে তিনি এদিকে আসিতে আসিতে, নিতান্ত অন্য মনস্কতা সূচক দৃষ্টিতে উঠানে লেবুগাছটার দিকে চাহিয়া চাহিয়া উপরোক্ত সঙ্গীতসুর ভাঁজিতেছেন।

নমিতার হাতের পাখা সশব্দে ঝট্ পট্ করিয়া খুব একটা রূঢ় অধীরতা

জ্বাপন করিল। মাথা হেঁট করিয়া একান্ত মনোযোগে নমিতা গুল ধরাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

কাছাকাছি আসিয়া গৌরবাবু থামিলেন। তারপর সহসা—ঠিক পরিচিত সম্ভাষণের মত বলিয়া উঠিলেন, "কি গো।"

ক্ষণপরে যেন,অপ্রতিভ ভাবে বলিলেন, "ও নার্শ! হ্যাঁ হ্যাঁ শুনছিলুম না, কাল রাত্রে আপনার ফিট্ হয়েছিল?"

"হুঁ—" বলিয়া নমিতা কড়ার আঙ্‌টা ধরিয়া সজোরে এক ঝাঁকানি দিয়া আগুনটা উস্কাইয়া দিয়া প্রাণপণ বলে বাতাস দিতে লাগিল। গৌর বাবু একটু থামিয়া, পুনশ্চ বলিলেন, "কেন অমন হোল?—"

"বল্‌তে পারি নে—" বলিয়া দ্বিতীয় বাক্যের অপেক্ষা না করিয়া নমিতা, কড়াই তুলিয়া লইয়া রোগীর ঘরে চলিয়া গেল। গৌরবাবুর অসাময়িক সঙ্গীত ও ভাবময় কৌশলপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীতে তাহার হাড় জ্বলিতে-ছিল,—মনে হইতেছিল, গৌরবাবু যদি কোন স্থযোগে, আজ তাহার ছোট ভাই বিমল হইতেন, কি—নমিতা-ই যদি কোন গতিকে আজ তাঁহার বড়দিদি,—তা সে রামমণি শ্যামমণি যেই হউক, কেউ একজন হইতে পারিত, তাহা হইলে ঐ ভাইটির গালে রীতিমত দুইটা থাবড়া বসাইয়া, সাময়িক ঘটনার সম্বন্ধে তাঁহার ঔদাসীন্য সংশোধন করিয়া দিত!—কিন্তু বাস্তবজগতে সেরূপ ঘটনা ঘটা সম্ভব নহে, স্থতরাং নমিতার মনের ভাবটা,—অলক্ষ্যে ভাবজগতে নিঃশেষে বিলীন হইয়া গেল। রোগীর ঘরে ঢুকিয়া সে সেঁক দিতে আরম্ভ করিল। চন্দ্রবাবুও সেক দিতে লাগিলেন।

মিনিটের পর মিনিট অতীত হইতে লাগিল। সেঁক চলিতে লাগিল, এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়টা ইঞ্জেক্‌সন হইল,—কোন ফল হইল না। ক্ষণে ক্ষণে,—অবস্থান্তর ঘটিয়া শেষে রোগ,—প্রবলবিক্রমে, রোগীকে

আশার অতীত স্থানে লইয়া গেল। নিঃশ্বাস ফেলিয়া স্মিথ্ মাথা নাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। সেঁক বন্ধ হইল। চন্দ্রবাবুর মা হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

সকলে বাহিরে আসিলেন। মহেশবাবু, গৌরবাবু আরও অনেকগুলি বাবু সেখানে দাঁড়াইয়া জটলা পাকাইতেছিলেন। তাঁহারা সৎকারের ব্যবস্থা লইয়া পরামর্শ করিতে ব্যস্ত হইলেন। স্মিথ্ আর দাঁড়াইলেন না। বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া আসিলেন। নমিতাও সঙ্গে সঙ্গে আসিল।

গঙ্গার ঘাটে আসিয়া নৌকা ঠিক করা হইল। কিন্তু সুরসুন্দর আসিয়া পৌঁছে নাই বলিয়া স্মিথ্ তাহাকে ডাকিবার জন্য মাঝিকে পাঠাইয়া দিলেন।

একটু পরে লছ্মীর মা স্মিথের বই, অস্ত্রের ব্যাগ ও ঔষধ পত্র লইয়া আসিল। স্মিথ্ সুরসুন্দরের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। লছ্মীর মা বলিল, "ফিজের টাকা লইয়া তিনি শীঘ্র আসিতেছেন।"

স্মিথ্ বিমর্ষভাবে চুপ করিয়া রহিলেন। দূরের সেই সব শোক কোলাহল,—নীরব বেদনায় তাঁহার বুকখানা গুরুভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। নমিতাও ম্লানমুখে নির্ব্বাক্ রহিল।

খানিক পরে মাঝির সহিত সুরসুন্দর নৌকায় আসিয়া উঠিল, পকেট হইতে কতকগুলা নোট ও টাকা বাহির করিয়া স্মিথের সামনে রাখিয়া বলিল, "আপনি কি কম্পাউণ্ডারের ফীজ্ পঁচিশ টাকা বলেছিলেন ?"

স্মিথ্ বলিলেন, "হ্যাঁ, কত দিয়েছেন ?"

"ত্রিশ টাকা দিতে এসেছিলেন, বল্লেন "আপনাকে ঢের খাটান হয়েছে, এ টাকা নিতেই হবে,"—আমি কিছুতেই রাজী হতে পারলুম না, কিন্তু এ অবস্থায় ঝগড়া করতেও পারি না, শেষে জোর করে পঁচিশ টাকা

পকেটে ফেলে দিলেন,—আর আপনার এই একশো, মিস্ মিত্রের ত্রিশ, লছ্মীর মার একটাকা।”

“যথেষ্ট!—” বলিয়া স্মিথ্ অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। একটু থামিয়া ক্ষুণ্ণভাবে বলিলেন, “পরিশ্রম ব্যর্থ হলে, পারিশ্রমিক নিতে বড় দুঃখ,—বড় কষ্ট হয়।”

খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া, স্মিথ্ বলিলেন, “মৃত্যু অনেক দেখেছি, কিন্তু এক একটা মৃত্যু প্রাণে এমন আঘাত দেয়,—যে অসহ্য অনুতাপ বোধ হয়!………তেওয়ারী, ঐ চন্দ্রবাবুর ভগিনীপতি সতীশ বাবু—উনি এখন কি বাড়ী এসেছেন?”

তেওয়ারী নত শিরে বলিল, “মৃত্যু সংবাদ পেয়ে এতক্ষণে এলেন; গৌরবাবু মদের বোতল নিয়ে তাঁকে সঙ্গে করে একটা ঘরে ঢুক্‌লেন,—দেখলুম।”—

ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে স্মিথ্ বলিলেন, “ষ্টুপিড্!”—তারপর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, জোরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া সহসা বলিলেন, “নমিতা, আমি জীবনে, বিবাহ-বিতৃষ্ণ হয়েছি, কেন জান? অমনই একটি নির্দ্দয় নিষ্ঠুর অত্যাচারপ্রিয় স্বামীর হৃদয়হীন ব্যবহারে মর্ম্মাহতা নারীর অবস্থা দেখে!—বিবাহিত জীবন আমার কাছে একটা আতঙ্কের বস্তু হয়ে উঠেছিল, এমন কি”—সহসা সামলাইয়া, উত্তেজিত স্বর সংযত করিয়া,—একটু স্নেহের হাসি হাসিয়া তিনি কোমলভাবে বলিলেন, “না থাক্, তোমরা ছেলেমানুষ, দাম্পত্য জীবনের প্রতি তোমাদের মনে একটা বিরুদ্ধ ধারণা বদ্ধমূল করে দেওয়া উচিত নয়। কার্য্যক্ষেত্রে তোমরা এর পর ধীরে ধীরে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করবে,—তবে এটুকু ঠিক জেনে রেখো, বংশমর্য্যাদা, ঐশ্বর্য্যপ্রতাপ, শিক্ষাগৌরব,—এসব থেকে আসল মানুষ চেনা যায় না!—মন যদি উঁচু হয়, হৃদয় যদি প্রশস্ত হয়, প্রাণে যদি নৈতিক নিষ্ঠার জোর

থাকে,—তবে পর্ণকুটীরে বাস করেও—সে মানুষ মহৎ সম্পদ মনুষ্যত্বের অধিকারী! অন্যথায়—আর সব বিষয়ে সে যতই ভাল হোক, কিন্তু নিজের পিতামাতার কাছে সৎপুত্র হতে পারে না,—স্ত্রীর কাছে সহৃদয় স্বামী হতে পারে না—আর সন্তানসন্ততির কাছে যোগ্য কর্ত্তব্যপরায়ণ পিতা হতে পারে না, এটা নিশ্চয়।"

একদিকে নমিতা, অন্যদিকে সুরসুন্দর,—দুইজনেই মাথা হেঁট করিয়া নীরব মনোযোগে স্মিথের কথা শুনিয়া গেল। স্মিথ্ থামিলেন,—কেহ কথা কহিল না। চারিদিকেই নিশ্চুপের পালা।

নৌকা সন্-সন্ করিয়া বহিয়া চলিল। সারা পথ কেহ কোন শব্দ করিয়া, সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে পারিল না।

হাঁসপাতাল ঘাটে আসিয়া নৌকা লাগিল। সকলে অবতরণ করিলেন। নমিতাকে টাকা দিয়া স্মিথ্ বলিলেন, "অনেকটা বেলা হয়েছে, তোমরা বাড়ী যাও, তেওয়ারী, চট্-পট্ স্নানাহার করে একটু ঘুমিয়ে নাওগে, বৈকালে—না না সন্ধ্যা সাড়ে ছটার সময় আমার কুঠীতে যেও, রামটহলকে দিয়ে তোমার খাবার করিয়ে রাখ্‌ব, কাল খাওনি, আমার বড় কষ্ট হয়েছে, আজ খেতেই হবে! আবার এই বাড়ী পালাচ্ছ, কত দিন দেখ্‌তে পাব না, বুঝ্‌লে আজ আর আপত্তি টাপত্তি চল্‌বে না!—"

মাটীর দিকে চাহিয়া তেওয়ারী সলজ্জভাবে মৃদু হাসিল। স্মিথ্ তাহার কাঁধ চাপড়াইয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "যাও বাবা, খুচরা কাজ কর্ম্ম সব সেরে রাখগে যাও, সন্ধ্যার সময় সেই চিঠিখানি আন্‌তে ভুলো না, যাও তোমরা। আমি হাঁসপাতাল 'রাউণ্ড' দিয়ে যাই।—একি লছ্‌মীর মা জলে নাম্‌লে যে!—"

লছ্‌মীর মা তখন জলে নামিয়া রীতিমত স্নান আরম্ভ করিয়াছিল, স্মিথের কথায়, মাথা তুলিয়া বলিল, বাড়ী গিয়া পুনশ্চ ফিরিয়া আসিয়া

স্নান করা অপেক্ষা একেবারে এখান হইতে সারিয়া যাওয়াই সুবিধা বলিয়া সে তদনুসারে কাজ করিতেছে।

স্মিথ্ বলিলেন, "তবে নমিতা আর দাঁড়িয়ে থেকে কি কর্‌বে? বাড়ী যাও, তেওয়ারী সঙ্গে যাও বাবা।"

স্মিথ্ হাঁসপাতালের পথ ধরিলেন। ঔষধের বাক্স প্রভৃতি স্মিথ্ নিজেই বহিয়া লইয়া চলিলেন, সুরসুন্দরকে আসিতে দিলেন না। অগত্যা অভিবাদন করিয়া গন্তব্য পথে চলিল।

২৫

কার্ত্তিক-প্রভাতের শৈত্য-জড়তানাশী খররৌদ্র তখন বেশ জোরে জ্বলিয়া মধ্যাহ্নের আধিপত্য ঘোষণা করিতেছিল। দ্বিপ্রহরের পথে বহু লোক ব্যস্তভাবে যাতায়াত করিতেছিল। নমিতা ও সুরসুন্দর পথ হাঁটিয়া নীরবে চলিতে চলিতে নমিতাদের বাড়ীর কাছে আসিয়া পৌঁছিল।

সুরসুন্দর একটু পশ্চাতে থাকিয়া, খুব ধীরে ধীরে আসিতেছিল; পশ্চাদ্বদ্ধ-হস্তে মাথাটী সাম্‌নে ঝুঁকাইয়া, গভীর চিন্তাকুল বদনে সে চলিতেছিল। বারেণ্ডার সিঁড়িতে উঠিতে উদ্যতা নমিতা বিদায়-সম্ভাষণের জন্য দাঁড়াইল। অন্যমনস্ক-সুরসুন্দর তাহা লক্ষ্য করিল না; নিঃশব্দে যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিতে লাগিল। বিপন্ন হইয়া নমিতা একটু কাশিয়া বলিল, "তা হ'লে, আজই আপ্‌নি বাড়ী চল্লেন? কত দিনে ফির্‌বেন?"

সুরসুন্দর থম্‌কিয়া দাঁড়াইল! ইহার মধ্যে কখন যে এতটা পথ আসিয়া পড়িয়াছে, সেটা সে আদৌ অনুভব করিতে পারে নাই! অপ্রতিভ হইয়া সে একটু হাসিল ও নমিতার নিকটস্থ হইয়া বলিল, "হ্যাঁ, আজই

যাব। কত দিনে ফির্‌ব, ঠিক্ নাই। ভাইটীর অবস্থা দেখে সে ব্যবস্থা স্থির হবে।—মিস্ মিত্র!” সুরসুন্দর আরও একটু নিকটে আসিল; সম্ভ্রম-নত দৃষ্টিতে ভূমির পানে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল, “মিস্ মিত্র, আপনাকে আজ একটি কথা বল্‌তে চাই, অনুমতি দিন—।”

সুরসুন্দরের মুখে “আজ একটি কথা”—নমিতার কাণে আজ হঠাৎ অত্যন্ত অদ্ভুত, নূতন ও বিশেষত্বপূর্ণ ঠেকিল! মনটা কেমন শঙ্কিত হইয়া উঠিল! সন্দিগ্ধভাবে একটু ইতস্ততঃ করিয়া, সুরসুন্দরের শান্ত ম্লান মাধুরী-বিকশিত নম্র মুখখানির পানে সে একবার মর্ম্মভেদী তীক্ষ্ণ কটাক্ষে চাহিল;—তখনই তাহার দৃষ্টি বিশ্বস্ত আশ্বাসে করুণা-কোমল হইয়া আসিল; ধীরভাবে বলিল, “বল্‌বার মতন কথা হয়, অবশ্য বল্‌তে পারেন; বৈঠকখানায় আসুন।”

“না, আমি এইখানে থেকেই কথা শেষ করে যাই,—“এই বলিয়া সুরসুন্দর দৃষ্টি তুলিয়া নমিতার পানে চাহিল এবং ব্যথিতভাবে একটু হাসিয়া বলিল, “চারিদিকে ক্রমাগত বীভৎস অবিশ্বাসের চেহারা দেখে এক এক সময় নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি—নিজেকেও ভয় কর্‌তে বাধ্য হই!—আজ আপনার কাছে তাই ক্ষমা চাইছি, আমার সে অপরাধ ভুলে যাবেন। সে-দিন ঝোঁকের মাথায় অনেকগুলো শক্ত কথা বলে ফেলেছি; আপনার মনে নিশ্চয় আঘাত লেগেছে। নিজের রূঢ়তায় আমি অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়েছি।—মিস্ মিত্র, তারপর আমি আর ক্ষমা চাইবার সুযোগ পাই নি; সেজন্যে ভারী দুঃখিত ছিলুম।—আজ বল্‌ছি, আমায় ক্ষমা কর্‌বেন।”

নমিতার মনে হইল এমন আন্তরিকতাপূর্ণ সুগভীর বেদনার স্বর সে বহু—বহুদিন শুনিতে পায় নাই; আজ শুনিল! বিস্ময়াবহ পুলকের সহিত, একটা বেদনার আঘাত গিয়া তাহার অন্তঃকরণকে স্পর্শ করিল!

নমিতার ইচ্ছা হইল, সে স্পষ্ট প্রতিবাদের সুরে বলিয়া উঠে,—'না, ইহা সৌজন্যের নামে অন্যায় অসৌজন্য হইতেছে। সুরসুন্দরের মত হিতাকাঙ্ক্ষীর ত্রুটি ক্ষমা করিবার ক্ষমতা তাহার নাই···!'

সোজা হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সুরসুন্দরের মুখের উপর অসঙ্কোচ স্থির দৃষ্টি স্থাপন করিয়া নমিতা বলিল, "মানুষের মুখের কথায় ভয় পেয়ে, আমিও অনেক সময় মনের জোর হারিয়ে ফেলি, সাহসের অভাবে অনেক অপরাধজনক আচরণ করি; অনেককে মিথ্যা অবিশ্বাস করে, মনস্তাপ পাই! আমার মহাদুর্ব্বলতা আছে, জানেন। যে যা বুঝিয়ে দেয়, সরল বিশ্বাসে সব সত্য বলে অকপটে মেনে নিই; কিন্তু নির্ব্বোধ হ'লেও আমার মন বক্র কুটিল নয়, এটা নিশ্চয় জানবেন। মিথ্যার ভুল খুব শীঘ্রই বুঝতে পারি!—আপনি ক্ষমার কথা বল্‌বেন না, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।—আপনার মন যে কত উঁচু, তা আমি খুব—খুব ভাল রকমেই জেনেছি। আর কথা বাড়ান নিষ্প্রয়োজন!"

সনিঃশ্বাসে ম্লান হাসি হাসিয়া সুরসুন্দর নমস্কার করিয়া বলিল, "তবে বিদায় হই। সত্যই, কিছু মনে কর্‌বেন না যেন।"

প্রশান্ত স্নেহের হাসিতে নমিতার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। স্নিগ্ধ কোমল কণ্ঠে সে বলিল, "মনে কর্‌তে বারণ করেন, কর্‌ব না;—কিন্তু, না না, কিছু মনে কর্‌ব বৈ কি! আপনার অমায়িকতা, উদারতা, সহোদরের মত স্নেহানুগ্রহ, সে সব কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ রাখ্‌ব; ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, বাড়ী গিয়ে সব ভাল দেখে, আবার শীঘ্র ফিরে আসুন।"

"আসি তবে—।" প্রস্থানোন্মুখ সুরসুন্দর দুই পদ অগ্রসর হইয়া, সহসা আবার ত্রস্তভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইল। শুষ্কমুখে একটু উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল ভাবে, কি যেন কিছু বলিবার জন্য ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। নমিতা সস্মিতমুখে বলিল, "কোন দরকার আছে?"

"হাঁ,—দেখুন, হাঁসপাতালের নার্শ, কম্পাউণ্ডার বিশেষণ ছাড়া আমাদের আরো কিছু স্বতন্ত্র বিশেষ্য আছে,—তারই অধিকারে—।" সহসা কথাটা সাম্‌লাইয়া লইয়া, সুরসুন্দর মুহূর্ত্তের জন্য নীরবে কি ভাবিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল, "অনধিকার চর্চ্চার স্পর্দ্ধা ক্ষমা কর্‌বেন। আর একটি কথা বলে যাই, করমগঞ্জ থেকে আপনি বদ্‌লী হ'বার দরখাস্ত করুন ; আর এখানে থাকবেন না।"

নমিতা বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল! ক্ষণ-পরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আপনিও তাই বলেন? ধন্যবাদ!—স্মিথ্‌কে বল্‌বেন না, আমি আগেই সে চেষ্টার আরম্ভ করেছি। করমগঞ্জের জল-হাওয়া আর আমার সইছে না!—"

"এ সইবার নয়" বলিয়া মুখ ফিরাইয়া সুরসুন্দর অগ্রসর হইল। যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল, ততক্ষণ নমিতা চাহিয়া রহিল ; তারপর নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঈষৎ হাসিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "আমাদের দৌরাত্ম্যও বড় সহজ নয়! কাল রাতে কি ভয়ানক গোয়েন্দাগিরিই করা হ'ল! ছিঃ!—কিন্তু ভগবান্‌কে ধন্যবাদ, আমি বেঁচে গেছি! ডাক্তার মিত্রের সাধুতা হত্যাকারীর উৎকোচ-মূল্যে বিক্রীত হয়, আমি জান্‌তুম না!—এই জানলুম। এবার ওঁর চরিত্রকে শ্রদ্ধা করার দায় থেকে আজ একেবারে নিষ্কৃতি পেয়েছি। আঃ! কি মুক্তি রে!—"

হর্ষোৎফুল্ল মুখে মা'র ঘরে আসিয়া মেঝের উপর ধূলার মাঝেই হাত-পা ছড়াইয়া, শুইয়া পড়িয়া নমিতা শ্রান্তি অপনোদনের অছিলায় রোগীর বাড়ীর গল্প আরম্ভ করিল। কিন্তু সেখানে সমি-সুশীল ছিল না ; সুতরাং, গল্প তেমন জমাইতে পারা গেল না। বেলা হইয়াছে বলিয়া মাতাও স্নানাহারের তাড়া দিলেন। অগত্যা নমিতা উঠিল ; টাকাগুলি গণিয়া মাতার কাছে রাখিয়া সে বলিল, "মা, খুচরো খরচের জন্য এক এক সময়

আমার বড় মুস্কিল হয়। এবার থেকে, বেশী নয়—দু'টি করে টাকা আমায় দেবেন।"

মা একটু হাসিয়া বলিলেন, "তা'র জন্যে অত মিনতি কেন? সত্যি, আমার হাতে সব সময় পয়সা কড়ি থাকে না; আমি বুঝতে পারি, তোর কষ্ট হয়। দু'টাকা নয়, তুই পাঁচ টাকা করে নিয়ে রাখ্, যা খরচ হয়—।"

নমিতা বাধা দিয়া বলিল, "না, মা, আমার হাত ভয়ানক পিছল, যা দেবেন, সব খরচ করে নিশ্চিন্ত হব!—আমার অভ্যাস ত জানেন। দু'টাকাই ভাল।—লছমীর মার কাছে রেখে দেবেন, সময়ে সময়ে খুচরা দরকারে ওর কাছে চাইলেই পাওয়া যায়।"

মা একটু হাসিয়া বলিলেন, "যেমন কাল রাত্রে পাওয়া গেল! ছিঃ, তুই দিনে দিনে কি হচ্ছিস্ রে নমি? দুধের জন্যে লছমীর মার কাছে পয়সা ধার কর্‌লি! আমার কাছে চাইলে, বুঝি, পেতিস্ না?"

নমিতা চৌকাঠের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। অপ্রস্তুত হাস্যে বলিল, "আমার সাহস হোল না, মা।—আপনি ত শেষে দুধও আন্‌তে দিতেন না?"

নিঃশ্বাস ফেলিয়া মাতা বলিলেন, "তা দিতে পার্‌তুম না বাছা! যে কষ্টের পয়সা!—এই অনিদ্রায় অনাহারে!—"

বাধা দিয়া নমিতা সজোরে বলিল, "ঐঃ! না খাট্‌লে কি পয়সা পাওয়া যায় মা? স্মিথ্ এই বুড়ো বয়সে যে খাটুনী খাটেন্, দেখ্‌লে অবাক্ হ'তে হয়! আমাদের এত সুখের দশা?" এই বলিয়া কৈফিয়ৎ শেষ করিয়া নমিতা স্নান করিতে গেল।

আহারান্তে খুব এক চোট্ নিদ্রা দিয়া, বৈকালে সাড়ে তিন্‌টা বাজিতেই, নমিতা বিছানা ছাড়িয়া উঠিল। কাল হইতে হাঁসপাতাল

যাইতে হইবে। নমিতা ময়লা জামা কাপড় বদলাইয়া ফর্সা কাপড়-চোপড় ঠিক্ করিয়া রাখিল। তারপর সে জুতা ক্রুস্ করিতে বসিল। সময় থাকিলে, নমিতা নিজ-হাতেই এ-সব কাজ করিত। শুধু নিজের নয়, ভাই-বোন্ সকলেরই জুতা সে পরিষ্কার করিত,—তাহাদের দ্বিধা আপত্তি গ্রাহ্য করিত না।

আজ বিমল এখনও বিদ্যালয় হইতে আসে নাই, সুশীলও জুতা পায়ে দিয়া কোথায় বেড়াইতে বাহির হইয়াছে, তাই তাহাদের জুতা পাওয়া গেল না। সমিতা সেইমাত্র স্কুল হইতে আসিয়া ঘরে ঘরে বিছানা করিয়া ও ঝাঁট দিয়া বেড়াইতেছিল; নমিতা নিঃশব্দে তাহার জুতা সংগ্রহ করিয়া আনিল।

অল্পক্ষণ পরে সুশীল আসিয়া সেখানে পৌছিল। নমিতার সম্মুখে জুতা-মণ্ডিত চরণ-যুগল ছড়াইয়া বসিয়া, বিনা দ্বিধায় মন্তব্য প্রকাশ করিল, "আমার জুতোয় ধূলো লেগেছে—।"

নমিতা হাসিয়া বলিল, "অর্থাৎ, বুঝেছি।—খুলে দাও—।"

সুশীল বলিল, "কাল মেজ-দা ক্রুস করে দিয়েছে;—আজ আবার! —তা তুমি দেবে দাও।"

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া নমিতা কপট ব্যঙ্গে বিনয়ের স্বরে বলিল, "আপত্তি কর্‌বার কিছুই নাই! আহা! কি চমৎকার করুণাবর্ষণ! —বাস্তবিক, সুশীল, তোর ঐ খাতির-নদারৎ চালটা রীতি বিগর্হিত অশিষ্টতা হ'লেও, আমার কিন্তু ভারি ভাল লাগে, ভাই! কিন্তু তাই বলে, এটা যেন সব জায়গায় অমন অম্লান-বদনে চালাস্ নে!—"

সুশীলের অপ্রতিভ-গাম্ভীর্য্যটা একটু ম্লান হইয়া গেল। আবার গ্রহের ফের—ঘরের শত্রু ছোড়্‌দি'ও সেই সময় সেখানে আসিয়া পড়িল। সুশীল একটু বিশেষ রকম ভাবিত হইল। সুশীলের ব্যবহার ছোড়্‌দির

কর্ণগোচর হইলেই, সে এখনই নির্ম্মম পরিহাসে তাহাকে অপদস্ত করিবে! বিপন্ন সুশীল ব্যস্তসমস্ত হইয়া, তাড়াতাড়ি কোন একটা কথা ফেলিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে চাপা দিবার জন্য স্মৃতির ভাণ্ডার হাত্‌ড়াইয়া একটা নূতন খবর টানিয়া আনিল; পরম আশ্চর্য্যভাবে বলিল, "ত্থাখো ভাই দিদি,—আজ দুপুরবেলা কিশোরের বাবা বাইরে এসে, শঙ্করকে ডেকে কি সব জিজ্ঞাসা করছিলেন, আর বোধ হয়, বক্‌ছিলেন না কি জানি নে, এম্নি করে বাঁ-হাতের ওপর ডান-হাত ঠুকে ঠুকে ধমক্‌ দিয়ে বল্‌ছিলেন, "মকস্‌ কর, মকস্‌ কর, সাচ বোলো—।"

নমিতা হতবুদ্ধি হইয়া বলিল, "মকস্‌ কি রে ?"

উত্তেজিত হইয়া সুশীল, নিজের হাতে সজোরে চপেটাঘাত করিতে করিতে বলিল, "হ্যাঁ গো ঠিক্‌ এম্নি করে বল্‌ছিলেন, মকস্‌ কর—"

সমিতা কাছে আসিয়া বলিল, "কি হয়েছে ?"

সুশীল তৎক্ষণাৎ তাহাকেই সাক্ষী মানিয়া বসিল; মাথা নাড়িয়া আগ্রহে বলিল, "না ভাই, ছোড়্‌দি ? তুমি যখন স্কুল থেকে আস, তখন কিশোরের বাবা, ঐ ডাক্তার মিত্রি গেল।—তিনি ওধারের বারেণ্ডায় দাঁড়িয়ে শঙ্করকে ডেকে কি সব বল্‌ছিলেন ? আর এম্নি করে চাপ্‌ড়ে বল্‌ছিলেন না ?—মকস্‌ কর—?"

"মকস্‌!"—সমিতার ওষ্ঠপ্রান্তে স্বচ্ছ বিদ্রূপের নৃত্য-লীলা অসংবরণীয় উল্লাসে চঞ্চল হইয়া উঠিল। অতিকষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়া সে পরমগম্ভীর মুখে পুনশ্চ প্রশ্ন করিল, "কি বল্‌ছিলেন ? মকস্‌ কর ?"

ছোড়্‌দির মুখে গাম্ভীর্য্যের মাত্রাটা অত্যধিক দেখিয়া সুশীলের একটু শঙ্কা হইল; কণ্ঠস্বর খাটো করিয়া বলিল, "মকস্‌ নয় ?"

সমিতার ইচ্ছা হইল, সেইখানে গড়াগড়ি দিয়া, খুব উচ্চ উচ্ছ্বাসে হাসিয়া লয়। কিন্তু নমিতার সাম্‌নে ততদূর ধৃষ্টতা প্রকাশ নিরাপদ্‌

নহে বলিয়া, যথাসাধ্য সংক্ষেপে সে পর্ব্বটা সমাধা করিয়া ক্ষান্ত হইল; তারপর বলিল, "ওরে মুখ্খু, তিনি মকস্ বলেন নি; বলছিলেন, কসম্ খা-কে সাচ্ বোলো।—"

সু। "কসম্! হ্যাঁ হাঁ,—কসম্‌ই বটে!—"

আবার এক প্রস্থ হাসির অভিনয় হইল। নমিতা বকিয়া-ঝকিয়া দুইজনকে ঠাণ্ডা করিয়া বলিল, "আসল কথাটা কি বল্? কিসের জন্যে কসম্ খাওয়া? কি বলছিলেন তিনি?"

"আমার কাছে শোনো,—" এই বলিয়া সমিতা জাঁকাইয়া বসিয়া গল্প সুরু করিল। "আমি শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করেছি। শঙ্কর বল্লে, 'ডাক্তারবাবু সেই ঠাকুরের কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলেন। অনেক রকম করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, অনেক কথা তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন।" কিন্তু শঙ্কর তারে-বাড়া শয়তান; ও কিচ্ছু স্বীকার করে নি; সাফ জবাব দিয়েছে, 'না হুজুর, আমি কাউকে চিনি না। কে একটা গরীব লোক অসুখ নিয়ে এসেছিল, সে আপনিই আবার চলে গেছে—।' তারপর ডাক্তারবাবু আরো অনেক কথা বলেছেন, 'কে তা'কে দেখ্‌তে আসত? স্মিথ্ আসতেন কি না? সুরসুন্দর কখন্ কখন্ আসত? রাত্রে কত রাত অবধি থাক্‌ত? এখানে ঘুমাত, না, গল্প কর্‌ত?' এই সব! বাপ্ যেন পাহারাওলার ধমক! দেখ্‌তে যদি দিদি!—আবার আমি স্কুল থেকে আসছি,—তিনি অমনি ধূম্রলোচনের মত কট্‌মটে চোখ বার করে এমন চাইছিলেন, আমার ত দেখে প্রাণ খাঁচা-ছাড়া হয়ে গেছ্‌ল!"

"হুঁ—" বলিয়া নমিতা জুতায় ব্রঙ্কো মাখাইয়া সজোরে ব্রুস ঘসিতে লাগিল। গভীর অন্যমনস্কতায় তাহার মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া গেল!

সমিতা শ্রোতা সুশীলকে লক্ষ্য করিয়া নিরঙ্কুশ সমালোচনা শুনাইয়া

যাইতে লাগিল,—"যাই বল বাপু, উনি অত লেখাপড়া শিখেছেন, কিন্তু ভারী অসভ্য লোক!—ও কি! পরের চর্চ্চা নিয়ে অত থাকেন কেন? ওঁর লজ্জা করে না? সুরসুন্দর কম্পাউণ্ডার আমাদের বাড়ীতে রোগী দেখ্‌তে আসুক, আর গল্প কর্‌তেই আসুক, আর ঘুমাতেই আসুক, ওঁর তাতে অত হিংসে কেন? কি বল্‌তে ইচ্ছে হয়, বল দেখি, দিদি!"

দিদি সে সম্বন্ধে কোন সদ্‌যুক্তি-নির্দ্ধারণের চেষ্টামাত্র না করিয়া ঘৃণা ও অবজ্ঞাপূর্ণ স্বরে বলিল, "বল্‌তে দে, বল্‌তে দে;—ওঁকে চিনে নিয়েছি। ওঁর চোখ-রাঙানিতে ভয় খাই নে আর!—প্রত্যেক ঘটনায় ওঁর মনের আসল চেহারাটী যতই দেখ্‌তে পাচ্ছি, ততই ওঁর ওপর হতশ্রদ্ধ হচ্ছি। উনি যে কি পদার্থ—।"

বাকী কথা অসমাপ্ত রাখিয়া নমিতা ঘ্যাস্‌-ঘ্যাস্‌ শব্দে সজোরে ব্রুস্‌ ঘসিতে লাগিল। রাগে তাহার মুখখানা লাল টক্‌টকে হইয়া উঠিল!

গতিক ভাল নয় দেখিয়া সমিতা উঠিয়া পড়িল! সুশীল জুতার জন্য যাইতে পারিল না; চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেও তাহার কষ্ট হইতে লাগিল। একটু উস্‌খুস্‌ করিয়া ধীরে ধীরে সে বলিল, "দিদি আর একটা কথা শুনেছ? কিশোরের মা'র ভারী অসুখ—।"

নমিতা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "কিশোরের মা?—ডাক্তারবাবুর স্ত্রী?—সেই তিনি? কি হয়েছে তাঁর?"

দুঃখিতভাবে সুশীল বলিল, "কিশোর বল্‌ছিল, ভারী অসুখ তাঁর; দু'তিন দিনের মধ্যেই, বোধ হয় মারা যাবেন।"

"দূৎ, তাই কি হয়!—বাইরে—অন্ততঃ স্মিথের কাছেও নিশ্চয় শুন্‌তে পেতুম।" কথাটা বলিতে বলিতে নমিতা থামিল; একটু ভাবিয়া বলিল, "তাও হ'তে পারে; স্মিথ্‌ হয় ত জানেন না! কিন্তু

কাল সন্ধ্যার সময় ডাক্তার মিত্র এলেন, কই, তিনিও ত,—।” নমিতা আবার থামিল ; ক্ষণেক নীরব থাকিয়া জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিল। দন্তে অধর দংশন করিয়া আপন-মনেই শ্লেষের স্বরে নমিতা বলিয়া উঠিল, “হবে! আশ্চর্য্য নাই। মহাপুরুষ হয়ত বাড়ীর এ সব বাজে খবরে কাণই দেন না! হ্যাঁরে সুশীল, কি অসুখটা জানিস্ ?”

সুশীল বলিল, "কি জানি ? কিশোর বল্লে, মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠ্‌ছে, আরও কি সব! এখন বিছানা থেকে উঠ্‌তে পার্‌ছেন না।"

নমিতার ব্রুস্-মার্জ্জনা আর চলিল না ; সে জুতা জোড়াটা সুশীলের সাম্‌নে ফেলিয়া দিয়া বলিল, “এই নে, যা হ’ল, আর পারি নে।” তারপর ব্রঙ্কো, ব্রুস্ প্রভৃতি তুলিয়া রাখিয়া হাত মুখ ধুইতে সে তাড়াতাড়ি কুয়াতলায় চলিয়া গেল।

আধ-ঘণ্টার মধ্যে চুল পরিষ্কার করিয়া, জামা-কাপড় পরিয়া নমিতা বাড়ী হইতে বাহির হইল। সমিতাকে বলিল, “আমি সন্ধ্যা ছ’টার মধ্যেই ফির্‌বো। সেই সময় চা করিস্।”

২৬

নমিতা বরাবর আসিয়া ডাক্তার মিত্রের বাড়ীর সাম্‌নে পৌছিল। সেখানে রাস্তার পার্শ্বে ‘গাবু’ কাটিয়া একটি বালক মার্ব্বেলের গুলিতে ‘টল’ ছুঁড়িয়া মারিবার জন্য একাগ্র-মনোযোগে ‘তাক্’ ঠিক করিতেছিল। নমিতা তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু সে ভ্রূক্ষেপ করিল না। একটু পরে ‘টল’ ছুঁড়িয়া, লক্ষ্যস্থ মার্ব্বেলের গুলিটিকে আঘাত করিয়া সে আপন-মনেই উল্লসিত হইয়া চীৎকার করিল,—“সাবাস্, মীর!—”

সুযোগ পাইয়া, নমিতা তাহার কাছে আসিয়া বলিল, "শোন খোকা, ডাক্তারবাবু কি হাঁসপাতালে বেরিয়ে গেছেন ?—"

বালক বলিল, "বাবা ?—হাঁ ; এইমাত্র গেলেন ; সেইখানে যান।"

নমিতা বলিল, "না, না ; সেখানে যাবার দরকার নেই। তুমিই, বোধ হয়, কিশোর ? আচ্ছা, তোমার মা কেমন আছেন ?—"

বালক পুনশ্চ মার্ব্বেলের গুলি চালিয়া, খেলিতে আরম্ভ করিয়া বলিল, "আমি কিশোর নই ;—কুমার।—কিশোর বাড়ীতে আছে।—"

নমিতা বলিল, "আচ্ছা, একবার এস ত! তোমার মার সঙ্গে দেখা কোর্ব্বো। এস খোকা লক্ষী ছেলে! একটিবার এস।·····"

নমিতার উপর্য্যুপরি মিনতি-অনুরোধে বাধ্য হইয়া বালক গুলিখেলা ছাড়িয়া উঠিল। কিন্তু তাহার মুখখানা অপ্রসন্ন হইয়া গেল। নমিতা চলিতে চলিতে বলিল, "তুমি বাড়ী থেকে কবে এলে ?"

বালক বলিল, "পর্‌শু ঠাক্‌মার সঙ্গে এসিছি।—"

ন। তোমার ঠাক্‌মা এখানে রয়েছেন ?

বালক। না, কাল নিমু-কা'র সঙ্গে দেশে গেছেন। বাবা যে ভারী ঝগড়া করে!—"

বিস্ময়-দমন করিতে না পারিয়া নমিতা বলিল, "মা'র সঙ্গে! সে কি!—"

ঠোঁট বাঁকাইয়া বালক বলিল, "বাবা-টা ঐ রকম! কারুখ্যে দু-চক্ষে দেখ্‌তে পারে না। ভারী বদ্ লোক!—"

পুত্রের মুখে পিতার অপূর্ব্ব স্তুতি শুনিয়া নমিতা চমৎকৃতা হইল এবং প্রসঙ্গটা আর অগ্রসর হইতে দেওয়া উচিত নয় ভাবিয়া, স্তব্ধ

রহিল। বালক নমিতাকে বাড়ীর মধ্যে আনিয়া উঠানের অন্যপার্শ্বে একটি ঘর দেখাইয়া দিয়া বলিল,—"ঐ ঘরে যান; বৌ-মা ওখানে আছে।" তারপর দ্বিতীয় বাক্যের অপেক্ষা না করিয়া, বালক 'গুলি' খেলিতে বাহিরে দৌড়াইল।

নমিতা একটু ফাঁপরে পড়িল। এ ঘরটি পূর্ব্বের ঘর নহে, অন্য ঘর। সুতরাং, হঠাৎ গিয়া ঘরে ঢুকিতে তাহার কুণ্ঠা বোধ হইতে লাগিল। ইতস্ততঃ করিয়া সে চারিদিকে চাহিল; দেখিল পূর্ব্বকথিতা সেই বামুনদিদি রান্নাঘরের জানালা হইতে উঁকি দিয়া তাহাকেই দেখিতেছেন! নমিতা সমস্ত দ্বিধা ঠেলিয়া হাসিমুখে বলিল, "নমস্কার! একবার বেরিয়ে আসুন না! ইনি কোথায় রয়েছেন, বলে দিন।"

বামুনদিদি, বোধ হয়, পূর্ব্বের কথা ভুলিতে পারেন নাই। সেইজন্য নমিতার এই সাদর আপ্যায়নে অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিলেন। মুখখানা ভারী করিয়া তিনি বলিলেন, "ঐ ত কুমার দেখিয়ে দিলে।—ঐ ঘরে আছে।"

নমিতা দেখিল ইঁহার নিকট বেশী সাহায্য লাভের আশা ধৃষ্টতামাত্র। অগত্যা ধীরে ধীরে নির্দ্দিষ্ট ঘরের সাম্‌নে আসিয়া সে দাঁড়াইল। ঘরের দুয়ার ভেজান ছিল; ভিতরে কোনও সাড়া-শব্দ নাই। একটু ইতস্ততঃ করিয়া নিঃশব্দে দুয়ার ঠেলিয়া নমিতা ঘরের ভিতরে ঢুকিল।

ঘরের জানালা-কয়টা সবই খোলা রহিয়াছে, মেঝেয় একটা পিকদানি ও তাহার পার্শ্বেই কাগজ-ঢাকা একবাটি সাগু রহিয়াছে। আরও কতকগুলা খুচরা জিনিস সেই ঘরের মেঝেয় পড়িয়াছিল। জানালার কাছে আধ্‌ময়লা বিছানার উপর অতিশীর্ণ অতিবিবর্ণাকৃতি এক নারীদেহ পড়িয়া আছে। তাঁহার চক্ষু মুদ্রিত।

তাঁহার দিকে চাহিয়া নমিতার প্রাণ চমকিয়া গেল, চোখ ফাটিয়া জল আসিল! আহা, হা! কি ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তন! কয়দিন আগে, এই মানুষকে সে যে আর এক মূর্ত্তিতে দেখিয়া গিয়াছে!—আজ সে এ কি দেখিতে আসিল! নমিতা স্তম্ভিত হইয়া গেল!

নমিতা নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিলেও, তিনি, বোধ হয়, তাহা বুঝিতে পারিলেন। ধীরে চক্ষু খুলিয়া, শ্রান্তি-অলস দৃষ্টি ফিরাইয়া তিনি তাহার পানে চাহিলেন। বোধ হয়, তিনি একটু বিস্মিতা হইলেন; ক্ষণকাল নির্ব্বাক্‌ভাবে চাহিয়া রহিলেন এবং তাহার পর শীর্ণহস্ত-দুইখানি তুলিয়া কপালে ঠেকাইয়া, ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, "আপ্‌নি! মিস্ মিত্র! আসুন!"

ঢোক্ গিলিয়া বেদনারুদ্ধ কণ্ঠে নমিতা বলিল, "বড় যে কাহিল হয়ে পুড়েছেন!—কবে থেকে এমনতর অসুখ হ'ল?—"

ক্ষীণ হাসি হাসিয়া তিনি বলিলেন, "সেই রাত থেকে, যে-দিন আপ্‌নি এসেছিলেন—"

নমিতা তাঁহার বিছানায় বসিতে যাইতেছে দেখিয়া, তিনি ব্যস্তভাবে বাধা দিয়া বলিলেন, "না না, এখানে বস্‌বেন না। আমার অসুখ খারাপ।—কিশোর!—নাঃ, নেই! একটা আসন দেয় কে?······আচ্ছা, এই খবরের কাগজখানা নিয়ে মেঝেয় বসুন।"

তিনি বালিশের নীচে হইতে একখানি খবরের কাগজ টানিয়া নমিতার হাতে দিলেন। নমিতা সেখানি হাতে করিয়া লইল বটে, কিন্তু শয্যাতেই বসিল ও শান্তভাবে বলিল, "কেন ব্যস্ত হচ্ছেন? আমি এই ত বেশ বসেছি।"

ডাক্তার-পত্নী বলিলেন, "না—আমার বিষাক্ত নিঃশ্বাস। সাম্‌নে থেকে আর একটু সরে বসুন—আর একটু—।"

আহত স্বরে নমিতা বলিল, "এ-সব কি কথা বল্‌ছেন আপ্‌নি! কি হয়েছে আপ্‌নার? সামান্য অসুখ। সেরে যাবেন, ভয় কি!"

হতাশার হাসি হাসিয়া তিনি মাথা নাড়িলেন ও নীরবে চক্ষু মুদিলেন। নিঃশব্দে দুই বিন্দু অশ্রু চক্ষুর পার্শ্ব দিয়া গড়াইয়া পড়িল। একটু পরে তিনি দৃষ্টি খুলিয়া শান্তভাবে বলিলেন, "ভয়? নাঃ। নিজের জন্য কিছু না। তবে, 'গ্যালোপিং থাইসিস্'! বড় বিশ্রী সংক্রামক রোগ।—আপ্‌নি অত কাছে বস্‌বেন না। আর একটু সরে যান।"

নমিতার বুকের মধ্যে যন্ত্রণার আর্ত্তনাদ হাহাকার করিয়া উঠিল! হা ভগবন্, এই তরুণ বক্ষের মাঝে সেই করাল ব্যাধি ক্ষুধিত থাবা পাতিয়া বসিয়াছে!—তবে! তবে ত সবই নিশ্চিন্ত!

নিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রশান্ত হাস্যে তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "বুঝতেই পার্‌ছেন, এবার চরম আক্রমণ; ছুটির ডাক। এতদিন ভয়ের ভাবনায় কাতর ছিলুম, এবার ভগবানের উপর সব ভার!—আমি শান্তি পেয়েছি। মিস্ মিত্র, আপ্‌নার সঙ্গে একটিবার দেখা কর্‌বার বড় ইচ্ছা ছিল। ভাগ্যে এসেছেন! না হ'লে আর হয় ত দেখা হ'ত না! সে, সে—কেমন আছে?—কোন খবর জানেন?—"

নমিতা কি উত্তর দিবে, ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তিনি উত্তর প্রত্যাশায় নমিতার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া নিরাশভাবে বলিলেন, "কোনও খবরই পান্‌নি তা হ'লে? সে চলে গেছে সেই রাত্রেই, তা আমি জানি! ক্ষোভের শাস্তি থেকে ভগবান্ আমায় নিষ্কৃতি দিলেন না।—উঃ! কি যাতনা!"

তিনি দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া নীরব হইলেন। নমিতার চক্ষু দিয়া দর্ দর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে সান্ত্বনা দিবার মত একটা কথাও খুঁজিয়া পাইল না; নিঃশব্দে চোখ মুছিতে লাগিল।

একটু পরে তিনি মুখ ফিরাইয়া চাহিলেন ও গভীর বিষাদের স্বরে বলিলেন, "প্রাক্তন ফল কেউ খণ্ডন কর্‌তে পারে না। আমার জন্মান্তরের কর্ম্ম যে বড় কুৎসিত ছিল, তার কোন ভুল নাই। নচেৎ অকারণে কেন এত মনস্তাপ, এমন নরক-যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হবে? থাক সে কথা। সবই ভগবানের ইচ্ছা।—আপ্‌নি টাকা ফিরিয়ে দিতে এসেছেন বুঝতে পেরেছি;—কিন্তু দেখ্‌ছেন ত অবস্থা! আর উত্থান-শক্তি নাই।—ওটা দয়া করে আপ্‌নার কাছে রেখে দিন, সময় মত অসহায় গরীব-দুঃখীকে কিছু কিছু দান ক'রে দেবেন; তাতেই সার্থক হবে।"

তিনি হাঁপাইয়া উঠিলেন; আর কথা কহিতে পারিলেন না; থামিলেন। নমিতা দ্বিধায় পড়িয়া একটু ইতস্ততঃ করিল ও তারপর শক্ত হইয়া বলিল, "দেখুন, আমার অপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তিকে যদি এ কাজের ভার দেন, তা হ'লেই ভাল হয়—"

বাধা দিয়া তিনি হতাশভাবে বলিলেন, "আপ্‌নিও অস্বীকার কর্‌ছেন? কিন্তু আমার যে একটি সামান্য মিনতি রাখ্‌বারও কেউ নাই! আপ্‌নারা ত জানেন না, আমার অবস্থা কি!—"

একটু থামিয়া পুনর্ব্বার ভগ্নস্বরে তিনি বলিলেন, "কি জানি কেন, আমার ছোট বড় সকল ইচ্ছাতে আঘাত করাই তাঁর নিষ্ঠুর আনন্দ! ক্রমাগত ঘা খেয়ে খেয়ে আমার মন একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে; আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, সব পঙ্গু জড় হয়ে গেছে।—আমি জোর করে মন বুঝিয়ে ঠিক করেছি, সব ভগবানের ইচ্ছা। এখন অতিবড় যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধেও অসন্তুষ্ট হ'বার আমার সাহস নাই।"

ডান হাতটি চোখের সাম্‌নে তুলিয়া ধরিয়া, নখগুলি দেখিতে দেখিতে তিনি মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন, "অযোগ্যতার অপরাধ নিয়ে, অভিশপ্ত জীবন কাটিয়ে দিয়ে চল্লুম; কারুকে সুখী কর্‌তে পারি নি। দেহের

এই মৃত্যু, এ আমার মনকে মুক্তির আশ্বাসে ভরিয়ে দিয়েছে। সংসারে আজ কারুর কাছে কোন সাহায্য প্রার্থনা কর্‌বার নাই, কিন্তু আপ্‌নার দয়ার সম্বন্ধে একটু প্রত্যাশা ছাড়্‌তে পারি নি। সেই জন্যই নির্ভয়ে অপরাধ করেছি। আপ্‌নি কি খুব অসন্তুষ্ট হয়েছেন?”

মুখে একটু হাসি টানিয়া আনিয়া নমিতা বলিল, “না, সেজন্যে অসন্তুষ্ট হই নি। তবে আপ্‌নার অনুরোধ-পালন কর্‌তে না পারায়, বড় দুঃখিত হয়েছি।—আমার ত্রুটি নেবেন না। শুনেছেন ত, আমি বাড়ী পৌঁছিবার আগেই সে কাউকে কিছু না বলে, চলে গেছ্‌ল?”

ডাক্তার-পত্নী। “হাঁ, সব শুনেছি, ঠাকুরপোর কাছে—।” এই বলিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিলেন। নমিতা একটু উৎসুক হইয়া বলিল, “ডাক্তারবাবুও কি সব শুনেছেন?—”

সজোরে তিনি বলিলেন, “কিচ্ছু না! কে ওঁকে বল্‌তে যাবে? আপ্‌নিও যেমন! ওঁর ত সেই চিন্তায় ঘুম নাই!”

বিষম খাইয়া শুষ্ক কণ্ঠে তিনি কাসিয়া উঠিলেন ও মাথা তুলিয়া পিক-দানীর দিকে মুখ বাড়াইলেন। নমিতা ক্ষিপ্র-হস্তে পিকদানীটা সরাইয়া আনিল। 'থুঃ' করিয়া তিনি দুর্গন্ধময় শ্লেষ্মা ফেলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একদলা কাঁচা রক্ত পড়িল। ক্লান্তভাবে তিনি শুইয়া পড়িলেন ও নমিতাকে বলিলেন, “ঐ কোণে নর্দ্দমার কাছে জল আছে, হাতটা ধুয়ে আসুন—।”

নমিতা হাত ধুইয়া আসিয়া পূর্ব্বস্থানে বসিল এবং নোট-দুইখানি বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে বাহির করিয়া শয্যার উপর রাখিল, মৃদুস্বরে বলিল, “আপ্‌নি ভাল হয়ে উঠুন; নিজের হাতে দান কর্‌বেন।—সেইটেই সব চেয়ে ভাল।”

তিনি একটু ক্ষীণ হাসি হাসিলেন। নিজের কপালে হাত দিয়া

বলিলেন, "ক'দিন থেকে মাথাটা ক্রমাগত ঘাম্‌ছে। হাত-পায়ের জোর সব যেন ক্রমশঃ চলে যাচ্ছে,—এখন হাতটাও ইচ্ছামত ভাবে তুল্‌তে পারি নে, বড় কাঁপে!—আর শেষ হতে খুব বেশী দেরী নেই। কি বলুন?"

নমিতা কথাটা শুনিয়াও শুনিল না; বলিল—আপ্‌নাকে এখন কে কে দেখ্‌ছেন? ডাক্তারবাবু, আর—?"

"হুঁ!—" বলিয়া ঈষৎ হাসিয়া তিনি বলিলেন, "আর কেউ না।...... বহুদিনের ব্যাধি। এখন গেলেই নিষ্কৃতি পাই। নিজে জ্বালাতন হয়ে সবাইকে জ্বালাতন কর্‌ছি, এটা বড় দুঃখ।"

ন। ডাক্তারবাবু এখন আপ্‌নাকে দেখে গেছেন? কি বল্লেন?

ডাঃ পঃ। কিছু না—।

ন। সকালবেলা।

তিনি বিচলিতভাবে একটু ইতস্ততঃ করিয়া ম্লানমুখে কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "নিত্যি রোগী,—কত দেখ্‌বেন! তা ছাড়া এ-ক'দিনে এতটা কাহিল হয়ে পড়েছি, তা জানেন না।"

"জানেন না! মোটেই না!" বলিয়া নমিতা স্তম্ভিতভাবে পুনর্ব্বার বলিল, "তিনি কি মোটেই দেখেন না আপ্‌নাকে?"

অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, "পুরুষ মানুষ, তাঁর ঢের কাজ।"

নমিতা আত্মসংবরণ করিতে পারিল না; উত্তেজিত স্বরে বলিল, "বাইরে, রাজ্যের রোগী ঘেঁটে বেড়াচ্ছেন,—আর ঘরে এমন রোগী, একবার খোঁজ নেবার সময় পান না?"

ডাঃ পঃ। না, খোঁজ নেন্ বই কি।

তাঁহার কুণ্ঠাজড়িত কণ্ঠ হইতে আর কথা বাহির হইল না।

অনেকগুলা কথা মনে পড়ায়, নমিতার মনের মধ্যে হঠাৎ ক্ষিপ্র ক্রোধ

আলোড়িত হইয়া উঠিল! অধৈর্য্যভাবে সে বলিয়া ফেলিল, "কি রকম খোঁজ নেন্? স্ত্রী সঙ্কটাপন্ন রোগে শয্যাশায়ী—এমন ভয়ঙ্কর অবস্থা! আর তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে বাহিরে আমোদে মাতামাতি করে বেড়াচ্ছেন……!" নমিতা হঠাৎ থামিল। মনে পড়িল, এই রূঢ় সত্যটা এখানে না প্রকাশ করিলেই ভাল হইত।

ডাক্তার-পত্নী আহত-করুণ নয়নে ফিরিয়া চাহিলেন ও ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "উনি এখন বড়ই বাড়াবাড়ি করছেন, নয়? আমারও তাই ভয় হচ্ছে। বাইরের খবর তো কিছুই শুন্‌তে পাই না! কি করে জানবো?……" খুক্ খুক্ করিয়া কাশিয়া, অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া তিনি বলিলেন, "কিশোর ও-ঘরে তোয়ালেটা ফেলে গেছে, এনে দিন্ তো; বড় ঘাম হচ্ছে।"

নমিতার মনে একটা অনুতাপের বেদনা বাজিতে লাগিল। আহা, সে কেন ও-কথাটা বলিয়া ফেলিল! কথাটা ঢাকা দিবার জন্য এখন কি বলা উচিত, ভাবিতে ভাবিতে, নমিতা ও-ঘরে গেল।

বাহিরে উঠানে খুব জোরে শক্ত ভারী জুতার আওয়াজ হইল। নমিতা ঘরের জানালা হইতে দেখিল, ডাক্তার মিত্র বাড়ী ঢুকিয়াছেন। নমিতার মন সঙ্কুচিত হইয়া গেল। তোয়ালে লইয়া ঘর হইতে সে বাহির হইতে পারিল না; চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সশব্দে রান্না-ঘরের রোয়াকে উঠিয়া ডাক্তার মিত্র রুক্ষভাবে বলিলেন, "ডেকে পাঠান হয়েছিল কেন? কি হয়েছে?—বামুনদি—গেল কোথা?—"

বামুনদিদি রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সাড়া পাওয়া গেল না।—কুমার চোরের মত কুণ্ঠিতভাবে আসিয়া বলিল, "বামুনপিসি বলে দিয়েছিল যে মার হঠাৎ বড় যাতনা বেড়েছে।"

বিকট ভঙ্গীতে দাঁত মুখ খিঁচাইয়া, অভিনয়ের বিদূষকের ব্যঙ্গ্য-নৃত্যের অনুকরণে কদর্য্যভাবে অঙ্গ-বিশেষের বিকৃত ভঙ্গিমা দেখাইয়া, ডাক্তার মিত্র বলিলেন, "তবে আর কি! কেতার্থ হয়ে গেলুম্? 'যাতনা বেড়েছে!' মরে নি ত এখনো?—"

গট্ গট্ করিয়া আসিয়া স্ত্রীর কক্ষে ঢুকিয়া রূঢ় স্বরে বলিলেন, "কি? কি হয়েছে কি?"

ব্যস্তভাবে ক্ষীণকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "কিছুই হয় নি। কে ডেকে পাঠিয়েছে, আমি ত জানি না!"

উত্তরে ডাক্তার মিত্র কি বলিলেন, তাহা নমিতা শুনিতে পাইল না। সে শুনিল, প্রত্যুত্তরে তাঁহার স্ত্রী একটু উত্তেজনার স্বরে বলিতেছেন, "চুপ কর, চুপ কর। নার্শ নমিতা মিত্র ও-ঘরে আছেন।"

ডাক্তারের উগ্র কণ্ঠস্বর অন্তর্হিত হইল। ব্যস্ত-দ্রুত কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "কে?—কে রয়েছে?—নার্শ নমিতা? নমিতা রয়েছে?—ঐ ঘরে?"

এই বলিয়া ডাক্তার দ্রুতপদে বাহির হইয়া সোজা সেই ঘরের দিকে ছুটিলেন। নমিতা দেখিল, আর চুপ করিয়া থাকা চলিবে না।—'ঝট্-ঝট্' করিয়া সশব্দে তোয়ালে ঝাড়িতে ঝাড়িতে সে ঘর হইতে বাহির হইল। ডাক্তার মিত্র সাম্‌নে আসিয়া কঠোর হাস্যে বলিলেন, "কে গো নমিতা-সুন্দরি!—"

সম্বোধনটা নমিতাকে যেন বেত্রাঘাত করিল!—অপমানাহত দৃষ্টি নত করিয়া সে বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

শাণিত খরোজ্জ্বল দৃষ্টি নমিতার মুখের উপর স্থাপন করিয়া ডাক্তার মিত্র বলিলেন, "এখানে কি মনে করে?"

"ওঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছি—" এই বলিয়া চট্ করিয়া পাশ

কাটাইয়া, কম্পিত চরণে আসিয়া নমিতা ডাক্তার-পত্নীর ঘরে ঢুকিল। ডাক্তার মিত্র ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন; তারপর হঠাৎ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ডাক্তার-পত্নীর ঘরে ঢুকিয়া নমিতা দেখিল, তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে শয্যার উপর উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিতেছেন।—তাঁহার শুষ্ক-বিবর্ণ মুখ-চোখে তীব্র উত্তেজনার অগ্নিজ্বালা ঝকিতেছে!—নমিতাকে দেখিয়া তিনি ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "এসেছেন—আসুন!"

মুহূর্ত্ত শ্রান্তদেহে তিনি শয্যার উপর টলিয়া পড়িলেন! হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সজোরে কাশির ঝোঁক আসিল। মুখ দিয়া ভল্ ভল্ করিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল। নমিতা তোয়ালে ফেলিয়া, ক্ষিপ্রহস্তে খবরের কাগজখানা ঠোঙ্গার মত মুড়িয়া তাঁহার মুখের কাছে ধরিল।—তিনি মাথা তুলিতে পারিলেন না, শায়িত অবস্থায় তাহার উপরই প্রচুর পরিমাণে রক্ত বমন করিয়া, ভগ্ন-স্বরে বলিলেন, "উঃ!—"

নমিতা সব ভুলিল! সদ্যঃ অপমানের আঘাতজ্বালাও মনে রাখিতে পারিল না; গভীর স্নেহের ব্যথায় তাহার মুখমণ্ডলে স্বর্গের করুণা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কোমল অনুনয়ের স্বরে সে বলিল, "অমন করে উত্তেজিত হবেন না; হঠাৎ কোন্ সময়ে 'হার্ট ফেল' হয়ে যাবে!—"

রক্তের ঠোঙ্গাটা পিকদানির মধ্যে ফেলিয়া দিয়া নমিতা হাত ধুইয়া আসিল। ঘরের কোণে একটা ছোট চামচ পড়িয়াছিল, সেটাও সে ধুইয়া আনিল ও উৎসুক দৃষ্টিতে ঘরের চারিদিক চাহিল। কোথাও কিছু খাদ্য সে দেখিতে পাইল না। অগত্যা সেই সাগুর বাটির ঢাকা খুলিয়া এক চামচ সাগু তুলিয়া লইয়া সে সস্নেহে বলিল, "একটিবার হাঁ করুন না—!"

তিনি জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া উদাসভাবে আকাশ দেখিতেছিলেন; নমিতার কথায় ফিরিয়া চাহিলেন ও—ব্যাকুলভাবে মর্ম্মভেদী স্বরে বলিলেন, "আপনি জানেন না! আমার মত লোকের বেঁচে থাকাটা যে কত বড় অপরাধ, সে শুধু অন্তর্যামী জানেন! মিস্ মিত্র।—"

নমিতা বাধা দিয়া তাঁহার চিবুক টানিয়া ধরিল ও ব্যস্তভাবে বলিল, "চুপ করুন; গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, আর কথা কইবেন না।—হাঁ করুন, একটু সাবু খান—।"

নমিতা কয়েক চামচ সাগু মুখে ঢালিয়া দিলে তিনি বলিলেন, "থাক্, আর নয়। পেট ভরে গেছে, আর পার্‌ব না। বমি হয়ে যাবে।—মিস্ মিত্র, আপনার দাদা কতদিন পরে ফির্‌বেন?"

নমিতা বলিল, "ঠিক বল্‌তে পারি না। তবে বেশী দিন দেরী নাই—।"

থামিয়া থামিয়া ক্ষীণস্বরে তিনি বলিলেন, "তিনি এলেই আপনি নার্শের কাজ ছেড়ে দেবেন্—।"

কথাটা প্রশ্নের, কি অনুরোধের নমিতা ঠিক বুঝিতে পারিল না; দ্বিধায় পড়িয়া চুপ করিয়া রহিল। তিনি ক্ষণেক নীরব রহিলেন, তারপর নমিতার হাতটা দুই হাতে মুঠাইয়া ধরিয়া, ধীরে ধীরে নিজের বুকের উপর টানিয়া লইলেন ও—জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন, "না—না, নার্শের কাজ আর কর্‌বেন না। বড় বিশ্রী কাজ।"

নমিতা হাসি-হাসিমুখে বলিল, "না না, বিশ্রী কাজ বল্‌বেন না।—আর্ত্তের সেবা, বড় উঁচুদরের আনন্দের কাজ।"

তিনি ফিরিয়া চাহিয়া বলিলেন, "হাঁ, আনন্দের কাজ; কিন্তু দাসত্ব যে বিষম;—বড় ভয়ানক ব্যাপার!"

নমিতা বলিল, "কর্ত্তব্যের অনুরোধে সবই সইতে হয়।"

একটু জোরের সহিত তিনি বলিলেন, "অন্যায় অপমান পর্য্যন্ত? না না, তা হতে পারে না।—আপনি জানেন না, মানুষবিশেষের স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তি বড় ভয়ানক অস্বাভাবিক! কুৎসিত-প্রবৃত্তির তাড়নায়, তা'রা কতকগুলা ইতর-স্বভাব নারীর সঙ্গে মিশে নিজেদের স্বেচ্ছাচারিতার নীচে তাদের অবাধে পরিচালিত কর্‌বার সুযোগ পেয়ে,—জগতের সমস্ত স্ত্রীচরিত্র সেই ওজনে ঠিক করে রেখেছে! ওদের বিশ্বাস, ওরা ইচ্ছা কর্‌লে, স্বচ্ছন্দে যে-কোন স্ত্রীলোক নিয়ে, খেলার পুতুল বানাতে পারে! —অবশ্য নারীজাতির কলঙ্ক সে-রকম দুর্ভাগিনী যে কেউ নাই, তা বলছি নে। তবে আমি যতটুকু দেখেছি, তা'তে বোধ হয়, নারীর দুর্ব্বুদ্ধি অপেক্ষা, পুরুষের অপদার্থতাই, সংসারের ও সমাজের বেশী অনিষ্ট করে! স্ত্রীলোকের শক্তি অল্প; সে একলা হঠাৎ ভয়ানক হয়ে উঠ্‌তে পারে না। তাকে ভয়ানক করে তোল্‌বার জন্য, গোড়ায় পুরুষকে অনেক কাঠখড় যোগাড় দিতে হয়। আপনি কি বলেন?—"

নমিতা একটু হাসিয়া বলিল, "ক্ষমা করুন। ও-সব শ্রেণীর লোকের চরিত্রতত্ত্বে আমার কোন অভিজ্ঞতা নাই!"

তিনি খানিকটা স্থির দৃষ্টিতে নমিতার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন; তারপর একটু বেগের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "ভগবান্ আপনাকে এম্নি সুন্দর, এম্নি নির্ম্মল, এম্নি পবিত্র, এম্নি মধুর রাখুন।—বাইরের কোন মিথ্যা অপমানে দুঃখিত হ'বেন না। যদি মানুষ হ'ন্, মানুষের মত সুদৃঢ় শক্তি নিয়ে, সমস্ত অন্যায়, সমস্ত অসত্যের আঘাত সজোরে প্রত্যাখ্যান করে চলবেন। ভগবান্ আপনাকে সেই শক্তি দিন। সঙ্কীর্ণচেতা নর-নারীর মূঢ় ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হ'বেন না, ওরা একের পাপের প্রায়শ্চিত্ত পালনে, অন্যকে বাধ্য করে—নয় কি?"

নমিতা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নির্ব্বাক রহিল, কোন কথা বলিল না। বোধ হয়, তাহার বলিবার শক্তিও ছিল না।

একটি বালক ঘরে ঢুকিল। নমিতা চাহিয়া দেখিল,—এ কুমার নহে, কুমারের অপেক্ষা কিছু ছোট। সে বুঝিল এই বালক, কিশোর।

কিশোর বলিল, "বৌমা, জানালাটা বন্ধ করে দেব? সন্ধ্যা হয়ে আস্‌ছে।"

নমিতার চমক ভাঙ্গিল; উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমি তবে আজ আসি। নমস্কার!"

ডাঃ পঃ। "নমস্কার! মাকে আমার প্রণাম জানাবেন! আর আপনার সঙ্গে,—এই শেষ দেখা—।"

নমি। ও কি কথা? ও কথা বল্‌বেন না। আবার দেখা হবে। সময় পেলেই আমি আবার আস্‌তে চেষ্টা কর্‌ব—।"

শীর্ণ হাতখানি তুলিয়া নিষেধসূচক ইঙ্গিত করিয়া তিনি ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "না না, আর আস্‌বেন না।—যেখানে সম্মান নাই, সেখানে পদার্পণ অনুচিত। আস্‌বেন না; আমি বারণ কর্‌ছি, আস্‌বেন না। যান, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, বাড়ী যান। হাত-পা ভাল করে ধুয়ে, কাপড় ছেড়ে ফেল্‌বেন; এখানে সব ঘেটে চল্লেন।"

বিষাদ-ভরা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া নমিতা ঘর হইতে বাহির হইল। বাড়ীর চৌকাঠ পার হইয়া নমিতা সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়াইল। সে দেখিল, সাম্‌নে রাস্তার উপর ডাক্তার মিত্র ও একজন অপরিচিত ইংরেজ-পুরুষ দাঁড়াইয়া কি কথা বলাবলি করিতেছেন। অপরিচিত হইলেও সাহেবের 'পকেটের ষ্টেথোস্‌কোপে'র দিকে দৃষ্টি পড়িতেই নমিতা অনুমানে বুঝিল,—ইনিই নবাগত ডাক্তার-সাহেব, কাপ্তেন জ্যাকসন্! সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া নমিতা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। নমিতাকে দেখাইয়া অস্ফুট-

স্বরে ডাক্তার মিত্র কি বলিয়া সাহেবের পিছনে সরিয়া দাঁড়াইলেন। ডাক্তার-সাহেব তীব্র দৃষ্টিতে নমিতার মুখের দিকে চাহিয়া ইংরাজিতে বলিলেন, "তুমিই হাঁসপাতালের তৃতীয় নার্শ ?"

নমি। হাঁ মহাশয়—।

সা। এ বাড়ীতে বেড়াতে এসেছিলে ?

উত্তর সংক্ষিপ্ত হওয়াই ভাল ভাবিয়া,—নমিতা বলিল, "হাঁ—।"

সা। তোমার মত সুন্দরী যুবতীর পক্ষে একাকিনী ভ্রমণের প্রশস্ত সময় এই সন্ধ্যাকালই বটে !"—এই বলিয়া ডাক্তার-সাহেব কঠোর ভৎ-সনার দৃষ্টি হানিয়া ঘৃণাভরে মুখ ফিরাইয়া অগ্রসর হইলেন। ডাক্তার মিত্র ক্রূরবিদ্রূপের গুপ্ত হাসি হাসিয়া, নিরীহভাবে মাথা নোয়াইয়া তাঁহার পিছু পিছু চলিলেন। তাঁহারা হাঁসপাতালের দিকেই গেলেন।

একি অপ্রত্যাশিত অদ্ভুত ব্যবহার ! নমিতা মূঢ়ের মত নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল !

২৭

পরদিন সকালে নির্দ্দিষ্ট সময়ে নমিতা হাঁসপাতালে গেল। 'ফিমেল ওয়ার্ডে'র বাহিরে চার্ম্মিয়ানের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার হইল। চার্ম্মি-য়ান্ স্বভাবসিদ্ধ হাস্যপ্রফুল্ল মুখে 'সুপ্রভাত' অভিনন্দন করিয়া বলিল, "তুমি ক'দিন হাঁসপাতালে আস নি, হাঁসপাতালটা আমার ভালই লাগ্‌ত না !"

সকৌতুকে নমিতা বলিল, "বটে ! আমার অদৃষ্ট ভাল—!"

দত্তজায়া ব্যস্তসমস্ত ভাবে কোথা হইতে ছুটিয়া আসিলেন ;—হাসিতে

হাসিতে পরিষ্কার বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন, “কি গো নমিতা মিত্র যে! তুমি আবার হাঁসপাতালে এলে কি রকম?”

নমিতা একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, “কেন? আজ যে আমার ‘জয়েন্’ কর্‌বার দিন!—কি হয়েছে?—”

দত্তজায়া বলিলেন, “আমি ভেবেছি, তুমি আর আস্‌বেই না!”

নমিতা আরও বিস্মিত হইল; বলিল, “এ রকম ভেবে নেওয়ার কারণ?”

ভ্রূভঙ্গী করিয়া ব্যঙ্গ্য হাসি হাসিয়া দত্তজায়া বলিলেন, “কারণ ডাক্তার-সাহেবের কাছে শোন গে; তিনি ডাক্‌ছেন তোমায়।—বলি, সুরসুন্দর তেওয়ারী যে ‘মেডিসিন ষ্টকে’র ‘চার্জ’ বুঝিয়ে দিয়ে পিট্টান্ দিলে! —কি রকম চার্জ বুঝিয়ে দিয়েছে জান?”

হতভম্ব হইয়া নমিতা বলিল, “আমি কি করে জান্‌বো? আজ সাতদিন ত আমি—।”

পৈশাচিক উল্লাসে ক্রূর-হাসি হাসিয়া দত্তজায়া বলিলেন, “প্রায় হাজার টাকার ওষুধ আর অস্ত্র চুরি করে নিয়ে গেছে! সে এখন বড়লোক! —ভাল, তোমার সঙ্গে এত বন্ধুত্ব, আর তোমায় বলে গেল না যে বড়!—”

নমিতা রুষ্ট হইয়া বলিল, “মিসেস্ দত্ত, আপনার এ কি রূঢ় পরিহাস!”

সঙ্গে সঙ্গে চার্ম্মিয়ান্‌ও তীব্রস্বরে বলিল, “যথার্থই, এ রকম কদর্য্য ব্যঙ্গ্য আমি মোটেই পছন্দ করি না।”

একটা বাদানুবাদ বাধিবার উপক্রম হইতেছে, এমন সময় দ্বারবান্ আসিয়া সেলাম করিয়া নমিতাকে বলিল, “ডাংদার সাব্ আপ্‌কো জরুর বোলাবেন্ হো; উপরমে চলিয়ে।—”

নমিতা চমকিল। সত্যই ডাক্তার-সাহেব তাহাকে ডাকিয়াছেন! কেন? চার্ম্মিয়ানের দিকে চাহিয়া সে বলিল, "স্মিথ কোথা?"

চার্ম্মিয়ান্ বলিল, "তিনি মফস্বল গেছেন, আজ এ বেলা আস্‌বেন না; ও-বেলা আস্‌বেন। বাস্তবিক ডাক্তার-সাহেব তোমায় ডাক্‌লেন কেন? চল ত, ব্যাপার কি দেখে আসি।"

দ্বারবান্ সেলাম করিয়া বলিল, "জী, কোইকো জানে মানা। আপলোক ওয়াড্ পর যাইয়ে; আপনে কাম দেখিয়ে, সাহেব বোল দিয়া।"

শঙ্কিত দৃষ্টিতে নমিতা চার্ম্মিয়ানের মুখপানে চাহিলে চার্ম্মিয়ান্ বিস্ময় ও বিরক্তি-পূর্ণ ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, "বেশ ত, তুমি যাও না। শুনে এস ত কি বলেন।"

চলিয়া যাইতে যাইতে মিসেস্ দত্ত বলিলেন, "হাঁ হাঁ, খবরটা আমাদের দিয়ে যেও গো মিস্ মিত্র!" এই বলিয়া প্রচ্ছন্নশ্লেষের হাসি হাসিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। চার্ম্মিয়ান্ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

নমিতা দ্বারবানের সহিত বরাবর ত্রিতলে সাহেবের 'আফিস'-ঘরে আসিল। ডাক্তার-সাহেব সেই তিনি,—মিঃ জ্যাকসন্। টেবিলের কাছে বসিয়া তিনি তামাকের পাইপ টানিতেছেন। পার্শ্বে তাঁহার ক্লার্ক কতক-গুলি কাগজ হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে; অদূরে দুইখানি চেয়ারে দুই ডাক্তার—সত্যবাবু ও প্রমথবাবু—চুপ করিয়া বসিয়া আছেন।

নমিতা আসিয়া অভিবাদন করিল। ডাক্তার-সাহেব চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া লইলেন; তারপর গম্ভীরমুখে বলিলেন, "তুমিই তৃতীয় নার্শ—নমিতা মিত্র?"

নমিতা বলিল, "হাঁ স্যার!"

ডাক্তার মিত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তিনি নমিতাকে বলিলেন, "কাল তুমি সন্ধ্যাবেলা এঁর বাড়ী গেছ্লে? আমি তোমাকেই এঁর বাড়ী থেকে বেরুতে দেখেছি, কেমন ?

নমিতা পুনশ্চ বলিল, "হাঁ স্যার !"

ডাক্তার-সাহেব বলিলেন, "উত্তম ! দাঁড়িয়ে কেন ? ঐ টুলে বস।" দ্বারবানের দিকে ইঙ্গিত করিয়া তিনি বলিলেন, "উ লোককো বোলাও।"

দ্বারবান্ সরিয়া গেল ; ক্ষণপরে দুইজন নিম্নশ্রেণীর হিন্দুস্থানী পুরুষকে, সঙ্গে লইয়া ঘরে ঢুকিল। ডাক্তার-সাহেব নমিতাকে বলিলেন, "ছাখ ত এ লোক-দু'জনকে চেন ?—"

নমিতা চাহিয়া দেখিয়া বলিল, "না।"

ডাক্তার-সাহেব কেরাণীকে ইঙ্গিত করিলে সে পার্শ্বে টুলে বসিয়া লিখিতে লাগিল। নমিতার আশঙ্কা উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল।—এসব জবানবন্দী গৃহীত হইতেছে কিসের ?

ডাক্তার-সাহেব আবার বলিলেন, "আচ্ছা, বল, এদের সঙ্গে তোমার কোনরূপ শত্রুতা আছে ?"

ন। না মহাশয়।

ডা। ঠিক বল।

ন। না মহাশয়, আমি এদের আদৌ চিনি না ; শত্রুতা অসম্ভব।

"উত্তম"—এই বলিয়া ডাক্তার-সাহেব সেই লোক-দুইজনের পানে চাহিয়া হিন্দীতে যথাক্রমে তাহাদের নাম, ধাম ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "তোমরা এই স্ত্রীলোককে চেন ?"

উভয়ে একবাক্যে স্বীকার করিল যে, তাহারা চিনে। বিস্তর

প্রশ্নোত্তরের পর উভয়েই সাক্ষ্যদান করিল যে, নমিতার বাড়ীর নিকট যে 'হোটেলে' তাহারা পাচক ও ভৃত্যের কাজ করে, সেই হোটেলে হাঁসপাতালের হেড্ কম্পাউণ্ডার সুরসুন্দর তেওয়ারী আহারাদি করিত ও থাকিত। ভৃত্য বলিল, সেই হোটেলের কাজ সারিয়া রাত্রি বারটার পর বাড়ী ফিরিবার সময় দুইদিন সে দেখিয়াছে যে, সুরসুন্দর তেওয়ারী গভীর রাত্রিতে চোরের মত চুপি চুপি নমিতার বাড়ীতে ঢুকিতেছে। পাচক বলিল, সে হোটেলে উনান ধরাইবার জন্য খুব ভোরে বাড়ী হইতে আসে। সেও একদিন দুইদিন নহে, চার পাঁচ দিন দেখিয়াছে, সুরসুন্দর শেষ-রাত্রে চুপি চুপি নিঃশব্দে নমিতার বাড়ী হইতে বাহির হইতেছে, ইত্যাদি।

ডাক্তার-সাহেব তাহাদের বিদায় দিয়া, নমিতার পানে চাহিয়া জলদ-গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কেমন? ইহাদের কথা সত্য?"

নমিতা দেখিল মাথার উপর প্রলয়ের বজ্র গর্জ্জাইয়া আসিয়াছে। আজ এখানে দমিলেই সর্ব্বনাশ! স্ত্রী-স্বভাব-সুলভ-নমনীয় কোমলতা লইয়া ভীরুতা দেখাইবার স্থান ইহা নহে!—মাথা ঠিক করিয়া দৃঢ়-নির্ভীক স্বরে সে বলিল, "শুনুন্ স্যার, আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বল্‌ছি, সুরসুন্দর তেওয়ারী কোনও অসদভিপ্রায়ে আমার বাড়ীতে যাওয়া-আসা করে নি।"

ডাক্তার-সাহেব দাঁতে পাইপ চাপিয়া অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "ভাল, সদভিপ্রায়টা কি শুনি!—"

নমিতা বলিতে লাগিল, "আমার বাড়ীতে একটি ভৃত্যের অত্যন্ত অসুখ হয়েছিল। আমার মা রুগ্ন, দুর্ব্বল; ভাই-বোন্‌রা সবাই ছেলেমানুষ। সে চাকরটির সেবাশুশ্রূষা—"

ডাক্তার মিত্র হঠাৎ চেয়ার সরাইয়া, ডাক্তার-সাহেবের কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া মৃদুস্বরে কি বলিলে, সাহেব হাসিয়া মাথা নাড়িয়া সম্মতি

জানাইলেন এবং নমিতার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "অত সুদীর্ঘ বক্তৃতা শুনিবার অবসর আমার নাই। সংক্ষেপে শীঘ্র বল। ভাল, আমিই তোমায় সাহায্য করছি। তোমার বাড়ীতে ভৃত্যের অসুখ করেছিল, সেবা-শুশ্রূষার সাহায্যের জন্য সুরসুন্দর তেওয়ারীর প্রত্যেক দিন রাত্রিতে সেখানে যাওয়া অত্যাবশ্যক হয়েছিল। কেমন? তুমি এই ত বল্‌তে চাও?"—এই বলিয়া ডাক্তার-সাহেব হাসিলেন। ডাক্তার মিত্রও মুখ বাঁকাইয়া গর্ব্বভরে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। সত্যবাবু গম্ভীর-করুণ নয়নে নমিতার পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

অপমানে ক্ষোভে নমিতার আকর্ণ লাল হইয়া উঠিল। কষ্টে আত্মদমন করিয়া সে বলিল, "সব কথা শুনুন্, স্যার! আপনি 'নার্শ'দের 'ডিউটি'র দৈনিক হিসাব আনিয়ে দেখুন, কোন্ দিন রাত্রিতে কোন্ সময় পর্য্যন্ত আমাকে এই হাঁসপাতালে কাজ কর্‌তে হয়েছে; আর কোন্ দিন কোন্ সময় সুরসুন্দর তেওয়ারী আমার বাড়ীতে গিয়েছিল; তা সাক্ষীদের ডেকে জেনে নিন্; তা হ'লে বুঝ্‌তে পার্‌বেন্ আমার অনুপস্থিতির সময়েই সে আমার বাড়ীতে ছিল।"

চুরুটের পাইপে লম্বা টান দিয়া ডাক্তার-সাহেব বলিলেন, "তুমি অল্প-বয়স্কা হ'লেও খুব বুদ্ধিমতী, তা'র কোন সন্দেহ নাই। তুমি সকলদিক্ বাঁচিয়ে চল্‌তে চেষ্টা করেছ, বুঝেছি। কিন্তু তুমি জান না, বোধ হয়, আমি তোমার মত বহুৎ নার্শ দেখেছি; আর তোমার অনুগ্রহ-পাত্র সেই সুরসুন্দর তেওয়ারীর মতও বহুৎ কম্পাউণ্ডার দেখেছি। এদের দুরুস্ত কর্‌বার ঔষধ আমার কাছে বিলক্ষণ আছে!—ক্লার্ক, অর্ডার লেখ ....."

টেবিলের উপর হইতে একতাড়া কাগজ তুলিয়া, নমিতার সম্মুখে তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া ডাক্তার-সাহেব বলিলেন, "তোমাদের এই কুৎসিত কলঙ্ক-ব্যাপারের চাক্ষুষ সাক্ষীর মন্তব্য দেখ;—একটা দুইটা নয়, উপর্য্যুপরি তিন

তিনটা বেনামী দরখাস্ত পেয়েছি। সে লোক এবার প্রকাশ্য সংবাদপত্রে এই সব ব্যাপারের আলোচনা কর্‌বে ব'লে প্রতিশ্রুত হয়েছে। কাজেই, আমার নিশ্চিন্ত থাকা অসম্ভব। নার্শ, শুধু এই একটা হ'লে কথা ছিল। তোমার বিরুদ্ধে আরো অভিযোগ আছে। তুমি মিছামিছি হাতে ক্ষত হওয়ার ছলনায় সাতদিন ছুটি নিলে, অথচ বাইরে "তোমার 'ডাক্' জুটিয়ে দেবার লোকের অভাব হ'ল না, এবং সেখানে গিয়ে কাজ কর্‌তেও তোমার অসুবিধা হ'ল না, কেমন? যাক্, এও ক্ষমা কর্‌তে পারি, কিন্তু তোমার ভীষণ দুঃসাহস আমি কোন মতেই ক্ষমার্হ মনে করি না! এই ভদ্রলোক প্রমথবাবু ইনি শিক্ষায়, সম্মানে—সর্ব্বতোভাবে তোমার ঊর্দ্ধ-স্থানীয়; বয়সেও তোমার মত যুবতীর পিতৃস্থানীয় নন্. এটা, বোধ হয়, তুমি স্বীকার কর।—তুমি কি উদ্দেশ্যে বিনা প্রয়োজনে যখন তখন এঁর বাড়ীতে যাতায়াত কর? তাঁ'র সম্বন্ধে কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ আমায় দিতে পার?—

ঘৃণায় উত্তেজনায় নমিতা অধীরভাবে টুল ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ভয়, সম্ভ্রম, সব সে ভুলিয়া গেল। ক্রোধে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল। তীব্রস্বরে সে বলিল, "স্যার, জীবনে দু'দিনের বেশী ওঁর বাড়ীর চৌকাঠ পার হই নাই। তাও ওঁর সঙ্গে কোন সম্পর্ক-সুবাদে যাই নি। ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমার কিছু আলাপ আছে। তিনিই প্রথমে পত্র লিখে আমায় সাক্ষাতের জন্য নিমন্ত্রণ করেন। যদি বলেন, সে-পত্রও আমি এখনই—"

হাত তুলিয়া বাধা দিয়া ডাক্তার-সাহেব বলিলেন, "থাক্, তোমার গল্প-রচনার ক্ষমতা যখন এমন চমৎকার, তখন ইচ্ছামাত্রে একটা জালপত্র আবিষ্কার করা তোমার পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব নয়,—তা আমি জানি।"

ঘৃণায় নমিতার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল। কষ্টজড়িত স্বরে সে

বলিল, "স্যার, আপনি আমায় মিথ্যাবাদী মনে করেন, ভাল; আমার সঙ্গে বিশ্বস্ত লোক দেন,—অথবা ডাক্তারবাবুকেই পাঠান, উনি ওঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে আসুন্।"

হা হা শব্দে হাসিয়া ডাক্তার-সাহেব বলিলেন, "তোমার অদ্ভুত সাহস! তুমি আমাকেও বুদ্ধিকৌশলে পরাস্ত কর্‌তে চাও? কিন্তু তত আহাম্মখ আমায় মনে কোরো না।—আচ্ছা, ডাক্তারের পীড়িতা স্ত্রী অপেক্ষা সুস্থ-স্বচ্ছন্দ ডাক্তারই, বোধ হয়, সত্য সাক্ষ্য বেশী দিতে পারেন,—কি বল? এটা আশা করা অন্যায় নয়।"

নমিতা দৃঢ়স্বরে বলিল, "হাঁ নিশ্চয়।—উনি উচ্চ-শিক্ষিত, সম্মানার্হ ভদ্রসন্তান। উনি কখনই মিথ্যা বল্‌বেন না—আমি আশা করি।"

উৎসাহিত ভাবে চেয়ারে সোজা হইয়া বসিয়া ডাক্তার-সাহেব নমিতাকে বলিলেন, "ভাল ভাল, তুমি এঁর শিক্ষা ও ভদ্রতা সম্মানের বিষয় মনে কর ত? এঁর সাক্ষ্য সত্য ব'লে স্বীকার কর্‌তে তোমার আপত্তি নাই?"

ডাক্তার-সাহেবের এই উৎসাহের মূলে কোন গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত আছে কি না, নমিতা ভাবিয়া দেখিবার সময় পাইল না; অসন্দিগ্ধ চিত্তে বলিল, "হাঁ, ওঁর সাক্ষ্য কখনই মিথ্যা হবে না।"

ডা-সা। ব্যস্, ডাক্তার মিত্র, বল। কি উদ্দেশ্যে এই নার্শ তোমার বাড়ী যাতায়াত করে, সুস্পষ্ট ভাষায় ওর মুখের ওপর প্রকাশ কর।

ডাক্তার-সাহেব চেয়ার ঘুরাইয়া লইয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, একখানা লেখা কাগজ দেখিতে লাগিলেন।

ডাক্তার মিত্র পরম বিনয়ের ভঙ্গীতে একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া, ইতস্ততঃ করিয়া নম্রভাবে বলিলেন, "স্ত্রীলোক, বিশেষতঃ অল্পবয়স্কা। যুবতীর চপলতা-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করা, আমাদের পক্ষে উচিত নয়।—"

ডাক্তার-সাহেব কাগজের উপর হইতে দৃষ্টি তুলিয়া ডাক্তার মিত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুমি মনে রেখো ডাক্তার, ই, বি, জ্যাকসন্ কারুর ত্রুটির প্রশ্রয় দিয়ে চল্‌বার পাত্র নয়। নিজের সহোদরকেও আমি ক্ষমা করি নি। স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপারে সেও একদা এমনই একটা কলঙ্কজনক মূঢ়তা প্রকাশ করেছিল বলে, আমি তাকে জেলে দিতেও কুণ্ঠিত হই নি। —অধস্তন কর্ম্মচারীরা ত কোন্ ছার!—সুন্দরী স্ত্রীলোকদের আমি এতটুকুও বিশ্বাস করি না। ঠিক জানি, তাদের দ্বারা সকল রকম অঘটন ঘটনাই সংঘটিত হ'তে পারে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও সকল ঘটনার সত্য-মিথ্যা আমি, কেবল মাত্র ঐ নার্শের সুন্দর মুখ দেখে বুঝেছি। অন্য সাক্ষ্য নিষ্প্রয়োজন। তবে আইনের মান রেখে চল্‌ব। ন্যায়ানুমোদিত প্রমাণ চাই। বল, ডাক্তার, তুমি কি জান।"

ক্ষিপ্ত-উৎকণ্ঠায় নমিতার আপাদমস্তকে বিদ্যুৎ-ঝলক্ বহিয়া যাইতেছিল। রুদ্ধস্বরে সে বলিল, "বলুন, ডাক্তারবাবু, ঈশ্বরের নামে শপথ ক'রে সত্য বলুন্।"

ডাক্তার মিত্র কুণ্ঠিতভাবে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ডাক্তার-সাহেব রূঢ়স্বরে বলিলেন, "বল, আমার কাছে ত স্বীকার করেছ ডাক্তার! এই নির্লজ্জা দুশ্চরিত্রা নারী কি উদ্দেশ্যে তোমার কাছে সর্ব্বদা যাতায়াত করে, সত্য বল।"

ডাক্তার মিত্র চকিত কটাক্ষে একবার নমিতার পানে চাহিলেন; তারপর ডাক্তার-সাহেবের দিকে চাহিয়া দ্রুতস্বরে বলিলেন, "আমায় করায়ত্ত কর্‌বার জন্য,—আমার চরিত্র ধ্বংস কর্‌বার জন্য!—"

নমিতা দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিয়া নিঃশব্দে বসিয়া পড়িল। তাহার দৃষ্টি স্তম্ভিতস্থির, মুখ পাংশুবর্ণ, রসনা অসাড় নিশ্চল!—একটা যন্ত্রণার শব্দ উচ্চারণ করিয়া লঘু হইবার ক্ষমতাও তাহার লুপ্ত হইয়া

গিয়াছিল।—নমিতার মনে হইল, মৃত্যুর নিস্তব্ধ ভীষণতার দৃঢ় আবেষ্টনে সে যেন সজ্ঞানে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল! আর তাহার কোন চেষ্টা করিবার বা চিন্তা করিবার শক্তি নাই!

ডাক্তার-সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নমিতার পানে একবার চাহিলেন, তারপর কোন কথা না বলিয়া, খচ্‌ খচ্‌ শব্দে হুকুম নামায়, সহি করিয়া ফেলিয়া দিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলেন; টুপী লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। ডাক্তার মিত্রও সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া গেলেন।

ডাক্তার-সাহেবের ক্লার্ক, শরৎবাবু উদাসীন নিশ্চিন্ত ভাবে টেবিলের কাগজপত্র গুছাইতে লাগিলেন; দু একবার আড় চোখে চাহিয়া নিশ্চল নিস্পন্দ নমিতার অবস্থাটা দেখিয়া লইলেন; কিন্তু কিছু বলিলেন না।

সত্যবাবু গালে হাত দিয়া হতবুদ্ধির মত কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন; তারপর মুখ তুলিয়া ক্ষোভমিশ্রিত তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, "শরৎ, ছিঃ, মেয়েটার না হ'ক্‌ লাঞ্ছনা করালে; তোমার হাতে এই সব কাগজ পত্র এসেছে,—আমায় কি কিছু বল্‌তে নাই?—যদি পনের মিনিট আগে বল্‌তে, আমি তখনই গিয়ে ওকে সাবধান করে দিতুম।—ডাক্তার-সাহেব সস্‌পেণ্ড কর্‌বার আগেই ও রিজাইন দিয়ে সরে দাঁড়াতে পার্‌ত যে ছিঃ!—"

নিতান্ত ভালমানুষীর সহিত শরৎ বাবু পরম গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "কি কর্‌ব ম'শায়, একেবারে সাহেবের হাতে এসে ওসব দরখাস্ত পড়েছে। আমার ওতে কোনই হাত ছিল না;—না হ'লে কি আমি চেষ্টা করি না?"

সত্যবাবু বলিলেন, "ও সাক্ষী দু'টি যোগাড় কর্‌লে কে?—"

শরৎবাবু মেঝের উপর হইতে সেই দরখাস্তখানি তুলিয়া লইয়া পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিলেন, "দরখাস্তেই ওদের নাম লেখা ছিল।

তারপর সাহেব কখন লোক পাঠিয়ে ওদের এনে হাজির করিয়েছেন, আমি কিছুই জানি না।”

ডাক্তার সত্যবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “যোগাড়ের জোরে দিনকে রাত করা যায়, দেখ্‌ছি! হুঁ,—কলিকাল! দেবতারাও মরে রয়েছে রে!—”

নমিতার কাছে আসিয়া ডাক্তার বাবু তাহার দুই হাত ধরিয়া বলিলেন, “ওঠো মা, ওঠো! কি কর্‌বে বল, কপালের ভোগ!—মানুষের অত্যাচারের ওপর ভগবানের বিচার-ক্ষমতা আছে। প্রবল গায়ের জোরে দুর্ব্বলকে যতই নির্য্যাতন করুক্, কিন্তু চরম শাসন সেই ওপরওলার হাতে! যদি তাঁর চোখে নির্দ্দোষ থাক,—”

নমিতা এতক্ষণে প্রাণের মধ্যে একটা আশ্বাসের সাড়া পাইয়া সচেতন হইল। নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইয়া যুক্তকরে নত হইয়া সত্যবাবুকে নমস্কার করিল।

নমিতার মুখের অস্বাভাবিক বিবর্ণ চেহারা দেখিয়া সত্যবাবু চোখের জল সামলাইতে পারিলেন না। তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া চশমা খুলিয়া, রুমালে চোখ পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। নমিতা ক্লার্ক শরৎবাবুকে তেমনি নিঃশব্দে নমস্কার করিয়া ডাক্তার সাহেবের লেখা হুকুম-নামাটি তুলিয়া লইয়া ধীর পদে প্রস্থান করিল।

২৮

অসহ শূন্যতায় চারিদিক্ ভরিয়া গিয়াছে!—আজ আর কোথাও কিছু নাই! দুঃখ, ক্ষোভ, বেদনা দূরের কথা; সামান্য ঘৃণা অনুভবের শক্তি পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে! এতদিন ধরিয়া কত শোক, দুঃখ, অপমান,

ব্যথার আঘাত সে অবিচল ধৈর্য্যে বহন করিয়া, অটুট তেজস্বী প্রাণ লইয়া, স্বচ্ছন্দে হাসিমুখে পৃথিবীতে নিজের কর্ত্তব্য পালন করিয়া আসিতেছে;— দুঃসহ শ্রমক্লান্তির অবসাদে, সহস্র দুঃখতাপের গুরুভারে অভিভূত হইয়াও একদিন তাহার ধৈর্য্য ভঙ্গ হয় নাই;—চিরদিন আত্মচেতনাকে ঊর্দ্ধে, আনন্দলোকে একান্তভাবে লীন করিয়া দিয়া, নিভৃতে শান্তি পাইয়াছে; প্রাণের অবসন্ন মলিনতা ঝাড়িয়া আবার প্রফুল্ল সজীবতা ফিরিয়া পাইয়াছে; সুস্থ সবল হাস্যময় হৃদয় লইয়া, অক্লান্ত পরিশ্রমে শত কাজে খাটিয়াছে; কোনও দিন এতটুকু শ্রান্তি-বিরক্তির অনুভব করে নাই!...কিন্তু আজ! আজ এ কি হইল ভগবন্! হৃদয়ের সমস্ত অনুভূতিকে একেবারে ভীষণ আতঙ্কে স্তম্ভিত করিয়া দিলে? এ যে কল্পনাতীত অসহনীয় ব্যাপার!

হাঁসপাতাল হইতে বাহির হইয়া নমিতা বাড়ীর দিকে চলিল; হাঁসপাতালে কাহারও সহিত দেখা করিল না; চার্ম্মিয়ানের সহিতও না! চরিত্র-কলঙ্কের জঘন্য-অপবাদলাঞ্ছিত, এই বিষাক্ত-বেদনাময়ী মূর্ত্তি লইয়া, আজ কাহারও সম্মুখে, কোন মানুষের সম্মুখে মুখ খুলিয়া দাঁড়াইবার অধিকার তাহার নাই! নমিতা সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া, হাঁসপাতালের সীমা ছাড়াইল। ডাক্তার-সাহেব চারিদিক দেখিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে-ছিলেন। সে সময় সকলেই ব্যস্ত-শঙ্কিত; নমিতার দিকে চাহিবার সুযোগ কেহই পাইল না।

বাড়ীর কাছে আসিয়া নমিতা দাঁড়াইল। ভিতর হইতে সুশীলের উচ্চ চীৎকার আসিয়া কাণে পৌছিল। সে তাহার প্রিয়তম ছাগলছানা-গুলিকে পরম আনন্দে ঘোড়দৌড়ের কৌশল শিখাইতেছে। বাড়ী ঢুকিতে নমিতার আর পা উঠিল না। মুহূর্ত্তে সুশীলের মুখ তাহার মনে পড়িল, বিমলের মুখ মনে পড়িল, সমিতার মুখ মনে পড়িল; তারপর সব শেষে মা'র মুখ মনে পড়িল!

চোখের সাম্‌নে সমস্ত জগৎটা যেন আকুল বেদনা-স্পন্দনে সুস্পষ্টরূপে থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল! নমিতা মূঢ়-বিহ্বল-ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বুকের মধ্যে ক্ষিপ্ত-যন্ত্রণার আর্ত্তনাদ গর্জ্জিয়া উঠিল,—ভুলাইয়া দাও ভগবন্‌,—সব মমতাভিমান ভুলাইয়া দাও! পৃথিবীর বিষাক্ত-শল্যবিদ্ধ এই দৃষ্টিশক্তি আজ নিরুপায়ভাবে তোমারই দিকে ফিরাইবার শক্তি দাও। পৃথিবী গায়ের জোরে, পার্থিবের যা কিছু 'ভাল', আজ সব কাড়িয়া লইয়াছে, কিন্তু প্রাণের ভক্তিটা কাড়িয়া লইতে পারে নাই। তোমার উপর এই যে একনিষ্ঠ অবিচল বিশ্বাস, ভগবন্‌, আজ ইহাই দীনাত্মার একমাত্র সম্বল! ইহা বিধ্বস্ত হইতে দিও না!

যাক্‌, সব অভিমান দূর হউক। এই লাঞ্ছনা-তাড়িত হীন জীবন লইয়া আবার শক্ত হইয়া দাঁড়াইতে হইবে, আবার সন্ধান করিয়া আশ্রয় খুঁজিয়া অন্নদাসত্বের চরণে আত্মবিক্রয় করিতে হইবে। আবার সাধারণ মানুষের মত খাইয়া, ঘুমাইয়া, নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাইতে হইবে।— উঃ ভগবন্‌, বড় অসহ্য কল্পনা-স্মৃতি! এ সম্ভাবনা কি আর সহ্য করিতে পারা যায়! মস্তিষ্ক যে আজ ভীষণ আঘাতে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে!······ শিক্ষার উপর তাহার অগাধ নিষ্ঠা, অটল শ্রদ্ধা, অপর্য্যাপ্ত সম্ভ্রম বোধ ছিল। সে শিক্ষার সার্থকতা আজ কি দেখিল? কি ভয়াবহ বিশ্বাসঘাতকতা! কঠোর ধিক্কারে বুক পিষিয়া যাইতেছে;—বুঝি, আত্মনিষ্ঠার নির্ভরভিত্তিও আজ কৃতঘ্নতার আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়ে! আজ সব সাহস ফুরাইল!—হে সংসার তোমার অসীম অত্যাচার-শক্তিকে প্রণাম! আজ বলিবার কিছু নাই!

খানিকটা হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া নমিতা, স্মিথের কুঠির দিকে চলিল। ফটকের কাছে খানসামার সহিত তাহার সাক্ষাৎকার হইলে, সে সেলাম করিয়া জানাইল, স্মিথ্‌ নমিতার জন্য একখানা পত্র ও

খবরের কাগজ খানসামার জিম্মায় রাখিয়া গিয়াছেন। নমিতা ফটকের পার্শ্বে খোলা জমিটার উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, "নিয়ে এস এখানে।"

খানসামা চলিয়া গেল ও একটু পরে স্মিথের লেখা একখানি পত্র ও খবরের কাগজখানা আনিয়া দিল। উৎফুল্লমুখে সম্ভ্রমের সহিত সে বলিল, "পত্র পড়িয়া দেখুন,—একটা মঙ্গল-সংবাদ আছে।"

নমিতা উদাসভাবে হাসিল। না না, আজ পৃথিবীর কাছে কোন মঙ্গল-সংবাদ শুনিবার আশা নাই। সে চেষ্টা আজ ভয়ানক পাপ। থাক্ পত্র! উহা পড়িবার প্রয়োজন কি?

খানসামা নিজের কাজে চলিয়া গেল। নমিতা হাঁটুর ভিতর মাথা গুঁজিয়া, রৌদ্রে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বেলা দশটা বাজিল, এগারটা বাজিল, বারোটা—একটা বাজিল। বাবুর্চি ও খানসামারা কাজকর্ম্ম সারিয়া কুঠি হইতে বাহির হইল। তাহাদের বাহির হইতে দেখিয়া নমিতার সংজ্ঞা ফিরিল। সে নিঃশব্দে উঠিয়া বাড়ীর দিকে চলিল। কাগজ ও চিঠিখানা হাতে ছিল, হাতেই রহিল।

নমিতার মাথার মধ্যে অসহনীয় যন্ত্রণা বোধ হইতে লাগিল, কেমন যেন শীত করিতে লাগিল, পথে চলিতে চলিতে ভিতরে কেমন একটা কম্পের ঝোঁক্ আসিতে লাগিল। বাড়ী পৌঁছিয়া কোনও ক্রমে শয়নকক্ষের দিকে সে চলিল। পড়িবার ঘরে বিমলকে সে দেখিতে পাইল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার সুন্দর মুখ লাল হইয়া গিয়াছে, চক্ষুর পাতা ফুলিয়া উঠিয়াছে। সে তখনও বসিয়া মুখে কোঁচার কাপড় চাপা দিয়া, ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। নমিতা হতভম্বের মত খানিকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল; তারপর ধীরে অগ্রসর হইয়া নিঃশব্দে নিজের শয়নকক্ষে

আসিল। সমিতা সেখানে ছিল। নমিতা তাহাকে বলিল, "ওরে বড় শীত কচ্ছে, সেলুন! বিছানাটা ঝেড়ে দে ভাই, দাঁড়াতে পার্‌ছি নে।—"

সমিতা বিছানা ঝাড়িয়া দিল। নমিতার অত্যন্তই কম্প আসিতেছিল; ঠোঁটগুলা শুদ্ধ ঘনবেগে কাঁপিতেছিল। চক্ষু চাহিয়া থাকাও তাহার অসহ্য বোধ হইতেছিল। আপাদমস্তক লেপঢাকা দিয়া সে বিছানায় শুইয়া পড়িল। স্নিথের সেই পত্র ও কাগজ সে বিছানারই উপর ফেলিয়া রাখিল; খুলিয়া দেখিল না।

সমিতা নমিতার শিয়রে বিষণ্ণভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে নমিতা ধীরকণ্ঠে সুধাইল, "সেলুন, তোমাদের খাওয়া হয়েছে?"

স। হ্যাঁ, আজ রবিবার, আমরা সকাল সকাল খেয়েছি।

নমি। মার খাওয়া হয়েছে?—

সমি। হয়েছে—।

নমি। কি কর্‌ছেন তিনি?—

স। খানিকক্ষণ হ'ল সমুদ্র কম্পাউণ্ডার মেজদাকে বাইরে ডেকে কি-সব বলে গেল। মেজ-দা মার কাছে এসে চুপি চুপি সেই সব বল্‌লে। —মা সেই থেকে বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে আছেন, আর ওঠেন্ নি।"

"থাক্‌তে দাও" বলিয়া সহসা মর্ম্মভেদী আকুলতায় গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নমিতা বলিল, "ভাগ্যে আজ বাবা বেঁচে নেই। উঃ! সেলুন, কারুর সাম্‌নে বেরিও না। ওরা ভাইয়ের মহত্ব, ভাইয়ের দায়িত্ব নিয়ে বোনের সাম্‌নে দাঁড়াতে শেখে নি।—না না, ভগবন্, প্রতিহিংসার উত্তেজনা থেকে পরিত্রাণ দাও; মানুষের মুখ ভুলে যেতে দাও আজ!"

খানিকক্ষণ পরে বিমল আসিয়া শান্তভাবে নমিতার কাছে বসিল, কিন্তু নমিতাকে ডাকিতে তাহার সাহস হইল না। খবরের কাগজখানি

নিঃশব্দে নাড়িয়া চাড়িয়া সে দেখিতে লাগিল। * * মেডিকেল কলেজের ডাক্তারি পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। যে কয়জন দেশীয়া মহিলা এবার সে-পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন, স্মিথ্ তাহাদের প্রত্যেকের নামের নীচে লাল-কালীতে দাগ দিয়া রাখিয়াছেন। কাগজের মাথায় নীল পেন্সিলে মোটা মোটা হরফে তিনি লিখিয়া দিয়াছেন, "নমিতার জন্য।"

বিমল চিঠিখানা হাতে তুলিয়া দেখিল, খামের মুখ এখনও খোলা হয় নাই। একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে বলিল, "দিদি, স্মিথের চিঠিখানা পড়্‌বো কি ?—"

"পড়—" বলিয়া নমিতা শান্তভাবে চোখ মুদিল। বিমল পত্র পড়িতে লাগিল। একটু পরে উত্তেজিত ভাবে সে বলিল, "দিদি, স্মিথ্ কি লিখ্‌ছেন জান ? সুরসুন্দর তেওয়ারী—সে লক্ষপতির সন্তান।—শোন চিঠি—শোন।—"

নমিতা দৃষ্টি খুলিয়া চাহিল। তাহার দৃষ্টি নিস্তব্ধ, প্রশান্ত—অত্যন্ত-সুগভীর-ভাবময়। বিমলের উত্তেজনায় তাহার মুখে এতটুকুও চাঞ্চল্য দেখা গেল না। সে অচঞ্চল, স্থির! বিমল পত্র পড়িতে লাগিল।—

"প্রিয় নমিতা,

রাত্রি সাড়ে এগারটা বাজিয়া গিয়াছে, আমি শয়নের জন্য আসিয়াছি;—কিন্তু তোমাদের একটি সুসংবাদ না শুনাইয়া, ঘুমাইতে পারিব না, তাই পত্র লিখিয়া যাইতেছি। কাল ভোরে আমাকে কোন কাজের জন্য বাহিরে যাইতে হইবে।

"সুরসুন্দর আজ ধরা পড়িয়াছে! সন্ধ্যার সময় আমার কুঠিতে সে আসিয়াছিল। ইতোমধ্যে তাহার এক টেলিগ্রাম এখানে আসিয়া পড়ে। সেই টেলিগ্রামেই সব রহস্য ধরিয়া ফেলিয়াছি। দুষ্ট বালকটি আজ আমার কাছে আত্মগোপন করিতে পারে নাই; সব পরিচয় খুলিয়া বলিয়াছে।

"সুরসুন্দরের পিতা প্রসিদ্ধ ধনবান্ ছিলেন। লাহোর, রাওলপিণ্ডি, কানপুর হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত তাঁহার নানাবিধ ব্যবসায়ে প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা খাটিত। তারপর উপর্যুপরি কয় বৎসর ব্যবসায়ে ক্ষতি হওয়ায় তিনি অনেক টাকা ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। সেই সময় হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। দেনদারের মৃত্যুতে, ঋণদাতৃগণ সুযোগ পাইয়া, নানা কৌশলে সমস্ত ব্যবসায় সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া লয়।

"সুরসুন্দর তখন পনের বৎসরের বালক; কলিকাতায় কোন স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িত। সেইখান হইতে পড়াশুনা ছাড়িয়া সে উপার্জ্জনের চেষ্টায় বাহির হয়। তারপর লাহোর মেডিকেল স্কুল হইতে কম্পাউণ্ডারী পরীক্ষায় পাশ করিয়া, সে চাকরী লইয়া নানা স্থানে ঘুরিতেছে।

"শিক্ষাই শক্তি-সামর্থ্যের জনক। সুরসুন্দরের মেজ ভাই দেবসুন্দর সম্প্রতি বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছে। সে অত্যন্ত চতুর ও অধ্যবসায়ী; নানা কৌশলে বিপক্ষপক্ষের হাত হইতে গোপনে কাগজ-পত্র উদ্ধার করিয়া, তাহাদের বে-আইনি জাল জুয়াচুরী সব ধরিয়া ফেলিয়াছে। বিপক্ষগণ সর্ব্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া, সভয়ে ক্ষমা চাহিয়া, সমস্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণে স্বীকৃত হইয়াছে। কয় বৎসরের ব্যবসায়ের মুনাফায় ইহাদের পিতৃঋণ পরিশোধ হইয়া গিয়াছে। এখন ইহারা আবার সেই পৈতৃক সম্পদের অধিকারী—লক্ষপতি—হইল।

"পুত্রের সম্মান-গৌরবে মাতার হৃদয়ে যে আনন্দের উদয় হয়, আজ আমার প্রাণ সেই আনন্দে পূর্ণ! ইহাকে আমি পুত্রের মত ভালবাসি, পুত্রের মত অসঙ্কোচে স্নেহ করিয়াছি, আদর করিয়াছি, ভুলের জন্য অবহেলায় তিরস্কার করিয়াছি।—আজ সে সমস্ত স্মৃতি গভীর মমতায় আমার মনকে আর্দ্র করিতেছে। নমিতা, তোমাকেই সকলের আগে এ-সংবাদ এত আবেগের সহিত জানাইতেছি। তুমি সকলকেই এই

অপূর্ব্ব আনন্দ-সংবাদ জানাইও, আর জানাইও সুরসুন্দরের সেই অন্তরঙ্গ বন্ধু—ক্ষুদ্র সুশীল মিত্রকে।

"আর একটি কথা, অল্পক্ষণ পূর্ব্বে খবর পাইলাম, এইখানকার কতক গুলি লোক সুরসুন্দরকে অপমানিত করিবার জন্য মিথ্যা ষড়্যন্ত্রে লাগিয়াছে। সে লোকগুলির পরিচয় এখন তোমার শুনিয়া কাজ নাই; পরে শুনাইব। তাহাদের জন্যই কাল আমাকে বাহির হইতে হইবে। সুরসুন্দরও আমারই সঙ্গে যাইবে। আজ তাহার বাড়ী যাওয়া হইল না। আগামী কাল ছুটি কাটাইয়া, কাজে ভর্ত্তি হইয়া, একেবারে ইস্তফা দিয়া, এখান হইতে সে যাইবে। এ সংবাদ আপাততঃ গোপন রাখিও। ইতি—

তোমার বিশ্বস্তা, স্মিথ্।"

বিমল উত্তেজিত স্বরে বলিল, "দ্যাখো দিদি, এই সুরসুন্দর তেওয়ারী যে এত বড় লোকের ছেলে, তা আমরা কেউ জান্‌তুম না; কিন্তু এর আচরণ যে কত মহৎ তা আমরা সবাই বুঝেছিলুম্। শুধু হাঁসপাতালের নয়, এখানকার সবাই এঁকে এত ভালবাস্‌ত, খাতির কর্‌ত ব'লেই ঐ হিংস্র জানোয়ারটা ওর শত্রু হয়ে উঠেছে!......কিন্তু ভগবান্ আছেন। এইবার......।"

নমিতা কোনও উত্তর দিল না; অর্থশূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

বিমল একটু সংযত হইয়া বলিল, "হাঁসপাতাল শুদ্ধ সবাই খেপে উঠেছে, চার্ম্মিয়ান্ রিজাইন দেবার জন্য ডাক্তার-সাহেবের অনুমতি চেয়েছেন; কম্পাউণ্ডাররা সব পরামর্শ ঠিক্ করে রেখেছে যে, স্মিথ্ এলেই তা'রা ধর্ম্মঘট কর্‌বে। ওরা সবাই বুঝেছে, তোমাদের এ বদনাম সর্ব্বৈব মিথ্যা।"

বিমল আবার উত্তেজিত হইয়া উঠিল, সজোরে হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ

করিয়া, দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া মর্ম্মান্তিক ক্রোধে বলিয়া উঠিল, "জঘন্ত-জানোয়ার! ওর মুখের উপর জুতো ছুঁড়ে মার্‌তেও ঘৃণা হয়। লেখাপড়া শিখে, আর কিছু কর্‌তে পার্‌লে না। কাপুরুষতার চরম দৃষ্টান্ত দেখিয়ে শেষে—" বিমলের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল।

শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া বিমল সবেগে কক্ষমধ্যে পরিক্রমণ করিতে লাগিল। তাহার দুই চোখ্ হইতে টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। নমিতা হাঁ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।—বিমলের নিশ্চিন্ত প্রসন্ন সদানন্দ মূর্ত্তির উপর আজ এ কি ভীষণতার বজ্রাগ্নিশিখা ঝলসিয়া উঠিয়াছে!—চাহিয়া চাহিয়া নমিতার যেন চোখ জ্বালা করিতে লাগিল, মুখে একটা ব্যাকুলতার আবেশ ঘনাইয়া উঠিল। হাত তুলিয়া ইসারা করিয়া সে বিমলকে বলিল, "কাছে আয়, ভাই!"

বিমল কাছে আসিল ও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নমিতার পানে চাহিয়া বলিল, "সামাজিক সম্মান, আর পদমর্য্যাদার জোরে, ঐ মিথ্যাবাদী কাপুরুষটা যা খুসী তাই কর্‌বে? ভগবানের বিধান যাই হোক্, কিন্তু তাঁর ওপর চাল মেরে, এই যে মানুষের হাতেগড়া বিধানগুলো, এ কিছুতেই সহ্য কর্‌ব না! অবস্থা-চক্রে দীন-দরিদ্র হয়েছি ব'লে আমাদের সম্মানের মূল্য নাই?—আমরা কি মরে রয়েছি?......মাথার উপর জবরদস্ত অভিভাবক নেই বলে, ওই ইতর, ছোটলোক কুকুরের—"

অকস্মাৎ বিদ্যুদাহতের মত তীরবেগে উঠিয়া, সজোরে বিমলের হাত চাপিয়া ধরিয়া নমিতা উন্মাদ-বিকল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "সাবধান, নিজের মাতাপিতার সম্মান স্মরণ রেখে—।" নমিতার কথা শেষ হইল না, সে বিছানার উপর অজ্ঞান হইয়া ঢলিয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ পরে তাহার চেতনা ফিরিল। দৃষ্টি খুলিয়া ভগ্ন করুণ কণ্ঠে সে বলিল, "কুৎসিত গালি? মর্ম্মান্তিক অভিশাপ? বৃথা শক্তি-

অপব্যয়! বিমল, আমরা ত নীচাত্মার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করি নি, কেন নীচতা প্রকাশ করিস্ ভাই? বাবার স্বর্গগত আত্মার অপমান করা হয় যে!—তাঁকে ব্যথা দিস্ নি; চুপ কর্! তিনি চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন; তিনি সব দেখেছেন, সব জানেন।—তাঁর স্মৃতির গৌরব কতখানি জীবন্ত জ্বালাময় হয়ে আমার বুকের মাঝে জেগে আছে, সে তিনি জানেন রে, আর জানেন অন্তর্য্যামী! সেই ত আমার কুমারী-জীবনের পবিত্রতা-রক্ষার অক্ষয় কবচ! "পিতা রক্ষতি কৌমারে" তিনি বলে দিয়েছিলেন। সে ত আমি ভুলি নি; ওরে এক মুহূর্ত্তের জন্য ভুলি নি।—কেন ভাবিস্ ভাই? যে যা বলেছে বল্‌তে দে।— আমি বাবার কাছে অভয় পেয়েছি,—আর কোন নিন্দা অপমান গ্রাহ্য করি না। এবার নিঃশব্দ উপেক্ষায় সকলকে ক্ষমা করে যেতে দে; গ্লানির পীড়ন থেকে অন্তরাত্মা মুক্তি পেয়ে বাঁচুক্, আর হিংসা-বিদ্বেষ জাগাস্ নে।"

নমিতার বুকের মধ্যে রুদ্ধ উচ্ছ্বাসে কি একটা গাঢ় আবেগ কাঁপিয়া উঠিল!—"আঃ বাবা—" বলিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইল;—ধীর গভীর স্বরে বলিল, "পার্থিবের অন্যায় অপমানের আঘাত আজ অপার্থিব শান্তির দিক্ থেকে ন্যায্যপ্রাপ্য সম্মান বলে গ্রহণ করিবার শক্তি দাও, ভগবন্! —শান্তের ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ অশান্তি থেকে ছিঁড়ে নিয়ে আজ চিন্তাশক্তিকে অনন্তের দিকে প্রসারিত হয়ে যেতে দাও,—আমার এবারের ঘুম সুনিদ্রার আরামে ভরিয়ে দাও, দয়াময়!"

লছ্মীর মা আসিয়া, সস্নেহে মাথায় হাত বুলাইয়া আদর করিয়া বলিল, "নমি-দিদি, এবার কিছু খা, ভাই!—সেই কোন্ সকালে এতটুকু খেয়ে গেছিস্, তারপর আর তো—।"

হাত নাড়িয়া নমিতা বলিল, "এখন নয়, এখন নয়, লছ্মীর মা!—

বড় মাথার যাতনা হচ্ছে, তোমরা চলে যাও।—মাকে দেখ গে।—আমি নিশ্চিন্ত হয়ে একটু ঘুমাই। মাথাটা সেরে যাক্, তারপর—।"

জানালার নীচে রাস্তায় একদল পথিক সমস্বরে উচ্চ রোলে হাঁকিল, "হরিবোল—বল হরি, হরিবোল!—"

চকিতে উৎকর্ণভাবে মাথা তুলিয়া নমিতা সে শব্দ শুনিতে গেল, কিন্তু পারিল না। অকস্মাৎ তাহার মনে হইল, কে যেন বিদ্যুতের চিম্‌টায় মস্তিষ্কের সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলা চিমটাইয়া পিছনে টানিয়া ধরিল।—যন্ত্রণাহতের অস্ফুট আর্ত্তনাদ তাহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল; ধুপ্ করিয়া তাহার মাথাটা বালিশের উপর পড়িয়া গেল। কাতর স্বরে সে বলিল, "দেখ ত বিমল, কে যায়—।"

জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া, বিমল সবিস্ময়ে বলিল, "এ কি! আমাদের নির্ম্মলবাবু—!" পরক্ষণে ভুল সংশোধন করিয়া বলিল, "ডাক্তার মিত্রের ভাই নির্ম্মলবাবু, তিনিও যে খালি পায়ে কাঁধ দিয়ে চলেছেন!—দেখি ত কে—!"

বিমল উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল; একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "ডাক্তার মিত্রের স্ত্রী মারা গেছেন্।......মিনিট-কুড়িক আগে দেখলুম, নির্ম্মলবাবু ছাতা আর ব্যাগ্ হাতে করে ছুটে আস্‌ছেন ষ্টেশন থেকে। বোধ হয়, ওঁর সঙ্গে দেখাও হয় নি; আগেই মারা গেছেন।"

"গেছেন!" বলিয়াই নমিতা বিহ্বলভাবে বিস্ফারিত নয়নে জানালার দিকে চাহিয়া রহিল! বিমল ভীত হইয়া ডাকিল, "দিদি!"

নমিতা দৃষ্টি ফিরাইল। একটা সুখময় নিরাশার হাসিতে তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সে বলিল, "চলে গেল? অযোগ্যতার দুঃসহ মনস্তাপ নিয়েই সে চলে গেল? পৃথিবীতে কি স্মৃতি সে রেখে

গেল আজ? শুধু অকর্ম্মণ্যতার! শয়তানি ফরমাসের মাপে সে নিজেকে গড়ে তুল্‌তে পারে নি, নিজের অবস্থার যোগ্য কর্ত্তব্যপালন কর্‌তে পারে নি,—পৃথিবীর কাছে,—! না—না, পৃথিবীর মানুষের কাছে সে চির-অপরাধী রয়ে গেল! বুকটা তার ভেঙ্গে গিয়েছিল রে, কিন্তু সেই ভাঙ্গনের ঘা খেয়েই প্রাণটা তার ভক্তিতে ভরে গিয়েছিল, শক্তিতে গড়ে উঠেছিল! তোমার সূক্ষ্ম বিচার, ভগবন্! তার আসক্তির জন্য সংসারে কিছু রাখ নি!—কোন পিছ্‌টান ছিল না তার।—সে উপেক্ষিত—অনাদৃত হয়ে, বৈরাগ্যভরা হৃদয় নিয়েই পৃথিবী থেকে চলে গেল!—এ কি সৌভাগ্যের যাত্রা! তোমার করুণাময় নাম ধন্য হোক্ দয়াময়! এবার শান্তি দাও, শান্তি দাও—!"

অবসাদের আলস্যে নমিতার দুই চক্ষু তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। শান্ত মুখে সে ঘুমাইয়া পড়িল। সকলে নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

২৯

রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। নমিতা সেই যে শুইয়াছে, আর উঠে নাই। বিমল দুই তিনবার গিয়া দেখিয়া আসিয়াছে, নমিতা অবাধে, অকাতরে ঘুমাইতেছে।

রাত্রিতে আহারাদির পর বিমল আবার নমিতাকে দেখিতে আসিল। সে তখনও ঘুমাইতেছে। নিদ্রায় সকল যন্ত্রণার অবসান ভাবিয়া বিমল তাহাকে উঠাইল না; নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

একটু পরে কে সজোরে সদর দুয়ারের কড়া নাড়িল। বিমল গিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল;—দেখিল, মিস্ স্মিথ্! রাস্তায় গাড়ী দাঁড়াইয়া

রহিয়াছে; তাহাতে দুইজন লোক বসিয়া আছে। একজন সুরসুন্দর তেওয়ারী, অপর ব্যক্তি নির্ম্মলবাবু। দুই জনেই হাতে মুখ ঢাকা দিয়া নির্ব্বাক্‌ভাবে পাশাপাশি বসিয়া আছেন।

স্মিথ্‌ ভিতরে ঢুকিয়া বলিলেন, "নমি কই, নমি?"

বিমল সংক্ষেপে বলিল, "বাড়ী এসে একবার ফিট্‌ হয়েছিল,—অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে ঘুমিয়ে গেছে। এখনো ঘুম ভাঙ্গে নাই।"

স্মিথ্‌ বলিলেন, "থাক্‌। তোমার মার সঙ্গে একবার দেখা হতে পারে?"

বিমল বলিল, "হাঁ, আসুন। তিনি ঘুমাতে পারেন্‌ নি!"

স্মিথ্‌কে সঙ্গে করিয়া বিমল মাতার ঘরে আসিল। মাতা অস্থিরভাবে এ-পাশ ও-পাশ করিয়া, গম্ভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে শয্যা-কণ্টকী যাতনা ভোগ করিতেছিলেন; স্মিথ্‌কে দেখিয়া কাতর-স্বরে বলিলেন, "স্মিথ্‌, নমির কপালে এই কলঙ্ক ছিল?"

স্মিথ্‌ দৃপ্তস্বরে বলিলেন, "না, ও-কথা বোল না। এ নমির কলঙ্ক নয়। আমাদের কলঙ্ক! তুমি কাউকে চেন না, কার কথা তোমায় বল্‌ব!—নিজের কথাই বলি।—আমিই এ দোষের জন্য দায়ী! ওদের কুৎসা-সৃষ্টিকারি-শক্তির জয় হৌক। ওদের কোন দোষ দেব না আজকে।—কিন্তু দেখ্‌ব আজকে, সেই কাণ্ডজ্ঞানহীন, মূর্খ জ্যাক্‌সন্‌কে! সে ন্যায়পরায়ণতার দোহাই দিয়ে এত বড় অন্যায় কাজ করেছে কোন্‌ আইনের বলে?—আমি এখনই গিয়ে কৈফিয়ৎ নিচ্ছি।—সে সভ্য ইংরেজ, না বন্য পশু, আমি এখনই আজ দেখ্‌ব! একই সমাজের সভ্যতা আর ন্যায়পরায়ণতার গৌরব সংস্কার তার মগজে, আর আমার মগজে, সমান-ভাবে গাঁথা আছে।—তার ভুল সংশোধনে উদাসীন থাক্‌লে আমাকে প্রত্যবায়ের ভাগী হতে হবে। আজ চাব্‌কে তার চৈতন্যের উদ্বোধন কর্‌ব। আমি জ্বলন্ত প্রমাণ হাতে করে এসেছি।—"

চোর-পকেট হইতে একখানি পত্র টানিয়া বাহির করিয়া স্মিথ্ বলিলেন, "ডাক্তার মিত্রের স্ত্রী মৃত্যুর পূর্ব্বে এই চিঠি তা'র দেবর নির্ম্মল মিত্রকে লিখে রেখে গেছে।—এ চিঠি আমার হাতে পড়েছে। নমিতা কেন কিসের জন্য দু'দিন তাঁর কাছে গেছ্‌ল, এতে সব খুলে লেখা আছে।—এতেই ডাক্তারের মিথ্যাবাদিতা ধরা পড়্‌বে। আমি নির্ম্মলকে পাক্‌ড়াও করে নিয়ে চলেছি। এখনই ডাক্তার-সাহেবের কাছে গিয়ে সাক্ষ্য দেওয়াব। ও মিথ্যা বল্‌তে পারবে না। আমি প্রমাণ করাব,—ডাক্তার কি দরের মানুষ!—ডাক্তারের বাড়ীতে যে স্ত্রীলোকটি রাঁধুনীর কাজ করে, তার সঙ্গে যে ওর কি সম্পর্ক, সে ওর বাড়ীতে, ওরই মাইনে খেয়ে যারা ঝি চাকরের কাজ করে, তারা সুস্পষ্টরূপে খুলে বলেছে। শুধু তাই।—কত কেলেঙ্কারীর কথা বল্‌ব! মিসেস্ দত্ত নার্শের সঙ্গে ওর এত বাধ্যবাধকতা কিসের, ফিমেল ওয়ার্ডের মেথরাণীরা তার চাক্ষুষ সাক্ষী আছে। আমি এতক্ষণ কুঠিতে বসে, সব্‌-ডিবিশনাল অফিসারকে ডাকিয়ে, সাক্ষ্য রেখে, তাঁর সামনে সব জবানবন্দী টুকে নিয়েছি।—আজ সারাদিনই ওর কাজে আমাকে বাইরে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। ও হত্যাকারীর কাছে ঘুস নিয়ে রিপোর্ট পাল্টে লিখেছে,—ও ডাক্তার-সাহেবের ক্লার্ক সেই শরৎ-পাজীকে ঘুস দিয়ে হাতে রেখে কত ভয়ানক কাজ করেছে, আমি তার সব প্রমাণ সংগ্রহ করেছি। আজ জেলের দুয়ার ওর সামনে খোলা।—ও এত অকীর্ত্তি করে রেখেছে! কিন্তু বলিহারি ওর অসীম সাহসকে!—শয়তান এখনো অসঙ্কোচে বাঘের মত হিংস্র-ক্রূরতা নিয়ে, এমন নির্ভয়ে হাঁক্-গাঁক্ করে বেড়ায়! কিন্তু ও জান্‌বে না, স্মিথ্‌-সিংহী ওর পিছুতে লেগেছে; এবার ওর সর্ব্বনাশ করে ছাড়্‌বে!—"

গৃহস্থ সকলে আড়ষ্ট, স্তম্ভিত! স্মিথ্‌-সিংহী-ই বটে! আজ একেবারে ক্ষিপ্তা সিংহীর মতই তিনি ভীষণ-উগ্র! আজ তাঁহার অগ্নি-বর্ষী চোখের

সাম্‌নে চোখ তুলিয়া চাহে সাধ্য কাহার!—তাঁহার কণ্ঠের বজ্র নিনাদে গৃহের দেয়ালগুলা পর্য্যন্ত যেন থর্‌-থর্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল!

থামিয়া, একটু শান্ত হইয়া স্মিথ্‌ সংযত স্বরে বলিলেন, "তুমি নিশ্চিন্ত হও। কোন ভয় নেই।—মাথার ওপর সর্ব্বদর্শী ভগবান্‌ আছেন; মিথ্যার দম্ভ কখনো টিক্‌তে পারে না, এটা নিশ্চয় জেনো!—যদি নমিকে না চিন্‌তাম তা হলে আজ হাত গুটিয়ে বসে থাক্‌তাম্‌। কিন্তু আমি যে তাকে চিনেছি, আমি নিজের হৃদয়কে যত না বিশ্বাস করি, তাকে তার চেয়ে বিশ্বাস করেছি। তার অন্যায় অপমান, আমি কখনো সহ্য করব না! ভগবান্‌কে ধন্যবাদ যে, খুব সহজেই আমার কার্য্যোদ্ধার হয়েছে।—আজ সমস্ত মিথ্যার অত্যাচার আগুনে ছারখার করে ফিরব! একটু সবুর কর, আগে ডাক্তার-সাহেবকে দেখে আসি,—তাঁকে বুঝিয়ে দিয়ে আসি, তাঁর মগজের চেয়ে আমার মগজ বিশ বছরের বেশী পুরাতন!"

দ্বারের দিকে দুই পা অগ্রসর হইয়া স্মিথ্‌ বলিলেন, "আবার বল্‌ছি, তোমরা কিছু ভেবো না।—নমি শুধু তোমার সন্তান নয়, আমাদেরও সন্তান। আমরা নিশ্চয়ই নিজেদের দায়িত্বের সম্মান রাখ্‌ব;—রাখ্‌তে আমরা বাধ্য যে! নিজে সারাদিন এই এক পোষাকে ঘুর্‌ছি; পোষাক বদ্‌লাতে সময় পাই নি।—এবার ডাক্তার সাহেবের কাছে চল্লুম, আজ সারারাত তাঁকে খাটাব,—ঘুমাতে দেব না।—তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাও।"

স্মিথ্‌ দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেলেন।

৩০
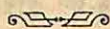
ঘড়িতে টং-টং করিয়া রাত্রি দুইটা বাজিল। 'খটাবট্ খটাবট্'—করিয়া ডাক্তার-সাহেবের প্রকাণ্ড ওয়েলার-যুক্ত গাড়ীখানা আসিয়া হাঁসপাতালের অদূরে মোড়ের মাথায় দাঁড়াইল। সর্ব্বাঙ্গ ক্লোকে ঢাকা ডাক্তার-সাহেব লাফাইয়া গাড়ী হইতে নামিলেন, তারপর নামিলেন স্মিথ্, সুরসুন্দর, আর সমুদ্রপ্রসাদ কম্পাউণ্ডার ও সেই সর্দ্দার কুলী ছট্টুর পুত্র, লাল্লু।

সকলে নিঃশব্দে আসিয়া হাঁসপাতালের ফটকে পৌঁছিলেন। ফটক ভিতর হইতে চাবি-বন্ধ। পার্শ্বেই দ্বারবানের ঘর। ডাক্তার-সাহেব স্বয়ং অগ্রবর্ত্তী হইয়া, খুট্‌খুট্ করিয়া ফটক ঠেলিয়া, মোলায়েম সুরে ডাকিলেন—"ড্যারোয়ান্,ইয়ো ড্যারোয়ান্—।"

মাঞ্জা করা সূতার কর্‌করে ধারের মত, চাঁচা গলায় দ্বারবান্ ভিতর হইতে উত্তর দিল, "কোই হ্যায় রে ?"

ডাক্তার-সাহেব সুচারু উচ্চারণে একটা গালি পাড়িয়া, মৃদুকণ্ঠে নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করিলেন,—"টোমরা পাপা হ্যায়, জল্‌দি কেয়াড়ি খোল,—জল্‌দি !"

এবার দ্বারবানের চমক ভাঙ্গিল, মাথা ঘুরিয়া গেল ; চাবি লইয়া ছুটিয়া আসিয়া ফটকের তালা খুলিতে খুলিতে ভয়-জড়িত স্বরে বলিল, "হুজুর, মাপ কিজিয়ে, হাম পছনে"—

তাহার মুখের কথা মুখে রহিল। ডাক্তার-সাহেব গম্ভীর স্বরে তাহাকে বলিলেন, "চুপ্ রও, হল্লা করো মৎ !"—

দ্বারবান্ ফটক খুলিয়া এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার-সাহেব

পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইয়া লাল্লুকে কি ইঙ্গিত করিলে, সে চক্ষের নিমিষে এক লম্ফে দ্বারবানের ঘাড়ে পড়িয়া তাহাকে ভূমিসাৎ করিল, সমুদ্র পাগড়ী খুলিয়া সুদৃঢ় বন্ধনে তাহার হাত পা বাঁধিল। ডাক্তার-সাহেব হাতের রুলটি তাহার মুখের সাম্‌নে আন্দোলন করিয়া তীব্রস্বরে বলিলেন, "ঝট্ বোলো, উ লোক চোরি-কো মাল কাঁহা গাড়া রাখ্‌খা ?"

দ্বারবান্ পাংশুমুখে বলিল, "হুজুর, মায় বাপ,—হাম্‌রা কোই কসুর নেই হায়, হুজুর—!"

ডাক্তার-সাহেব বলিলেন্, "বহুৎ আচ্ছা, মাল কাঁহা বোলো।—"

দ্বারবান্ বলিল, "ফটক্‌কা ডাহিন্ মে,—ঐ জমীন্ কো নীচু গাড়া হায়।—"

ডাক্তার-সাহেব বলিলেন, "লাল্লু, ফটকমে চাভি লাগায়কে, ইস্‌কো পাশ ঠাড়া রও,—"

তাঁহারা বাগানের সরু পথ ধরিয়া 'ফিমেল ওয়ার্ডে'র পার্শ্ব দিয়া ঘুরিয়া আসিয়া, মেল ওয়ার্ডের বারাণ্ডায় উঠিলেন। তারপর নিঃশব্দে সকলে দ্বিতলে উঠিয়া, বারাণ্ডার প্রান্তে শেষ ঘরটির সাম্‌নে আসিয়া পৌঁছিলেন। ঘরের দ্বার ভেজান ছিল। ভিতরে উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে, কয়জন লোক মৃদুস্বরে কথাবার্ত্তা কহিতেছে, এবং মাঝে মাঝে খুব জোরে হাসিও হইতেছে।

ঘরের দ্বার ঠেলিয়া ডাক্তার-সাহেব আগে ঢুকিলেন ; পিছনে স্মিথ্। সুরসুন্দর ও সমুদ্র চৌকাঠের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল।

একটা মস্ত টেবিল ঘিরিয়া ডাক্তার মিত্র, ক্লার্ক শরৎবাবু, হিতলালবাবু, আর একজন ঘোর কৃষ্ণকান্তি অপরিচিত প্রৌঢ় ব্যক্তি সারি সারি চেয়ারে বসিয়া মদ্যপান করিতেছেন। দত্তজায়া টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া গ্লাসে 'হুইস্কি' ঢালিয়া দিতেছেন, তাঁহার অবস্থাও খুব প্রকৃতিস্থ নহে।

হিতলালবাবু চেয়ারের পিঠে ঘাড় হেলাইয়া অর্দ্ধচেতন অবস্থায় যা-তা বকিতেছেন। ডাক্তার মিত্র ও শরৎবাবুর অবস্থা ততদূর শোচনীয় নহে। তবে শাদা চোখ কাহারও নাই। কৃষ্ণকান্তি পুরুষটি গম্ভীরভাবে ঝিমাইতেছেন।—তাঁহার সম্মুখে টেবিলে বিভিন্ন রকমের নিব্ লাগান কতকগুলা কলম, কয়েকটা দোয়াত ও সারি সারি থাকবন্দী বিস্তর লেখা-কাগজ রহিয়াছে।

ডাক্তার-সাহেব ঘরে ঢুকিয়াই বলিলেন "শুভ-রাত্রি, ডাক্তার মিত্র! অনধিকার প্রবেশের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করছি;—কিন্তু এখানে এ-সব হচ্ছে কি?—নার্শ, তুমি এখানে কেন?"

সকলে বজ্রাহত, নিস্তব্ধ। কৃষ্ণকান্তি পুরুষটি ঝিমান বন্ধ করিয়া, গুলিখোরের মত গোল চোখ-দুইটা পাকাইয়া তীব্রদৃষ্টিতে একবার চাহিল, তারপর চট্ করিয়া উঠিয়া, পরম-ভক্তিসহকারে মাথা ঝুঁকাইয়া সেলাম করিয়া, ব্যস্ত-সমস্তভাবে তল্পিতল্পা গুটাইয়া বগলে পুরিয়া, সবিনয়ে বলিল, "হাঁ সাহেব, ভুল হয়ে গেছে; আমি পুওর ম্যান, থার্ড পার্সোন্! —এই ডাক্তারবাবুকে 'কল' দিতে এসেছি; কাল সকালে আমার বাড়ী যেতে হবে। আমি এখনই যাচ্ছি—"

ডাক্তার-সাহেব পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, দাঁড়াও ভদ্রলোক, এক পা এগোবে, কি এই রুলের ঘায়ে মাথা ভেঙ্গে দেব। সাবধান!— চালাকি ক'র না, কাগজগুলা দাও দেখি। তেওয়ারী, সমুদ্র সিং—এস, বাঁধো এই 'রাস্কেল' কে!"

সমুদ্র আসিয়া একটানে তাহার হাত হইতে কাগজের তাড়া টানিয়া লইয়া টেবিলের উপরে ফেলিল; বলিল, "স্যর, এই দেখুন্, আবার সব বেনামী দরখাস্ত নানা ধাঁচে তৈরী হচ্ছে! এ কি! বাঃ! স্মিথের লেখাও জাল হচ্ছে যে! ভাল, ভাল। স্যর! এই লোকটাই সহরের

সেই প্রসিদ্ধ জালিয়াৎ—বেণীমাধব ছক্‌মল্।—ইনি ঐ হিতলালবাবুর বাবার ধামা-ধরা জালিয়াৎ বন্ধু... ।”

রোষ-কষায়িত নেত্রে চাহিয়া ডাক্তার-সাহেব বেণীকে বলিলেন,—“আচ্ছা তুমি এখন থাক ; কাল সকালে পুলিশ-বাবার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎকার হবে।

ক্লোকটা খুলিয়া একটা চেয়ারের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া ডাক্তার-সাহেব অগ্রসর হইয়া আসিলেন ; ক্লার্ক শরৎবাবুর দুই কাণ ধরিয়া উত্তমরূপে নাড়া দিয়া ‘ঠাঁই ঠাঁই’-শব্দে তাহার দুই গালে দুই বজ্র চপেটা-ঘাত বসাইলেন ; ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, “তুমি বড় হুঁসিয়ার লোক আছ ! কাপ্তেন জ্যাক্‌সনকে গাধা পেয়েছিলে, কেমন ?”

শরৎবাবুকে ছাড়িয়া ডাক্তার-সাহেব ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। দত্তজায়ার দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, “নার্শ, তোমায় সস্‌পেণ্ড কর্‌লুম্। এই মুহূর্ত্তে হাঁসপাতাল-গ্রাউণ্ডের সীমা ছেড়ে দূর হও। তোমার বিরুদ্ধে উৎকোচ-গ্রহণের অভিযোগ উপস্থিত হয়েছে।—জেনে রেখো, যথাস্থানে তাহার বিচার হবে।”

দত্তজায়া এতক্ষণ নিঃশব্দে একপাশে জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এইবার বিনাবাক্যে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

ডাক্তার-সাহেব বজ্রনিনাদে বলিলেন, “প্রমথবাবু, তোমার আজ স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে! বৈকালে তোমায় বড়ই কাতর দেখেছিলুম না ? বহুৎ আচ্ছা, এখন তোমার অবস্থা-পরিবর্ত্তনে আমি সুখী। কিন্তু হাঁসপাতালে ওয়ার্ডের মধ্যে বন্ধুবান্ধব নিয়ে তোমার যথেচ্ছাচার কর্‌বার অধিকার নাই, সে কথা ভুলে গেলে কেন ? কাজটা কি ভাল হয়েছে ?”

প্রমথবাবু কোন উত্তর দিলেন না। ডাক্তার-সাহেব একটু থামিয়া

বলিলেন, "ডাক্তার, আজ সকালে যে নার্শকে সস্‌পেণ্ড করিয়েছ, বল ত সে নার্শ—সেই বালিকা নার্শ, তোমার বাড়ীতে কিসের জন্য যাওয়া আসা করতেন? এইখানে একবার সত্য বল দেখি, ডাক্তার!···কি হে, বল্‌তে চাও না এখন? আচ্ছা, এই চিঠিখানা পড়ে ছাখো দেখি।—এ লেখাটা কা'র চেন কি?"

ডাক্তার মিত্র চিঠির দিকে চাহিয়া শিহরিয়া বলিলেন, "স্যর, এ জাল চিঠি!—এ আমার স্ত্রীর লেখা নয়!"—

বিদ্রূপের স্বরে ডাক্তার-সাহেব বলিলেন, "বটে। কিন্তু যে লোক এ চিঠি সনাক্ত করেছে, সে কে জান? সে তোমারই ভাই, নির্ম্মল মিত্র! তিনদিন আগে যার নাকে ঘুসী মেরে রক্তপাত করেছিলে, গলা-ধাক্কা দিয়ে যার সঙ্গে তোমার মাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে, সেই নির্ম্মল মিত্র;—মৃত্যুশয্যায় শায়িত স্ত্রীর সঙ্গে এতটুকু সদয় ব্যবহার কর্‌বার জন্য যে তোমার পায়ে ধরে মিনতি করিতেছিল,—এ লোকটা সেই,—তোমার পারিবারিক-সম্পর্কভুক্ত একজন! বল ডাক্তার, এ লোকটাও কি আমায় ঠকিয়ে গেছে?"

ডাক্তার মিত্র কোন উত্তর দিলেন না। ডাক্তার-সাহেব সুরসুন্দরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মিত্রকে বলিলেন, "দেখ দেখি চেয়ে, একে চিন্‌তে পার, বোধ হয়? এ না কি ঔষধ-অস্ত্র চুরি করে গেছে? সেই যে বেনামী দরখাস্তে ঔষধ-চুরির কাল্পনিক বর্ণনা সব লিখিয়েছিলে—ডাক্তার!" উগ্র ক্রোধে ডাক্তার-সাহেবের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। সজোরে ভূমে পদাঘাত করিয়া তিনি বলিলেন, "আমায় বাঁদর নাচ নাচিয়েছ, ডাক্তার? উঃ! অদ্ভুত তোমার সাহস, আর অপূর্ব্ব বুদ্ধি-কৌশল! থাক্, আমি এখনই ছোটলাটের কাছে টেলিগ্রাম কর্‌ছি। তারপর যথাস্থানে যা যা কর্‌তে হয়, সব ঠিক্ করে নিচ্ছি—।"

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ডাক্তার-সাহেব বলিলেন, "সমুদ্র সিং, তোমাকে আর সেই সর্দ্দার কুলীকে আমি নিজের পকেট থেকে পুরস্কার দেব। তোম্‌রা ভাগ্যে আমার কুঠিতে গিয়ে সাহস করে খবর দিয়েছিলে,—নচেৎ এ সমস্ত ব্যাপারের কিছুই জান্‌তে পারতাম্‌ না!—স্মিথ্‌, আমি আন্তরিক দুঃখের সঙ্গে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। বেশী আর কি বল্‌ব?—আপনার সেই তিরস্কারের জন্য এখন আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।—"

স্মিথ্‌ ডাক্তার-সাহেবের সহিত নিম্নস্বরে দুই-একটা কথা কহিলেন। ডাক্তার-সাহেব স্মিথের দিকে একখানি চেয়ার সরাইয়া দিলেন এবং নিজে একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলেন। এক তাড়া কাগজ বাহির করিয়া তিনি বলিলেন, "ক্লার্ক শরৎবাবু, এস, এই চেয়ার খানায় বস।—এই কাগজগুলা পড়্‌তে হবে। ডাক্তার মিত্র, বস ঐ সাম্‌নের চেয়ারে।—শোন এই কাগজগুলা। এর মধ্যে কোনও অপরাধটা অস্বীকার কর্‌বার ক্ষমতা যদি তোমার থাকে, দেখ!—পড়, শরৎবাবু, প্রথম নম্বর তাড়া,—গৌরাঙ্গদাস চক্রবর্ত্তী, লাল-বাজার করমগঞ্জ।—"

ডাক্তার মিত্র ঘূর্ণিত মস্তকে অবসন্নদেহে চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন।

৩১
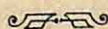
তরুণ উষার ক্ষীণ আলোক সেইমাত্র পৃথিবীর বুকে নামিয়া আসিতেছে। মাথার শিয়রে জানালার ফাঁক দিয়া যে শীর্ণ আলোক-রেখাটি বিছানার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, নমিতা নিদ্রাহীন নয়নে নির্ণিমেষ-দৃষ্টিতে তাহারই পানে চাহিয়াছিল।

বাহিরে ডাকাডাকি শুনিয়া শঙ্কর উঠিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। গোলমালে বিমল, সুশীল, সমিতা, সকলেরই নিদ্রাভঙ্গ হইল। বিমল বাহিরে ছুটিয়া গেল। ক্ষণপরে কয়জোড়া জুতার শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। আগে মিস্ স্মিথ্, মাঝে ডাক্তার-সাহেব ও পিছনে সুরসুন্দর তেওয়ারী আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

নমিতা চাহিয়া চাহিয়া সকলকে দেখিল। ক্লান্তি-অলস হাত-দুই-খানি তুলিয়া একবার সে কপালে ঠেকাইল; কোন কথা কহিল না; উঠিতেও পারিল না।

ডাক্তার-সাহেব তাহার করস্পর্শ করিয়া বলিলেন, "সুপ্রভাত!"

ক্ষীণকণ্ঠে নমিতা প্রতিধ্বনি করিল, "সুপ্রভাত—অতি সুপ্রভাত!"

ডাক্তার-সাহেব একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলেন। স্মিথ্ শয্যাতেই নমিতার পার্শ্বে বসিলেন। সুরসুন্দর শয্যার শিয়রে নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

ডাক্তার-সাহেব নমিতাকে বলিলেন, "প্রিয়-ভগিনি, তোমার কাছে ক্ষমা-প্রার্থনার জন্য এসেছি। শয়তানের চক্রান্তে প্রতারিত হয়ে, তোমার সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত অবিচার করেছি। এখন আমি আন্তরিক দুঃখিত। ডাক্তারের চরিত্রের গুপ্ত রহস্য সব প্রকাশিত হয়েছে। সে এখন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-বাসের উপযুক্ত অপরাধী। তোমার চরিত্র নির্দ্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় আমি আন্তরিক আহ্লাদিত হয়েছি, তোমায় প্রীতি-সংবর্দ্ধনা-জ্ঞাপন করছি।"...

নমিতা কোনও উত্তর দিল না; অর্থহীন দৃষ্টিতে সেই আলোক-রেখাটির পানে চাহিয়া নিস্তব্ধ রহিল।

স্মিথ্ তাহাকে নাড়া দিয়া ডাকিলেন, "নমিতা, নমিতা!—"

"এ্যাঁ—কেন ম্যাডাম্?" বলিয়া নমিতা তাঁহার দিকে চাহিল।

স্মিথ্ বলিলেন, ডাক্তার-সাহেব নিজে তোমায় সুসংবাদ জানাতে এসেছেন্, তুমি নির্দ্দোষ।—”

“উত্তম—আমার মাকে সান্ত্বনা দান করুন্, ম্যাড্যাম্—” নমিতা শান্তমুখে পার্শ্ব ফিরিয়া শুইয়া বলিল, “বিমল, সাম্‌নের ঐ জানালাটা খুলে দে-না ভাই।—আলোটা ভাল করে দেখি।—”

সুরসুন্দর গিয়া জানালা খুলিয়া দিল। উষার রক্তচ্ছটায় পূর্ব্বাকাশ যেন সদ্যঃ-শোণিত-রঞ্জিত!—নমিতা একদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

নীচে রাস্তায় বাইসাইকেলের ক্রিং ক্রিং শব্দ বাজিয়া উঠিল; টেলিগ্রাফ অফিসের পিওন উচ্চকণ্ঠে হাঁকিল—“নমিটা মিটার!—নমিটা মিটার, একঠো টেলিগ্রাম হৈ।”

নমিতা ধীরকণ্ঠে বলিল, “বিমল, দেখ্‌ত ভাই! বুঝি, দাদার টেলিগ্রাম এল!—হাঁ দাদারই খবর, নিশ্চয়!—”

বিমল চলিয়া গেল। ক্ষণকাল পরে সে উর্দ্ধশ্বাসে টেলিগ্রাম-হাতে ছুটিয়া আসিয়া, উত্তেজিত কণ্ঠে আনন্দোজ্জ্বল মুখে পড়িয়া শুনাইল,—“নমিতা,—অতিশয় আনন্দের সহিত জানাইতেছি, যুদ্ধের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই আমাদের পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। আমি ভালরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছি। বোম্বের সুবিখ্যাত......কোম্পানির কারখানায় ৫৫০৲ টাকা মাহিনায় নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে যাইতেছি।—তুমি আজই হাঁসপাতালের কাজে ইস্তফা দাও।”

একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় নমিতার ক্ষীণ স্পন্দিত হৃৎপিণ্ডটা যেন সজোরে দুইখানা হইয়া গেল! রুদ্ধশ্বাসে ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ থাকিয়া কষ্টোচ্চারিত স্বরে সে বলিল, “ডাক্তার-মহাশয়, ইস্তফা গ্রহণ করুন্!—”

স্মিথ্ ব্যস্তভাবে নমিতার বুকে হাত দিয়া বলিলেন, “নমিতা, নমিতা, শুভসংবাদ এসেছে, আজ বড় আনন্দের দিন। শান্ত হও।—”

বঙ্কিম গ্রন্থাবলী

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিরাজ করে, ঘরে ঘরে তাহা পঠিত হয়, কিন্তু সচিত্র রাজ-সংস্করণ এ পর্য্যন্ত কেহ পান নাই। সুলভ অপাঠ্য সংস্করণ মাত্র বাজারে পাওয়া যায়। আমরা বহু অর্থব্যয়ে ও বহু চেষ্টায় সাহিত্য-সম্রাটের গ্রন্থাবলীর প্রত্যেকখানি অতি যত্নসহকারে চিত্র-শোভিত করিয়া বাহির করিতেছি। তার পর শুধু চিত্র নয়, সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকের ছাপা, কাগজ এবং বাঁধাই এবার আমরা এত সুন্দর করিয়াও মূল্য পূর্ব্ববৎ সুলভ রাখিয়াছি।

দুর্গেশনন্দিনী
ছয়খানি একবর্ণের ও তিনখানি বহুবর্ণের চিত্রশোভিত। বিংশ (রাজ) সংস্করণ মূল্য ২৲ টাকা

কপালকুণ্ডলা
সাতখানি একবর্ণের ও একখানি বহুবর্ণের চিত্রশোভিত। ত্রয়োদশ (রাজ) সংস্করণ মূল্য—১৷০ টাকা

দেবীচৌধুরাণী
একখানি বহুবর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র-ভূষিত। একাদশ (রাজ) সংস্করণ ২৲

কৃষ্ণকান্তের উইল
একখানি একবর্ণের ও তিনখানি বহুবর্ণের চিত্রশোভিত। অষ্টম (রাজ) সংস্করণ মূল্য—১৷৷০ টাকা

রজনী
ষষ্ঠ (রাজ) সংস্করণ একখানি ত্রিবর্ণের চিত্র ভূষিত—১৷০

আনন্দমঠ
একখানি বহুবর্ণের সুন্দর চিত্র আছে। দশম (রাজ) সং—১৷৷০ টাকা

চন্দ্রশেখর
একখানি বহুবর্ণের চিত্রালঙ্কৃত। অষ্টম (রাজ) সংস্করণ—১৷৷০ টাকা

বিষবৃক্ষ
একখানি বহুবর্ণের চিত্রশোভিত। পঞ্চদশ (রাজ) সংস্করণ—১৷৷০ টাকা

মৃণালিনী
একখানি বহুবর্ণের চিত্রশোভিত—১৷৵০

ইন্দিরা ১২খানি বহুবর্ণের চিত্রালঙ্কৃত-১৷৷০

[illegible]

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য—২৲

মগধের মহারাণী মূরলার সুবর্ণকঙ্কণ চুরির ব্যাপার লইয়া এই পুস্তকের প্রাণপ্রতিষ্ঠা। চাণক্যের কূট রাজনীতি, চন্দ্রগুপ্তের আত্মত্যাগ, মহারাণী মূরলার পতিভক্তি কৌশলময়ী তড়িতার অপূর্ব্ব লীলা, ইহাতে বিচিত্র ঘটনার সৃষ্টি করিয়াছে। কি করিয়া চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক মগধের নন্দবংশ-ধ্বংস সূচনা হয়, তাহার বিচিত্র চিত্র এই উপন্যাসে চিত্রিত।

সোণার জলে বিচিত্র বাঁধাই, এই উপন্যাস গ্রন্থখানি
উপহারের বিচিত্র কোহিনুর।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত—১৲

—১ খানি ত্রিবর্ণের ও ৪খানি একবর্ণের চিত্র শোভিত—
অতি সুন্দর ছবি চকচকে ঝক্ঝকে বাঁধাই।

পুরাণে শর্ম্মিষ্ঠার কাহিনী অতি চমৎকার—সেই দুর্লভ কাহিনীখানি গ্রন্থকার আরও অপূর্ব্বভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে রমণীর—অপূর্ব্ব প্রেম, ধৈর্য্য, আত্মবিসর্জ্জন ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। প্রত্যেক কুমারী, সধবা ও বিধবার একান্ত পাঠ্য। উৎকৃষ্ট রঙ্গিন কালীতে—মূল্যবান কাগজে মুদ্রিত।

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

NOTE 1.—Number of emergent processes should

NOTE 2.—Processes received from outside the